সুনান আবু দাউদ

৫ম খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[পঞ্চম খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদ
আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
বি.কম. (অনার্স), এম.কম., এম. এম.

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি	:	২০১০
মুহাররাম	:	১৪৩১
মাঘ	:	১৪১৫

মুদ্রণ
আলফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

Sunan Abu Dawood (Vol. V)
Translated by Mawlana Muhammad Musa and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus (1st floor) Dhaka-1000 1st January 2010 Price Taka 320.00 only.

প্রকাশকের কথা

সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাউদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ্ মুসলিম ও জামে' আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাউদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাউদ-এর প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পর এবার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

সুনান আবু দাউদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ইবারতের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে আবু দাউদের হাদীস আর কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে– এই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছেন, যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযোজিত হলো।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ২২

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

(ব্যবসা-বাণিজ্য)

بَابٌ فِى التِّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلْفُ وَاللَّغْوُ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ব্যবসায়ে শপথ ও অহেতুক কথাবার্তার আশ্রয় নেয়া হয়

٣٣٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاِسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ.

৩৩২৬। কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে (প্রথমদিকে) আমরা (ব্যবসায়ীরা) সামাসিরাহ (দালাল সম্প্রদায়) নামে অভিহিত হতাম। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে এই নামের তুলনায় অধিক সুন্দর নাম দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায়িক লেনদেনে অবাঞ্ছিত ও অযথা কথাবার্তা এবং অপ্রয়োজনীয় শপথ করা হয়ে থাকে। অতএব তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সাথে সাথে দান-খয়রাত করে তাকে ক্রটিমুক্ত করো।

٣٣٢٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْبَسْطَامِىُّ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَعْيَنَ وَعَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرَزَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَحْضُرُهُ الْكِذْبُ وَالْحَلْفُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الزُّهْرِىُّ اللَّغْوُ وَالْكِذْبُ.

৩৩২৭। কায়েস ইবনে আবু গারাযা (রা) থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার এই বর্ণনায় আছে, তিনি (নবী সা.) বলেছেন ঃ (ব্যবসায়িক কাজে) মিথ্যা কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনীয় শপথ করা হয়ে থাকে। আবদুল্লাহ আয-যুহরীর বর্ণনায় আছে, অবাঞ্ছিত কথাবার্তা ও মিথ্যা (শপথ করা) হয়ে থাকে।

بَابٌ فِىْ اِسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ খনিজ দ্রব্য উত্তোলন

٣٣٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيْمًا لَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيْرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اُفَارِقُكَ حَتّٰى تَقْضِيَنِىْ اَوْ تَأْتِيَنِىْ بِحَمِيْلٍ قَالَ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيْنَ اَصَبْتَ هٰذَا الذَّهَبَ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهَا لَيْسَ فِيْهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৩২৮। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে দশ দীনার ঋণ দিয়েছিল। সে তা আদায় করার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে লাগলো। সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার পিছু ছাড়বো না যতক্ষণ তুমি আমার পাওনা পরিশোধ না করবে অথবা যামিনদার নিয়ে আসবে। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যামিন হলেন। অতঃপর সে তার ওয়াদা মোতাবেক সোনা নিয়ে আসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই সোনা তুমি কোথায় পেলে? সে বললো, খনি থেকে। তিনি বললেন ঃ আমাদের এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই এবং এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।

بَابٌ فِىْ اِجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা

٣٣٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ وَلاَ اَسْمَعُ اَحَدًا بَعْدَهُ

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ اَحْيَانًا يَقُوْلُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِىْ ذٰلِكَ مَثَلاً اِنَّ اللّٰهَ حَمٰى حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ وَاِنَّهُ مَنْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّخَالِطَهُ وَاِنَّهُ مَنْ يُّخَالِطُ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ اَنْ يَّجْسُرَ.

৩৩২৯। নু‘মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হালালও সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝখানে অনেক সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে। (রাবী বলেন), কখনও কখনও তিনি (রাবী) مُتَشَابِهَاتٌ শব্দের পরিবর্তে مُشْتَبِهَةٌ শব্দ বলেছেন (অর্থ একই)। আমি তোমাদের সামনে এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করেছেন চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা)। আর আল্লাহর নির্ধারিত চারণভূমি হলো হারামসমূহ (নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ)। যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার কাছে চড়ায়, তার পশু সেখানে (নিষিদ্ধ এলাকায়) ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুতে জড়ায় সে হারাম বস্তুতে লিপ্ত হওয়ার সাহস করতে পারে।

٣٣٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ دِيْنَهُ وَعِرْضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ.

৩৩৩০। আমের আশ-শা‘বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু‘মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপরোল্লেখিত হাদীসটি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ এতদুভয়ের (হালাল ও হারামের) মাঝখানে অনেক সন্দেহজনক জিনিস আছে (তা না হালাল না হারাম)। এ সম্পর্কে অনেক লোকই জ্ঞান রাখে না। এসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করবে সে তার দীন ও ঈমান এবং মান-সম্মানকে কলুষমুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ বা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়বে, সে অচিরেই হারামেও লিপ্ত হয়ে পড়বে।

٣٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ خَيْرَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ

سَنَةً عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ هِنْدٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقٰى اَحَدٌ اِلاَّ اَكَلَ الرِّبَا فَاِنْ لَّمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

৩৩৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকদের ওপর এমন এক যুগ আসবে, যখন (সুদী লেনদেন এত ব্যাপক হবে যে,) একটি লোকও সুদখোর ছাড়া পাওয়া যাবে না। সে যদি সরাসরি সুদ নাও খায় তবুও তার ধোঁয়া তাকে স্পর্শ করবে। ইবনে ঈসার বর্ণনায় আছে ঃ তার ধুলা তাকে স্পর্শ করবে।

٣٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوْصِى الْحَافِرَ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِىْ امْرَأَةٍ فَجَاءَ فَجِيْءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوْا فَنَظَرَ اٰبَاؤُنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوْكُ لُقْمَةً فِىْ فَمِهِ ثُمَّ قَالَ اَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ اُخِذَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ اَهْلِهَا فَاَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرْسَلْتُ اِلَى الْبَقِيْعِ يَشْتَرِىْ لِىْ شَاةً فَلَمْ اَجِدْ فَاَرْسَلْتُ اِلٰى جَارٍ لِىْ قَدِ اشْتَرٰى شَاةً اَنْ اَرْسِلْ اِلَىَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجَدْ فَاَرْسَلْتُ اِلٰى امْرَأَتِهِ فَاَرْسَلَتْ اِلَىَّ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطْعِمِيْهِ الْاُسَارٰى.

৩৩৩২। আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি (কুলাইব) আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (আনসারী) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করার জন্য

রওয়ানা হলাম। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের কাছে দাঁড়িয়ে খননকারীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ পায়ের দিকটা আরো প্রশস্ত করো, মাথার দিকটা আরো প্রশস্ত করো। তিনি যখন (দাফনশেষে) প্রত্যাবর্তন করছিলেন, এক মহিলার পক্ষ থেকে দাওয়াত দানকারী এসে তাঁকে স্বাগতম জানালেন। তিনি তার বাড়িতে আসলে খাদ্য পরিবেশন করা হলো। তিনি খাবারে হাত রাখলে দলের সবাই হাত বাড়িয়ে খাওয়া শুরু করলো। রাবী বলেন, আমাদের মুরব্বীরা লক্ষ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের একটি গ্রাস মুখে তুলে তা নাড়াচাড়া করছেন। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, বকরীর মালিকের বিনা অনুমতিতে এটা নিয়ে আসা হয়েছে। স্ত্রীলোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বকরী ক্রয়ের জন্য বকী'তে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তা পাওয়া গেলো না। অতঃপর আমার প্রতিবেশীর কাছে এই বলে লোক পাঠালাম, তুমি যে বকরীটি ক্রয় করেছ তা তোমার ক্রয়মূল্যে আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু তাকে (বাড়িতে) পাওয়া গেলো না। আমি তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালাম। সে বকরীটা পাঠিয়ে দিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ গোশত বন্দীদের খাইয়ে দাও।

টীকা ঃ বকী' মদীনার নিকটবর্তী একটি বাজারের নাম, অপর বর্ণনায় নকী' বলা হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ اٰكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সুদখোর ও সুদদাতার পরিণতি

٣٣٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

৩৩৩৩। আবদুর রহমান ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী ও তার হিসাব রক্ষক সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন।

بَابٌ فِيْ وَضْعِ الرِّبَا

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ সুদ মাফ করে দেয়া বা রহিত ঘোষণা করা

٣٣٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا شَبِيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ اَلَا اِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ

مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ دَمٍ اَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৩৩৩৪। সুলায়মান ইবনে 'আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি ('আমর ইবনুল আহওয়াস) বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জাহিলী যুগের সমস্ত প্রকারের সুদ রহিত করা হলো। তোমরা (ঋণদাতাগণ) মূলধন ফেরত পাবে। তোমরাও যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না। জাহিলী যুগের সমস্ত রকম রক্তের (হত্যার) প্রতিশোধ বাতিল ঘোষণা করা হলো। আমি প্রথমেই আল-হারিস ইবনে 'আবদুল মুত্তালিবের হত্যার প্রতিশোধ বাতিল ঘোষণা করছি। (রাবী বলেন) সে বনী লাইস গোত্রে দুধপানরত ছিল। হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করেছিল। তিনি (সা) বলেন ঃ আমি কি পৌছে দিয়েছি? উপস্থিত জনতা বলেন, হাঁ, তিনবার। তিনি তিনবার বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

بَابٌ فِى الْكَرَاهِيَّةِ الْيَمِيْنِ فِى الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ করা মাকরূহ (দূষণীয়)

٣٣٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ لِلْكَسْبِ وَقَالَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শপথ অধিক পণ্য বিক্রির সহায়ক হতে পারে কিন্তু তা এর মধ্যকার বরকত ও প্রাচুর্যকে দূর করে দেয়। ইবনুস সারহির বর্ণনায় আছে ঃ আয়-উপার্জনের (মধ্যকার বরকত) দূর করে দেয়। তিনি হাদীসটি পর্যায়ক্রমে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবু হুরায়রার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِى الرُّجْحَانِ فِى الْوَزْنِ وَالْوَزْنِ بِالْأَجْرِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ মাপে কিছু বেশী দেয়া এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কিছু মেপে দেয়া

٣٣٣٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِىُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَاَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَاَرْجِحْ.

৩৩৩৬। সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, আমি এবং মাখরাফা আল-'আবদী 'হাজার' (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম) থেকে ব্যবসায়ের জন্য কাপড় কিনে আনলাম। পরে আমরা তা মক্কায় নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে আমাদের কাছে আসলেন। তিনি আমাদের সাথে একটি পাজামার দর করলেন, আমরা তাঁর নিকট তা বিক্রি করলাম। এক ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করে দিচ্ছিল। তিনি তাকে বলেন ঃ ওজন করে দাও এবং প্রাপ্য অপেক্ষা একটু বেশী দাও।

٣٣٣٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَرِيْبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِىْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُّهَاجِرَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِاَجْرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ.

৩৩৩৭। আবু সাফওয়ান ইবনে উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখনও তিনি হিজরত করেননি। ...হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা উপরের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তিনি তার বর্ণনায় "পারিশ্রমিকের বিনিময়ে" কথাটা উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, কায়েসও সুফিয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ানের বর্ণনাই সঠিক।

٣٣٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ خَالَفَكَ سُفْيَانُ فَقَالَ دَمَغْتَنِىْ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ قَالَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ.

৩৩৩৮। ইবনে আবু রিযমা (র) আমাদের কাছে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি শো'বাকে বললেন, সুফিয়ান আপনার বিপরীত বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, তুমি আমার মস্তিষ্কই খেয়ে ফেললে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মা'ঈনের কাছে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তিই সুফিয়ানের বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করবে, সে ক্ষেত্রে সুফিয়ানের বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে।

٣٣٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ اَحْفَظَ مِنِّىْ .

৩৩৩৯। শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ানের স্মরণশক্তি আমার স্মরণশক্তির তুলনায় অধিক শক্তিশালী।

بَابٌ فِىْ قَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– মদীনার পরিমাপই মানসম্মত পরিমাপ

٣٣٤٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَزْنُ وَزْنُ اَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَاَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُمَا فِى الْمَتْنِ وَقَالَ اَبُوْ اَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ فَقَالَ وَزْنُ الْمَدِيْنَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاخْتُلِفَ فِى الْمَتْنِ فِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا.

৩৩৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওজনের ক্ষেত্রে মক্কায় প্রচলিত ওজনই মানসম্মত এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে মদীনায় প্রচলিত পরিমাপই মানসম্মত। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-ফিরয়াবী এবং আবু আহমাদ এ হাদীস সুফিয়ানের সূত্রে এভাবেই বর্ণনা করেছেন। হাদীসের মূল পাঠের ক্ষেত্রে ইবনে দুকাইন তাদের উভয়ের সাথে একমত হয়েছেন। আবু আহমাদ ইবনে উমারের পরিবর্তে ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ করেছেন। ওলীদ ইবনে মুসলিম

এ হাদীস হানযালার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ 'ওজনের ক্ষেত্রে মদীনার ওজন এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে মক্কার পরিমাপ' কার্যকর হবে। আবু দাউদ বলেন, আতার সূত্রে মালেক ইবনে দীনার কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের মূল পাঠে (মতনে) মতভেদ আছে।

بَابٌ فِى التَّشْدِيْدِ فِى الدَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের ব্যাপারে কঠোরতা

٣٣٤١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ مَسْرُوْقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ فُلاَنٍ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ فُلاَنٍ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِيْ فُلاَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِىْ فِى الْمَرَّتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اُنَوِّهْ بِكُمْ اِلاَّ خَيْرًا اِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُوْرٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اَدّٰى عَنْهُ حَتّٰى مَا بَقِىَ اَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَىْءٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمْعَانُ بْنُ مُشَنَّجٍ.

৩৩৪১। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে অমুক গোত্রের কেউ উপস্থিত আছে কি? কোন লোকই সাড়া দিলো না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে অমুক গোত্রের কেউ উপস্থিত আছে কি? এবারও তাঁর ডাকে কেউ সাড়া দিলো না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখানে অমুক গোত্রের কোন লোক আছে কি? এবার এক ব্যক্তি উঠে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ প্রথম দু'বারের ডাকে তোমাকে সাড়া দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি তোমাদেরকে একমাত্র কল্যাণের জন্যই ডেকে থাকি। তোমাদের গোত্রের এই ব্যক্তি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। সামুরা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, সেই ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে সব ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। তার কোন পাওনাদারই আর অবশিষ্ট থাকলো না। আবূ দাউদ (র) বলেন, সামআনের পিতার নাম মুশান্নাজ।

٣٣٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ بْنَ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ يَقُوْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَّلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ يَّمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً.

৩৩৪২। আবু বুরদা ইবনে মূসা আল-আশ'আরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত কবীরা গুনাহসমূহের পরে সবচেয়ে গুরুতর গুনাহ হলো, কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে হাযির হলো এবং এই ঋণ পরিশোধ করার মত কোন ব্যবস্থা রেখে যায়নি।

٣٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ للّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاُتِىَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ اَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا نَعَمْ دِيْنَارَانِ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ الاَنْصَارِىُّ هُمَا عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

৩৩৪৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তার জানাযা পড়তেন না। একদা তাঁর কাছে একটি লাশ নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার ওপর কোন ঋণ আছে কি? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, দুই দীনার ঋণ আছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড়ো। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়লেন। পরবর্তী কালে আল্লাহ যখন তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ী করলেন, তিনি বললেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের তার নিজের সত্তার চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। অতএব যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় তা তার ওয়ারিসগণের প্রাপ্য।

٣٣٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ

سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ رَفَعَهُ قَالَ عُثْمَانُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لاَ أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلاَّ وَعِنْدِي ثَمَنُهُ.

৩৩৪৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে ঃ নবী (সা) ব্যবসায়ী কাফেলার কাছ থেকে (কিছু মাল) ক্রয় করলেন। তঁর কাছে এর দাম ছিল না (বাকীতে ক্রয় করেছেন)। পরে তিনি এগুলো মুনাফাসহ বিক্রি করলেন। তিনি লাভের অংশটা আবদুল মুত্তালিব গোত্রের বিধবা ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার কাছে বিনিময় মূল্য না থাকা অবস্থায় এরপর আমি আর কখনও কিছু ক্রয় করবো না।

بَابٌ فِي الْمَطْلِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা অনুচিৎ

٣٣٤٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

৩৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য (ঋণ পরিশোধে) টালবাহানা করা অন্যায়। ঋণী ব্যক্তি (তোমাদের কারো পাওনা পরিশোধের দায়িত্ব) কোন সচ্ছল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করলে সে যেন তা অনুমোদন করে।

بَابٌ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ উত্তমরূপে দেনা পরিশোধ করা

٣٣٤٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ

لَمْ اَجِدْ فِى الْاِبِلِ اِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

৩৩৪৬। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতি বয়সের একটি উট ধার করলেন (কোন মুজাহিদের জন্য)। অতঃপর তাঁর কাছে (বাইতুল মালে) যাকাতের উট আসলে তিনি আমাকে উঠতি বয়সের একটি উট দিয়ে ঋণ পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, (বাইতুল মালে) শুধু ছয়-সাত বছর বয়সের উট আছে (যা তার কাছ থেকে ধার করা উট অপেক্ষা উত্তম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেটিই তাকে দাও। কেননা লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে উত্তমরূপে ধার পরিশোধ করে।

٣٣٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ.

৩৩৪৭। মুহারিব ইবনে দিছার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি , নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি আমার পাওনা পরিশোধ করলেন এবং কিছু বেশী দিলেন।

بَابُ فِى الصَّرْفِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মুদ্রার আন্ত-বিনিময়

٣٣٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَهَاءً وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَّهَاءً وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَّهَاءً وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءً وَهَاءً.

৩৩৪৮। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে যদি উভয় দিক থেকে নগদ আদান-প্রদান (ও পরিমাণে সমান) না হয় তবে তা সুদী বিনিময় হবে। গমের বিনিময় গমের সাথে, যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ (ও পরিমাণে সমান) লেনদেন না হয় তবে তা সুদী কারবার হবে। খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময়, যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ

আদান-প্রদান (ও পরিমাণে সমান) না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে। যবের সাথে যবের বিনিময়, যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী বিনিময় হবে।

টীকা ঃ একই জাতীয় বা একই শ্রেণীভুক্ত বস্তুর পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে যখন বিনিময়ই উদ্দেশ্য হয়, তখন উভয় পক্ষের বস্তু পরিমাণে সমান, নগদ ও উপস্থিত আদান-প্রদান হতে হবে। অন্যথায় সুদী লেনদেন হবে। যেমন এক মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ ধানের অধিক গ্রহণ করা যাবে না। ধানের শ্রেণীর মধ্যে মানের বা বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে উভয়ের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য থাকলে তা বিক্রয় করে নগদ অর্থে অপর পক্ষের ধান ক্রয় করতে হবে। এই নিয়ম সকল প্রকার খাদ্যশস্যের বেলায় প্রযোজ্য। যদি কর্যে হাসানা (সৌজন্যমূলক ঋণ) উদ্দেশ্য হয়, তবে নগদ আদান-প্রদান না হলেও সুদী লেনদেন হবে না (অনুবাদক)।

٣٣٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى. وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ اَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَاَمَّا نَسِيْئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرُ اَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَاَمَّا نَسِيْئَةً فَلاَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ وَهِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِاِسْنَادِهِ.

৩৩৪৯। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বর্ণ, স্বর্ণ-পিণ্ড বা স্বর্ণ মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় এবং রূপা, রূপার পিণ্ড বা রূপার মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় নগদ নগদ ও সমান সমান হতে হবে। গমের সাথে গমের বিনিময়, যবের সাথে যবের বিনিময়, খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় এবং লবণের সাথে লবণের বিনিময় পরিমাণে ও ওজনে সমান হতে হবে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত নিবে সে সুদের কারবার অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে। রূপার বিনিময়ে সোনা বা সোনার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করা, এক্ষেত্রে পরিমাণে কম-বেশী হলে কোন দোষ নেই, তবে নগদ আদান-প্রদান হতে হবে, ধারে বিনিময় হতে পারবে না। যবের বিনিময়ে গম অথবা গমের বিনিময়ে যব বিক্রি করা, এক্ষেত্রেও পরিমাণে কম-বেশী হলে কোন দোষ নেই, তবে নগদ আদান-প্রদান হতে হবে, বাকিতে নয়। আবূ দাউদ (র) বলেন, সা'ঈদ ইবনে আবী আরূবা ও হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ কাতাদার সূত্রে এবং তিনি মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র) থেকে তার সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ وَزَادَ قَالَ فَاِذَا اخْتَلِفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْهُ كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

৩৩৫০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই (বিষয়বস্তু সম্পন্ন) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় কিছু কমবেশী আছে। এতে এতটুকু বেশী আছে, নবী (সা) বলেন ঃ এসব ক্ষেত্রে এক জাতীয় বস্তুর বিনিময় অন্য জাতীয় বস্তুর সাথে হলে সেক্ষেত্রে তোমরা ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারো। তবে উপস্থিত (নগদ) আদান-প্রদান হতে হবে।

بَابٌ فِىْ حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ রূপার কারুকার্য খচিত তরবারি রৌপ্য মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَحْمَدُ ابْنُ مَنِيْعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيْعٍ فِيْهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ اِبْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيْرَ اَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيْرَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَتّٰى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَتّٰى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَرَدَّهُ حَتّٰى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى اَرَدْتُ التِّجَارَةَ.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ فِىْ كِتَابِهِ الْحِجَارَةُ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ التِّجَارَةَ.

৩৩৫১। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মালা (হার) নিয়ে আসা হলো। এতে স্বর্ণদানাও ছিল এবং পুঁতিও ছিল। (অধস্তন রাবী) আবু বকর ও ইবনে মানী' বলেন, এই

মালায় স্বর্ণদানার সাথে পুঁতির দানা লটকানো ছিল। মালাটি এক ব্যক্তি নয় অথবা সাত দীনারে ক্রয় করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উভয় প্রকারের দানা পৃথক না করা পর্যন্ত এর ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। লোকটি বললো, আমি শুধু পুঁতির দানাগুলো লাভ করতে চাচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেনঃ উভয় প্রকার দানা পৃথক না করা পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। অতঃপর সে মালাটি ফেরত দিলো, অতঃপর তা থেকে সোনা পৃথক করা হলো। অধস্তন রাবী ইবনে ঈসা বলেন, এর দ্বারা আমি ব্যবসা বুঝেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ঈসার পাণ্ডুলিপিতে 'হিজারাতা' শব্দ ছিল। কিন্তু তিনি তা পরিবর্তন করে 'তিজারাতা' শব্দ বসিয়ে দিয়েছেন।

টীকা ঃ স্বর্ণ দানার সাথে অন্য দানা মিশ্রিত অবস্থায় মালাটি স্বর্ণ মুদ্রার সাথে বিনিময় হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণদানা পৃথক করে এর প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ না করা পর্যন্ত স্বর্ণ দীনারের সাথে এর বিনিময় জায়েয হবে না। মালার স্বর্ণ অপেক্ষা দীনারের স্বর্ণ কিছু বেশী হতে হবে। এ অতিরিক্ত স্বর্ণটুকু পুঁতির দাম হবে। যদি মালার স্বর্ণ এবং দীনারের স্বর্ণ এক সমান হয়, তবে পুঁতিগুলো অতিরিক্ত পাওয়া গেলো। আর এ অতিরিক্ত অংশটুকুই সুদ হিসাবে গণ্য হবে (অনুবাদক)।

٣٣٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِىْ شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاِثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ.

৩৩৫২। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন আমি বারো দীনার মূল্যে একটি মালা (হার) ক্রয় করলাম। এই মালায় স্বর্ণ-দানাও ছিল, পুঁতিও ছিল। আমি সোনার দানাগুলো পৃথক করে দেখলাম, তা পরিমাণে বারো দীনারের চেয়েও অধিক। বিষয়টি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপন করলে তিনি বলেন ঃ উভয় প্রকারের দানা পৃথক করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়।

٣٣٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنِ الْجَلاَّحِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَنَشٌ الصَّنْعَانِىُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُوْدَ الْاَوْقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّيْنَارِ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّيْنَارَيْنِ

وَالثَّلاَثَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ الاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

৩৩৫৩। ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম এবং ইহূদীদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করছিলাম। আমরা তাদের কাছ থেকে এক দীনারের বিনিময়ে এক আওকিয়া (এক তোলা সাত মাশা) সোনা ক্রয় করলাম। অধস্তন রাবী কুতায়বা ছাড়া অপরাপর রাবীগণ দুই অথবা তিন দীনারের কথা উল্লেখ করেছেন, অতঃপর সবাই একইরূপ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করো না– দাড়ি-পাল্লার উভয় দিক ওজনে সমান না হলে।

بَابٌ فِيْ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ

٣٣٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ الدَّنَانِيْرَ اٰخُذُ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ وَاُعْطِيْ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رُوَيْدَكَ اَسْاَلُكَ اِنِّيْ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ الدَّنَانِيْرَ اٰخُذُ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ وَاُعْطِيْ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ بَأْسَ اَنْ تَاْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ.

৩৩৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বাকী' নামক বাজারে দীনারের বিনিময়ে উট বিক্রি করতাম, কিন্তু মূল্য গ্রহণকালে আমি (ক্রেতার কাছ থেকে) দীনারের পরিবর্তে দিরহাম গ্রহণ করতাম। আবার কখনও দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দীনার গ্রহণ করতাম। অর্থাৎ আমি এটির (দীনারের) পরিবর্তে ঐটি (দিরহাম)

গ্রহণ করতাম। আবার কখনও এটির (দিরহামের) পরিবর্তে ঐটি (দীনার) নিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি তখন হাফসার (রা) ঘরে ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দিকে লক্ষ করুন। আমি আপনার কাছে জানতে চাই, আমি আল-বাকী‘ নামক বাজারে দীনারের বিনিময়ে উট বিক্রি করি কিন্তু দিরহামে মূল্য গ্রহণ দীনারে। আবার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করি কিন্তু দীনার গ্রহণ করি। অর্থাৎ আমি এটার (দীনারের) পরিবর্তে এটা (দিরহাম) গ্রহণ করি এবং ঐটির (দীনারের) বিনিময়ে এটি (দিরহাম) নিয়ে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ গ্রহণে কোন দোষ নেই, তবে সেদিনের বাজারদর অনুসারে গ্রহণ করবে এবং কিছু অমীমাংসিত না রেখে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তা করবে।

টীকা ঃ দীনার-স্বর্ণ মুদ্রা এবং দিরহাম-রৌপ্য মুদ্রা। স্বর্ণ বা স্বর্ণ মুদ্রার সাথে রূপা বা রূপার মুদ্রার বিনিময় হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উভয় পক্ষ থেকে উপস্থিত আদান-প্রদান ও নগদ লেনদেন হতে হবে। বাকিতে হলে সুদী কারবার হবে। কারণ বিনিময়যোগ্য উভয় প্রকারের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়েও যদি শরী‘আতের দৃষ্টিতে পরিমাপ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে এ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন হতে হবে (অনুবাদক)।

٣٣٥٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَالاَوَّلُ اَتَمُّ لَمْ يَذْكُرْ بِسِعْرِ يَوْمِهَا.

৩৩৫৫। সিমাক (র) তার সনদসূত্রে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি بِسِعْرِ يَوْمِهَا বাক্যাংশটুকু উল্লেখ করেননি। পূর্ববর্তী বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ।

بَابٌ فِى الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٥٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً.

৩৩৫৬। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে, এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, তবে ইমাম মালেকের মতে পশু ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির হতে হবে। ইমাম আহমাদ ও কূফাবাসীদের মতে, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। উপরন্তু হাদীসটির সবগুলো সনদই দুর্বল। মূলত এটি একটি মুরসাল (তাবিঈর) হাদীস অথবা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র বক্তব্য (মওকূফ হাদীস), রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য নয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ এ সম্পর্কে রুখসাত বা অনুমতি প্রসঙ্গে

٣٣٥٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُّجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَ فِىْ قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَاْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ.

৩৩৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি সামরিক অভিযানের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। সৈনিকদের প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় উটের অভাব দেখা দিলো। তিনি তাকে যাকাতের উট প্রাপ্তি সাপেক্ষে (জনসাধারণের কাছ থেকে) উট ধার করার নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী তিনি যাকাতের উট প্রাপ্তি সাপেক্ষে দুই দুইটি উটের বিনিময়ে এক একটি উট গ্রহণ করলেন।

টীকা ঃ বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারের জন্য এরূপ বিনিময় ধারে করাও জায়েয (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ ذٰلِكَ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ এই প্রসঙ্গে নগদ বিক্রি করা

٣٣٥٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرٰى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ.

৩৩৫৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি গোলামের বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করেছেন।

بَابٌ فِى التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর (ক্রয়-বিক্রয়)

٣٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ

بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ قَالَ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

৩৩৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ আবু আইয়াশ (র) তাকে অবহিত করেছেন, তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বার্লির বিনিময়ে গমের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সা'দ (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, উভয়ের মধ্যে কোনটি অধিক উত্তম? তিনি বললেন, গম। রাবী বলেন, তিনি (সা'দ) যায়েদকে এর বিনিময় করতে নিষেধ করলেন। তিনি (সা'দ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাকা খেজুরের বিনিময়ে খুরমা (শুকনা খেজুর) ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ পাকা খেজুর শুকানো হলে কি ঘাটতি হয়? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি এ ধরনের বিনিময় করতে নিষেধ করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যাও এ হাদীস মালেকের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٦٠- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيْئَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِىْ مَخْزُوْمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩৩৬০। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা খেজুরের বিনিময়ে বাকিতে খুরমা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উক্ত হাদীস ইমরান ইবনে আবী আনাস বনূ মাখযূমের মুক্তদাস–সা'দ (রা)-নবী (স) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ পাকা খেজুর ও খুরমার (শুকনো খেজুর) বিনিময় সমপরিমাণের মধ্যে হলে ইমাম আবু হানীফার মতে তা জায়েয; কিন্তু শর্ত হলো উভয় পক্ষের লেনদেন উপস্থিত ও নগদ হতে হবে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْمُزَابَنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.

৩৩৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করে গাছের খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করতে, আঙ্গুরের পরিমাণ কিশমিশে অনুমান করে (শুকালে কি পরিমাণ কিশমিশ হতে পারে তা অনুমানে নির্ধারণ করে) ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং খেতের কৃষিজাত দ্রব্য গমের মাধ্যমে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিম্নরূপ : (ক) বাগানে গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা পেড়ে শুকালে কি পরিমাণ খুরমা হতে পারে তা অনুমানে নির্ধারণ করে গাছের খেজুর অগ্রিম ক্রয় করা। (খ) বাগানের গাছে যে আঙ্গুর রয়েছে তা শুকালে কি পরিমাণ কিশমিশ হতে পারে তা অনুমানে নির্ধারণ করা। অতঃপর মালিককে সেই পরিমাণ কিশমিশ প্রদান করে গাছের আঙ্গুর ক্রয় করা। (গ) ক্ষেতে যে ফসল রয়েছে তাতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য হতে পারে তা অনুমানে নির্ধারণ করা। অতঃপর ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদান করে মালিকের কাছ থেকে জমির ফসর ক্রয় করা। উল্লেখিত পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়কে 'মুযাবানা' বলে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ 'আরিয়া পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ.

৩৩৬২। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুরমা ও খেজুরের 'আরিয়া পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

٣٣٦٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا.

৩৩৬৩। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরী (শুকনা) খুরমার বিনিময়ে (গাছের মাথার) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ‘আরিয়া পদ্ধতিতে খেজুর অনুমান করে (অর্থাৎ শুকালে এত পরিমাণ খুরমা হতে পারে) ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। ফলের ক্রেতা পরিবার তা তাজা অবস্থায় খাবে।

بَابٌ فِىْ مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ ‘আরিয়্যার পরিমাণ সম্পর্কে

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِىُّ فِيْمَا قَرَأَ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ جَابِرٍ اِلٰى اَرْبَعَةِ اَوْسُقٍ.

৩৩৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাকের কম অথবা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ সীমার মধ্যে থেকে ‘আরিয়্যা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। আবু দাউ (র) বলেন, জাবের (রা) বর্ণিত হাদীসে ‘চার ওয়াসাক’ উল্লেখ আছে।

টীকা ঃ পাঁচ ওয়াসাক প্রায় সাতাশ মনের সমান। ৩৫৬১ নং হাদীসের নিচের আরিয়্যা-এর ব্যাখ্যা দেখুন (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ ‘আরিয়্যার ব্যাখ্যা

٢٣٦٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ

قَالَ الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِى الرَّجُلَ النَّخْلَةَ اَوِالرَّجُلُ يَسْتَثْنِى مِنْ مَالِهِ . النَّخْلَةَ اَوِالْاِثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيْعُهَا بِتَمْرٍ.

৩৩৬৫। আমর ইবনুল হারিস (র) থেকে আবদে রব্বিহি ইবনে সা'ঈদ আল-আনসারীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইবনে সা'ঈদ) বলেন, 'আরিয়্যা হলো– কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে তার বাগানের একটি খেজুর গাছ দান করলো অথবা কোন ব্যক্তি তার খেজুর বাগান থেকে কোন লোককে একটি অথবা দু'টি খেজুর গাছ এই বলে নির্দিষ্ট করে দিলো যে, এই গাছের ফল সে নিবে। অতঃপর প্রকৃত মালিক শুকনা খেজুরের বিনিময়ে দান করা খেজুর গাছের তাজা ফল ক্রয় করে নিলো (এই পদ্ধতিই হলো 'আরিয়্যা)।

٣٣٦٦- حَدَّثَنَا هُنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ الْعَرَايَا اَنْ يَّهِبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلاَتِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ اَنْ يَّقُوْمَ عَلَيْهَا فَيَبِيْعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا.

৩৩৬৬। ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আরিয়্যা হলো– এক ব্যক্তি তার কিছু খেজুর গাছ অপর ব্যক্তিকে দান করলো। অতঃপর দান গ্রহীতার বাগানে আসা-যাওয়া বা গাছে খেজুর রাখাটা মালিকের অমনোপুত হলো। এমতাবস্থায় সে (দান গ্রহীতা) তার গাছের খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে মালিকের কাছে বিক্রি করে দিলো (এটাকেই 'আরিয়্যা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় বলে)।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করা

٣٣٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ.

৩৩৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ফল (খাওয়ার বা কাজে লাগার) উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ গাছের ফল খাওয়ার বা কাজে লাগার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা আলেম সমাজের মতে নিষেধ। এই মতের স্বপক্ষে ইবনে আব্বাস, জাবের, আবূ হুরায়রা, যায়েদ ইবনে সাবেত, 'আইশা ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) প্রমুখ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈও এ মতই গ্রহণ করেছেন। হানাফী মাযহাব মতে ফুল থেকে ফল বের হওয়ার পর যে কোন অবস্থায় তা বিক্রি করা জায়েয। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির মধ্যে ফল পেকে যাওয়া পর্যন্ত গাছে থাকার শর্ত আরোপ করলে তা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

٣٣٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ.

৩৩৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল বা হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে এবং শীষ জাতীয় বস্তু (পেকে শুষ্ক ও সাদা রংধারী) না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় করা যেতে পারে। তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপরই এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

٣٣٦٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَاَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ.

৩৩৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; গনীমত বণ্টনের পূর্বে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাব্য সময় অতিক্রান্ত হয়ে সংগ্রহ করার পর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত খেজুরের ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কোমরবন্ধ না লাগিয়ে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ আরবরা সাধারণত লম্বা এবং ঢিলা জামা পরিধান করে থাকে। তৎকালে লোকেরা প্রায়ই জামার নীচে অন্য কাপড় পরিধান করতো না। এরূপ অবস্থায় কোমরবন্ধ লাগিয়ে নামায পড়তে বলা হয়েছে। কারণ জামার বোতাম খোলা অবস্থায় রুকূ-সিজদা করলে সতর অনাবৃত হওয়ার আশংকা আছে (অনুবাদক)।

٣٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتّٰى تُشْقِحَ قِيْلَ وَمَا تُشْقِحَ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

৩৩৭০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল-হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জাবের

(রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, تُشَقِّحُ শব্দের অর্থ কি? তিনি বললেন, تُشَقِّحُ শব্দের অর্থ লাল ও হলুদ হওয়া এবং তা খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

٣٣٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ.

৩৩৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুর কালো রং ধারণ করার পূর্বে এবং খাদ্যশস্য পুষ্ট হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ الثِّمَارَ قَبْلَ اَنْ يَّبْدُوَ صَلاَحُهَا فَاِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ اَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَاَصَابَهُ قُشَامٌ وَاَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُوْمَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَشْوَرَةِ يُشِيْرُ بِهَا فَاَمَّا لاَ فَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ.

৩৩৭২। ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফল (খাওয়ার ও কাজে লাগার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আমি আবুয যিনাদকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) সাহল ইবনে হাসামা থেকে এবং তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (যায়েদ) বলেন, লোকেরা ফল (খাওয়ার ও কাজে লাগার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতো। তারা যখন ফল কাটতো তখন ক্রেতা এসে হাজির হতো। ক্রেতা বলতো, ফলে মড়ক লেগেছে, পোকা লেগেছে, অসুখ লেগেছে। এগুলো সে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতো এবং মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা করতো অথবা মোটেই দিতে চাইতো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাদের ঝগড়া চরমে উঠলে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরামর্শের ছলে বললেন : ফল পেকে খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়-বিক্রয় করো না। এ নির্দেশ ছিল তাদের অত্যধিক ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ এড়ানোর জন্য।

٣٣٧٣- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ اِلاَّ بِالدَّنَانِيْرِ اَوْ بِالدَّرَاهِمِ اِلاَّ الْعَرَايَا.

৩৩৭৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর (খাওয়ার বা কাজে লাগার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এর ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই দীনার অথবা দিরহামের মাধ্যমে হতে হবে। কিন্তু 'আরিয়ার অনুমতি আছে।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ السِّنِيْنَ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা সম্পর্কে

٣٣٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الثُّلُثِ شَىْءٌ وَهُوَ رَأْىُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

৩৩৭৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গাছের বা বাগানের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মূল্য কর্তন করার ব্যবস্থা রেখেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, 'এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ'-এর কথা নবী (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। এটা মদীনাবাসীদের অভিমত।

টীকা ঃ ক্রীত ফল বা শস্য প্রাকৃতিক কোন কারণে বা মড়কে নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রেতার কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে এ ধরনের ক্ষতিপূরণ করা বিক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়; তবে ন্যায়নীতি, ইহসান ও দয়া-অনুগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে মুস্তাহাব বা সুন্নাত। ইমাম আহমাদ এবং হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের মতে, যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ততটুকু মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দেয়া বিক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক। এ হাদীসের ভিত্তিতে ফিক্‌হবিদগণ আরো বলেছেন, ক্ষেতের ফসল আংশিক বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে চাষীদের খাজনা আংশিক বা সম্পূর্ণ মওকুফ হবে (অনুবাদক)।

٣٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ اَحَدُهُمَا بَيْعِ السِّنِيْنَ.

৩৩৭৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মু'আওয়ামা' নিষিদ্ধ করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল অথবা ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (র) বলেছেন, مُعَاوَمَةٌ শব্দটির অর্থ হলো, কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা।

টীকা ঃ দুই, তিন অথবা ততোধিক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের পারিভাষিক নাম হলো 'মু'আওয়ামা'। যে জিনিস উপস্থিত নেই অথবা যা এখনো উৎপন্নই হয়নি তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই। কারণ পরবর্তী বছর ক্ষেতে শস্য অথবা বাগানে ফল উৎপন্ন নাও হতে পারে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকা রয়েছেই (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الْغَرَرِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ প্রতারণা বা ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ.

৩৩৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (অধস্তন রাবী) উসমানের বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি কাঁকর নিক্ষেপে ক্রয়-বিক্রয় থেকেও বিরত থাকতে বলেছেন।

টীকা ঃ কাঁকর নিক্ষেপ করে পণ্যে অথবা বিক্রেতার দেহে লাগাতে পারলে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হবে। এটা এক প্রকার জুয়া। অতএব এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। চাঁদমারি করে ক্রয়-বিক্রয়ও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদক)।

٣٣٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَاَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ اَوْ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ.

৩৩৭৭। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বিক্রয়ের দু'টি পদ্ধতিকে এবং পোশাক পরিধানের দু'টি নিয়মকে নিষিদ্ধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের প্রণালীদ্বয় হলো 'মুলামাসা ও মুনাবাযা'। আর পোশাক পরিধানের প্রণালী

দু'টি হলো, লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান না করে শুধু এক চাদরে সমস্ত শরীর আবৃত করে চাদরের একদিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা (এতে নিশ্চয়ই সতর খুলে যাবে)। অথবা লুঙ্গি বা এ ধরনের কাপড় পরিধান করে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসা, অথচ নিম্নদেশ উন্মুক্ত রয়েছে (এতেও সতর খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে)।

টীকা ঃ 'মুলামাসা' হলো, দিনে বা রাতে ক্রেতা বিক্রেতার কাপড়টি হাতে স্পর্শ করলেই সে তা ক্রয় করতে বাধ্য থাকবে। তার বিবেচনা করার কোন সুযোগ থাকবে না। 'মুনাবাযা' হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকালে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা নিজের কোন বস্তু প্রতিপক্ষের দিকে ছুড়ে মারলেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয় (অনুবাদক)।

٣٣٧٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَّشْتَمِلَ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلٰى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَّقُوْلَ اِذَا نَبَذْتُ اِلَيْكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ فَاِذَا وَجَبَ الْبَيْعُ.

৩৩৭৮। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ লুঙ্গি ইত্যাদি না পরে শুধু একটি চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করা এবং চাদরের উভয় দিক বাম কাঁধে উঠিয়ে রাখা এবং ডান দিক খোলা রাখা। 'মুনাবাযা' হলো ঃ (ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনাকালে) ক্রেতা অথবা বিক্রেতার এ কথা বলা– আমি যখন এই কাপড় ছুড়ে মারবো তখন ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর 'মুলামাসা' হলো– হাত দিয়ে কাপড়টি স্পর্শ করলে তা খুলে দেখা যাবে না এবং পরিবর্তনও করা যাবে না; যখনই ক্রেতা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করবে তখনই তা ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

٣٣٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا.

৩৩৭৯। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ ...সম্পূর্ণ হাদীসটি (অধস্তন রাবী) সুফিয়ান ও 'আবদুর রায্যাকের সূত্রে বর্ণিত (ওপরের) হাদীসের অনুরূপ।

٣٣٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

৩৩৮০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পশুর) পেটের বাচ্চার (যা এখনো ভূমিষ্ঠই হয়নি) বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِىْ نُتِجَتْ.

৩৩৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, 'পেটের বাচ্চার বাচ্চা' অর্থাৎ উষ্ট্রী নিজের পেট থেকে যে বাচ্চা প্রসব করবে সেই বাচ্চা পরবর্তী কালে আবার যে বাচ্চা প্রসব করবে তা ক্রয় করা।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয়

٣٣٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا صَالِحُ ابْنُ عَامِرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَوْ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى هٰكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلٰى مَا فِىْ يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّوْنَ وَقَدْ نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ اَنْ تُدْرِكَ.

৩৩৮২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানব জাতির উপর এমন একটা কঠিন সময় আসবে যে, ধনী ব্যক্তিরা তাদের হাতের জিনিস (অন্যের জন্য) খরচ করতে চরম কৃপণতা করবে, অথচ তাদেরকে কৃপণতা করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি (নির্দেশ দেয়া হয়েছে দানশীল হওয়ার)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা পারস্পরিক

সহৃদয়তা ভুলে যেও না" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৭)। চরম ঠেকায় পড়ে লোকেরা ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য হবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবরদস্তিমূলকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে, ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ কোন কারণে চরম ঠেকায় পড়ে ক্রয় বা বিক্রয় করা। এই সুযোগে মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তিরা স্বল্প মূল্যে তা ক্রয় করে। অথচ এরূপ অবস্থায় ঠেকায় পড়া ব্যক্তিকে সহায়তা করা ছিলো সমাজের কর্তব্য। অথবা কোন ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগে তার সম্পত্তি বিক্রয় করতে বাধ্য করা। এই উভয় ধরনের লেনদেনই শরীআত বিরোধী (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الشِّرْكَةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অংশীদারী ব্যবসা

٣٣٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ.

৩৩৮৩। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয় (অংশীদার) থাকি, যতক্ষণ তারা একে অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন এক অংশীদার অন্যজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন আমি তাদের মধ্য থেকে সরে যাই।

بَابٌ فِى الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ সহ-অংশীদার বা মুদারিব পুঁজির মালিকের বিপরীত করলে

٣٣٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيْبِ ابْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَىُّ عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِى ابْنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِىِّ قَالَ اَعْطَاهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا يَشْتَرِىْ بِهِ اُضْحِيَةً اَوْ شَاةً فَاشْتَرٰى شَاتَيْنِ فَبَاعَ اِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ فَاَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِىْ بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرٰى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ.

৩৩৮৪। উরওয়া ইবনে আবুল জা'দ আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি কুরবানীর পশু অথবা বকরী ক্রয় করার জন্য একটি দীনার দিলেন। তিনি দু'টি বকরী ক্রয় করলেন এবং পরে একটি বকরী এক দীনারে বিক্রি করে দিলেন। অতঃপর তিনি একটি বকরী ও একটি দীনারসহ তাঁর (নবীর) কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তার ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি যদি মাটিও খরিদ করতেন, তাতেও লাভবান হতেন।

٣٣٨٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ هُوَ أَخُوْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ أَبِيْ لَبِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ.

৩৩৮৫। উরওয়া আল-বারেকী (রা) এই সনদসূত্রে একই হাদীস শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন।

٣٣٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِيْ لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهَا بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرٰى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِيْنَارٍ وَجَاءَ بِدِيْنَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِيْ تِجَارَتِهِ.

৩৩৮৬। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের জন্য একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করার উদ্দেশ্যে তাকে একটি দীনারসহ বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দীনারে তা ক্রয় করে দুই দীনারে বিক্রি করে দিলেন। তিনি পুনরায় ফিরে গিয়ে এক দীনারে তাঁর জন্য একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করে একটি দীনারসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনারটি সাদাকা (দান) করে দিলেন এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত ও প্রাচুর্যের জন্য দু'আ করলেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِيْ مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

অনুচ্ছেদ-২৮ : যে ব্যক্তি পূর্ব অনুমতি ছাড়া অন্যের মাল দিয়ে ব্যবসা করে

٣٣٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ حَمْزَةَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْاَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ قَالُوْا وَمَنْ صَاحِبُ الْاَرُزِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْغَارِ حِيْنَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اذْكُرُوْا اَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قَالَ وَقَالَ الثَّالِثُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنِّى اسْتَأْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا اَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَاَبٰى اَنْ يَّأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتّٰى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِىْ فَقَالَ اَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا.

৩৩৮৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এক ফারাক চাউলের অধিকারী ব্যক্তির মত হতে সক্ষম সে যেন তাই হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চাউলওয়ালা কে? উত্তরে তিনি গুহার মুখে পাথরচাপা পড়ে আটকে পড়া লোকদের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাদের প্রত্যেকে পরস্পরকে বললো, তোমরা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে উত্তম কাজটি স্মরণ করো। নবী (সা) বলেন ঃ তাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি এক ব্যক্তিকে এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। সন্ধ্যা হলে আমি তার প্রাপ্য তার কাছে পেশ করলাম, কিন্তু সে তা নিতে রাজি হলো না এবং সে চলে গেলো। আমি তার মজুরী কাজে খাটালাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। পরবর্তী কালে লোকটি এসে আমার সাথে সাক্ষাত করলো এবং বললো, আমার (পূর্বের) প্রাপ্যটা দিন। আমি তাকে বললাম, ঐসব গরু ও তার রাখালদের নিয়ে যাও। সে ঐগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেলো।

টীকা ঃ এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-পূর্ববর্তী কোন এক যুগের তিনজন ঈমানদার লোকের ঘটনা। তারা কোথাও যাওয়ার সময় পথে তাদেরকে বৃষ্টিতে পেলো। নিকটস্থ পাহাড়ের গুহায় তারা আশ্রয় নিলো। পাহাড়ের একটি প্রকাণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তারা এটা সরাতে পারলো না। অতঃপর নিজেদের জীবনের সর্বোত্তম কাজের উল্লেখ করে তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তাঁর করুণায় পাথরটি অপসারিত হয়। হাদীসটি বিস্তারিতভাবে সহীহ বুখারীর কিতাবুল বুয়ূ' বাব ৯৮, নং ২২১৫ উল্লেখিত হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الشِّرْكَةِ عَلٰى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মূলধনবিহীন অংশীদার কারবার

٣٣٨٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِاَسِيْرَيْنِ وَلَمْ اَجِئْ اَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ.

৩৩৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, 'আম্মার ও সা'দ (রা) চুক্তি করলাম, আমরা বদরের যুদ্ধে যা পাবো, সমভাবে আমরা কয়েকজনেই তার অংশীদার হবো। তিনি বলেন, সা'দ দুইজন শত্রুসৈন্য বন্দী করে নিয়ে আসলেন কিন্তু আমি ও আম্মার কিছুই অর্জন করতে পারলাম না।

بَابٌ فِى الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথা

٣٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مَا كُنَّا نَرٰى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتّٰى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلٰكِنْ قَالَ لَيَمْنَحُ اَحَدُكُمْ اَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَّعْلُوْمًا.

৩৩৮৯। 'আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা ভাগচাষকে আপত্তিকর মনে করতাম না। কিন্তু পরে রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আমি ('আমর) একথা তাউসের কাছে উপস্থাপন করলাম। তিনি বললেন, আমাকে ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ করতে নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পক্ষে (আপন ভাইকে) বিনিময় ব্যতিরেকে ধাররূপে জমি দেয়া, এর উপর নির্দিষ্ট কর গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম।

টীকা ঃ ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এ প্রথা জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হাদীস রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে, এ প্রথা নাজায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফি'ঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে এ প্রথা জায়েয। হানাফী মাযহাবের ফতোয়া এই শেষোক্ত মতের ওপর, তবে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে। 'কর গ্রহণ করা' অর্থাৎ বর্গার অংশ গ্রহণ করা (অনুবাদক)।

٣٣٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ اِنَّمَا اَتَاهُ رَجُلاَنِ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا قَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ هٰذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ.

৩৩৯০। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) বলেন, আল্লাহ্ রাফে' ইবনে খাদীজকে মাফ করুন। আল্লাহর শপথ! আমি হাদীস সম্পর্কে তার চেয়ে বেশী জানি। একদা তাঁর (নবী সা.-এর) কাছে দুই ব্যক্তি আসলো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, আনসার সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি এসেছিল। তারা উভয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই যদি তোমাদের অবস্থা হয় তবে তোমরা ভাগচাষ করো না। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আরো আছে ঃ রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) কেবল এতটুকুই শুনলেন যে, "তোমরা ভাগচাষ করো না।"

٣٣٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِىْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَرَنَا اَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ.

৩৩৯১। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাল-নালার নিকটবর্তী কৃষিভূমি ভাগচাষে দিতাম। এতে আপনা আপনি পানি প্রবাহিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এটা করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণ মুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি ভাড়া দিতে নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ দীনার অথবা দিরহাম অর্থাৎ নগদ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অন্যের জমি ক্রয় করে চাষ করা জায়েয। অনেক সময় ভূস্বামী উর্বর জমির উৎপন্ন ফসল নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতো এবং অনুর্বর অংশ চাষীকে দিতো। এতে দেখা যেতো, চাষীর অংশে কোন ফসলই হতো না। ফলে বেচারা চাষীর সমস্ত শ্রমই বৃথা যেতো। এ হাদীসে এবং পরবর্তী হাদীসে এ পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

٣٣٩٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا

الْاَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللَّفْظُ لِلْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَنْظَلَةُ ابْنُ قَيْسٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَاَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ اِلاَّ هٰذَا فَلِذٰلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَاَمَّا شَيْءٌ مَضْمُوْنٌ مَعْلُوْمٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَحَدِيْثُ اِبْرَاهِيْمَ اَتَمُّ وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوُهُ.

৩৩৯২। হানযালা ইবনে কায়েস আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বর্ণ (দীনার) ও রূপার (দিরহাম) বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকেরা খাল-নালার পার্শ্ববর্তী জমি, পাহাড়ের পাদদেশের জমি এবং অন্যান্য কৃষিভূমি ভাগচাষে দিতো। এতে দেখা যেতো, এ অংশে কোন ফসলই উৎপন্ন হতো না কিন্তু অপর অংশে যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন হতো। আবার এমনও হতো, এ অংশের ফসল নিরাপদ থাকতো কিন্তু অপর অংশের ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতো। আর ভাগচাষে দেয়া ছাড়া জমি বন্দোবস্ত প্রদানের অন্য কোন পন্থাও প্রচলিত ছিলো না। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষের ব্যাপারে হুমকি প্রদান করেছেন। তবে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকলে কোন দোষ নেই। ইবরাহীমের বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ।

٣٣٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقُلْتُ اَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ اَمَّا بِالذَّهَبِ الْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

৩৩৯৩। হানযালা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাফে' ইবনে খাদীজ (রা)-কে জমি বর্গা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ করতে নিষেধ করেছেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, স্বর্ণ (দীনার) ও রূপার (দিরহামের) বিনিময়ে? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে হলে কোন আপত্তি নেই।

بَابٌ فِى التَّشْدِيْدِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ ভাগচাষ কঠোরভাবে নিষেধ

٣٣٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِىْ اَرْضَهُ حَتّٰى بَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ الْاَنْصَارِىَّ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيْجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمَّىَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ اَهْلَ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْاَرْضَ تُكْرٰى ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْدَثَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْاَرْضِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ وَكَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عِنَانٍ الْحَنَفِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ رَوٰى زَيْدُ بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَتٰى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ. وَكَذَا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِى النَّجَاشِىِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ

عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ.

৩৩৯৪। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) অবহিত করেছেন যে, ইবনে উমার (রা) তার জমি ভাগচাষে দিতেন। যখন তিনি জানতে পারলেন, রাফে' ইবনে খাদীজ আল-আনসারী (রা) বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন, আবদুল্লাহ (রা) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, হে ইবনে খাদীজ! আপনি জমি বর্গা দেয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কি হাদীস বর্ণনা করেন? রাফে' (রা) 'আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে বললেন, আমি আমার দুই চাচার কাছে শুনেছি, তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা নবী পরিবারের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি ভালো করেই জানতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ভাগচাষে কৃষিকাজ করা হতো। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) এই ভেবে শঙ্কিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সম্ভবত এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যা তার জানা নেই। অতঃপর তিনি জমি বর্গা দেয়া থেকে বিরত থাকলেন।

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, আইউব, ওবায়দুল্লাহ, কাছীর ইবনে ফারকাদ এবং মালেক এরা সবাই নাফে'র সূত্রে এবং তিনি রাফে' ইবনে খাদীজের সূত্রে এই হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আওযাঈ' (র) হাফস ইবনে 'ইনান থেকে, তিনি নাফে' থেকে এবং তিনি রাফে' (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি (এই হাদীসটি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি। অনুরূপভাবে যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা (র) হাকীম থেকে, তিনি নাফে' থেকে এবং তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাফে'র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (এই হাদীস) শুনেছেন? তিনি (রাফে') বললেন, হাঁ। এমনিভাবে ইকরিমা ইবনে 'আম্মার (র) আবুন- নাজ্জাশীর সূত্রে এবং তিনি রাফে'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (হাদীসটি) শুনেছি। আওযাঈ' (র) আবুন-নাজ্জাশীর সূত্রে, তিনি রাফে' ইবনে খাদীজের সূত্রে এবং তিনি তার চাচা যুহায়ের ইবনে রাফে'র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (এই হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন।

٣٣٩٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ

رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهٖ اَتَاهُ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اَنْفَعُ لَنَا وَاَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهٗ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيْهَا بِثُلُثٍ وَلاَ بِرُبُعٍ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى.

৩৩৯৫। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাফে‘ ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ভাগচাষ করতাম। (রাবী বলেন), তিনি উল্লেখ করলেন, তার কোন এক চাচা তার কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা আমাদের জন্য তার চেয়ে অধিক লাভজনক ও কল্যাণকর। রাবী বলেন, আমরা (রাফে‘কে) বললাম, তা কীভাবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার জমি আছে সে যেন তা চাষ করে অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়। সে যেন তা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদানের বিনিময়ে বর্গা না দেয়।

٣٣٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ كَتَبَ اِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ اَنِّيْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ بِمَعْنٰى اِسْنَادِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَحَدِيْثِهٖ.

৩৩৯৬। আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া‘লা ইবনে হাকীম (র) আমাকে লিখে পাঠালেন, আমি (ইয়া‘লা) সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের কাছে ‘উবায়দুল্লাহর সনদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনেছি।

٣٣٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ يَرْفَقُ بِنَا. وَطَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهٖ اَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا اَنْ يَّزْرَعَ اَحَدُنَا اِلاَّ اَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا اَوْ مَنِيْحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ.

৩৩৯৭। ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু রাফে' (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই আমাদের জন্য অধিক লাভজনক। তিনি নিষেধ করেছেন ঃ আমাদের কেউ যেন ভাগচাষের শর্তে কারো জমিতে কৃষিকাজ না করে। কিন্তু তার যদি নিজের জমি থাকে অথবা কেউ যদি তাকে এমনি চাষ করতে জমি দান করে তবে সে তাতেই চাষাবাদ করবে।

٣٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْفَعُ لَكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنِ اسْتَغْنٰى عَنْ اَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ اَوْ لِيَدَعْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ. قَالَ شُعْبَةُ أُسَيْدٌ ابْنُ اَخِىْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ.

৩৩৯৮। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। উসাইদ ইবনে যুহাইর (র) বলেছেন, রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন যা ছিল তোমাদের জন্য লাভজনক। তবে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা তোমাদের জন্য (তার চেয়ে) অধিক লাভজনক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে বর্গা চাষাবাদ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার জমির মুখাপেক্ষী নয় (যার অতিরিক্ত জমি আছে) সে যেন তা তার অপর ভাইকে কোন বিনিময় ব্যতীতই চাষাবাদ করতে দেয়, অন্যথায় সে যেন তা অনাবাদী বা পরিত্যক্ত রেখে দেয়।

টীকা ঃ 'অনাবাদী বা পরিত্যক্ত রেখে দেয়' কথাটা ভর্ৎসনা বা হুমকিস্বরূপ বলা হয়েছে। কারণ জমি অনাবাদী রাখা সম্পদ বিনষ্ট করার শামিল। ইসলামী শরী'আত এটা কখনও পছন্দ করে না। কোন বিনিময় ছাড়াই নিজ জমি অন্য মুসলমান ভাইকে চাষাবাদ করে লাভবান হতে দেয়া মহত্ত্বের লক্ষণ (অনুবাদক)।

٣٣٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ

الْخَطْمِيُّ قَالَ بَعَثَنِيْ عَمِّيْ اَنَا وَغُلاَمًا لَهُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَرٰى بِهَا بَأْسًا حَتّٰى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثٌ فَاَتَاهُ فَاَخْبَرَهُ رَافِعٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى بَنِيْ حَارِثَةَ فَرَاٰى زَرْعًا فِيْ اَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا اَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ قَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ قَالَ اَلَيْسَ اَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّهُ زَرْعُ فُلاَنٍ قَالَ فَخُذُوْا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوْا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ رَافِعٌ فَاَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا اِلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ سَعِيْدٌ اَفْقِرْ اَخَاكَ اَوْ اَكْرِهْ بِالدَّرَاهِمِ.

৩৩৯৯। আবু জা'ফর আল-খাতমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আমাকে ও তার এক (গোলাম অথবা) ছেলেকে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-এর কাছে পাঠালেন। রাবী বলেন, আমরা তাকে বললাম, ভাগচাষের ব্যাপারে আপনার কিছু বক্তব্য আমরা জানতে পেরেছি। তিনি বললেন, ইবনে উমার (রা) যতক্ষণ পর্যন্ত রাফে' ইবনে খাদীজের বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন ততক্ষণ তিনি ভাগচাষ আপত্তিকর মনে করেননি। ইবনে উমার (রা) তার (রাফে') কাছে আসলে রাফে' (রা) তাকে অবহিত করলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী হারিসা গোত্রের কাছে আসলেন। তিনি যুহায়েরের জমিটা ফসলে ভরপুর দেখে বললেন ঃ যুহায়েরের জমিতে কী সুন্দর ফসল ফলেছে! লোকেরা বললো, ফসলটা যুহায়েরের নয়। তিনি বললেন ঃ এটা কি যুহায়েরের জমি নয়? লোকেরা বললো, হাঁ, কিন্তু ফসল অমুক লোকের। তিনি বললেনঃ তোমাদের ফসল তোমরা নিয়ে নাও এবং তাকে কৃষিকাজের খরচ ফেরত দাও। রাফে' (রা) বলেন, আমরা আমাদের জমিতে উৎপাদিত ফসল নিয়ে নিলাম এবং তাকে কৃষির খরচ ফেরত দিলাম। সাঈদ (র) বলেন, তোমার ভাইয়ের দারিদ্র্য দূর করো (অর্থাৎ তোমার জমিটা তাকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদের জন্য দান করো) অথবা দিরহামের বিনিময়ে ভাড়া দাও (নগদ বিক্রি করো)।

٣٤٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرٰى اَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ.

৩৪০০। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কৃষিকাজ করতে পারে। (এক) যে ব্যক্তির নিজস্ব জমি আছে তাতে সে কৃষিকাজ করতে পারে। (দুই) যে ব্যক্তি ধারে জমি নিয়েছে সে তাতে কৃষিকাজ করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি সোনা (দীনার) ও রূপার (দিরহাম) বিনিময়ে জমি ভাড়া নিয়েছে সে তাতে কৃষিকাজ করতে পারে।

٣٤٠١- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيِّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدٍ اَبِيْ شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اِنِّيْ لَيَتِيْمٌ فِيْ حِجْرِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ اَخِيْ عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ اَكْرَيْنَا اَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كِرَى الْاَرْضِ.

৩৪০১। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে ইয়া'কূব আত-তালাকানীর কাছে (হাদীসটি) পাঠ করলাম। আপনাদেরকে ইবনুল মুবারক, সাঈদ আবু শুজা'র সূত্রে বলেছেন, তিনি বললেন, আমাকে উসমান ইবনে সাহল ইবনে রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বলেছেন। তিনি (উসমান) বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজের কাছে ইয়াতীম হিসাবে লালিত-পালিত হয়েছি। আমি তার সাথে হজ্জও করেছি। তার কাছে আমার ভাই ইমরান ইবনে সাহল এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের অমুক জমিটা দু'শো দিরহামের বিনিময়ে অমুককে ধার দিয়েছি। তিনি (রাফে') বললেন, এটা পরিত্যাগ করো। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি ধার দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٠٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّهُ زَرَعَ اَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيْهَا فَسَاَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْاَرْضُ فَقَالَ زَرْعِيْ بِبَذْرِيْ وَعَمَلِيْ لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِيْ فُلَانٍ الشَّطْرُ فَقَالَ اَرْبَيْتُمَا فَرُدَّ الْاَرْضَ عَلٰى اَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ.

৩৪০২। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি জমিতে শস্য উৎপাদন করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি

জমিতে পানি দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ফসল কার এবং জমি কার? রাফে‘ (রা) বললেন, আমার খরচে ও আমার শ্রমে উৎপাদিত ফসল। আমার অর্ধেক ভাগ এবং অমুকের পুত্রের (জমির মালিকের) অর্ধেক ভাগ। তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়ে সুদের কারবারে লিপ্ত হলে! মালিককে জমি ফিরিয়ে দাও এবং তোমার খরচপাতি তার কাছ থেকে বুঝে নাও।

بَابٌ فِىْ زَرْعِ الْاَرْضِ بِغَيْرِ اِذْنِ صَاحِبِهَا

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মালিকের পূর্ব-অনুমতি ছাড়া তার জমিতে কৃষিকাজ করা

٣٤٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

৩৪০৩। রাফে‘ ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার জমিতে কৃষিকাজ করেছে সে উৎপাদিত ফসলের কোন অংশ পাবে না। অবশ্য সে তার খরচপাতি ফেরত পাবে।

بَابٌ فِى الْمُخَابَرَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মুখাবারা (বর্গাচাষ) সম্পর্কে

٣٤٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَمُسَدَّدٌ اَنَّ حَمَّادًا وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَسَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الْاٰخَرُ بَيْعِ السِّنِيْنَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا.

৩৪০৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুযাবানা’, ‘মুহাকালা’, মুখাবারা ও ‘মু‘আওয়ামা’ (পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়) করতে নিষেধ করেছেন। আবুয-যুবাইর হাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেন, তাদের

(হাম্মাদ ও সাঈ'দ ইবনে মীনা'আ) উভয়ের একজন 'মু'আওয়ামা' বর্ণনা করেছেন এবং অন্যজন 'বায়'উস সিনীন' (কয়েক বছরের অগ্রিম চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয়) শব্দ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাদের বর্ণনাধারা একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তিনি (নবী সা) সানাইয়াও নিষেধ করেছেন; তবে 'আরিয়ার' অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা ঃ মুহাকালা ও মুযাবানা উভয়টিই একই শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়। তবে মুহাকালা শস্য ও ফলের বেলায় আর মুযাবানা খেজুর ও আঙ্গুরের বেলায় হয়ে থাকে। নগদ মূল্যের বিনিময়ে জমি ধার দেয়া জায়েয, এখানে যে নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ রয়েছে তা রাবীর ধারণামাত্র। 'মুখাবারা', যাকে আমরা বর্গা বা ভাগচাষ বলে থাকি। 'সানাইয়া' হলো, কোন জিনিস বিক্রি করে তা থেকে অনির্দিষ্টভাবে কিছু অংশ বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা (অনুবাদক)।

٣٤٠٥- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيْدَ السَّيَّارِيُّ اَبُوْ حَفْصٍ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا اِلاَّ اَنْ يُّعْلَمَ.

৩৪০৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা', 'মুহাকালা' ও 'সানাইয়া' করতে নিষেধ করেছেন, তবে পরিমাণ নির্দিষ্ট করে সানাইয়া (ব্যতিক্রম) করা যেতে পারে।

٣٤٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِى الْمَكِّيَّ قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

৩৪০৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি 'মুখাবারা' (জমি বর্গা দেয়া) ত্যাগ করেনি তার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দাও।

٣٤٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ. قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ اَنْ تَأْخُذَ الْاَرْضَ بِنِصْفٍ اَوْ ثُلُثٍ اَوْ رُبْعٍ.

৩৪০৭। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারা বা ভাগচাষ করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস

করলাম, মুখাবারা কি? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি কারো জমি অর্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে চাষ করো (তাই ভাগচাষ)।

টীকা ঃ ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ নিম্নের হাদীসসমূহের মাধ্যমে মানসূখ (রহিত) হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বাগান ও জমি বর্গা দেয়া

٣٤٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ.

৩৪০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের কৃষিভূমি সেখানকার ইহূদীদেরকে চাষাবাদ করতে দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল, উৎপন্ন ফল অথবা ফসলের অর্ধেক ভাগ তারা পাবে।

٣٤٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ غَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ اِلٰى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلٰى اَنْ يَّعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَاَنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا.

৩৪০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের খেজুর বাগান ও জমি খায়বারের ইহূদীদেরকে এই শর্তে চাষাবাদ করতে দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের খরচে তা চাষাবাদ করবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উৎপন্ন ফলের অর্ধেক দিবে।

٣٤١٠- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ افْتَتَحَ رَسُوْلُ للّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ اَنَّ لَهُ الْاَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. قَالَ اَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِالْاَرْضِ مِنْكُمْ فَاَعْطِنَاهَا عَلٰى اَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ فَزَعَمَ اَنَّهُ

اَعْطَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ اِلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِىْ يُسَمِّيْهِ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِىْ ذِهْ كَذَا وَكَذَا قَالُوْا اَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ فَاَنَا اَلِىْ حَزْرَ النَّخْلِ وَاُعْطِيْكُمْ نِصْفَ الَّذِىْ قُلْتُ قَالُوْا هٰذَا الْحَقُّ وَبِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ قَدْ رَضِيْنَا اَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِىْ قُلْتَ.

৩৪১০। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার এলাকা জয় করলেন। তিনি শর্ত আরোপ করলেন ঃ সেখানকার জমি এবং যাবতীয় সোনা ও রূপা তাঁর প্রাপ্য। খায়বারে বসবাসকারী ইহূদীরা বললো, আমরা আপনাদের চেয়ে কৃষিকাজ অধিক ভালো জানি। অতএব এখানে আমাদেরকে চাষাবাদ করতে দিন, উৎপাদিত ফলের অর্ধেক আপনাদের এবং অর্ধেক আমাদের। তিনি উল্লেখিত শর্তে তাদেরকে জমি চাষাবাদ করতে দিলেন। যখন খেজুর কাটার সময় হয়ে আসলো, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি তাদের খেজুরের পরিমাণ অনুমান করলেন। মদীনাবাসীরা حَزَرَ (অনুমান) শব্দের স্থলে خَرْصَ শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি বললেন, এতে এই এই পরিমাণ খেজুর হবে। তারা বললো, হে ইবনে রাওয়াহা! আপনি পরিমাণের চেয়ে বেশী অনুমান করেছেন। তিনি বললেন, আমি প্রথমে খেজুর সংগ্রহ করাবো। আমি যে পরিমাণ অনুমান করেছি তার অর্ধেক তোমাদের দিবো। তারা বললো, এটাই সঠিক কথা বলেছেন। আর হকের জন্যই আসমান-জমিন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। আপনি যা বলেছেন তা গ্রহণ করতেই আমরা রাজী আছি।

٣٤١١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَبِى الزَّرْقَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهٖ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِى الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ.

৩৪১১। জা'ফার ইবনে বুরকান (র) তার সনদ পরম্পরায় একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করলেন। তিনি صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ-এর ব্যাখ্যায় সোনা ও রূপা বলেছেন।

٣٤١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ اَخْبَرَنَا كَثِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ اَخْبَرَنَا مَيْمُوْنٌ عَنْ مِقْسَمٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ زَيْدٍ قَالَ فَحَزَرَ النَّخْلَ وَقَالَ فَاَنَا اَلِىْ جِذَاذَ النَّخْلِ وَاُعْطِيْكُمْ نِصْفَ الَّذِىْ قُلْتُ.

৩৪১২। মিকসাম (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার এলাকা জয় করলেন... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ (অধস্তন) রাবী যায়েদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। রাবী বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) খেজুরের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করলেন এবং বললেন, আমি নিজেই খেজুর কাটবো এবং আমি অনুমানে যে পরিমাণ নির্ধারণ করেছি তার অর্ধেক তোমাদের দিবো।

بَابٌ فِى الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করা

٣٤١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ اَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُوْدَ يَأْخُذُوْنَهُ بِذٰلِكَ الْخَرْصِ اَمْ يَدْفَعُوْنَهُ اِلَيْهِمْ بِذٰلِكَ الْخَرْصِ لِكَىْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ اَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ.

৩৪১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রতি বছর) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে (খায়বারে) পাঠাতেন। তিনি সেখানকার বাগানের খেজুর পুষ্ট হওয়ার পর এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করতেন। অতঃপর তিনি ইহূদীদেরকে এখতিয়ার দিতেন– হয় তারা এই অনুমানের ভিত্তিতে তাদের অংশ গ্রহণ করবে অথবা এই অনুমানের ভিত্তিতে তাদের (মুসলমানদের) হাতে অর্পণ করবে। এটা এজন্য করা হতো যাতে ফল খাবারযোগ্য হওয়ার এবং বন্টনের পূর্বে যাকাত নির্ধারণ করা যায়।

٣٤١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ خَيْبَرَ فَاَقَرَّهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوْا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ.

৩৪১৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে খায়বার এলাকা ফাই হিসাবে দান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (ইহূদীদেরকে) সেখানে যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকতে দিলেন। তিনি সেখানকার জমি (উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক দেয়ার শর্তে) তাদেরকে চাষাবাদ করতে

দিলেন। তিনি সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে পাঠালেন। তিনি অনুমানের ভিত্তিতে তাদের ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ করলেন।

٣٤١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ اَنَّ الْيَهُوْدَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ اَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُوْنَ اَلْفَ وَسْقٍ.

৩৪১৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে রাওয়াহা (রা) সেখানকার (খায়বারের) বাগানের ফলের পরিমাণ অনুমান করে চল্লিশ হাজার ওয়াস্‌ক নির্ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি ইহূদীদের এখতিয়ার দিলে তারা বিশ হাজার ওয়াস্‌ক ফল প্রদানের শর্তে তা নিজেদের দখলে নিলো।

اَلْاِجَارَةُ

ইজারা (ভাড়া ও শ্রম বিক্রয়)

بَابٌ فِىْ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ শিক্ষকের পারিশ্রমিক

٣٤١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِىُّ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْاٰنَ وَالْكِتَابَ فَاَهْدٰى اِلَىَّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَاَرْمِىْ عَلَيْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاَسْاَلَنَّهُ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ اَهْدٰى اِلَىَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ اُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْاٰنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَاَرْمِىْ عَنْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

৩৪১৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহলে সুফফার কিছু লোককে কুরআন পাঠ এবং লেখা শিখাতাম। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক উপহার পাঠায়। আমি বললাম, এটা কোন মূল্যবান সম্পদ নয়। এটা দিয়ে আমি আল্লাহর পথে (জিহাদে) তীর নিক্ষেপ করবো। কিন্তু আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবো এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। সুতরাং আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক উপহার পাঠিয়েছে। লোকজনের সাথে তাকেও আমি লেখা এবং কুরআন শিক্ষা দিতাম। ধনুকটা খুব মূল্যবান মালও নয়। আমি এর দ্বারা আল্লাহর পথে (জিহাদে) তীর নিক্ষেপ করবো। তিনি বলেন ঃ তুমি যদি দোযখের শিকল গলায় পরতে ভালোবাস, তবে তা গ্রহণ করো।

টীকা ঃ কুরআন শিক্ষা দিয়ে, কুরআন পাঠ করে এবং কুরআন মন্ত্ররূপে পাঠ করে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হাসান বসরী, শা'বী, ইকরিমা, সুফিয়ান সাওরী, মালেক, শাফিঈ ও আবু হানীফার সহচরবৃন্দের মতে, বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম যুহরী, আবু

হানীফা ও ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ-এর মতে তা নাজায়েয। বর্তমান কালের সব মতের আলেমগণ বিভিন্ন কারণে শিক্ষক, ইমাম ও মুআয্‌যিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয বলেন (অনুবাদক)।

٣٤١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِيْ عُبَادَةُ ابْنُ نُسَيٍّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ فَقُلْتُ مَا تَرٰى فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا اَوْ تَعَلَّقْتَهَا.

৩৪১৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম হাদীসটিই পূর্ণাঙ্গ। এ বর্ণনায় আছে ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ একটি জ্বলন্ত অংগার, যা তুমি তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখলে।

بَابٌ فِيْ كَسْبِ الْاَطِبَّاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ চিকিৎসকদের পারিশ্রমিক

٣٤١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوْا فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا فَنَزَلُوْا بِحَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمْ قَالَ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ فَشَفَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا بِكُمْ لَعَلَّ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِيْ صَاحِبَنَا يَعْنِيْ رُقْيَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِنِّيْ لَاَرْقِيْ وَلٰكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَاَبَيْتُمْ اَنْ تُضَيِّفُوْنَا مَا اَنَا بِرَاقٍ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لِيْ جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُ قَطِيْعًا مِّنَ الشَّاءِ فَاَتَاهُ فَقَرَاَ عَلَيْهِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيَتْفِلُ حَتّٰى بَرِئَ كَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَاَوْفَاهُمْ جُعْلَهُ الَّذِيْ صَالَحُوْهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوْا

فَقَالَ الَّذِىْ رَقَى لاَ تَفْعَلُوْا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدَوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتُمْ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

৩৪১৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী সফরে বের হলেন। তারা এক বেদুঈন জনপদে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। তারা তাদের কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। রাবী বলেন, ঘটনাক্রমে এই জনপদের মাতব্বর ব্যক্তিকে (সাপ বা বিচ্ছু) দংশন করলো। তারা তাকে নিরাময় করার জন্য অনেক কিছুই করলো, কিন্তু কোনটাই তার উপকারে আসলো না। তাদের মধ্যে কেউ বললো, তোমরা যদি এখানে যাত্রাবিরতিকারী দলের কাছে যেতে! হয়ত তাদের কারো কাছে এমন কিছু থাকতে পারে যা তোমাদের সর্দারের উপকারে আসতে পারে। তাদের কতিপয় লোক এসে বললো, আমাদের সর্দারকে (বিষাক্ত জীবে) দংশন করেছে। তার নিরাময়ের জন্য আমরা অনেক কিছুই করেছি, কিন্তু তা তার কোন উপকারে আসেনি। তোমাদের কেউ কি ঝাড়ফুঁক জানে? দলের মধ্যকার একজন বললেন, নিশ্চয়ই আমি ঝাড়ফুঁক জানি। কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করেছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে রাজী হওনি। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে পারিশ্রমিক দিতে রাজী না হবে, আমি ঝাড়ফুঁক করবো না। তারা তার পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু বকরী দেয়ার চুক্তি করলো। তিনি রোগীর কাছে এসে 'উম্মুল কিতাব' (সূরা ফাতিহা) পাঠ করলেন এবং তার ওপর থুথু নিক্ষেপ করলেন। এতে সে নিরাময় লাভ করলো এবং মনে হলো সে যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলো। রাবী বলেন, তারা তাদের সন্ধির শর্ত পূরণ করলো এবং তার প্রাপ্য দিয়ে দিলো। দলের লোকজন বললেন, এগুলো আমাদের মধ্যে বন্টন করো। ঝাড়ফুঁককারী ব্যক্তি বললেন, এ কাজ করো না, অন্তত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আগে জিজ্ঞেস করে নেই। সকাল সকাল তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে পৌছলেন এবং তাঁকে ঘটনা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা কী করে জানলে যে, এটা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়? যাক, তোমরা ভালোই করেছো। তোমাদের সাথে আমাকেও একটা ভাগ দাও।

٣٤١٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَخِيْهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৩৪১৯। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا اِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقِ لَنَا هٰذَا الرَّجُلَ فَاَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوْهٍ فِى الْقُيُوْدِ فَرَقَاهُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَعْطَوْهُ شَيْئًا فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ فَلَعَمْرِىْ لَمَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

৩৪২০। খারিজা ইবনুস সালত (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জনপদের কিছু সংখ্যক লোক তার কাছে এসে বললো, আপনি এই ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছ থেকে কল্যাণ (কুরআন) নিয়ে এসেছেন। অতএব আমাদের এই ব্যক্তিকে একটু ঝাড়ফুঁক করে দিন। (রাবী বলেন), তারা তার কাছে একটি পাগলকে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসলো। তিনি তাকে 'উম্মুল কুরআন' পড়ে তিন দিন সকাল-বিকাল ঝাড়ফুঁক করলেন। যখনই তিনি তা পড়া শেষ করতেন, নিজের থুথু একত্র করে তার ওপর নিক্ষেপ করতেন। এর ফলে সে যেন হঠাৎ বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলো। তারা তাকে কিছু বিনিময় দিলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খাও এগুলো। আমার জীবনের শপথ! লোকেরা তো বাতিল মন্ত্র দ্বারা উপার্জন করে খায়। আর তুমিতো উপার্জন করেছো সত্য মন্ত্র দ্বারা।

টীকা ঃ আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা জায়েয নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে ব্যতিক্রম (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ রক্তমোক্ষণকারীর উপার্জন সম্পর্কে

٣٤٢١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ اِبْنَ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ

رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ.

৩৪২১। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রক্তমোক্ষণযাত উপার্জন নিকৃষ্ট, কুকুরের বিক্রয়মূল্য ঘৃণিত বস্তু এবং যেনাকারিনীর উপার্জন অতি জঘন্য।

টীকা ঃ উল্লিখিত তিন প্রকারের উপার্জনই ঘৃণিত। তবে রক্তমোক্ষণ (শিংগা লাগানো) কাজের বিনিময় কোন ইমামের মতেই হারাম নয়। ব্যভিচারের বিনিময় সমস্ত ইমামের মতেই হারাম। শিকারী কুকুরের বিক্রয়মূল্য হানাফী মাযহাবমতে হারাম নয় (অনুবাদক)।

٣٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتّٰى اَمَرَهُ اَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيْقَكَ.

৩৪২২। ইবনে মুহায়্যাসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহায়্যাসা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রক্তমোক্ষণের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে এটা (ভোগ করতে) নিষেধ করলেন। তিনি বারবার তাঁর কাছে আবেদন করতে থাকলেন এবং অনুমতি চাইতে থাকলেন। অবশেষে তিনি তাকে এই নির্দেশ দিলেন ঃ ঐ আয় তোমার উটের খাদ্যে এবং তোমার গোলামের জন্য ব্যয় করো।

٣٤٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيْثًا لَمْ يُعْطِهِ.

৩৪২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক ব্যক্তিকে দিয়ে) রক্তমোক্ষণ করালেন। তিনি রক্তমোক্ষণকারীকে পারিশ্রমিক দান করলেন। যদি তিনি এটাকে নিকৃষ্ট মনে করতেন তবে তাকে তা দান করতেন না।

٣٤٢٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

৩৪২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তাইবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তমোক্ষণ করলো। তিনি তাকে এক সা' (সাড়ে তিন সের) পরিমাণ খেজুর দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তার (মালিক) পরিবারকে তার ওপর ধার্যকৃত রোজগারের পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ আবু তাইবা একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তৎকালে দাসদের দ্বারা উপার্জন করানো হতো (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ كَسْبِ الْاِمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ ক্রীতদাসীর উপার্জন সম্পর্কে

٣٤٢٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ.

৩৪২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٢٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِىْ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِىُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ اِلٰى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَذَكَرَ اَشْيَاءَ وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ اِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هٰكَذَا بِاَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ.

৩৪২৬। তারিক ইবনে আবদুর রহমান আল-কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইবনে রিফা'আ (রা) আনসারদের এক সমাবেশে গিয়ে বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আমাদেরকে (কতগুলো বিষয়ে) নিষেধ করেছেন। এই বলে তিনি কতগুলো জিনিসের উল্লেখ করলেন। তিনি আমাদেরকে (গর্হিত পন্থায়) বাঁদীর উপার্জিত আয় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে তার হাতের (কায়িক শ্রমের) উপার্জন গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে এমনভাবে ইশারা করে বললেন যেমন রুটি তৈরি, সূতা কাটা অথবা (তুলা ও পশম) পেঁজা ইত্যাদি কাজ।

٣٤٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ هُرَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَافِعٍ هُوَ ابْنُ خَدِيْجٍ قَالَ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ حَتّٰى يُعْلَمَ مِنْ اَيْنَ هُوَ.

৩৪২৭। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাঁদীর উপার্জনের উৎস না জানা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অর্জিত আয় ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ গণকের ভেট

٣٤٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

৩৪২৮। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের বিক্রয়মূল্য, যেনাকারিনীর উপার্জন ও গণকের ভেট গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِيْ عَسْبِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ ষাঁড় দ্বারা পাল দেয়ানোর মজুরি গ্রহণ করা খারাপ

٣٤٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

৩৪২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ষাঁড় দ্বারা পাল (পশুর সংগম) দিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারে এ ধরনের মজুরী হারাম। ইমাম মালিকের মতে এ নিষেধাজ্ঞা সৌজন্যমূলক। এ মতই যুক্তিসংগত (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الصَّائِغِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ স্বর্ণকার সম্পর্কে

٣٤٣٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ مَاجِدَةَ قَالَ

قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلاَمٍ اَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِى فَقَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا اِلَيْهِ فَرَفَعْنَا اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ هٰذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ اُدْعُوْا لِىْ حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِىَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنِّىْ وَهَبْتُ لِخَالَتِى غُلاَمًا وَاَنَا اَرْجُوْ اَنْ يُّبَارَكَ لَهَا فِيْهِ فَقُلْتُ لَهَا لاَ تُسَلِّمِيْهِ حَجَّامًا وَلاَ صَائِغًا وَلاَ قَصَّابًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

৩৪৩০। আল-'আলা ইবনে 'আবদুর রহমান (র) থেকে আবু মাজেদা (র)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক যুবকের কান কেটে ফেলি অথবা (রাবীর সন্দেহ) কেউ আমার কানের অংশবিশেষ কেটে ফেলে। হজ্জ উপলক্ষে আবু বকর (রা) আমাদের এখানে আসলেন। আমরা তার কাছে জড়ো হলাম। তিনি আমাদেরকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উমার (রা) বলেন, এটা তো কিসাসের উপযোগী অপরাধ। আমার কাছে একজন নাপিত বা রক্তমোক্ষণকারীকে ডেকে নিয়ে এসো, যাতে সে এর ওপর কিসাস কার্যকর করতে পারে। রক্তমোক্ষণকারীকে ডেকে নিয়ে আসা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি আমার খালাকে একটি গোলাম উপহার দিয়েছিলাম। আমার আশা ছিল, এর মাধ্যমে তাকে বরকত ও প্রাচুর্য দান করা হবে। আমি তাকে বলে দিলাম, একে রক্তমোক্ষণকারী, স্বর্ণকার অথবা কসাইয়ের হাতে সোপর্দ করবেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল আ'লা (র) ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনূ সাহ্‌ম গোত্রীয় ইবনে মাজিদা (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

٣٤٣١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَاجِدَةَ السَّهْمِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৩৪৩১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ... ওপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٤٣٢- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُرَقِىُّ عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ

رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِمَعْنَاهُ.

৩৪৩২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ মালদার গোলাম বিক্রি করলে তার বিধান

٣٤٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

৩৪৩৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ক্রীতদাস বিক্রি করে এবং যদি তার (দাসের) কোন মাল থাকে তবে ঐ মাল বিক্রেতারই থেকে যাবে। অবশ্য যদি ক্রেতা (নিজের জন্য) শর্ত করে তবে তা সে-ই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন খেজুর গাছ তা'বীর করার পর বিক্রি করে তবে ঐ বাগানের বর্তমান ফল বিক্রেতার স্বত্ব হবে, কিন্তু যদি ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত করে তবে ভিন্ন কথা।

টীকা ঃ নর খেজুর গাছের ফুল মাদী খেজুর গাছের ফুলের সাথে মিশ্রিত করে দেয়ার নাম তা'বীর (অনু.)।

٣٤٣٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ النَّخْلِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ فِيْ اَرْبَعَةِ اَحَادِيْثَ هٰذَا اَحَدُهَا.

৩৪৩৪। নাফে' (র) ইবনে উমার (রা) থেকে, তিনি উমার (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (ওপরে উল্লেখিত হাদীসে) শুধু গোলামের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত ঘটনা উল্লেখ করেছেন। নাফে' (র) ইবনে উমার (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কেবল খেজুর বাগান সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, যুহ্‌রী ও নাফে' (র) চারটি হাদীস বর্ণনায় পরস্পর মতভেদ করেছেন। উপরোক্ত হাদীস সেগুলোর একটি।

٣٤٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

৩৪৩৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন ক্রীতদাস বিক্রয় করলো যার কিছু মাল-সামান রয়েছে, ঐ মাল বিক্রেতাই পাবে। কিন্তু যদি ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত করে তবে ভিন্ন কথা।

بَابٌ فِى التَّلَقِّى

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ অগ্রগামী হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মিলিত হওয়া

٣٤٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا الْاَسْوَاقَ.

৩৪৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের (কথাবার্তা বলার) সময় নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা না বলে। পণ্যদ্রব্য বিপণীকেন্দ্রে উপস্থিত করার পূর্বে তোমরা অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয় করতে যেও না।

٣٤٣٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّىَّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ فَاِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ اِذَا وَرَدَتِ السُّوْقَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ اَنْ يَّقُوْلَ اِنَّ عِنْدِىْ خَيْرًا مِنْهُ بِعَشْرَةٍ.

৩৪৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে বাজারে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হতে নিষেধ করেছেন। কোন ক্রেতা যদি এগিয়ে গিয়ে তার সাথে মিলিত হয়ে কিছু ক্রয় করে তবে পণ্যের

মালিক (বিক্রেতা) বাজারে পৌঁছার পর অবকাশ পাবে (বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারবে)। আবু দাঊদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এই বলে অন্যের বিক্রয়ের ওপর বিক্রয় না করে যে, আমার কাছে এটা দশ টাকা দামে (অর্থাৎ কম মূল্যে) পাবে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ النَّجَشِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ ধোঁকাপূর্ণ দালালী করা নিষেধ

٣٤٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَنَاجَشُوْا.

৩৪৩৭ ঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ধোঁকাপূর্ণ দালালী করো না।

টীকা ঃ কোন কোন বিক্রেতা তার পক্ষে কিছু লোক রাখে। তারা প্রকৃত ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তার অগোচরে কৃত্রিম ক্রেতা সেজে জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলে। এতে প্রকৃত ক্রেতা নিজের অজান্তে প্রতারিত হয়। এ ধরনের প্রতারণামূলক দালালী নিষিদ্ধ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى النَّهْىِ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহুরে লোকের বিক্রি করা নিষেধ

٣٤٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ فَقُلْتُ مَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

৩৪৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহুরে লোককে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শহুরে লোক গ্রাম্য লোকের জিনিস বিক্রি না করে দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ সে যেন তার (গ্রামের বিক্রেতার) দালাল না হয়।

٣٤٤٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانِ اَبَا هَمَّامٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَاِنْ

كَانَ اَخَاهُ اَوْ اَبَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لاَ يَبِيْعُ لَهُ شَيْئًا وَلاَ يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا.

৩৪৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি না করে, যদিও সে তার ভাই অথবা পিতা হয়। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ লোকেরা বলে থাকে, "لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ" এটা একটা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধক বাক্য। অর্থাৎ তার পক্ষ হয়ে কিছু বিক্রিও করবে না এবং কিছু ক্রয়ও করবে না।

٣٤٤١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ اَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوْبَةٍ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلٰكِنِ اذْهَبْ اِلَى السُّوْقِ فَانْظُرْ مَنْ يُّبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِىْ حَتّٰى اٰمُرَكَ وَاَنْهَاكَ.

৩৪৪১। সালেম আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তার দুধের উষ্ট্রী নিয়ে তালহা ইবনে 'উবায়দুল্লাহ (র)-র এখানে অবতরণ করেন। তিনি (তালহা) বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন"। তুমি বরং বাজারে চলে যাও এবং দেখো, কে তোমার উষ্ট্রী ক্রয় করতে চায়। অতঃপর আমার সাথে পরামর্শ করো, হয় আমি তোমাকে অনুমতি দিবো অথবা নিষেধ করবো।

٣٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

৩৪৪২। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহরবাসী মফস্বলবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করবে না। তোমরা লোকজনকে স্বাধীন ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা এক দলের দ্বারা অপর দলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

بَابُ مَنِ اشْتَرٰى مُصَارَّاةً فَكَرِهَهَا

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ কয়েক দিন ধরে দুধ দোহন না করে যে পশুর পালান ফুলানো হয়েছে তা ক্রয় করার পর অপছন্দ হলে

٣٤٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَّحْلِبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ.

৩৪৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে, তোমরা তাদের পণ্য ক্রয় করার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। একজনের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা চলাকালে অপরজন তা ক্রয়ের আলোচনা করো না। উট-বকরীর (বিক্রি করার পূর্বে) স্তনে (কয়েক দিনের) দুধ জমা করে রাখা যাবে না। এরূপ করার পর যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, দুধ দোহনের পর তার জন্য এখতিয়ার (অবকাশ) থাকবে। ইচ্ছা করলে সে ক্রয় ঠিক রাখতে পারে আর ইচ্ছা করলে ক্রয় ভঙ্গ করে সে তা ফেরত দিতে পারে। ফেরত দিলে (দুধপানের বিনিময় হিসাবে) এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুরও সাথে দিবে।

টীকা ঃ এ ধরনের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ জায়েয নয় (অনুবাদক)।

٣٤٤٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَهِشَامٍ وَحَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ.

৩৪৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্তন ফুলানো বকরী কিনবে তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে সে তা ফেরত দিতে পারবে। তবে সাথে (দুধ পানে বিনিময়ে) এক সা' খাদ্যদ্রব্যও দিবে, কিন্তু উন্নত মানের গম দিতে বাধ্য নয়।

٣٤٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيْمِىُّ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ يَعْنِى ابْنَ

اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرٰى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا فَفِىْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ.

৩৪৪৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্তন ফুলানো মেষ কিনলো, অতঃপর তার দুধ দোহন করলো। ইচ্ছা করলে সে তা রেখে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে ফেরতও দিতে পারে। তবে দুধ দোহনের বিনিময়ে সাথে এক সা' খেজুর দিতে হবে।

٣٤٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ اَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا.

৩৪৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্তন ফুলানো পশু কিনবে তার জন্য তিন দিনের অবকাশ থাকবে। যদি সে তা ফেরত দেয় তবে তার সাথে দোহনকৃত দুধের পরিমাণ বা তার দ্বিগুণ গম প্রদান করবে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الْحُكْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ অসৎ উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য মজুত করা নিষেধ

٣٤٤٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ ابْنِ اَبِىْ مَعْمَرٍ اَحَدِ بَنِىْ عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِىءٌ فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ فَاِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرُ كَانَ يَحْتَكِرُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَأَلْتُ اَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيْهِ عَيْشُ النَّاسِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَّعْتَرِضُ السُّوْقَ.

৩৪৪৭। আদী ইবনে কা'ব (রা)-র এক পুত্র মা'মার ইবনে আবু মা'মার (রা) থেকে

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (জনগণের জীবিকা সংকীর্ণ করার উদ্দেশ্যে) অপরাধী ও পাপী ছাড়া আর কেউই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুদামজাত করে না। আমি (মুহাম্মাদ ইবনে আমর) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কে বললাম, আপনি তো গুদামজাত করেন। তিনি বলেন, মা'মারও তো গুদামজাত করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, (কি জিনিস) গোলাজাত করা নিষেধ? তিনি বললেন, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস। আবু দাউদ (র) বলেন, আওযাঈ' (র) বললেন, যে ব্যক্তি (কোন জিনিস) বাজারজাত করার পথে প্রতিবন্ধক হয় সে-ই গুদামজাতকারী।

টীকা ঃ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে অতিমুনাফা লাভের আশায় তা গুদামজাত করে রাখা নিষেধ। ইমাম মালেক (র) বলেন, এ ধরনের গুদামজাত করার নিষেধাজ্ঞা শুধু খাদ্যশস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গুদামজাত করা বৈধ, বরং জরুরী। তাছাড়া মৌসুমী উৎপাদনের সুষম বন্টনের জন্য তা গোলাজাত করে রাখাও জায়েয। যেমন কোল্ড স্টোরেজে আলু গোলাজাত করে রাখা হয় এবং তাতে সারা বছর তা বাজারে সহজলভ্য থাকে (অনুবাদক)।

٣٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَنِ الْحَسَنِ فَقُلْنَا لَهُ لاَ تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ النَّوٰى وَالْخَبَطَ وَالْبِزْرَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُوْنُسَ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَبْسِ الْقَتِّ قَالَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ الْحُكْرَةَ وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ الْعَيَّاشِ فَقَالَ اكْبِسْهُ.

৩৪৪৮। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর গোলাজাত করা নিষিদ্ধ নয়। ইবনুল মুসান্না (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে ফায়্যাদ তার বর্ণনায় রাবী হাসান বসরীকে যুক্ত করেছেন। আমরা তাকে (ইয়াহইয়া) বললাম, আপনি হাসানের বরাত দিয়ে বলবেন না (কেননা এ বর্ণনায় হাসান নেই বা হাসান এটা বর্ণনা করেননি)। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) খেজুরের আঁটি, পশুখাদ্য ও তৈলবীজ গোলাজাত করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে ইউনুসের কাছে শুনেছি, তিনি (আহমাদ) বলেন, আমি সুফিয়ানকে 'কাত্তি' (পশুখাদ্য) গোলাজাত করে রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তারা (পূর্ববর্তীগণ) গোলাজাত করাকে মাকরূহ জানতেন। আমি (আহমাদ) আবু বকর ইবনুল 'আয়্যাশকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা গোলাজাত করতে পারো।

بَابٌ فِىْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ দিরহাম (মুদ্রা) ভাঙ্গা

٣٤٤٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ مِنْ بَأْسٍ.

৩৪৪৯। আলকামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা কোন বিশেষ ত্রুটি ব্যতীত ভাংতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى التَّسْعِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেয়া

٣٤٥٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلاَلٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِى الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ اَدْعُوْ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلِ اللّٰهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَاِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ لِاَحَدٍ عِنْدِىْ مَظْلِمَةٌ.

৩৪৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন ঃ বরং আমি (আল্লাহর কাছে) দু'আ করবো। অতঃঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তিনি বললেন ঃ বরং আল্লাহই কমান এবং বাড়ান। আমি সর্বদা এ আশা করি যে, আমি যেন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে পারি যে, আমার বিরুদ্ধে কারো প্রতি জুলুম করার কোনরূপ অভিযোগ না থাকে।

টীকা ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করা সরকারের জন্য জায়েয নয়। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে, পণ্য উৎপাদক ও বাজারজাতকারীরা যথেচ্ছ মূল্য নির্ধারণ করলে, অতি মুনাফা লাভের লোভে পণ্যের সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করলে এবং জনগণের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ার মত জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে সরকার দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে (অনুবাদক)।

٣٤٥١– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ

سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَاِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يُطَالِبُنِىْ بِمَظْلِمَةٍ فِى دَمٍ وَّلاَ مَالٍ.

৩৪৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মূল্যের গতি নির্ধারণ করেন, তিনিই একমাত্র সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী এবং তিনিই রিযিকদাতা। আমি সর্বদা এই আশা করি যে, আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবো যেন আমার ওপর কারো জীবন বা মালের ওপর জুলুম করার কোনরূপ অভিযোগ না থাকে।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الْغَشِّ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ প্রতারণা করা বা ভেজাল দেয়া নিষেধ

٣٤٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيْعُ فَاَخْبَرَهُ فَاُوْحِيَ اِلَيْهِ اَنْ اَدْخِلْ يَدَكَ فِيْهِ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَاِذَا هُوَ مَبْلُوْلٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

৩৪৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিভাবে বিক্রি করো? সে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলো। ইতিমধ্যে তিনি ওহী প্রাপ্ত হলেন ঃ আপনি শস্যের স্তূপের ভেতরে আপনার হাত ঢুকান। তিনি স্তূপের ভেতরে তাঁর হাত ঢুকালে হাতে ভিজা অনুভূত হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

٣٤٥٣- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هٰذَا التَّفْسِيْرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَا.

৩৪৫৩। ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ান সাওরী (র) 'লাইসা মিন্না'র (আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়) ব্যাখ্যা 'আমাদের মত নয়' করাকে অপছন্দ করতেন। (কেননা তিরস্কার ও ধমকের স্থলে কঠোরতা ও নির্মমতার প্রকাশ থাকতে হবে। এ ব্যাখ্যার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য নেই)।

بَابٌ فِيْ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার এখতিয়ার সম্পর্কে

٣٤٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

৩৪৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকে। তবে 'অবকাশ' শর্ত রাখা হলে স্বতন্ত্র কথা।

টীকা ঃ কোন কারণে ক্রেতা অথবা বিক্রেতার ক্রয় বা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার যে অধিকার রয়েছে তাকে বাণিজ্যিক পরিভাষায় 'খিয়ার' বা 'এখতিয়ার' (অবকাশ) বলে। এ ধরনের এখতিয়ার বিভিন্নভাবে হতে পারে।

(ক) ক্রেতা পণ্যদ্রব্য না দেখেই মৌখিক কথাবার্তার ভিত্তিতে তা ক্রয় করেছে। এক্ষেত্রে কোন দোষ-ত্রুটি ব্যতিরেকেই শুধু না দেখার অজুহাতে সে একতরফাভাবে ক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ জন্য বিক্রেতা ক্রেতার সাথে কোনরূপ অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে পারবে না। এ ধরনের অবকাশকে 'খিয়ারে রুইয়াত' (দর্শনের অবকাশ) বলে।

(খ) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর, এমনকি মূল্য পরিশোধ করার পরও পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি পাওয়া গেলে ক্রেতা তার ক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ ধরনের অবকাশকে 'খিয়ারে 'আয়েব' (ত্রুটিজনিত অবকাশ) বলে। এক্ষেত্রেও বিক্রেতা কোনরূপ আপত্তি করতে পারবে না। পণ্যের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে পূর্বে মীমাংসা হয়ে থাকলে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে না।

(গ) ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময়ে যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চুক্তি বাতিলের ব্যবস্থা রাখা হয় তবে যে কোন পক্ষ ক্রয় বা বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ ধরনের অবকাশকে 'খিয়ারে শর্ত' (শর্ত ভিত্তিক অবকাশ) বলা হয়। যে পক্ষ এ ব্যবস্থা রাখবে কেবল সে পক্ষই এ চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে।

(ঘ) বিক্রেতা তার কোন পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করার কথা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে চূড়ান্ত করার পূর্বে পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত, ক্রেতাবিক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্যে ঐ পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারবে। অনুরূপভাবে ক্রেতা কোন বস্তুকে নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করার কথা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে চূড়ান্ত করার পূর্বে পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত, বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্যে ঐ বস্তু ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে পরস্পর পৃথক হয়ে গেলে একে অপরকে ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারবে না। এ ধরনের অবকাশকে 'খিয়ারে 'আক্দ' চুক্তিজনিত অবকাশ বলা হয়।

(ঙ) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি পূর্ণরূপে চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ এখনও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি; বরং নিজ নিজ স্থানেই আছে। এ ক্ষেত্রেও ক্রেতা-বিক্রেতার যে কেউ কোন কারণ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। এ ধরনের অবকাশকে খিয়ারে ‘মজলিস’ (অকুস্থল ভিত্তিক অবকাশ) বলা হয়। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এ ধরনের অবকাশ সৌজন্যমূলক, বাধ্যতামূলক নয়; অন্যান্য মাযহাবে এ ধরনের অবকাশও বাধ্যতামূলক। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চূড়ান্ত হওয়ার পর যদি এক পক্ষ বলে, ‘গ্রহণ করলেন তো’? উত্তরে অপর পক্ষ বললো, ‘গ্রহণ করলাম’, তবে এ ধরনের অবকাশ আর থাকবে না। আজ-কাল দোকানদারের ক্যাশমেমোয় বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখা থাকে, “বিক্রীত মাল ফেরত লওয়া হয় না।” এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত ব্যবসায়িক নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী বিধায় নাজায়েয। কারণ বিক্রীত দ্রব্যের মধ্যে ত্রুটি বের হতে পারে (অনুবাদক)।

٣٤٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ.

৩৪৫৫। ইবনে উমার (রা) এ সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) আরো বলেন ঃ অথবা (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয়ের একজন অপরজনকে যদি বলে, বিক্রয় কার্য চূড়ান্ত করুন।

٣٤٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَهُ.

৩৪৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকে, কিন্তু পরেও এ অবকাশের সুযোগ রাখলে স্বতন্ত্র কথা। উভয়ের একজন ক্রয় বা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করে কিনা এ ভয়ে ক্রেতা বা বিক্রেতার একজনের অপরজন থেকে দ্রুত পৃথক হওয়া সংগত নয়।

٣٤٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْوَضِيْءِ قَالَ غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَّنَا فَرَسًا بِغُلاَمٍ ثُمَّ اَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا اَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيْلُ قَامَ اِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَاَتَى الرَّجُلَ وَاَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَاَبَى الرَّجُلُ اَنْ يَّدْفَعَهُ اِلَيْهِ فَقَالَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ اَبُوْ بَرْزَةَ صَاحِبُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيَا اَبَا بَرْزَةَ فِيْ نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالاَ لَهُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اَتَرْضَيَانِ اَنْ اَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَ جَمِيْلٌ اَنَّهُ قَالَ مَا اُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.

৩৪৫৭। আবুল ওয়াদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলাম। আমাদের দলের এক ব্যক্তি একটি গোলামের বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রি করলো। অতঃপর তারা উভয়ে অবশিষ্ট দিন ও রাত একত্রে অবস্থান করলো। সকাল (ভোর) হলে বিদায়ের পালা আসলো। ক্রেতা তার ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধতে লাগলো। বিক্রেতা অনুতপ্ত হয়ে ক্রেতার কাছে এসে চুক্তি রদ করে ঘোড়া ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু ক্রেতা তাকে ঘোড়া ফেরত দিতে অস্বীকার করলো। তখন সে (বিক্রেতা) বললো, তোমার ও আমার মধ্যকার বিবাদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী আবু বারযা (রা) মধ্যস্থতা করবেন। তারা উভয়ে সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে অবস্থানরত আবু বারযার কাছে আসলো। তারা উভয়ে তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলো। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এতে সম্মত হবে, আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাই দান করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকে। হিশাম ইবনে হাস্‌সান (র) বলেন, জামীল আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি (আবু বারযা) বললেন, আমি দেখছি তোমরা বিচ্ছিন্ন হওনি (অতএব এখতিয়ার আছে)।

٣٤٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ اَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ كَانَ اَبُوْ زُرْعَةَ اِذَا بَايَعَ رَجُلاً خَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ خَيِّرْنِيْ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ اِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ.

৩৪৫৮। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আইউব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যুরআ (র) কারো কাছে কিছু বিক্রি করলে তাকে অবকাশ দিতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনিও বলতেন, আমাকেও অবকাশ দাও। তিনি আরো বলতেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যেন পরস্পরের সম্মতি ব্যতীত একে অপরের কাছ থেকে পৃথক না হয়।

٣٤٥٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ وَحَمَّادٌ وَاَمَّا حَمَّادٌ فَقَالَ حَتّٰى يَفْتَرِقَا اَوْ يَخْتَارَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৩৪৫৯। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকে। তারা যদি ক্রয়-বিক্রয়ে সততা অবলম্বন করে এবং নিজ নিজ বস্তুর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত ও প্রাচুর্য দান করা হয়ে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ও প্রাচুর্য লুপ্ত হয়ে যায়। আবু দাঊদ (র) বলেন, ঠিক এভাবেই সাঈদ ইবনে আবু আরূবা এবং হাম্মাদও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদের বর্ণনায় আছে ঃ পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ রয়েছে। তিনি তিনবার একথা বলেন।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْاِقَالَةِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ ইকালা (অনুতাপজনিত চুক্তি রদ)-এর ফযীলাত

٣٤٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ اَخْبَرَنَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا اَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ.

৩৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (অনুরোধে তার) সাথে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি রদ করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

بَابٌ فِيْمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ একই চুক্তিতে দু'টি লেনদেন

٣٤٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ فَلَهُ اَوْكَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا.

৩৪৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একই দ্রব্য বিক্রয়ে দুই রকম বিক্রয় ব্যবস্থা রাখে তাকে দুই মূল্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যই গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তা সুদ হবে।

টীকা ঃ 'একই দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে দু'রকম বিক্রয় ব্যবস্থা রাখে' অর্থাৎ নগদ মূল্যে ক্রয় করলে এতো দাম আর বাকি মূল্যে ক্রয় করলে এতো (বেশী) দাম। এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ নাজায়েয এবং সুদের পর্যায়ভুক্ত (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى النَّهْىِ عَنِ الْعِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ আল-ঈনাহ্ প্রকৃতির লেনদেন

٣٤٦٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِىُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اِسْحَاقَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُرَاسَانِىِّ اَنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا اِلٰى دِيْنِكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَلْاِخْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ.

৩৪৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ধারে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর অবস্থা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা নিজেদের দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিবেন না। (অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দীনে ফিরে এসো, জিহাদ শুরু করো, আল্লাহ তোমাদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিবেন)।

টীকা ঃ 'ক্রেতা নির্দিষ্ট মেয়াদশেষে মূল্য পরিশোধ করবে'– এই শর্তে বিক্রেতা তার নিকট তার পণ্য বিক্রি করলো। মেয়াদান্তে বিক্রেতা ঐ পণ্য ক্রেতার নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ক্রয় করলো। এই পদ্ধতিকে বলা হয় আল-ঈনাহ এবং এটা নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى السَّلَفِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

٣٤٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ.

৩৪৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন তখন সেখানকার লোকেরা এক, দুই অথবা তিন বছরের মেয়াদে খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে কেউ অগ্রিম খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করবে তাকে নির্ধারিত পরিমাপে, নির্ধারিত ওজনে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করতে হবে।

টীকা ঃ 'বায় সালাফ' ও 'বায় সালাম' একই অর্থবোধক (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)। খাদ্যশস্য বা অন্য কোন মালের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে মাল সরবরাহ করা। ইসলামী বিধানে কতোগুলো শর্ত সাপেক্ষে এই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় বৈধ (অনুবাদক)।

٣٤٦٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدٌ اَوْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ وَاَبُوْ بُرْدَةَ فِى السَّلَفِ فَبَعَثُوْنِىْ اِلَى ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ اِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ زَادَ ابْنُ كَثِيْرٍ اِلٰى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ وَسَاَلْتُ ابْنَ اَبْزٰى فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৩৪৬৪। মুহাম্মাদ অথবা আবদুল্লাহ ইবনে মুজালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও আবু বুরদা (রা)-র মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো। তারা আমাকে (মাসয়ালা জানার জন্য) ইবনে আবু আওফা (রা)-র কাছে পাঠালেন। আমি তাকে (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর (রা) ও উমার (রা)-র যুগে গম, বার্লি, খেজুর ও কিসমিস অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতাম। ইবনে কাসীরের বর্ণনায় اِلٰى قَوْمٍ مَّا هُوَ عِنْدَهُمْ বাক্যাংশও রয়েছে। অর্থাৎ এমন লোকদের কাছ থেকে অগ্রিম ক্রয় করতাম যাদের কাছে এগুলো আপাতত বর্তমান থাকতো না। অতঃপর হাফস ইবনে উমার ও ইবনে কাসীর একইরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আমি ইবনে আবযাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও একই কথা বললেন।

٣٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ اَبِى الْمُجَالِدِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالصَّوَابُ ابْنُ اَبِى الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ اَخْطَاَ فِيْهِ.

৩৪৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুজালিদ (র) থেকে অথবা ইবনে আবুল মুজালিদ (র) থেকে এ হাদীস বর্ণিত। তিনি (ইবনে আবু আওফা) বলেন, লোকদের সাথে আমাদের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কালে উল্লেখিত জিনিসগুলো অনুপস্থিত থাকতো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে আবুল মুজালিদ নামটি (র) সঠিক। শো'বা তার বর্ণনায় ভুল করেছেন (আবদুল্লাহ ইবনুল মুজালিদ বলেছেন)।

٣٤٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ غَنِيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى الْاَسْلَمِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِيْنَا اَنْبَاطٌ مِنْ اَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِى الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَّعْلُوْمًا وَاَجَلاً مَّعْلُوْمًا فَقِيْلَ لَهُ مِمَّنْ لَهُ ذٰلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْئَلُهُمْ.

৩৪৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সিরিয়া অঞ্চলে যুদ্ধাভিযানে গিয়েছিলাম। এখানকার চাষীরা আমাদের কাছে আসলো। আমরা তাদের কাছ থেকে গম এবং যায়তূন (তৈলবীজ) নির্দিষ্ট মূল্যে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অগ্রিম ক্রয় করতাম। তাকে (আবদুল্লাহকে) বলা হলো, আপনারা কি এমন লোকের কাছ থেকে অগ্রিম ক্রয় করতেন যার কাছে তা বর্তমান থাকতো? তিনি বলেন, তাদের কাছে ঐ দ্রব্য আছে কিনা তা আমরা জিজ্ঞেস করতাম না।

بَابٌ فِى السَّلْمِ فِىْ ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ বিশেষ কোন ফলের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়

٣٤٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِىٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً اَسْلَفَ رَجُلاً فِىْ نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَا تَسْتَحِلُّ مَالَهُ اُرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ تُسْلِفُوْا فِى النَّخْلِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.

৩৪৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির একটি গাছের খেজুর অগ্রিম ক্রয় করলো। কিন্তু ঐ বছর মোটেই ফল ধরলো না। তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদ পেশ করলো। তিনি বললেন ঃ তুমি কিসের বিনিময়ে তার মাল তোমার জন্য বৈধ (হালাল) মনে করলে? তার মাল তাকে ফেরত দাও। অতঃপর তিনি বললেন ঃ গাছের খেজুর পুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করো না।

بَابُ السَّلَفِ يُحَوَّلُ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ অগ্রিম ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত না করা পর্যন্ত অপরের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না

٣٤٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِى الطَّائِىَّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ اِلٰى غَيْرِهِ.

৩৪৬৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বস্তু অগ্রিম ক্রয় করেছে, সে যেন ঐ বস্তুকে (হস্তগত করার পূর্বে) অপরের কাছে হস্তান্তর না করে।

بَابٌ فِىْ وَضْعِ الْجَائِحَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ

٣٤٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ .

৩৪৬৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক ব্যক্তি (ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাগানের) ফল ক্রয় করে লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে সে খুব ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকজনকে) বললেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করে তাকে সাহায্য করো। লোকেরা দান-খয়রাত করলো, কিন্তু তা তার ঋণ পরিশোধ করার সমপরিমাণ হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পাওনাদারকে) বললেন ঃ যা পাচ্ছো তা নিয়ে নাও, এর অতিরিক্ত আর পাবে না।

٣٤٧٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمَعْنٰى اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ اَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ تَمْرًا فَاَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

৩৪৭০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যদি তোমার কোন ভাইয়ের কাছে বাগানের খেজুর বিক্রি করো; অতঃপর তা (আহরণের পূর্বে) প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার কাছ থেকে কোনরূপ মূল্য আদায় করা তোমার জন্য হালাল নয়। কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে তুমি অন্যায়ভাবে মূল্য আদায় করবে?

بَابٌ فِىْ تَفْسِيْرِ الْجَائِحَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ 'জায়েহাহ্' শব্দের ব্যাখ্যা

٣٤٧١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ

عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ اَوْ بَرَدٍ اَوْ جَرَادٍ اَوْ رِيحٍ اَوْ حَرِيقٍ.

৩৪৭১। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'জায়েহাহ্' এমন সব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বলা হয় যা প্রকাশ্যভাবেই ক্ষতিসাধন করে থাকে। যেমন অতিবৃষ্টি, তুষারপাত, পঙ্গপালের আক্রমণ, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি (এগুলো কেউ এড়াতে পারে না)।

٣٤٧٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ قَالَ لاَ جَائِحَةَ فِيْمَا اُصِيْبَ دُوْنَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ. قَالَ يَحْيٰى وَذٰلِكَ فِىْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

৩৪৭২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মূলধনের এক-তৃতীয়াংশের কম বিনষ্ট হলে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে গণ্য হবে না। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, এটাই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম।

بَابٌ فِىْ مَنْعِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ পানির প্রবাহে বাধা দেয়া নিষেধ

٣٤٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ.

৩৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অতিরিক্ত পানিতে বাধা দেয়া যাবে না। তাতে অতিরিক্ত ঘাসেই বাধা প্রদান করা হবে।

টীকা ঃ চারণভূমির কাছে যে পানির ব্যবস্থা থাকে তা পান করানোর জন্য লোকেরা নিজেদের পশু নিয়ে আসে। পনি পান করাতে বাধা দিলে লোকেরা তাদের পশুকে চারণভূমিতে নিয়ে আসবে না। ফলে প্রকারান্তরে ঘাসেই বাধা দেয়া হলো। অথচ এটা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

٣٤٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيْلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِىْ كَاذِبًا وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا فَاِنْ اَعْطَاهُ وَفٰى لَهُ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ.

৩৪৭৪। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না– (১) যে ব্যক্তি তার কাছে রক্ষিত অতিরিক্ত পানি থেকে পথিক ব্যক্তিকে বাঁধা প্রদান করে; (২) যে ব্যক্তি আসরের পর কোন পণ্যের মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা শপথ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি ইমামের (খলীফা বা তার প্রতিনিধি) কাছে বাইআত গ্রহণ করে। সে যদি তাকে কিছু পার্থিব স্বার্থ দান করে তবে তার আনুগত্য করে, আর স্বার্থসিদ্ধি না হলে আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করে।

٣٤٧٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِیْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَقَالَ فِی السِّلْعَةِ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِیَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْاٰخَرُ وَاَخَذَهَا.

৩৪৭৫। আল-আ'মাশ (র) থেকে একই সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ তাদেরকে পবিত্র করা হবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে নির্মম শাস্তি। যে ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, আমাকে এই এই দাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। বর্তমান ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করলো এবং নির্ধারিত মূল্যে তা নিয়ে নিলো (এ ব্যক্তির জন্যও উল্লেখিত শাস্তি রয়েছে)।

٣٤٧٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِیْ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُوْرٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِیْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ امْرَاَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ اِسْتَاْذَنَ اَبِی النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيْصِهٖ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِیْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِیْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِیْ لاَيَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ.

৩৪৭৬। বুহায়সা নাম্নী এক মহিলা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়ে তাঁর শরীর ও জামার মাঝখানে ঢুকে গেলেন। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! কোন জিনিস থেকে (মানুষকে) বাধা দেয়া হালাল (বৈধ) নয়? তিনি বললেন ঃ 'পানি'। তিনি আবার বললেন, হে আল্লাহর নবী! কোন জিনিস থেকে (মানুষকে) বাধা দেয়া হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ 'লবণ'। তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর নবী! কোন জিনিস থেকে মানুষকে বিরত রাখা হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ

তুমি যতোই কল্যাণকর কাজ করবে তোমার ততোই কল্যাণ হবে (এরূপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা হলাল নয়)।

٣٤٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خِدَاشٍ وَهٰذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا اَسْمَعُهُ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ.

৩৪৭৭। আবু খিদাশ (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক মুহাজির সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাহাবী) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিন তিনটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ মুসলমানগণ তিনটি জিনিসে সমানভাবে অংশীদার ঃ পানি, ঘাস ও আগুন।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করা

٣٤٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

৩৪৭৮। ইয়াস ইবনে আব্দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ ইয়াস ইবনে আব্দ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থে (সিহাহ সিত্তায়) এ হাদীসটি ছাড়া তাঁর বর্ণিত আর কোন হাদীস নেই (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ বিড়ালের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে

٣٤٧٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ ابْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ

أَخْبَرَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.

৩৪৭৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন।

টীকা ঃ বিড়ালের বিক্রয়মূল্য ভোগ করা মাকরূহ তানযীহ্। কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে তা নিষিদ্ধ ছিল, পরে জায়েয করা হয়েছে। হাসান বসরী, শাফিঈ, আহমাদ ও মালেকের মতে, কুকুরের বিক্রয়মূল্য হারাম। আতা, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে, শিকারী কুকুরের বিক্রয়মূল্য হারাম নয়। কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষের উপকারী কাজে লাগানো গেলে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয (ইমাম তাহাবী)। একইভাবে অন্যান্য নিরীহ বা হিংস্র প্রাণীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারী কাজে লাগানো সম্ভব হলে সেই ক্ষেত্রেও একই বিধান (অনুবাদক)।

٣٤٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ.

৩৪৮০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন।

بَابٌ فِيْ أَثْمَانِ الْكِلاَبِ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ কুকুরের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে

٣٤٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

৩৪৮১। আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জিত আয় এবং গণক ঠাকুরের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٤٨٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَاِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا.

৩৪৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন। যদি কেউ কুকুরের মূল্য চাইতে আসে তবে মাটি দিয়ে তার মুষ্ঠি ভরে দাও।

٣٤٨٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ عَوْنُ ابْنُ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

৩৪৮৩। আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা (আবু জুহাইফা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٤٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ.

৩৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুকুরের বিক্রয় মূল্য, গণক ঠাকুরের ভেট এবং ব্যভিচারের (যেনার) বিনিময় খাওয়া হালাল (বৈধ) নয়।

بَابٌ فِيْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ শরাব ও মৃত জীবের মূল্য সম্পর্কে

٣٤٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَثَمَنَهُ.

৩৪৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শরাব ও এর মূল্য হারাম করেছেন, মৃত জীব ও এর মূল্যও হারাম করেছেন এবং শূকর ও এর মূল্যও হারাম করেছেন।

٣٤٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

৩৪৮৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে অবস্থানকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শরাব, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি নৌকায় লাগানো হয়, চর্ম বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা এ দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে থাকে। এর ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ না, এগুলো হারাম। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ আল্লাহ ইহূদীদের ধ্বংস করুন! আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের জন্য চর্বি হারাম করলেন, তারা তা গলিয়ে বিক্রি করলো এবং এর মূল্য ভোগ করলো।

টীকা ঃ মৃত জীব-এর চর্বি, চর্বি থেকে প্রস্তুত তৈল, এর ক্রয়-বিক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য সবই হারাম। ইহূদীদের জন্য হালাল জীবের চর্বিও হারাম ছিল (অনুবাদক)।

٣٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ.

৩৪৮৭। ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (র) জাবের (রা)-র সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস আমাকে লিখে পাঠালেন। তিনি (আতা) তাতে 'এটা হারাম' বাক্যাংশটুকু উল্লেখ করেননি।

٣٤٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنٰى عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَرَكَةَ اَبِى الْوَلِيْدِ ثُمَّ اِتَّفَقَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ ثَلَاثًا اِنَّ

اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا حَرَّمَ عَلٰى قَوْمٍ اَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِى حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الطَّحَّانِ رَأَيْتُ وَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ.

৩৪৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (কা'বার) রুকনের কাছে বসে থাকতে দেখলাম। রাবী (ইবনে আব্বাস) বলেন, তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করে হাসলেন এবং তিনবার বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের অভিশপ্ত করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা তা বিক্রি করে এর মূল্য ভোগ করতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির জন্য কোন জিনিস খাওয়া হারাম করেন তখন তার বিক্রয় মূল্যও হারাম করেন। (অধস্তন রাবী) খালিদ ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণিত হাদীসে رَأَيْتُ শব্দের উল্লেখ নাই। তিনি قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ (আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন) বাক্য বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ 'রুকন' বা 'রুকনে ইয়ামানী' কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করার সময় রুকন বরাবর পৌঁছে তা ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করতে হয় এবং 'বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবার', এ দোয়া পাঠ করতে হয়। কা'বা ঘরের কোণগুলোকে রুকন বলা হয় (অনুবাদক)।

٣٤٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ وَوَكِيْعٌ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو وَالْجَعْفَرِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانَ التَّغْلِبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيْرَ.

৩৪৮৯। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে, সে যেন নিজের জন্য শূকর খাওয়া হালাল মনে করে।

٣٤٩٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَاتُ الْاَوَاخِرُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ.

৩৪৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষের দিকের আয়াতগুলো নাযিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে

আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনালেন। তিনি বললেন ঃ মদের ব্যবসা হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে।

٣٤٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الْاٰيَاتِ الْاَوَاخِرَ فِى الرِّبَا.

৩৪৯১। আ'মাশ (র) তার নিজস্ব সনদ সূত্রে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (সূরা বাকারার) শেষের আয়াতগুলি সূদ (হারাম হওয়া) সম্পর্কিত।

টীকা ঃ সূরা আল-বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮১ নং আয়াত সুদ হারাম হওয়ার বিধান সম্বলিত আয়াত (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ اَنْ يَّسْتَوْفِىَ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ (ক্রয় করে) হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যশস্য বিক্রি করা সম্পর্কে

٣٤٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ.

৩৪৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করলো সে তা হস্তগত না করা পর্যন্ত পুনরায় বিক্রি করবে না।

٣٤٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِىْ ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ اِلٰى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَبِيْعَهُ يَعْنِىْ جُزَافًا.

৩৪৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। আমাদের কাছে একজন লোক পাঠানো হতো যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন ঃ যে স্থানে আমরা তা ক্রয় করেছি পুনরায় বিক্রি করার পূর্বে সেখান থেকে তা অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য।

٣٤٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ جِزَافًا

بِاَعْلَى السُّوْقِ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ.

৩৪৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন বাজারের এক উঁচু স্থানে স্তূপে স্তূপে খাদ্যশস্য ক্রয় করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়কৃত বস্তু স্থানান্তর না করা পর্যন্ত তাদেরকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِيْنِيِّ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ اَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ.

৩৪৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাপে খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা হস্তগত করার পূর্বে পুনরায় বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ اِبْنَا اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَكْتَالَهُ زَادَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ اَلاَ تَرٰى اَنَّهُمْ يَبْتَاعُوْنَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى.

৩৪৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করলো, সে যেন তা পরিমাপ করার পূর্বে পুনরায় বিক্রি না করে। (অধস্তন রাবী) আবু বকরের বর্ণনায় আরো আছে, তিনি (তাউসের পিতা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেন (পরিমাপের পূর্বে বিক্রি করা যাবে না)? তিনি বলেন, তুমি কি দেখছো না! তারা সোনার (মুদ্রা) বিনিময়ে খাদ্যশস্য বিক্রি করতো, অথচ তা তখনও বিক্রেতার দখলে।

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَهٰذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَرٰى اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ

حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ.

৩৪৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি খাদ্যবস্তু ক্রয় করে তা হস্তগত করার পূর্বে যেন বিক্রি না করে। সুলায়মান ইবনে হরবের বর্ণনায় يَقْبِضَهُ শব্দের পরিবর্তে يَسْتَوْفِيَهُ শব্দের উল্লেখ রয়েছে (অর্থ একই)। মুসাদ্দাদ আরো বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমার ধারণামতে প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারেই খাদ্যদ্রব্যের অনুরূপ হুকুম।

٣٤٩٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَتّٰى يُبْلِغَهُ اِلٰى رَحْلِهِ.

৩৪৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদ্যশস্যের স্তূপ ক্রয় করে তা নিজের গন্তব্য স্থানে পৌছানোর পূর্বেই বিক্রি করার অপরাধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে লোকদেরকে মারধোর করা হতো।

٣٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوْقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِيْ لَقِيَنِيْ رَجُلٌ فَاَعْطَانِيْ بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَاَرَدْتُ اَنْ اَضْرِبَ عَلٰى يَدِهِ فَاَخَذَ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِيْ بِذِرَاعِيْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّٰى تَحُوْزَهُ اِلٰى رَحْلِكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّٰى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ اِلٰى رِحَالِهِمْ.

৩৪৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাজারে গিয়ে যায়তূন (তৈলবীজ) ক্রয় করলাম। আমি যখন তা হস্তগত করলাম, এক ব্যক্তি এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে একটা ভালো মুনাফা দিতে চাইলো। আমি তাকে তৈলবীজ দেয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু পেছন থেকে এক ব্যক্তি আমার বাহু ধরে ফেললেন। তাকিয়ে

দেখলাম, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)। তিনি বললেন, যেখানে ক্রয় করেছেন সেখানে বিক্রি করবেন না, অন্তত আপনার জায়গায় নিয়ে গিয়ে করুন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীদেরকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর স্বস্থানে স্থানান্তরিত করার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ عِنْدَ الْبَيْعِ لاَ خِلاَبَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তি বলে, যেন ঠকানো না হয়

٣٥٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لاَ خِلاَبَةَ.

৩৫০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলো যে, সে ক্রয়-বিক্রয়কালে প্রতারিত হয় (ঠকে যায়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে, 'যেন প্রতারণা করা না হয়'। অতঃপর লোকটি যখন ক্রয়-বিক্রয় করতো তখন বলতো, 'যেন না ঠকানো হয়'।

٣٥٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَرُزِّيُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِيْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَاَتٰى اَهْلُهُ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اُحْجُرْ عَلٰى فُلاَنٍ فَاِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِيْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَ اَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ لاَ خِلاَبَةَ قَالَ اَبُوْ ثَوْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ.

৩৫০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকে যেতো। তার পরিবারের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলো, হে আল্লাহর নবী! অমুককে (ক্রয়-বিক্রয় করতে) নিষেধ করে দিন। কেননা সে ক্রয়-বিক্রয় করতে গিয়ে ঠকে যায় আর এ ব্যাপারে সে খুবই অনভিজ্ঞ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করলেন। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বেচা-কেনা থেকে বিরত থাকার মত ধৈর্য আমার নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি বেচা-কেনা নাই ছাড়তে পারো তবে লেনদেন করার সময় বলো, খবরদার! যেন ঠকানো না হয়।

بَابٌ فِى الْعُرْبَانِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ উরবান (বায়নার অর্থ পরিশোধ) প্রসঙ্গে

٣٥٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ فِيْمَا نُرٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ اَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُوْلُ اُعْطِيْكَ دِيْنَارًا عَلٰى اَنِّىْ اِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ اَوِ الْكِرَاءَ فَمَا اَعْطَيْتُكَ لَكَ.

৩৫০২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মালেক ইবনে আনাসের কাছে (একটি হাদীস) পড়েছি। তিনি (মালেক) তা আমর ইবনে শু'আইবের সূত্রে, তিনি তার পিতার সূত্রে এবং তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরবান পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালেক বলেন, আল্লাহই ভালো জানেন, আমার মতে এ ধরনের পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ কোন লোক একটা গোলাম ক্রয় করলো অথবা পশু ভাড়া করলো, অতঃপর বললো, আমি তোমাকে এই শর্তে (বায়না হিসেবে) একটি দীনার দিলাম–(যদি আমি গোলাম ক্রয় করি তবে এটা তার মূল্যের মধ্যে গণ্য হবে অথবা তোমার পশুতে আরোহণ করি তবে এটা তার ভাড়া হিসাবে গণ্য হবে)। যদি গোলাম ক্রয় না করি অথবা পশু ভাড়া না নেই তবে এ দীনার এমনিই তুমি পাবে।

টীকা ঃ কোন বস্তু বাকিতে ক্রয় করে কিছু মূল্য পরিশোধ করা হলো। শর্ত রাখা হলো, যদি ক্রয় ঠিক রাখা হয় তবে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করা হবে। আর যদি ক্রয় ভঙ্গ করে পণ্যদ্রব্য ফেরত দেয়া হয় তবে মূল্যের পরিশোধকৃত অংশ বিক্রেতারই থেকে যাবে, ক্রেতাকে ফেরত দেয়া হবে না। এ ধরনের পদ্ধতিকে 'উরবান পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় বলে। এটা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَبِيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস বিক্রি করে যা তার কাছে নাই

٣٥٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَأْتِيْنِى الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِىْ اَفَاَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ فَقَالَ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

৩৫০৩। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক আমার কাছে এসে এমন জিনিস ক্রয় করতে চায় যা আমার কাছে নেই। আমি কি তার জন্য বাজার থেকে ঐ জিনিস কিনে আনতে পারি? তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে যা নেই তা (অগ্রিম) বিক্রি করো না।

٣٥٠٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ حَتّٰى ذَكَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِىْ بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

৩৫০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিক্রয়ের সাথে ঋণের শর্ত যোগ করা, একই লেনদেনে দ্বিবিধ শর্ত আরোপ করা, দায় বহন ছাড়া কোন বস্তু থেকে উদ্ভূত মুনাফা গ্রহণ করা এবং যা তোমার দখলে নেই তা বিক্রি করা জায়েয নয়।

টীকা ঃ অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট পণ্যদ্রব্য এই শর্তে বিক্রি করলো যে, ক্রেতা তাকে কিছু টাকা ধার দিবে অথবা সে ভবিষ্যতে সরবরাহ করবে এমন পণ্যের জন্য সে তাকে কিছু টাকা ধার দিবে অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কিছু টাকা ধার দিলো এবং পরে ধার গ্রহণকারীর নিকট কোন পণ্য উচ্চ মূল্যে বিক্রি করলো। এ জাতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ شَرْطٍ فِىْ بَيْعٍ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা

٣٥٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَخْبَرَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بِعْتُهُ يَعْنِىْ بَعِيْرَهُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنَهُ اِلٰى اَهْلِىْ قَالَ فِىْ اٰخِرِهِ تُرَانِىْ اِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِاَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ.

৩৫০৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উটটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিক্রি করলাম। কিন্তু এই শর্ত

রাখলাম যে, আমি তাতে আরোহণ করে বাড়ি পৌঁছবো। অতঃপর রাবী অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করলেন। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি মনে করেছ আমি তোমার উট ক্রয় করার ব্যাপারে বিলম্ব করছি, হয়ত উটটি তোমার কাছ থেকে (কম মূল্যে) নিয়ে যাবো। যাও! তুমি তোমার উটও নিয়ে যাও এবং এর মূল্যও নিয়ে যাও। দুটোই তুমি নিয়ে নাও।

টীকা ঃ 'যে বস্তুর লোকসানের দায়িত্ব বর্তায়নি ...' অর্থাৎ ক্রেতার কাছে পণ্যদ্রব্য হস্তান্তর করার পূর্বেই যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে এক্ষেত্রে ক্রেতাকে কোন ক্ষতি বহন করতে হবে না। অনুরূপভাবে সে হস্তান্তর করার পূর্বে ঐ পণ্যদ্রব্য থেকে কোন উপকারিতা লাভ করতে পারবে না (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ عُهْدَةِ الرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ গোলাম বা বাঁদী ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি

٣٥٠٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ.

৩৫০৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিক্রয়ের পর গোলাম অথবা বাঁদীর মধ্যে ত্রুটি দেখা দিলে বিক্রেতা তিন দিন পর্যন্ত দায়ী থাকবে (তৃতীয় দিনের পর তার আর কোন দায়িত্ব নেই)।

٣٥٠٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ اِنْ وَجَدَ دَاءً فِى الثَّلاَثِ لَيَالِيْ رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَاِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاَثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ اَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هٰذَا الدَّاءُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا التَّفْسِيْرُ مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ.

৩৫০৭। কাতাদা (র) তার সনদ সূত্রে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে আরো বর্ণনা করেন, যদি সে (ক্রেতা) তিন দিনের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পায় তবে সে তা বিনা প্রমাণে ফেরত দিতে পারবে। যদি সে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ত্রুটি দেখতে পায় তাহলে ক্রেতাকে প্রমাণ পেশ করতে বাধ্য করা হবে যে, তার ক্রয়ের সময়ই এই দোষ বিদ্যমান ছিল। আবু দাউদ (র) বলেন, এ ব্যাখ্যাটুকু কাতাদার নিজের।

بَابٌ فِيْمَنْ اشْتَرٰى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ কেউ গোলাম খরিদ করে কাজে নিয়েগের পর তার মধ্যে ত্রুটি পেলো

٣٥٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ

خُفَاف عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

৩৫০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফা ঝুঁকির অনুগামী (Profit follows responsibility)।

টীকা ঃ যেমন কোন ব্যক্তি দোকানদারকে বললো, আমি তোমার ব্যবসার জন্য দশ হাজার টাকা পুঁজি দিলাম। তুমি কতো লাভ করো বা লোকসান দাও তা আমার বিবেচ্য নয়। তুমি আমাকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা বা ১০% মুনাফা দিবে। এ ধরনের চুক্তি সম্পূর্ণ বাতিল এবং সুদের নামান্তর। হাদীসে বলা হয়েছে, মুনাফা পেতে হলে চুক্তিমত ব্যবসায়ের লোকসানের ঝুঁকিও বহন করতে হবে (অনুবাদক)।

٣٥٠٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِيْ عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَاَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً فَخَاصَمَنِيْ فِيْ نَصِيْبِهِ اِلٰى بَعْضِ الْقُضَاةِ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَرُدَّ الْغَلَّةَ فَاَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ فَاَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

৩৫০৯। মাখলাদ ইবনে খুফাফ আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং কতিপয় লোক একটি গোলামের যৌথ মালিক ছিলাম। কতিপয় শরীকের অনুপস্থিতিতে আমি তাকে কাজে নিয়োগ করলাম। সে আমার জন্য কিছু উপার্জন করে আনলো। আমার এক শরীক এই আয়ে তার অংশ দাবি করে কোন এক বিচারকের আদালতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলো। বিচারক অর্জিত আয়ে আমার শরীকের অংশ ফেরত দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি উরওয়া ইবনুয যুবায়েরের কাছে এসে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। উরওয়া (র) তার (বিচারকের) কাছে এসে তাকে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা শুনালেন ঃ মুনাফা ঝুঁকির অনুগামী।

٣٥١٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَاَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يُّقِيْمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلاَمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ.

৩৫১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করলো। আল্লাহ যতদিন চাইলেন গোলামটি তার কাছে থাকলো। অতঃপর সে তার মধ্যে ত্রুটি লক্ষ করলো। সে বিক্রেতার বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলো। তিনি গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দিলেন। বিক্রেতা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোলাম এতো দিনে যা উপার্জন করেছে (তা কি ফেরত পাবো না)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উপার্জিত আয় ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন নির্ভরযোগ নয়।

بَابٌ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيْعُ قَائِمٌ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ পণ্যের বিদ্যমানতায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে

٣٥١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ عُمَيْسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اشْتَرَى الْاَشْعَثُ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا فَاَرْسَلَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَيْهِ فِىْ ثَمَنِهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ اٰلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاخْتَرْ رَجُلاً يَكُوْنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ قَالَ الْاَشْعَثُ اَنْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ اَوْ يَتَتَارَكَانِ.

৩৫১১। আবদুর রহমান ইবনে কায়েস ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'আছ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (কায়েস) বলেন, আশ'আছ (রা) অবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা)-র কাছ থেকে বিশ হাজার দিরহামে কয়েকটি গোলাম খরিদ করলেন। এগুলো তিনি খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) থেকে পেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) তার কাছে দাম চেয়ে পাঠালেন। তিনি বললেন, আমি তো দশ হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তুমি কোন ব্যক্তিকে বেছে নাও, সে আমার ও তোমার মাঝে মধ্যস্থতা করবে। আশ'আছ (রা) বললেন, আপনিই আমার ও আপনার মাঝে মধ্যস্থতা করুন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মাঝে মতবৈষম্য দেখা দিলে এবং এ ব্যাপারে কারো কাছে কোন প্রমাণ না থাকলে পণ্যের মালিক যা বলে তাই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা উভয়ে মিলে চুক্তি বাতিল করবে।

٣٥١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

৩৫১২। আল-কাসেম ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) আশ'আছ ইবনে কায়েস (রা)-র কাছে কিছু সংখ্যক গোলাম বিক্রি করলেন। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় শব্দের কিছু কম-বেশী আছে।

بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ
অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ শুফ'আ (ক্রয়ে অগ্রাধিকার)

٣٥١٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

৩৫১৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক অংশীদারী সম্পত্তিতে শুফ'আর অধিকার রয়েছে– চাই তা বাড়ি-ভিটা হোক বা বাগান হোক। অন্যান্য অংশীদারদের অবহিত না করে তা বিক্রি করা সংগত নয়। যদি তাকে অবহিত না করে কেউ তা বিক্রি করে তবে অপর অংশীদার শুফ'আর অধিকারী হবে। তবে সে বিক্রয়ে সম্মতি দিলে ভিন্ন কথা।

টীকা ঃ 'শুফ'আ' শব্দের অর্থ মিলানো বা মিশ্রিত করা। কোন প্রতিবেশী বা অংশীদার তার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করলে অপর অংশীদার বা প্রতিবেশী তা ক্রয়ে যে অগ্রাধিকার পায় তাকে শুফ'আ বলে। স্থাবর সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমিতেই শুফ'আর অধিকার সীমাবদ্ধ। অস্থাবর সম্পত্তিতে এ অধিকার বর্তায় না। ইমাম শাফিঈ'র মতে, কেবল অংশীদারদেরই শুফ'আর অধিকার রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে, নিকট প্রতিবেশীরও এ অধিকার রয়েছে (অনুবাদক)।

٣٥١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

৩৫১৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সব (স্থাবর) সম্পত্তিতে শুফ'আর ব্যবস্থা রেখেছেন যা এখনও ভাগ করা হয়নি। যখন সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায় এবং পৃথক রাস্তা করা হয় তখন আর শুফ'আর অধিকার থাকে না।

٣٥١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَوْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَوْ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قُسِمَتِ الْاَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيْهَا.

৩৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন জমীন ভাগ করা হয়ে যায় এবং সীমনাও নির্ধারিত করা হয়ে যায় তখন আর তাতে শুফ'আর অধিকার থাকে না।

٣٥١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيْدِ سَمِعَ اَبَا رَافِعٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

৩৫১৬। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ (নিকট) প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে শুফ'আর অধিক হকদার।

٣٥١٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ اَوِ الْاَرْضِ.

৩৪১৭। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘরের (বা বাড়ির) নিকটতর প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর ঘর-বাড়ি ও জমি ক্রয়ে অগ্রাধিকার পাবে।

٣٥١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا.

৩৫১৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফ'আর অধিক হকদার। এ ব্যাপারে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যদি সে অনুপস্থিত থাকে এবং যখন তাদের উভয়ের যাতায়াতের পথ এক হয়।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ.

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ দেউলিয়া সাব্যস্ত ব্যক্তির কাছে যে হুবহু নিজের মাল পায়

٣٥١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمَعْنٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اَفْلَسَ فَاَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

৩৫১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে তার কাছে যে ব্যক্তি নিজের মালপত্র অক্ষত অবস্থায় পাবে সে-ই অন্যান্য পাওনাদারদের তুলনায় ঐ মালের অধিক হকদার।

٣٥٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِىْ ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِىْ بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَاِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِىْ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اُسْوَاةُ الْغُرَمَاءِ.

৩৫২০। আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলো। যে ব্যক্তি তা ক্রয় করলো সে দেউলিয়া হলো। বিক্রেতা তার কাছ থেকে পণ্যের কোন মূল্য আদায় করতে পারলো না। কিন্তু সে তার বিক্রিত পণ্য ক্রেতার কাছে অক্ষত অবস্থায় পেলো। এমতাবস্থায় বিক্রেতাই ঐ মালের অধিক হকদার হবে। ক্রেতা যদি মারা যায় তবে পণ্যের মালিক (বিক্রেতা) অপরাপর পাওনাদারের মত একজন পাওনাদার হিসাবে গণ্য হবে।

٣٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِى الْخَبَائِرِىَّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ

الزُّبَيْدِيُّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فَاِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَاَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضٰى مِنْهُ شَيْئًا اَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

৩৫২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে, নবী (সা) বলেন ঃ ক্রেতা যদি পণ্যের কিছু মূল্য পরিশোধ করে থাকে তবে বিক্রেতা তার অবশিষ্ট পাওনার ক্ষেত্রে অপরাপর পাওনাদারের মত একজন পাওনাদার বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেলো যে, তার কাছে অন্যের (বিক্রেতার) মাল অবিকল অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা তার কাছ থেকে কিছুটা মূল্য পেয়ে থাকুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থায় সে অন্যান্য পাওনাদারের মত গণ্য হবে (অগ্রাধিকার পাবে না)।

٣٥٢٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ زَادَ وَاِنْ كَانَ قَدْ قَضٰى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيْهَا. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ اُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فِيْهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ مَالِكٍ اَصَحُّ.

৩৫২২। আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... মালেকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আরো আছে ঃ যদি সে মূল্যের কিছু অংশ পরিশোধ করে থাকে তবে এমতাবস্থায় বিক্রেতা অপরাপর পাওনাদারের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবু দাউদ বলেন, মালেকের বর্ণিত হাদীসটি (উপরের হাদীসের পূর্ববর্তী হাদীস) অধিকতর সহীহ।

٣٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا

هُرَيْرَةَ فِىْ صَاحِبٍ لَنَا اَفْلَسَ فَقَالَ لَاَقْضِيَنَّ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْلَسَ اَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَنْ يَأْخُذُ بِهٰذَا اَبُو الْمُعْتَمِرِ مَنْ هُوَ اَىْ لاَ نَعْرِفُهُ.

৩৫২৩। উমার ইবনে খালদাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের (দেনাদার) এক দেউলিয়া ব্যক্তির মোকদ্দমায় আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে আসলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মোকদ্দমায় অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালার অনুরূপ রায় দান করবো। তা হলো ঃ কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলো অথবা মারা গেলো। পাওনাদার অবিকল তার মাল ঐ ব্যক্তির কাছে পেলো। এমতাবস্থায় মালিকই ঐ মালের অধিক হকদার। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটি কে গ্রহণ করবে? আবুল মু'তামির কে, অর্থাৎ আমরা তাকে চিনি না।

بَابُ فِيْمَنْ اَحْيَا حَسِيْرًا

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ যে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন পশুকে সুস্থ-সবল করলো

٣٥٢٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَقَالَ عَنْ اَبَانَ اَنَّ عَامِرَ الشَّعْبِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا اَهْلُهَا اَنْ يَّعْلِفُوْهَا فَسَيَّبُوْهَا فَاَخَذَهَا فَاَحْيَاهَا فَهِىَ لَهُ. قَالَ فِىْ حَدِيْثِ اَبَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَقُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثُ حَمَّادٍ وَهُوَ اَبْيَنُ وَاَتَمُّ.

৩৫২৪। আবান (র) থেকে বর্ণিত। আমের আশ-শা'বী (র) তার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি এমন একটি পশু পেলো যার মালিক এটাকে ঘাস-পানি খাওয়াতে অক্ষম। তাই তারা এটাকে (অকেজো মনে করে) স্বাধীন ছেড়ে দিলো। ঐ লোক পশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে সেবা-যত্ন করে সুস্থ-সবল করে তুললো। সে-ই পশুটির মালিক হবে। আবানের হাদীসে আছে যে, উবায়দুল্লাহ (র) আমের আশ-শা'বী (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ হাদীস কার কাছে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক

সাহাবীর নিকট শুনেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি হাম্মাদের বর্ণিত হাদীস এবং এটি অধিক স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ।

٣٥٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلِكٍ فَاَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِىَ لِمَنْ اَحْيَاهَا.

৩৫২৫। আশ-শা'বী (র) তার সনদসূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন পশুকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থায় (মুমূর্ষু অবস্থায়) পরিত্যাগ করলো। অপর কোন ব্যক্তি এটাকে তুলে নিয়ে সেবা-যত্নের মাধ্যমে সুস্থ-সবল করলো। যে সুস্থ-সবল করলো সে-ই এর মালিক হবে।

بَابٌ فِى الرَّهْنِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ বন্ধক সম্পর্কে

٣٥٢٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَحْلِبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عِنْدَنَا صَحِيْحٌ.

৩৫২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখা হলে তার দুধ দোহন করা যাবে এবং পশুর ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। আরোহণের পশু বন্ধক রাখা হলে তাতে আরোহণ করা যাবে; তবে পশুর ব্যয়ভারও তাকে বহন করতে হবে। অর্থাৎ যে দুধ দোহন করবে অথবা সওয়ার হবে সে-ই পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমাদের মতে হাদীসটি সহীহ।

٣٥٢٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاءِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَا هُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا اَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَا يَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৩৫২৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা নবীও নয় এবং শহীদও নয়। কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদার কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা? তিনি বলেন, তারা সেইসব লোক যারা আল্লাহর মহানুভবতায় পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং পরস্পরকে ধন-সম্পদও দেয়নি। আল্লাহর শপথ! তাদের মুখমণ্ডল যেন নূর এবং তারা নূরের আসনে বসবে। তারা ভীত হবে না– যখন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না– যখন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে। আর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ "জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না" (সূরা ইউনুস ঃ ৬২)।

بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ সন্তানের সম্পদ পিতার ভোগ করা জায়েয।

٣٥٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِىْ حَجْرِىْ يَتِيْمٌ اَفَاٰكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَطْيَبِ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

৩৫২৮। উমারা ইবনে উমায়ের (র) তার ফুফুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (ফুফু) আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম বালক আছে। আমি কি তার মাল থেকে খেতে পারি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজের শ্রমে উপার্জিত আহার সর্বোত্তম আহার। অবশ্য তার সন্তানও তার উপার্জন।

٣٥٢٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ

الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ زَادَ فِيْهِ اِذَا احْتَجْتُمْ وَهُوَ مُنْكَرٌ.

৩৫২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির সন্তান তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত, বরং তার সর্বোত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তাদের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারো। আবূ দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেন, যখন তোমরা (তাদের সম্পদের) মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ো (তখন খাও)। কিন্তু এ কথাটুকু প্রত্যাখ্যাত।

٣٥٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا وَاِنَّ وَالِدِيْ يَجْتَاجُ مَالِيْ قَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ اِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلاَدِكُمْ

৩৫৩০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে এবং তিনি (শুআইব) তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মালও আছে সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন ঃ তুমি এবং তোমার মাল উভয়ই তোমার পিতার সম্পদ। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খেতে পারো।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ কোন ব্যক্তি অবিকল নিজের মাল অন্যের কাছে পেলে

٣٥٣١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ اَحَقُّ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ.

৩৫৩১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি অবিকল নিজের মাল অন্য কারো কাছে পেয়েছে সে তার অধিক হকদার। ক্রেতা তাকেই ধরবে যে তার কাছে এটা বিক্রি করেছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ ক-এর মাল খ-এর কাছে পাওয়া গেলো। ক তার মাল ফেরত নিয়ে আসবে। খ ধরবে বিক্রেতাকে, যার কাছ থেকে সে ঐ মাল ক্রয় করেছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ নিজের আয়ত্তাধীন মাল থেকে নিজের প্রাপ্য রেখে দেয়া

٣٥٣٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدًا اُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَاِنَّهُ لاَ يُعْطِيْنِى مَا يَكْفِيْنِى وَبَنِىَّ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ خُذِى مَا يَكْفِيْكِ وَبَنِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ .

৩৫৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া (র)-র মা হিন্‌দ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। তিনি আমার ও আমার সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খরচপাতি দেন না। আমি যদি তার মাল থেকে খরচের জন্য কিছু নেই, তবে তাতে কি কোন অন্যায় হবে? তিনি বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয় এরূপ ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারো।

٣٥٣٣- حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ حَرَجٍ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُنْفِقِى بِالْمَعْرُوْفِ.

৩৫৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্‌দ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ মানুষ। তার অনুমতি ছাড়াই আমি যদি তার মাল থেকে তার সন্তানদের জন্য খরচ করি তবে তাতে কি আমার কোন দোষ হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি ন্যায়সংগতভাবে তাদের জন্য খরচ করো তবে তাতে তোমার কোন দোষ হবে না।

٣٥٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي الطَّوِيْلَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ اَكْتُبُ لِفُلاَنٍ نَفَقَةَ اَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوْهُ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ فَاَدَّاهَا اِلَيْهِمْ فَاَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا. قَالَ قُلْتُ اَقْبِضِ الْاَلْفَ الَّذِيْ ذَهَبُوْا بِهِ مِنْكَ. قَالَ لاَ حَدَّثَنِي اَبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

৩৫৩৪। ইউসুফ ইবনে মাহাক আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কিছু সংখ্যক ইয়াতীম ছিলো। সে তাদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতো। আমি এর হিসাবপত্র লিখে রাখতাম। এরা (যখন বড় হলো) তাকে ধোঁকা দিয়ে এক হাজার দিরহামের ভুল হিসাব দিলো এবং সে তাদের তা দিয়ে দিলো। কিন্তু পরে আমি যাচাই করে ঐ পরিমাণ মাল তাদের মালের মধ্যে পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, তারা তোমার কাছ থেকে যে এক হাজার দিরহাম প্রতারণা করে নিয়ে গেছে তা ফেরত লও। সে বললো, না, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার কাছে কিছু আমানত রেখেছে তা তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা (খিয়ানত) করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

٣٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ اَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيْكٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ وَقَيْسٍ عَنْ اَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

৩৫৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার কাছে (কিছু) আমানত রেখেছে তা তাকে ফেরত দাও। যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা (খিয়ানত) করেছে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

بَابٌ فِيْ قَبُوْلِ الْهَدَايَا

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ হাদিয়া (উপঢৌকন) গ্রহণ করা

٣٥٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ قَالاَ

حَدَّثَنَا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

৩৫৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং এর পরিবর্তে তিনিও অন্যকে দিতেন।

٣٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْمُ اللَّهِ لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرِيًّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا.

৩৫৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আজকের দিনের পর থেকে আমি কুরাইশ মুহাজির, আনসার এবং দাওস অথবা ছাকীফ গোত্রের লোক ব্যতীত আর কারো উপহার গ্রহণ করবো না।

টীকা ঃ অর্থাৎ যারা ভদ্র, উদারমনা এবং প্রতিদান আশা করে না কেবল তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করবো (অনুবাদক)।

بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ দান (হেবা) করে তা পুনরায় ফেরত নেয়া

٣٥٣٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلاَ نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلاَّ حَرَامًا.

৩৫৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি হেবা (দান) করে ফেরত নেয়, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে– যে ব্যক্তি বমি করে তা পুনরায় গলাধঃকরণ করে। হাম্মাম (র) বলেন, কাতাদা (র) বলেছেন, আমরা বমিকে হারাম বলেই জানি।

٣٥٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّعْطِيَ عَطِيَّةً اَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَاِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِهِ.

৩৫৩৯। ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির পক্ষে দান করে বা উপহার দিয়ে তা পুনরায় ফেরত নেয়া হালাল (জায়েয) নয়। কিন্তু পিতা পুত্রকে কিছু দান করে তা পুনরায় ফেরত নিতে পারে। যে ব্যক্তি দান করে পুনরায় তা ফেরত নেয়, সে এমন কুকুরতুল্য যে পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে পুনরায় তা খায়।

٣٥٤٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ فَاِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيَعْرِفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيَدْفَعْ اِلَيْهِ مَا وَهَبَ.

৩৫৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের দান করা জিনিস ফেরত নেয় সে এমন কুকুরতুল্য যে বমি করে পুনরায় তা খায়। দানকারী যখন তা ফেরত চায়, তখন দানগ্রহণকারী খতিয়ে দেখবে এবং অবহিত হবে, কেন সে তার দানকৃত বস্তু ফেরত চায়। ফেরত চাওয়ার কারণ জানা গেলে তা ফেরত দিবে।

بَابٌ فِي الْهَدِيَّةِ الْقَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ প্রয়োজন পূরণ করে দেয়ার জন্য উপঢৌকন গ্রহণ

٣٥٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

شَفَعَ لِاَخِيْهِ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا.

৩৫৪১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের জন্য কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলো। এজন্য সে তাকে কিছু উপহার দিলো এবং সে তা গ্রহণ করলো। সে সুদের ফটকসমূহের মধ্যকার একটা বিরাট ফটক দিয়ে প্রবেশ করলো।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِى النُّحْلِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ কোন ব্যক্তি তার সন্তানদের মধ্যে কাউকে অধিক দান করলে

٣٥٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَاَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ وَاَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَاَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ وَاِسْمَاعِيْلُ ابْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنْحَلَنِىْ اَبِىْ نُحْلاً قَالَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَهُ غُلاَمًا لَهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ اُمِّىْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَشْهِدْهُ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِى النُّعْمَانَ نُحْلاً وَاِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِىْ اَنْ اُشْهِدَكَ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ اَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ اَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هٰؤُلاَءِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا تَلْجِئَةٌ فَاَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ قَالَ مُغِيْرَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ اَلَيْسَ يَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ اَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا اَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ اَنْ يَبَرُّوْكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ بَعْضُهُمْ اَكُلَّ بَنِيْكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَدَكَ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ فِيْهِ اَلَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ وَقَالَ اَبُو الضُّحٰى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ.

৩৫৪২। নো'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু উপহার দিলেন। এ হাদীসের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ইসমাঈল ইবনে সালেম-এর বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে একটি গোলাম দান করেন। রাবী (নো'মান) বলেন, আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রা) তাকে (বশীরকে) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখো। তিনি (পিতা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে একথা জানালেন। তিনি বললেন, আমি আমার ছেলে নো'মানকে কিছু উপহার দিয়েছি। আমরাহ আমাকে অনুরোধ করেছে, এ ব্যাপারে আমি যেন আপনাকে সাক্ষী রাখি। রাবী বলেন, তিনি বললেন, সে ছাড়াও তোমার আরো সন্তান আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি নো'মানের মতো তোমার অন্যান্য সন্তানকেও অনুরূপ উপহার দিয়েছো? তিনি (পিতা) বললেন, না। কতিপয় মুহাদ্দিসের বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "এটা অন্যায় কাজ"। আর কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "এতো একজনকে ঠকিয়ে অন্যকে দেয়া হলো"। অতএব আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তুমি সাক্ষী করো। মুগীরা (র) তার বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন, (নবী সাঃ বললেনঃ) "এটা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না যে, তোমার সব সন্তানই সমানভাবে সৌভাগ্যবান হোক, ভালো থাকুক? তিনি বললেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তবে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে এর সাক্ষী রাখো"। মুজালিদ তার বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমার ওপর তাদের এ অধিকার রয়েছে যে, তুমি তাদের সাথে সমান ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করবে। যেমন তাদের ওপর তোমারও অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক"। আবু দাউদ (র) বলেন, যুহ্রীর বর্ণিত হাদীসে আছে, কতিপয় রাবী أَكُلَّ بَنِيكَ (সন্তান) শব্দ এবং কতিপয় রাবী وَلَدِكَ (সন্তান) শব্দ বর্ণনা করেছেন। ইবনে খালিদ (র) বলেন, শা'বীর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে; أَلَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ (এ ছাড়াও কি তোমার আরো সন্তান আছে?)। আবুদ্ দুহা (র) নো'মান ইবনে বশীরের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ (এছাড়াও কি তোমার আরো সন্তান আছে)।

٣٥٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اَعْطَاهُ اَبُوْهُ غُلاَمًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذَا الْغُلاَمُ قَالَ غُلاَمِىْ اَعْطَانِيْهِ اَبِىْ قَالَ فَكُلَّ اِخْوَتَكَ اَعْطٰى كَمَا اَعْطَاكَ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ.

৩৫৪৩। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার পিতা তাকে

একটি গোলাম দান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (নো'মান) জিজ্ঞেস করলেন ঃ গোলামটি কার? তিনি বললেন, আমার গোলাম, আমার পিতা আমাকে দান করেছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে তোমার মতো তোমার অন্য ভাইদেরকেও কি দান করেছে? নো'মান বললেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি একে ফেরত দাও।

٣٥٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ.

৩৫৪৪। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সন্তানদের সাথে সমান ব্যবহার করো; তোমাদের সন্তানদের সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করো।

٣٥٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتِ امْرَاَةُ بَشِيْرٍ انْحَلْ ابْنِىْ غُلاَمَكَ وَاَشْهِدْ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَأَلَتْنِىْ اَنْ اَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمًا فَقَالَتْ لِىْ اَشْهِدْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اِخْوَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ اَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَاِنِّىْ لاَ اَشْهَدُ اِلاَّ عَلَى الْحَقِّ.

৩৫৪৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বশীর (রা)-র স্ত্রী তাকে বললেন, আপনার গোলামটি আমার ছেলেকে (নো'মান) দান করুন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর সাক্ষী রাখুন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, অমুকের কণ্যা (আমার স্ত্রী) আমার কাছে চেয়েছে, আমি যেন তার ছেলেকে আমার গোলামটি দান করি। সে আমাকে আরো বলেছে, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী রাখুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার আরো ভাই আছে কি? বশীর বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাকে যেরূপ দান করেছো অন্যদেরও তদ্রূপ দান করেছো কি? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ এটা ঠিক নয়। আমি একমাত্র সত্য ছাড়া অন্য কিছুর সাক্ষী হই না।

بَابٌ فِىْ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর কিছু দান করা

٣٥٤٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ وَحَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ اَمْرٌ فِىْ مَالِهَا اِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.

৩৫৪৬। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামী যদি স্ত্রীর মান-সম্ভ্রমের হেফাজতকারী ও দায়িত্বশীল হয় তবে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (স্বামীর অনুমতি ব্যতীত) নিজ ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করা জায়েয নয়।

٣٥٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ اَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا.

৩৫৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (নিজ মাল থেকে) কিছু দান করা জায়েয নয়।

টীকা ঃ উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা সতর্কতামূলক। স্ত্রী অজ্ঞতা বা অসাবধানতা বশত এবং স্বামীর সাথে পরামর্শ না করে যাতে নিজ সম্পত্তি হাতছাড়া করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় স্ত্রী যদি বুদ্ধিমতি, সচেতন, সাবধানী ও পরিণামদর্শী হয় তাহলে তার সম্পত্তি যে কোন বৈধ পন্থায় হস্তান্তরে কেউ বাধা দিতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা 'তার নিজ মালিকানাধীন সম্পত্তিতে তাকে নিরঙ্কুশ অধিকার দান করেছেন' (দ্র. সূরা নিসা ঃ ৩২)। রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের মাঠে মহিলাদের দান-খয়রাত করতে বললে তৎক্ষণাৎ তারা তাদের পরিধানের অলংকারাদি দান করেন (দ্র. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব ৩২, নং ৯৮)। সর্বাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর করাই নিরাপদ ব্যবস্থা (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْعُمْرٰى

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ জীবনস্বত্ব

٣٥٤٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ.

৩৫৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উমরা বা (জীবনস্বত্ব দান করা) জায়েয।

টীকা ঃ কোন ব্যক্তি বললো, আমি আমার অমুক সম্পত্তি তোমার জীবনকাল পর্যন্ত ভোগ করার জন্য তোমাকে দান করলাম। এরূপ দানকে জীবনস্বত্ব বলে। উমরা বা জীবনস্বত্ব দেয়ার পর গ্রহীতাই এর প্রকৃত মালিক হয়ে যায়, দাতার আর কোন মালিকানা থাকে না, তা যেভাবেই দেয়া হোক না কেন। এটাই হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের মত। মালিকী মাযহাবমতে, মালিকানা দাতারই থাকবে, গ্রহীতা শুধু ফায়দা ভোগ করবে (অনুবাদক)।

٣٥٤٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৩৫৪৯। সামুরা (রা)- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। জীবনস্বত্ব দান করা জায়েয।

٣٥٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ الْعُمْرٰى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

৩৫৫০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ জীবনস্বত্ব যাকে দান করা হয়েছে সে-ই তার মালিক।

٣٥٥١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اُعْمِرَ عُمْرٰى فَهِىَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ.

৩৫৫১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে জীবনস্বত্ব দেয়া হয়েছে তার মালিক সে-ই। তার অবর্তমানে যারা তার উত্তরাধিকারী হয় তারাই এ জীবনস্বত্বেরও উত্তরাধিকারী হবে।

٣٥٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِىِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ.

৩৫৫২। জাবের (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ فِيْهِ وَلِعَقِبِهِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ যে ব্যক্তি জীবনস্বত্ব সম্পর্কে বলে, তার ওয়ারিসদের জন্যও

٣٥٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اُعْمِرَ عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَاِنَّهَا لِلَّذِيْ يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ اِلَى الَّذِيْ اَعْطَاهَا لِاَنَّهُ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ.

৩৫৫৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন লোক জীবনস্বত্ব দান করলো এবং বললো, তাকে এবং তার ওয়ারিসগণকে জীবনস্বত্ব দেয়া হলো। এই জীবনস্বত্বের মালিক সে ও তার ওয়ারিসগণ। এটা আর কখনো গ্রহীতার কাছ থেকে দাতার কাছে ফিরে আসবে না। কেননা সে এমনভাবে দান করেছে, যাতে উত্তরাধিকারস্বত্ব কায়েম হয়েছে।

٣٥٥٤- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عَقِيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِيْ لَفْظِهِ وَرَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৩৫৫৪। ইবনে শিহাব (জুহরী) তার সনদ পরম্পরায় উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا الْعُمْرَى

الَّتِى اَجَازَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّقُوْلَ هِىَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَاَمَّا اِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَاِنَّهَا تَرْجِعُ اِلٰى صَاحِبِهَا.

৩৫৫৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ধরনের জীবনস্বত্ব দান করার অনুমতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন তা হলো, দাতা এরূপ বলবে ঃ এটা তোমার জন্য এবং তোমার ওয়ারিসদের জন্য। কিন্তু সে ঐরূপ না বলে বরং যদি বলে ঃ 'যতো দিন তুমি বেঁচে থাকো ততো দিন এটা তোমার জন্য", এ অবস্থায় দান (গ্রহীতার মৃত্যুর পর) দাতার দিকে ফিরে যাবে।

টীকা ঃ 'দাতার দিকে ফিরে যাবে' কথাটা জাবের (রা)-র মত (অনুবাদক)।

٣٥٥٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُرْقِبُوْا وَلاَ تُعْمِرُوْا فَمَنْ اُرْقِبَ شَيْئًا اَوْ اُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

৩৫৫৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুনরায় ফেরত পাবার আশায় তোমরা 'রুকবা'রূপে ও জীবনস্বত্বরূপে দান করো না। যে ব্যক্তিকে রুকবা অথবা জীবনস্বত্বরূপে দান করা হয় তা তার উত্তরাধিকারীগণই পাবে।

٣٥٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ يَعْنَى ابْنَ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِمْرَاَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيْقَةً مِّنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا اِنَّمَا اَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ اِخْوَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِىَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا. قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا. قَالَ ذٰلِكَ اَبْعَدُ لَكَ.

৩৫৫৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সম্প্রদায়ের এক স্ত্রীলোককে তার পুত্র কর্তৃক দান করা একটি খেজুর বাগান সম্পর্কে ফয়সালা দান করেছিলেন। অতঃপর স্ত্রীলোকটি মারা গেলো। তার ছেলে বললো, আমি তাকে তার জীবিতকালের জন্যই দান করেছিলাম। ছেলেটির আরো কয়েকটি ভাই ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জীবিত ও মৃত্যু উভয় অবস্থায়ই বাগানটি তার। ছেলেটি বললো, বাগানটি আমি তাকে সদাকাস্বরূপ দান করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে তা তোমার থেকে আরো দূরে চলে গেছে।

بَابٌ فِى الرُّقْبٰى

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ রুকবা পদ্ধতির জীবনস্বত্ব

٣٥٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا.

৩৫৫৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জীবনস্বত্ব যাকে দেয়া হয়েছে সে-ই এর স্বত্বাধিকারী। রুকবা যাকে দেয়া হয়েছে সে-ই এর স্বত্বাধিকারী।

টীকা ঃ দাতা বললো, আমি তোমাকে এটা দান করলাম। যদি আমি তোমার আগে মারা যাই তবে এটা (দানকৃত বস্তু) তোমার। আর যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তবে এটা আমার। এ ধরনের দানকে 'রুকবা' বলে। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের মৃত্যু কামনা করে বা মৃত্যুর অপেক্ষা করে। এ ধরনের দান সাধারণত জায়েয। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ জাতীয় শর্তে দান করা জায়েয নয়, কিন্তু আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয। আবু হানীফা (র)-এর একটি মত এভাবে বর্ণিত আছে যে, উমরা জায়েয, গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা তার ওয়ারিসগণ পাবে এবং রুকবা হলো এক ধরনের ঋণ যা ফেরত দিতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে উমরা ও রুকবা উভয়ই জায়েয (অনুবাদক)।

٣٥٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَعْقِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تُرْقِبُوْا فَمَنْ اَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيْلُهُ.

৩৫৫৯। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন কিছু জীবনস্বত্বরূপে দান করলো তা যাকে দান করা হয়েছে সে-ই হবে জীবনে-মরণে এর মালিক। তোমরা রুকবা করো না। যে ব্যক্তি কোন কিছু রুকবা করে তা গ্রহীতার মালিকানায় চলে যায়।

٣٥٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْعُمْرٰى اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَالرُّقْبٰى هُوَ اَنْ يَّقُوْلَ الْاِنْسَانُ هُوَ لِلْاٰخِرِ مِنِّىْ وَمِنْكَ.

৩৫৬০। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমরা (জীবনস্বত্ব) হলো ঃ কোনো

ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বললো, তোমার জীবনকালের জন্য এটা তোমার (জন্য দান করা হলো)। দাতা যখন একথা বললো, তখন এটা গ্রহীতার এবং তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসদের মালিকানায় চলে যাবে। আর রুকবা হলো ঃ কোন লোক বললো, যদি আমি আগে মারা যাই তবে এটা তোমার; আর যদি তুমি আগে মরে যাও তবে এটা আমার।

بَابٌ فِيْ تَضْمِيْنِ الْعَارِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ ধারকৃত জিনিস নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ

٣٥٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّىَ ثُمَّ اِنَّ الْحَسَنَ نَسِىَ فَقَالَ هُوَ اَمِيْنُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

৩৫৬১। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধার গ্রহণকারী ধার ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তার যামিন (যিম্মাদার)। কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) পরবর্তীকালে এ হাদীসটি ভুলে যান। অতঃপর বলেন, ধার গ্রহণকারী হচ্ছে আমানতদার। অতএব তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

টীকা ঃ আরিয়্যা হলো– নিজের কোন জিনিস অপর ব্যক্তিকে ব্যবহার করে লাভবান হওয়ার জন্য ধার দেয়া। শর্ত হলো, মালিক কোন প্রতিদান দাবি করতে পারবে না এবং গ্রহণকারী ব্যবহার শেষে জিনিসটি হুবহু মালিককে ফেরত দিবে। তার সতর্ক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সত্ত্বেও জিনিসটি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই। ওজন, পরিমাপ ও গণনাযোগ্য যেসব জিনিস ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায় সেগুলো আরিয়্যার আওতাভুক্ত নয় (অনুবাদক)।

٣٥٦٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اُمَيَّةَ ابْنِ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعَارَ مِنْهُ اَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لاَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذِهِ رِوَايَةُ يَزِيْدَ بِبَغْدَادَ وَفِىْ رِوَايَتِهِ بِوَاسِطَ تَغَيَّرٌ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا.

৩৫৬২। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইনের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লৌহবর্মসমূহ ধার নিলেন। তিনি (সাফওয়ান) বললেন, হে মুহাম্মাদ! জোরপূর্বক নিলে? তিনি বলেন ঃ না, বরং ধার নিলাম, ক্ষতি হলে

ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীস ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) বাগদাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওয়াসিত-এ বর্ণিত তার হাদীসে ভিন্ন ধরনের কিছুটা পরিবর্তন আছে।

টীকা ঃ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া কুরাইশদের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা) তাকে চার মাসের নিরাপত্তা দান করেন। কাফের অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে শরীক হন। এ যুদ্ধের পর তিনি মুসলমান হন। নবী (সা) তাকে প্রচুর গনীমতের মাল দান করেন (অনুবাদক)।

٣٥٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اُنَاسٍ مِّنْ اٰلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ قَالَ عَارِيَةً اَمْ غَصْبًا قَالَ لَا بَلْ عَارِيَةً فَاَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِيْنَ اِلَى الْاَرْبَعِيْنَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ جُمِعَتْ دُرُوْعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا اَدْرَعًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ اِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ اَدْرَاعِكَ اَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ قَالَ لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِاَنَّ فِيْ قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ اَعَارَهُ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ ثُمَّ اَسْلَمَ.

৩৫৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান-পরিবারের কিছু সংখ্যক লোক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে সাফওয়ান! তোমার কাছে কি যুদ্ধাস্ত্র আছে? সে বললো, ধার চাচ্ছেন না জবরদখল? তিনি বলেন ঃ না, বরং ধার চাচ্ছি। সাফওয়ান তাঁকে তিরিশ থেকে চল্লিশটি লৌহবর্ম ধার দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করলেন। মুশরিকরা যখন পরাজিত হলো, সাফওয়ানের লৌহবর্মগুলো একত্র করা হলো। দেখা গেলো, এর থেকে কিছু হারিয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ানকে বলেন ঃ আমরা তোমার কিছু সংখ্যক বর্ম হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমরা কি তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিবো? সে বললো, না, হে আল্লাহর রাসূল! কেননা ঐ সময় আমার মনের অবস্থা যা ছিলো আজ তেমন নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এগুলো ধার দিয়েছিলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন।

٣٥٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَاسٍ مِّنْ اٰلِ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৩৫৬৪। সাফওয়ান-পরিবারের লোকদের থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার নিলেন ...উপরের হাদীসের অনুরূপ।

٣٥٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْاَةُ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِىٌّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

৩৫৬৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারের প্রাপ্য হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন ওসিয়াত (জায়েয) নেই। স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন স্ত্রীলোক যেন তার ঘরের কিছু খরচ না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন ঃ এটা তো আমাদের সর্বোত্তম মাল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ ধারকৃত বস্তু ফেরত দিতে হবে; মিন্‌হা (মানীহা) ফেরত দিতে হবে; ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদার দায়বদ্ধ।

টীকা ঃ যে উট, গরু, মহিষ বা ছাগল অন্যকে দুধ পান করতে দেয়া হয় তাকে 'মিন্‌হা' বা 'মানীহা' বলে। কিছু দিনের জন্য হালচাষ করতে দেয়া হলেও একে মানীহা বলা যায়। অনুরূপভাবে ফল খেতে গাছ দেয়া হলে এবং চাষ করতে জমি দেয়া হলে তাও মানীহার অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদক)।

٣٥٦٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُصْفُرِىُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَتْكَ رُسُلِىْ فَاَعْطِهِمْ ثَلاَثِيْنَ دِرْعًا وَثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ اَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ. قَالَ بَلْ مُؤَدَّاةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَبَّانُ خَالُ هِلاَلِ الرَّائِىْ.

৩৫৬৬। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইয়া'লা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ যখন আমার বার্তাবাহকরা তোমার কাছে আসবে, তাদেরকে তিরিশটি লৌহবর্ম ও তিরিশটি উট দিও। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ কি ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে ধার দেয়ার শর্তে না ফেরত দেয়া সাপেক্ষে ধার? তিনি বলেন ঃ বরং ফেরত দেয়া সাপেক্ষে।

بَابُ فِيمَنْ اَفْسَدَ شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلَهُ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ কেউ কোন জিনিস নষ্ট করলে তার অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দিবে

٣٥٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ قَالَ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فَاَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ اِحْدَاهُمَا اِلَى الْاُخْرٰى فَجَعَلَ حْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ زَادَ ابْنُ الْمُثَنّٰى كُلُوْا فَاَكَلُوْا حَتّٰى جَاءَتْ قَصْعَتُهَا الَّتِيْ فِيْ بَيْتِهَا ثُمَّ رَجَعْنَا اِلٰى لَفْظِ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ قَالَ كُلُوْا وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ وَالْقَصْعَةَ حَتّٰى فَرَغُوْا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلَى الرَّسُوْلِ وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِهِ.

৩৫৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থানরত ছিলেন। এ সময় মুমিনদের মাতা-রাসূলের জনৈক স্ত্রী তার খাদেমকে দিয়ে এক পেয়ালা খাবার পাঠালেন। রাবী বলেন, [রাসূলুল্লাহ (সা) যার ঘরে ছিলেন] সেই স্ত্রী (রাগ করে) পাত্রে আঘাত করে পেয়ালাটা ভেঙ্গে ফেলেন। (অধস্তন রাবী) ইবনুল মুসান্না বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাঙ্গা টুকরা দুটো তুলে নিলেন এবং একটিকে অপরটির সাথে জোড়া দিলেন, অতঃপর তাতে পড়ে যাওয়া খাবারগুলো উঠাতে লাগলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের মায়ের আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছে। ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় আরো আছে ঃ (তিনি বললেন ঃ) তোমরা এগুলো খাও। অতএব সকলে তা আহার করলো। ইতোমধ্যে তিনি (স্ত্রী) তার ঘর থেকে একটি ভালো পেয়ালা নিয়ে আসলেন। (আবু দাউদ বলেন) অতঃপর আমরা মুসাদ্দাদের বর্ণিত হাদীসের শব্দে ফিরে আসলাম। তিনি (নবী) বললেন ঃ তোমরা খাও। তিনি খাদেমসহ পেয়ালাটা আটকিয়ে রাখলেন যাবত না তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন। অতঃপর অক্ষত পেয়ালাটি তিনি খাদেমের হাতে তুলে দিলেন এবং ভাঙ্গা পেয়ালাটি তাঁর ঘরে রেখে দিলেন।

٣٥٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ صَانِعًا

طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ فَاَخَذَنِىْ اَفْكَلٌ فَكَسَرْتُ الْاِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ قَالَ اِنَاءٌ مِثْلُ اِنَاءٍ وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ.

৩৫৬৮। জাসরা বিনতে দাজাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, সফিয়ার মতো এতো সুস্বাদু খাবার রান্না করতে পারে এমন আর কাউকে আমি দেখিনি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরি করে তাঁর জন্য পাঠালেন। এতে (রাগে অথবা ঈর্ষায়) আমার শরীরে কাঁপুনি ধরলো। আমি খাবারের পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কৃতকর্মের কাফফারা (জরিমানা) কি? তিনি বলেন ঃ অনুরূপ একটি পেয়ালা ও অনুরূপ এক পাত্র খাবার।

بَابُ الْمَوَاشِىْ تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ গবাদি পশু কারো ফসল নষ্ট করলে

٣٥٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ نَاقَةً لِّلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَاَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَهْلِ الْاَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلٰى اَهْلِ الْمَوَاشِىْ حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ.

৩৫৬৯। হারাম ইবনে মুহায়্যাসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে এর ফসল নষ্ট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিলেন ঃ দিনের বেলা মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মালের মালিকের এবং রাতের বেলা পশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পশুর মালিকের।

টীকা ঃ যেসব এলাকায় দিনের বেলা পশু ছেড়ে দেয়ার প্রচলন আছে, সেখানে দিনের বেলা ক্ষেত পাহারা দেয়ার দায়িত্ব মালিকের এবং রাতে পশু বেঁধে রাখার দায়িত্ব পশুর মালিকের। ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে, দিনের বেলা পশু ক্ষেতের ফসল নষ্ট করলে জরিমানা দিতে হবে না, তবে পশুর মালিক সাথে থাকলে দণ্ড দিতে হবে। হানাফী মাযহাবমতে, রাতে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করলেও দণ্ড দিতে হবে না– যদি পশুর মালিক সাথে না থাকে (অনুবাদক)।

٣٥٧٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ

كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيْهِ فَكُلِّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقَضٰى اَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَنَّ عَلٰى اَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا اَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

৩৫৭০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার একটি বেয়াড়া উষ্ট্রী ছিলো। এটা একটা বাগানে ঢুকে এর ক্ষতিসাধন করে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলোচনা করা হলে তিনি ফয়সালা দিলেন ঃ বাগানের মালিক দিনের বেলা বাগানের হেফাজত করবে এবং পশুর মালিক রাতের বেলা পশুর হেফাযত করবে। রাতের বেলা পশু কোন ক্ষতি করলে তার ক্ষতিপূরণ পশুর মালিককেই বহন করতে হবে।

অধ্যায় ঃ ২৩

كِتَابُ الْقَضَاءِ

বিচার ব্যবস্থা

بَابٌ فِيْ طَلَبِ الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বিচারকের পদ প্রার্থনা করা

٣٥٧١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.

৩৫৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যাকে বিচারকের পদে নিয়োগ করা হলো, সে যেন বিনা ছুরিতে যবেহ হলো।

٣٥٧٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.

৩৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে জনগণের বিচারক নিয়োগ করা হলো, তাকে যেন বিনা ছুরিতে যবেহ করা হলো।

بَابٌ فِي الْقَاضِيْ يُخْطِئُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিচারক ভুল করলে

٣٥٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ

فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا أَصَحُّ شَىْءٍ فِيْهِ يَعْنِىْ حَدِيْثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ.

৩৫৭৩। ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিচারক হলো তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণীর বিচারক হবে জান্নাতী এবং অপর দুই শ্রেণীর বিচারক হবে দোযখী। বেহেশতী হবে সেই বিচারক যে সত্যকে অনুধাবন করে তদনুযায়ী ফয়সালা দান করে। যে বিচারক প্রকৃত সত্যকে জেনেও তার বিপরীত ফয়সালা দেয় সে দোযখী। অনুরূপভাবে যে বিচারক অজ্ঞতা প্রসূত ফয়সালা দান করে সেও জাহান্নামী। আবু দাউদ (র) বলেন, এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীস সর্বাধিক সহীহ, অর্থাৎ ইবনে বুরায়দার হাদীস– বিচারক তিন শ্রেণীর।

٣٥٧٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ.

৩৫৭৪। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিচারক যখন রায় দেয়ার মনস্থ করে এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে যদি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে, তবে তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। রায় দেয়ার জন্য চিন্তা-গবেষণা করে সে যদি ভুল করে বসে তবে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে। আমি এ হাদীস আবূ বকর ইবনে হাযম (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আবু সালামা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে একইভাবে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

٣٥٧٥- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ نَجْدَةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ أَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

৩৫৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারকের পদ পাওয়ার জন্য লালায়িত হলো এবং তা পেয়েও গেলো। যদি তার ইনসাফ ও ন্যায়বিচার যুলুমকে পরাজিত করে তবে সে বেহেশতী হবে। আর যার যুলুম ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে পরাস্ত করে সে জাহান্নামী হবে।

٣٥٧٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى يَحْيَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ أَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ. إِلٰى قَوْلِهِ اَلْفٰسِقُوْنَ. هٰؤُلاَءِ الْأٰيَاتُ الثَّلاَثُ نَزَلَتْ فِىْ يَهُوْدَ خَاصَّةً فِىْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ.

৩৫৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ যারা আল্লার নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না, তারাই কাফের..... তারাই ফাসেক" (সূরা মাইদা ঃ ৪৫-৪৭) পর্যন্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উল্লেখিত আয়াত তিনটি ইহূদীদের, বিশেষ করে বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর গোত্রকে লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে।

بَابٌ فِىْ طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিচার প্রার্থনা করা এবং তাড়াহুড়া করে রায় দেয়া

٣٥٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءٍ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِىِّ الْأَزْرَقِ قَالَ دَخَلَ رَجُلاَنِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَأَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِىُّ جَالِسٌ فِىْ حَلْقَةٍ فَقَالاَ أَلاَ رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْحَلْقَةِ أَنَا فَأَخَذَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ كَفًّا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ.

৩৫৭৭। আবদুর রহমান ইবনে বিশর আল-আযরাক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিনদার দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে এসে হাযির হলো। আবু মাসউদ (রা) তখন এক বৈঠকে বসা ছিলেন। তারা উভয়ে বললো, এমন কেউ আছে কি, যে

আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিতে পারে? বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, আমি। আবু মাসউদ (রা) এক মুষ্টি কাঁকর তুলে তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, থামো! বিচারের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা নিন্দনীয়।

٣٥٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللّٰهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ. وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ.

৩৫৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বিচারকের পদ প্রার্থনা করে এবং তা পাওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকে তার নিজের ওপর ছেড়ে দেয়া হয় (সাহায্য বঞ্চিত অবস্থায়)। আর যে ব্যক্তি উক্ত পদের জন্য লালায়িত হয় না এবং তা অর্জন করার জন্য কারো সহযোগিতাও চায় না, (তাকে যদি এই পদে নিয়োগ করা হয়) তবে আল্লাহ তাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেন।

٣٥٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ.

৩৫৭৯। আবু মূসা (রা) বর্ণনা করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পদের লোভ করে আমরা তাকে কখনো আমাদের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করবো না।

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ উৎকোচের চরম পরিণতি

٣٥٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ.

৩৫৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

بَابٌ فِىْ هَدَايَا الْعُمَّالِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কর্মকর্তাদের প্রাপ্ত উপঢৌকন

٣٥٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِىْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَدِىُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِىُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِىْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّىْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ وَأَنَا أَقُوْلُ ذٰلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِىَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِىَ عَنْهُ انْتَهٰى.

৩৫৮১। আদী ইবনে উমায়রা আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যদি আমাদের সরকারী কোন দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়, আর সে যদি আমাদের সরকারী তহবিল থেকে একটি সূঁই অথবা তার অধিক কিছু আত্মসাৎ করে তবে সে খেয়ানতকারী। কিয়ামতের দিন সে তার এই খেয়ানতের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে। আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে কালো বর্ণের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। রাবী বলেন, আমি যেন তাকে দেখছি। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি নিয়ে নিন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি কথা বললে? সে বললো, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ আমি তো একথা বলেছি, যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করেছি, সে কম-বেশি যা আদায় করে নিয়ে আসবে তা জমা দিবে। তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে সে তা গ্রহণ করবে, আর তাকে যা থেকে বিরত থাকতে বলা হবে সে তা থেকে বিরত থাকবে।

بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءُ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পন্থা

٣٥٨٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرٰى أَنْ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

৩৫৮২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামান এলাকায় বিচারক করে পাঠালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক করে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন নব্য যুবক, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন, তোমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার সামনে বাদী-বিবাদী বসবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শোনবে ঠিক তদ্রূপ অন্য পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। এতে তোমার সামনে মোকদ্দমার মূল সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবে। আলী (রা) বলেন, অত:পর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কখনো সন্দেহে পতিত হইনি।

بَابٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বিচারক যদি ভুল রায় প্রদান করেন

٣٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلٰى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

৩৫৮৩। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি একজন মানুষই। তোমরা আমার কাছে তোমাদের মোকদ্দমা পেশ করে থাকো। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে অধিক দক্ষতার সাথে বা বাকপটুতার সাথে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করতে সক্ষম হতে পারে। ফলে আমি তার বিবরণ অনুসারে তার পক্ষে রায় দিয়ে বসতে পারি। এভাবে আমি যদি তাদের কোন ভাইয়ের হক (অধিকার) থেকে কিছু অংশ তাকে দেয়ার রায় প্রদান করি তবে সে যেন তা কখনো গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে এভাবে জাহান্নামের একটি টুকরাই দিলাম।

٣٥٨٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوَارِيْثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلاَّ دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَقِّىْ لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالاَّ.

৩৫৮৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি তাদের মীরাস সম্পর্কিত বিবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থি হলো। মৌখিক দাবি ছাড়া সাক্ষ্য-প্রমাণ তাদের কাছে ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ... রাবী উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। একথা শুনে তারা উভয়ে কাঁদতে লাগলো এবং পরস্পরকে বলতে লাগলো, আমার প্রাপ্য তোমাকে ছেড়ে দিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে বললেন ঃ তোমরা যখন এরূপ করছো তখন একটা কাজ করো। বিতর্কিত বস্তুটি উভয়ে ভাগ করে নাও, যা নষ্ট হয়েছে তা অনুমান করো, অতঃপর বিবেচনা করে যার যা প্রাপ্য হয় যথানিয়মে তাকে তা দান করো।

٣٥٨٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوَارِيْثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ إِنِّىْ إِنَّمَا أَقْضِىْ بَيْنَكُمْ بِرَأْيِىْ فِيْمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَىَّ فِيْهِ.

৩৫৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে রাফে‘ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ (উপরের) হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, দু'জন লোক তাদের মীরাস ও কিছু পুরানো জিনিসপত্র নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। তিনি (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদের বিবাদের মীমাংসা করবো আমার নিজের রায় অনুযায়ী, যে সম্পর্কে আমার ওপর কিছু নাযিল হয়নি।

٣٥٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْىَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصِيْبًا لِأَنَّ اللّٰهَ كَانَ يُرِيْهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ.

৩৫৮৬। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব রায় দিয়েছেন তা সঠিক ও নির্ভুল। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দিতেন। কিন্তু আমাদের রায় হচ্ছে ধারণা ও শ্রমের পর্যায়ভুক্ত। (অর্থাৎ আমাদের ওপর ওহী আসে না। আমরা চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা করে সিদ্ধান্ত বের করি। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত সব সময় সঠিক নাও হতে পারে)।

টীকা ঃ এখানে সূরা নিসার ১০৫ নম্বর আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতটি হলো ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا. "(হে রাসূল), আমরা এ কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার উপর নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন, তদনুযায়ী লোকদের মাঝে বিচার-ফয়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হয়ো না"।

٣٥٨٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُوْ عُثْمَانَ الشَّامِىُّ وَلَا إِخَالُنِى رَأَيْتُ شَامِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ يَعْنِى حَرِيْزَ بْنَ عُثْمَانَ.

৩৫৮৭। আবু উসমান আশ-শামী (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন), আমার মতে হারীয ইবনে উসমানের চেয়ে কোন সিরীয়ই অধিক উত্তম নয়।

بَابُ كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْقَاضِى

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ বিচারকের সামনে বাদী-বিবাদীর আসন গ্রহণের নিয়ম

٣٥٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا

مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ.

৩৫৮৮। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, বাদী ও বিবাদী উভয়ে বিচারকের সামনে বসবে।

بَابُ الْقَاضِىْ يَقْضِىْ وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় বিচারকের রায় দেয়া নিষেধ

٣٥٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلٰى ابْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْضِى الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

৩৫৮৯। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পুত্র আবদুর রহমানকে লিখলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বিচারক যেন ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুই পক্ষের মধ্যে রায় দান না করে।

بَابُ الْحَكَمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিম্মীদের বিবাদ মীমাংসা করার বর্ণনা

٣٥٩٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. فَنُسِخَتْ قَالَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ.

৩৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "এরা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম মাল ভক্ষণকারী। কাজেই তারা যদি তোমার কাছে (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে, তবে তোমার এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তাদের (ইহুদীদের) বিচার মীমাংসা করো অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করো" (সূরা মাইদা ঃ ৪২)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতকে নিম্নের এই আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) করা হয়েছে ঃ "অতএব তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী লোকদের যাবতীয় ব্যাপারের ফায়সালা করো" (সূরা মাইদা ঃ ৪৮)।

টীকা ঃ আসমানী কিতাবসমূহের সমষ্টিকে 'আল-কিতাব' বলা হয়। কুরআন শরীফের এক নাম 'আল-কিতাব' (অনুবাদক)।

٣٥٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيْرِ إِذَا قَتَلُوْا مِنْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُوْ قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ.

৩৫৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "কাজেই তারা যদি তোমার কাছে (নিজেদের বিবাদ নিয়ে) আসে, তাহলে তোমার এখতিয়ার রয়েছে, হয় তাদের বিচার করো, অন্যথায় তাদেরকে উপেক্ষা করো। যদি তুমি (বিচারের ভার নিতে) অস্বীকার করো তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিচার করলে ঠিক ইনসাফ সহকারেই করবে। কেননা আল্লাহ ইনসাফপরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন" (সূরা মাইদা ঃ ৪২)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বনী নাযীর গোত্রের কোন লোক বনী কুরায়যার কোন লোককে হত্যা করলে তারা রক্তমূল্যের (দিয়াতের) অর্ধেক পরিশোধ করতো। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যা বনী নাযীরের কোন লোককে হত্যা করলে তাদেরকে পূর্ণ রক্তমূল্য আদায় করতে হতো। উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করলেন।

টীকা ঃ ইহুদী বনী নাযীর গোত্রের লোকেরা নিজেদেরকে ইহুদী বনী কুরায়যার লোকদের চেয়ে সম্ভ্রান্ত মনে করতো। এজন্যই নাযীর গোত্রের কেউ কুরায়যা গোত্রের কাউকে হত্যা করলে তারা অর্ধেক রক্তমূল্য পরিশোধ করতো। কিন্তু কুরায়যার কোনো লোক নাযীরের কোনো লোককে হত্যা করলে তারা পূর্ণ রক্তমূল্য আদায় করে নিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বৈষম্য দূর করে সমতা বিধান করেন (অনুবাদক)।

بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ বিচারকার্য পরিচালনায় ইজতিহাদের গুরুত্ব

٣٥٩٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِّنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ

أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِىْ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ. قَالَ أَقْضِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِ وَلاَ اٰلُوْ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِمَا يُرْضِى رَسُوْلَ اللّٰهِ.

৩৫৯২। মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-র কতিপয় সঙ্গীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামানে পাঠাতে মনস্থ করলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে যখন কোন মোকদ্দমা নিয়ে আসা হবে, তুমি কিসের ভিত্তিতে এর ফয়সালা দিবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যদি আল্লাহর কিতাবে এর কোন ফয়সালা না পাও? মু'আয (রা) বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং আল্লাহর কিতাবে এর ফয়সালা না পাও? মু'আয (র) বললেন, আমি ইজতিহাদ করে এর ফয়সালা বের করবো এবং এ ব্যাপারে অলসতা করবো না। এ কথা শুনে তিনি মু'আযের বুকে হাত মারলেন (সাহস দিলেন), অতঃপর বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন।

٣٥٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ بِمَعْنَاهُ.

৩৫৯৩। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামানে পাঠালেন..... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ فِى الصُّلْحِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সন্ধি স্থাপন করা

٣٥٩٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا

مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. زَادَ أَحْمَدُ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ.

৩৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম সমাজে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা জায়েয। ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আরো আছে, কিন্তু এমন সন্ধি জায়েয নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। সুলায়মান ইবনে দাউদের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানরা নিজেদের শর্তসমূহ পালন করতে বাধ্য (যা চুক্তিপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে)।

٣٥٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ.

৩৫৯৫। কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে নববীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইবনে আবু হাদরাদকে তার দেয়া ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাগাদা দিলেন। উভয়ের গলা চরমে উঠলো, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘর থেকে এগিয়ে এলেন এবং দরজার পর্দা তুলে তিনি কা'ব ইবনে মালেককে ডেকে বললেন ঃ হে কা'ব! তিনি সাড়া দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাযির আছি। তিনি কা'বকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ তোমার

প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা'ব বললেন, আমি তাই করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (ইবনে আবূ হাদরাদকে) উঠো এবং অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করো।

بَابٌ فِى الشَّهَادَاتِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ সাক্ষ্য দেয়ার বর্ণনা

٣٥٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِىْ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا شَكَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا قَالَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ الَّذِىْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلاَ يَعْلَمُ بِهَا الَّذِىْ هِىَ لَهُ قَالَ الْهَمْدَانِىُّ وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَوْ يَأْتِى بِهَا الْإِمَامَ وَالْإِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ الْهَمْدَانِىِّ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنَ أَبِىْ عَمْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ.

৩৫৯৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে অবহিত করবো না? যে ব্যক্তি সাক্ষী তলব করার পূর্বেই সাক্ষী দেয় অথবা নিজের সাক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করে সে-ই হচ্ছে উত্তম সাক্ষী। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর সন্দেহে পড়েছেন যে, তার পিতা يَاتِىْ এবং يُخْبِرُ শব্দদ্বয়ের কোনটি বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় কিন্তু জানে না যে, এতে কার উপকার হচ্ছে। হামদানী বলেন, শাসককে অবহিত করা তার কর্তব্য। ইবনুস-সারহ বলেন, সে শাসককে অবহিত করবে। হামদানীর বর্ণনায়ই কেবল اَخْبَرَنَا আছে। ইবনুস সারহ (র) আবদুর রহমানের নাম বলেননি, বরং ইবনে আবু আমরার নাম উল্লেখ করেছেন।

টীকা ঃ আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তালাক, গোলাম আযাদকরণ, ওয়াকফ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অথবা যে ক্ষেত্রে বাদীর দাবি ঠিক কিন্তু তার কোন সাক্ষী নেই- এসব ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সত্য ঘটনা জানে তার অগ্রগামী হয়ে সাক্ষ্য দেয়া সওয়াবের কাজ। অপর এক হাদীসে আছে ঃ "অচিরেই এমন একটি দলের আবির্ভাব হবে যাদেরকে সাক্ষী হিসাবে না ডাকা সত্ত্বেও সাক্ষ্য দিবে।" পূর্ববর্তী হাদীস এবং এ হাদীসের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। কারণ এ হাদীসে এমন সাক্ষীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُعَيِّنُ عَلَى خُصُوْمَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّعْلَمَ أَمْرُهَا

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ প্রকৃত ঘটনা না জেনে যে ব্যক্তি মোকদ্দমায় সাহায্য করে

٣٥٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيْهِ أَسْكَنَهُ اللّٰهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

৩৫৯৭। ইয়াহ্ইয়া ইবনে রাশেদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র অপেক্ষায় বসে থাকলাম। তিনি বের হয়ে এসে আমাদের কাছে বস্‌লেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোন দণ্ড (হদ্দ) কার্যকর করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করে সে তা ত্যাগ (এবং তওবা) না করা পর্যন্ত আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত থাকে। যে ব্যক্তি কোন মুমিন লোকের এমন দোষ গেয়ে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের আবর্জনার মধ্যে বসবাস করাবেন। অতএব তাকে অনতিবিলম্বে তার কথা থেকে তওবা করা এবং তা ত্যাগ করা উচিত।

٣٥٩٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُثَنّٰى ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৩৫৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিবাদ-বিসম্বাদে অন্যায় সাহায্য করলো সে আল্লাহর গযবে পতিত হলো।

بَابٌ فِى شَهَادَةِ الزُّوْرِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া

٣٥٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ يَعْنِي الْعُصْفُرِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ.

৩৫৯৯। খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরের (ফজর) নামায পড়লেন। নামাশেষে তিনি দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন ঃ "অতএব তোমরা মূর্তির কদর্যতা থেকে দূরে থাকো, মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার করো, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দাহ হও। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না" (সূরা হজ্জ ঃ ৩০-৩১)।

بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

٣٦٠٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِى الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِمْرُ الْحِقْدُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الأَجِيرُ التَّابِعُ مِثْلُ الأَجِيرِ الْخَاصِّ.

৩৬০০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারিনীর সাক্ষ্য এবং নিজের ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কোন পরিবারের অনুকূলে তাদের খাদেম ও আশ্রিত ব্যক্তির সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, গিম্‌র অর্থ বিদ্বেষ, শত্রুতা; কানি' অর্থ ভৃত্য, আশ্রিতজন, অধীনস্থ ভৃত্য, বিশেষ ভৃত্যের অনুরূপ।

٣٦٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِيْ غِمْرٍ عَلٰى أَخِيْهِ.

৩৬০১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত এবং শুআইব (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমানত বিনষ্টকারী নারী-পুরুষ, যেনাকারী নারী-পুরুষ এবং কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য জায়েয নয় (গ্রহণযোগ্য নয়)।

بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلٰى أَهْلِ الْأَمْصَارِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ শহরবাসীর পক্ষে বেদুঈনের সাক্ষ্য

٣٦٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلٰى صَاحِبِ قَرْيَةٍ.

৩৬০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ শহরে বসবাসকারী লোকের ক্ষেত্রে বন-জঙ্গলে বা গ্রামে বা মরুভূমিতে বসবাসকারী লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা ঃ শহরবাসীরা সাধারণত গ্রামে-গঞ্জে বসবাসকারী লোকের তুলনায় প্রায় সবদিক থেকে চালাক-চতুর, বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রথমোক্তরা সহজেই শেষোক্তদের প্রভাবিত বা বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই শহরবাসীর ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর এবং গ্রামবাসীর ক্ষেত্রে শহরবাসীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। তবে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হলে অথবা গ্রামবাসী হলেও শহরে বসবাস করে– এরূপ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে (অনুবাদক)।

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ দুধপান সম্পর্কিত ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া

٣٦٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ

ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيْهِ صَاحِبٌ لِىْ عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيْثِ صَاحِبِىْ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيٰى بِنْتَ أَبِىْ إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيْعًا فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ.

৩৬০৩। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকবা ইবনুল হারিস আমাকে এ হাদীসটি বলেছেন। আমার এক বন্ধুও এ হাদীসটি উকবার সূত্রে আমাকে বলেছেন। আমার বন্ধুর মাধ্যমে পাওয়া হাদীসটি আমি ভালো করে স্মরণ রেখেছি। উকবা (রা) বলেন, আবু ইহাবের কন্যা উম্মে ইয়াহ্ইয়াকে আমি বিবাহ করলাম। একজন কৃষ্ণকায় মহিলা আমাদের কাছে এসে বললো যে, সে আমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছে। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ কথা জানালাম। তিনি আমার কথায় আমল দিলেন না। আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে মিথ্যাবাদিনী। তিনি বললেন ঃ তুমি তা কীভাবে জানলে! সে তো যা বলার তা বলেছে। তুমি তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ত্যাগ করো।

টীকা ঃ নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে কোন শিশু তার মা ব্যতীত অপর কোন মহিলার স্তনের দুধ পান করলে ঐ মহিলা তার দুধমাতা হিসাবে গণ্য। তিনি এবং তার ছেলে-মেয়েরা ঐ শিশুর মাহ্রাম (বিবাহ নিষিদ্ধ) আত্মীয় হয়ে যায়। স্বেচ্ছায় অথবা ঘুমের ঘোরে অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে যে কোন অবস্থায় একবার বা একাধিকবার দুধপান করলে এই আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হয় (অনুবাদক)।

٣٦٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلٰكِنِّىْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ اَحْفَظُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ نَظَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اِلَى الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ هٰذَا مِنْ ثِقَاتِ اَصْحَابِ اَيُّوْبَ.

৩৬০৪। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উবায়েদ ইবনে আবু মরিয়মের সূত্রে, তিনি উকবা ইবনুল হারিসের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি (ইবনে আবু মুলাইকা) অবশ্য উকবার কাছেও সরাসরি হাদীসটি শুনেছি। কিন্তু উবায়েদের বর্ণিত হাদীসটিই আমি অধিক মুখস্থ করেছি। হাদীসটির বিষয়বস্তু উপরোল্লেখিত হাদীসের

অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) হারিস ইবনে উমায়েরের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তিনি আইউবের নিকট থেকে বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত একজন বিশ্বস্ত রাবী।

بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-১৯ : যিম্মীদের সাক্ষ্য এবং সফরকালে ওসিয়াত করা সম্পর্কে

٣٦٠٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوْقَاءَ هٰذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُشْهِدُهُ عَلٰى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوْفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ هٰذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِيْ كَانَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللّٰهِ مَا خَانَا وَلاَ كَذَبَا وَلاَ بَدَّلاَ وَلاَ كَتَمَا وَلاَ غَيَّرَا وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضٰى شَهَادَتَهُمَا.

৩৬০৫। আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। দাকূকা নামক শহরে জনৈক মুসলমানের মৃত্যু উপস্থিত হলো। সে তার কৃত ওসিয়াতের সাক্ষী রাখার মতো কোন মুসলমান পেলো না। ফলে সে দু'জন আহলে কিতাবকে সাক্ষী করে গেলো। তারা উভয়ে কুফায় এসে আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা)-র কাছে হাযির হয়ে তাকে তার ওসিয়াত সম্পর্কে অবহিত করলো এবং তার পরিত্যক্ত মালও হাযির করলো। আল-আশ'আরী (রা) বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার ঘটেছিল। তিনি উভয়কে আসর নামায পড়ার পর আল্লাহর নামে শপথ করান। তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বললো, তারা না খেয়ানত করেছে না মিথ্যা বলেছে, না কিছু রদবদল করেছে, না কিছু গোপন করেছে, আর না কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করেছে। এটাই ছিল তার ওসিয়াত এবং এগুলো হচ্ছে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি। তিনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন।

টীকা : শুধু ওসিয়াতের ক্ষেত্রে মুসলমানের মামলায় অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, অন্য কোন মোকদ্দমায় নয়। 'দাকূকা' হলো বাগদাদ ও ইরবিলের মধ্যবর্তী একটি এলাকার নাম (অনুবাদক)।

٣٦٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوْا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِنَا قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ.

৩৬০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি (বুদাইল ইবনে আবু মরিয়ম) তামীমুদ-দারী ও আদী ইবনে বাদ্দার সাথে (সফরে) বের হলো। সাহম গোত্রের লোকটি এমন এক এলাকায় মারা গেলো যেখানে কোন মুসলমানের বসতি ছিলো না। তার সঙ্গীদ্বয় যখন তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসলো, দেখা গেলো স্বর্ণের কারুকার্য খচিত একটি রূপার পেয়ালা হারিয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে শপথ করালেন। পাত্রটি পরে মক্কায় পাওয়া গেলো। (পাত্রটি যাদের কাছে পাওয়া গেলো) তারা বললো, আমরা এটা তামীম ও আদীর কাছ থেকে ক্রয় করেছি। অতঃপর মৃত সাহমীর দু'জন উত্তরাধিকারী দাঁড়িয়ে শপথ করে বললো, আমাদের সাক্ষ্য তাদের (তামীম ও আদীর) সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক সত্যভিত্তিক। আমাদের সাথীই (বুদাইল) এই পাত্রটির মালিক ছিলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাদের প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে..." (সূরা মাইদা ঃ ১০৬-৮)।

بَابٌ إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَّقْضِيَ بِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ বিচারক একজন মাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিতে পারেন, যদি তিনি তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত হন

٣٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِّنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْمَشْىَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِىُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُوْنَ الْأَعْرَابِىَّ فَيُسَاوِمُوْنَهُ بِالْفَرَسِ وَلاَ يَشْعُرُوْنَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ فَنَادَى الْأَعْرَابِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هٰذَا الْفَرَسِ وَإِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِىِّ فَقَالَ أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ الْأَعْرَابِىُّ لاَ وَاللّٰهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلٰى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ الْأَعْرَابِىُّ يَقُوْلُ هَلُمَّ شَهِيْدًا فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِيْقِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

৩৬০৭। উমারাহ্ ইবনে খুযাইমা (র) থেকে বর্ণিত। তার চাচা তাকে অবহিত করেছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঘোড়ার দাম নেয়ার জন্য তাঁর পিছে পিছে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত চলতে লাগলেন। তাতে বেদুঈন পিছে পড়ে গেলো। এ সময় কয়েকজন লোক বেদুঈনের সামনে এসে দরদাম করতে শুরু করলো। তারা জানতো না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ক্রয় করেছেন। (তারা যখন মূল্য বাড়িয়ে বললো), বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললো, যদি আপনি ক্রয় করতে চান তবে কিনুন, অন্যথায় আমি এটা বিক্রি করে দিচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনের ডাক শুনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমার কাছ থেকে এটা ক্রয় করিনি? বেদুঈন বললো, আল্লাহর কসম! না, আমি আপনার কাছে তা বিক্রি করিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, আমি কিছুক্ষণ আগেই তোমার কাছ থেকে এটা ক্রয় করেছি। বেদুঈন বলতে লাগলো, তাহলে সাক্ষী নিয়ে আসুন। তখন খুযাইমা ইবনে ছাবিত (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তুমি এটা তাঁর কাছে বিক্রি করেছো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযাইমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি কী সাক্ষ্য দিচ্ছো? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কথার সত্যতার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযাইমার একার সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্যের সমান গণ্য করলেন।

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِيْنِ وَالشَّاهِدِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ এক শপথ ও এক জন সাক্ষীর ভিত্তিতে রায়দান

٣٦٠٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ الْمَكِّيُّ قَالَ عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَّشَاهِدٍ.

৩৬০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক শপথ ও একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন।

٣٦٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ سَلَمَةُ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ عَمْرٌو فِى الْحُقُوْقِ.

৩৬০৯। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে এই সনদে ওপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সালামা (রা) তার বর্ণনায় বলেন, আমর (র) বলেছেন, এটা অধিকারস্বত্ব সম্পর্কিত বিষয় ছিল।

٣٦١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ أَبُوْ مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَنِي الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِيْ رَبِيْعَةُ وَهُوَ عِنْدِيْ ثِقَةٌ أَنِّيْ حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيْثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ.

৩৬১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী এবং শপথের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আর-রবী‘

ইবনে সুলায়মান আল-মুআয্যিন আমার নিকট এ হাদীসে আরো কিছু বাক্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) আবদুল আযীযের সূত্রে আমাকে বলেছেন। পরে আমি তা সুহাইলকে বললে তিনি বলেন, রবীআ আমাকে বলেছেন যে, আমার মতে তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, আমি তাকে এ হাদীস বললাম এবং আমি তা স্মরণ রাখতে পারলাম না। আবদুল আযীয (র) বলেন, সুহাইল একটি রোগে আক্রান্ত হলে তার স্মরণশক্তি কিছুটা হ্রাস পায় এবং তিনি তার কিছু সংখ্যক হাদীস ভুলে যান। এরপর থেকে 'রবীআ-তার পিতা' এই সূত্রে সুহাইল হাদীস বর্ণনা করতেন।

٣٦١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ أَبِي مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَقِيتُ سُهَيْلاً فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ قَالَ فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي.

৩৬১১। রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ মুস'আবের সনদসূত্রে উপরোল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান (র) বলেন, আমি সুহাইলের সাথে সাক্ষাত করে তার নিকট এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি এটা জানি না। আমি তাঁকে বললাম, রবীআ আপনার বরাতে এ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রবীআ যদি এ হাদীস আমার বরাতে তোমার নিকট বর্ণনা করে থাকেন তবে তুমি 'রবীআ-আমি' এই সূত্রে তা বর্ণনা করো।

٣٦١٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَدِّيَ الزُّبَيْبَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلٰى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوهُمْ إِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرُ قَالَ لِي نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلٰى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ بَيِّنَتُكَ قُلْتُ

سَمُرَةُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبِىْ سَمُرَةُ أَنْ يَّشْهَدَ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبٰى أَنْ يَّشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْاٰخَرِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِىْ فَحَلَفْتُ بِاللّٰهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَخَضْرَمْنَا اٰذَانَ النَّعَمِ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوْا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ وَلاَ تَمَسُّوْا ذَرَارِيَهُمْ لَوْلاَ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لاَ يُحِبُّ ضَلاَلَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالاً قَالَ الزُّبَيْبُ فَدَعَتْنِىْ أُمِّىْ فَقَالَتْ هٰذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِىْ فَانْصَرَفْتُ إِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِىْ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِىْ احْبِسْهُ فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيْبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمَيْنِ فَقَالَ مَا تُرِيْدُ بِأَسِيْرِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَّدِىْ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ رُدَّ عَلٰى هٰذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِىْ أَخَذْتَ مِنْهَا قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَّدِىْ قَالَ فَاخْتَلَعَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيْهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اذْهَبْ فَزِدْهُ اٰصُعًا مِّنْ طَعَامٍ قَالَ فَزَادَنِىْ اٰصُعًا مِّنْ شَعِيْرٍ.

৩৬১২। যাবীব আল-আনবারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনবার গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা তাদেরকে তায়েফের কাছে রুকবা নামক স্থানে গ্রেপ্তার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলো। আমি সকলের আগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছে গেলাম। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকুম ইয়া নাবিয়্যাল্লাহি ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং প্রাচুর্যও বর্ষিত হোক)। আমাদের কাছে আপনার সৈন্যবাহিনী গিয়েছে এবং তারা আমাদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে। অথচ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমাদের জানোয়ারগুলোর কান চিরে ফেলেছি। যখন আনবার গোত্রের লোকেরা এসে পৌছলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তোমরা যে এই অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছ এর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? আমি

বললাম, হাঁ আছে। তিনি বললেন ঃ কে তোমার সাক্ষী? আমি বললাম, আনবার গোত্রের সামুরা এবং অন্য এক ব্যক্তি, তার নামও তাঁকে বললাম। লোকটি সাক্ষ্য দিলো (আমরা অভিযানের পূর্বেই মুসলমান হয়েছি)। সামুরা সাক্ষ্য দিতে রাজী হলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তো তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজী নয়। এখন তুমি কি তোমার অপর সাক্ষীর সাথে শপথ করবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি আমাকে শপথ করালেন। আমি আল্লাহর নামে শপথ করলাম, আমরা অমুক অমুক দিন ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমাদের পশুগুলোর কান ফেঁড়ে দিয়েছি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈনিকদের বললেন ঃ যাও, তোমরা অর্ধেক মাল রাখো (আর বাকি অর্ধেক তাদেরকে ফেরত দাও) এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের গায়ে হাত দিও না। আল্লাহ তা'আলা যদি মুজাহিদদের আমল (কাজ) নিষ্ফল হওয়া অপছন্দ না করতেন তবে আমি তোমাদের এক গাছি রশিও রেখে দিতাম না। যাবীব (র) বলেন, আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, (সেনাবাহিনীর) এ লোকটি আমার বিছানা নিয়ে গেছে। আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তা তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তাকে ধরে নিয়ে এসো। আমি তার ঘাড়ে আমার কাপড় জড়িয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসলাম এবং তার পাশে একই জায়গায় দাঁড়ালাম। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে বললেন ঃ তোমার বন্দীর ব্যাপারে কী করতে চাও? আমি আমার হাত থেকে তাকে ছেড়ে দিলাম। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন, অতঃপর লোকটিকে বললেন ঃ এর মায়ের কাছ থেকে তুমি যে বিছানা নিয়ে এসেছো তা একে ফেরত দাও। সে বললো, হে আল্লাহর নবী! তা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। রাবী বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি লোকটির তরবারি খুলে নিয়ে তা আমাকে দিলেন, অতঃপর লোকটিকে বললেন ঃ যাও, তাকে কয়েক সা' খাদ্যদ্রব্য দাও। অতএব সে আমাকে কয়েক সা' বার্লি দিলো।

بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ একই জিনিসের দু'জন দাবিদারের কারুরই সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই

٣٦١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

৩৬১৩। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি উট অথবা একটি পশুর দাবি পেশ করলো। তাদের উভয়ের কারুরই কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুটি উভয়কে দান করলেন।

٣٦١٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

৩৬১৪। সাঈদ (র) তার ঊর্ধ্বতন রাবীদের মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

৩৬১৫। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একই উটের মালিকানা দাবি করলো। তাদের প্রত্যেকে দু'জন করে সাক্ষীও উপস্থিত করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটিকে উভয়ের মধ্যে সমান অংশে বণ্টন করলেন।

٣٦١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذٰلِكَ أَوْ كَرِهَا.

৩৬১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। দুইজন লোক একটি জিনিসের মালিকানার দাবি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের বিবাদ পেশ করলো। তাদের উভয়ের কাছে কোনো দলীল-প্রমাণ ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লটারী করে নির্ধারণ করে নাও কে শপথ করবে, চাই তারা এটা পছন্দ করুক বা না করুক।

٣٦١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْاِثْنَانِ الْيَمِيْنَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا. قَالَ سَلَمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أُكْرِهَ الْاِثْنَانِ عَلَى الْيَمِيْنِ.

৩৬১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন (বাদী-বিবাদী) উভয়েই শপথ করাকে অপছন্দ অথবা পছন্দ করে, তখন উভয়ের মধ্যে কে শপথ করবে তা লটারী করে নির্ধারণ করে নাও।

٣٦١٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ.

৩৬১৮। সাঈদ ইবনে আবু আরূবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে মিনহালের সূত্রে একই হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঝগড়াটি ছিলো একটি পশুকে কেন্দ্র করে। বাদী-বিবাদী কারুরই কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ কে করবে তা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বিবাদীকে শপথ করতে হবে

٣٦١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

৩৬১৯। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে লিখে পাঠালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদীকে শপথ করানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابُ كَيْفَ الْيَمِيْنُ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ শপথ কিভাবে করতে হয়

٣٦٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ

عَنْ أَبِىْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِىْ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ احْلِفْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِى الْمُدَّعِىَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ يَحْيٰى اِسْمُهُ زِيَادٌ كُوْفِىٌّ ثِقَةٌ.

৩৬২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে শপথ করানোর সময় বললেন ঃ সেই আল্লাহর নামে শপথ করো যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমার কাছে বাদী বা অভিযোগকারীর কোনো কিছু পাওনা নেই। তিনি বিবাদীকে এ শপথ করিয়েছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু ইয়াহ্ইয়ার নাম যিয়াদ, তিনি কুফাবাসী, বিশ্বস্ত রাবী।

بَابٌ إِذَا كَانَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ বিবাদী যিম্মী হলে সে কি শপথ করবে?

٣٦٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِىْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً. إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

৩৬২১। আল-আশ‘আছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং এক ইহূদী এক খণ্ড জমির মালিক ছিলাম। সে আমার মালিকানা অস্বীকার করলো। আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইহূদীকে বললেন ঃ শপথ করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে যখনই শপথ করবে, আমি আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবো। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ "যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথসমূহ সামান্য বা নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে, আখেরাতে তাদের জন্য কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। তাদের জন্য কঠিন ও পীড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে" (সূরা আল ইমরান ঃ ৭৭)।

بَابُ الرَّجُلِ يُحَلِّفُ عَلٰى عِلْمِهِ فِيْمَا غَابَ بِهِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অনুপস্থিত বিষয়ে নিজের জানামতে শপথ করা

٣٦٢٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ كُرْدُوْسٌ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِّنْ حَضْرَمُوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَرْضٍ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَرْضِيْ اغْتَصَبَنِيْهَا أَبُوْ هٰذَا وَهِيَ فِيْ يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ أَرْضِيْ اغْتَصَبَنِيْهَا أَبُوْهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ يَعْنِيْ لِلْيَمِيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৩৬২২। আল-আশ'আছ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। কিনদা এলাকার এক ব্যক্তি ও হাদরামাওতের এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তার পিতা আমার জমি ছিনিয়ে নিয়েছিলো, বর্তমানে তা তার দখলে আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? হাদরামী বললো, না। কিন্তু আমি তাকে হলফ করে বলতে পারি, আল্লাহ্ জানেন যে, তা আমার জমি এবং তার পিতা আমার এই জমিটা জবরদখল করে নিয়েছে– একথা সে জানে না। অতঃপর কিনদী শপথ করার জন্য তৈরি হলো। এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٢٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلٰى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِيْ فِيْ يَدِيْ أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِيْ مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذٰلِكَ.

৩৬২৩। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,

হাদরামাওতের এক ব্যক্তি এবং কিনদার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো। হাদরামী বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার পিতার এক খণ্ড জমি জবরদখল করে নিয়েছে। কিনদী বললো, এটা আমার জমি, আমার হাতে আছে এবং আমিই তা চাষাবাদ করে আসছি, এর ওপর তার কোনো স্বত্বাধিকার নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদরামীকে বললেন ঃ তোমার কি কোনো সাক্ষী-প্রমাণ আছে? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তবে তোমাকে তার শপথের ওপর নির্ভর করতে হবে। হাদরামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো এক পাপাচারী, কি শপথ করছে তার কোনো পরোয়া করবে না এবং কোনো কিছু থেকেই সে বিরত থাকে না। তিনি বললেন ঃ এতে তোমার কোনো লাভ নেই, তোমাকে তার শপথের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

بَابُ الذِّمِّيِّ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ যিম্মীকে কিভাবে শপথ করে বলা হবে

٣٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ لِلْيَهُوْدِ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ عَلٰى مَنْ زَنَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ فِيْ قِصَّةِ الرَّجْمِ.

৩৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহূদীদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যিনি মূসা (আ)-এর ওপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমরা ব্যভিচারীর জন্য তাওরাতে কী ধরনের শাস্তির উল্লেখ দেখতে পাও? পূর্ণ হাদীসটি রজম সংক্রান্ত ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে (কিতাবুল হুদূদ, বাব ফী রাজমিল ইয়াহূদিয়্যায়ন, নং ৪৪৪৬-৫৫)।

٣٦٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى أَبُو الْأَصْبَغِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيْهِ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَاهُ.

৩৬২৫। আয-যুহরী (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে, মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি যিনি জ্ঞানের অনুসরণ করেন এবং তার

স্মৃতিশক্তি থেকে বলেন যে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর রাবী একইভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَعْنِىْ لاِبْنِ صُوْرِيَا أُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ نَجَّاكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى وَاَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى أَتَجِدُوْنَ فِىْ كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ قَالَ ذَكَّرْتَنِىْ بِعَظِيْمٍ وَلاَ يَسَعُنِىْ أَنْ أُكْذِبَكَ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৩৬২৬। ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে সূরিয়াকে বললেন ঃ সেই আল্লাহর শপথ করে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যিনি তোমাদেরকে ফেরাউন বাহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সাগর পার করে দিয়েছেন, তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়াদান করেছেন, 'মান্ন' ও 'সালওয়া' নামক খাদ্য নাযিল করেছেন এবং তোমাদের ওপর মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তাওরাত নাযিল করেছেন! বলো, তোমরা কি তোমাদের সেই কিতাবে রজমের শাস্তির (ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার) নির্দেশ দেখতে পাও? ইবনে সূরিয়া বললো, আপনি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের বরাত দিয়েছেন। আপনার প্রশ্নের মিথ্যা জবাব দেয়া আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلٰى حَقِّهِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে ব্যক্তি নিজ অধিকার আদায়ের জন্য শপথ করে

٣٦٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ وَمُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِىُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

৩৬২৭। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে (কোন বিষয়ে) ফয়সালা দান করলেন। যার বিপক্ষে ফয়সালা দেয়া হলো সে পিঠ ফিরিয়ে যাওয়ার সময় বললো, 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অজ্ঞতা ও বোকামীর জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু তোমাকে তো চতুর ও হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। যদি কোনো কারণে তুমি হেরে যেতে তখন বলতে, আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।

بَابٌ فِي الدَّيْنِ هَلْ يُحْبَسُ بِهِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ঋণ পরিশোধ না করলে আটক করা যাবে কি?

٣٦٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ اَبِيْ دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوْبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ.

৩৬২৮। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ না করে তবে তার মান-সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ করা যায় এবং তাকে শাস্তিও দেয়া যায়। ইবনুল মুবারক (র) বলেন, يُحِلُّ عِرْضَهُ অর্থ 'তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা বৈধ' এবং عُقُوْبَتَهُ অর্থ 'তাকে আটক করা যেতে পারে'।

٣٦٢٩- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا هِرْمَاسُ بْنُ حَبِيْبٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيْمٍ لِيْ فَقَالَ لِيْ الْزَمْهُ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا أَخَا بَنِيْ تَمِيْمٍ مَا تُرِيْدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيْرِكَ.

৩৬২৯। হিরমাস ইবনে হাবীব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার এক ঋণগ্রহীতাকে নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি তার পিছনে লেগে থাকো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে তামীম গোত্রের সরদার! তোমার কয়েদীকে কি করতে চাও (হাদীসটি সুনান আবু দাউদ-এর মিসরীয় মুদ্রণে নেই)।

٣٦٣٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ.

৩৬৩০। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (অপরাধে লিপ্ত থাকার) অনুমানের ভিত্তিতে কয়েদ করেছিলেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ তার অপরাধের খোলাখুলি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিলো না। প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য তাকে কয়েদ করা হয় এবং পরে ছেড়ে দেয়া হয় (অনুবাদক)।

٣٦٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ. وَقَالَ مُؤَمَّلٌ إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أَخَذُوا فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ.

৩৬৩১। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি অর্থাৎ ইবনে কুদামার বর্ণনা অনুযায়ী বাহ্য ইবনে হাকীমের দাদার ভাই অথবা তার চাচা, আর মুআম্মালের বর্ণনা অনুযায়ী বাহ্যের দাদা মুআবিয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবাদানরত অবস্থায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, পুলিশ আমার প্রতিবেশীকে কেন আটক করেছে? কথাটা তিনি দু'বার বললেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বারই তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না। অতঃপর তিনি একটা কিছু বললেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও। মুআম্মালের বর্ণনায় وَهُوَ يَخْطُبُ বাক্যাংশটুকু নেই।

بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ ওয়াকালা (প্রতিনিধি নিয়োগ)

٣٦٣٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّىْ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلٰى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِىْ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنِ ابْتَغٰى مِنْكَ اٰيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلٰى تَرْقُوَتِهِ.

৩৬৩২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। অধস্তন রাবী আবু নুআয়ম (র) জাবের (রা)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি (জাবের) বলেছেন, আমি খায়বার এলাকায় যেতে মনস্থ করলাম। অতএব আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম, আমি খায়বারের দিকে যেতে চাই। তিনি বললেনঃ যখন তুমি আমার প্রতিনিধির কাছে আসবে তখন তার কাছ থেকে পনেরো ওয়াসক (খেজুর) নিও। যদি সে তোমার কাছে এর প্রমাণ চায় তাহলে তুমি তার কণ্ঠনালীতে হাত রাখবে।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত তাঁর প্রতিনিধিকে পূর্বেই এ ধরনের সংকেতের কথা বলে দিয়ে থাকবেন (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ বিচার সংক্রান্ত আরো কয়েকটি সমস্যা

٣٦٣٣-حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِىْ طَرِيْقٍ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

৩৬৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা রাস্তা (নির্মাণ) নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলে তা সাত গজ পরিমাণ চ্যাপ্টা করো।

٣٦٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِىْ خَلَفٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ فَنَكَسُوْا فَقَالَ مَا لِىْ أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لَأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ أَبِىْ خَلَفٍ وَهُوَ أَتَمُّ.

৩৬৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের কাছে তার দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। (আবু হুরায়রার কাছে এ হাদীস শুনে)

লোকেরা ঘাড় নীচু করলো। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা এ হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? আমি তোমাদের জন্য এ হাদীসটি শিরোধার্য করে দিবো (বারবার শুনিয়ে)।

٣٦٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

৩৬৩৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী আবু সিরমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (অন্যায়ভাবে) কারো ক্ষতিসাধন করবে আল্লাহ তার ক্ষতিসাধন করবেন। যে ব্যক্তি অযৌক্তিকভাবে কারো বিরোধিতা করবে (বা কষ্টে নিক্ষেপ করবে) আল্লাহ তার বিরোধী হবেন (এবং তাকে কষ্টে নিক্ষেপ করবেন)।

٣٦٣٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلٰى أَبِيْ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِّنْ نَخْلٍ فِيْ حَائِطِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلٰى نَخْلِهِ فَيَتَأَذّٰى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَّبِيْعَهُ فَأَبٰى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُّنَاقِلَهُ فَأَبٰى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّبِيْعَهُ فَأَبٰى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُّنَاقِلَهُ فَأَبٰى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيْهِ فَأَبٰى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ.

৩৬৩৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারীর বাগানের মধ্যে তারও কয়েকটি খেজুর গাছ ছিলো। আনসারী তার পরিবার-পরিজনসহ এখানে বাস করতেন। সামুরা (রা) বাগানে আসা-যাওয়া করতেন। এতে আনসারী অসুবিধা ও কষ্টবোধ করতেন। তিনি তার খেজুর গাছগুলো ক্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু সামুরা (রা) এতে

রাজী হলেন না। আনসারী তাকে এটা বদল করার জন্য প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবেও রাজী হলেন না। আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে এটা বিক্রি করে দেয়ার কথা বললেন, কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। তিনি এটা বদল করার প্রস্তাব দিলেন, সামুরা তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাকে এটা দান করে দাও। তিনি তাকে উৎসাহিত করে বললেন ঃ তোমার জন্য (বেহেশতে) এই এই জিনিস রয়েছে। কিন্তু তাতেও তিনি রাজী হলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি (প্রতিবেশীর পক্ষে) ক্ষতিকর, কষ্টদানকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীকে বললেন ঃ যাও, তুমি তার খেজুর গাছগুলো উপড়ে ফেলো।

٣٦٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبٰى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلٰى جَارِكَ. قَالَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ الْاٰيَةَ.

৩৬৩৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। হাররা নামক (কাঁকরময়) স্থান থেকে প্রবাহিত পানির বণ্টন নিয়ে যুবায়ের (রা)-র সাথে এক ব্যক্তির বিবাদ হলো। আনসারী লোকটি বললো, পানিকে প্রবাহিত হয়ে আসতে দাও। কিন্তু যুবায়ের (রা) এতে রাজী হলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়েরকে বললেন ঃ হে যুবায়ের! তোমার জমিতে পানি দাও; অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমির দিকে তা ছেড়ে দাও। রাবী বলেন, এ কথায় আনসারী ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই, তাইতো (পক্ষপাতিত্ব)! এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি (যুবায়েরকে) বললেন ঃ তোমার জমিতে পানি দাও, অতঃপর তা আটকে রাখো যাতে আইল পর্যন্ত পৌঁছে। যুবায়ের (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার মতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "না, হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রভুর শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ

তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে না নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফায়সালা করবে, সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না; বরং তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)।

٣٦٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِىْ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيْهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِىْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَذْكُرُوْنَ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَهْزُوْرٍ يَعْنِى السَّيْلَ الَّذِىْ يَقْتَسِمُوْنَ مَاءَهُ فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لاَيَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.

৩৬৩৮। ছা'লাবা ইবনে আবু মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার প্রবীণদেরকে আলোচনা করতে শুনেছেন, কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তির ইহূদী বনী কুরায়যা গোত্রের পানির সাথে অংশীদার ছিলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাহযূর মাঠ থেকে প্রবাহিত পানি সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলো, যাতে বৃষ্টির পানি এসে জমা হতো। এর পানি সবাই বণ্টন করে নিয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে ফয়সালা দিলেন ঃ প্রথম ব্যক্তি পায়ের গোছা পর্যন্ত জমিতে পানি জমা করবে। অতঃপর উচ্চ ভূমির মালিক নিম্ন ভূমির মালিকের দিকে পানির প্রবাহে বাধা দিতে পারবে না।

٣٦٣٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى السَّيْلِ الْمَهْزُوْرِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.

৩৬৩৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে এবং শুআইব (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহযূর মাঠের পানি সম্পর্কে এই ফয়সালা দিয়েছেন ঃ পায়ের গোছা ডুবে যাওয়ার পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত এর পানি আটকিয়ে রাখা যাবে। অতঃপর উপরের ব্যক্তি নীচের ব্যক্তির জমিনের দিকে পানি ছেড়ে দিবে।

٣٦٤٠- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِىْ طُوَالَةَ وَعَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْهِ عَن أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اخْتَصَمَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ فِىْ حَرِيْمِ نَخْلَةٍ فِىْ حَدِيْثِ أَحَدِهِمَا فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَفِىْ حَدِيْثِ الْاٰخَرِ فَوُجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضٰى بِذٰلِكَ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَأَمَرَ بِجَرِيْدَةٍ مِنْ جَرِيْدِهَا فَذُرِعَتْ.

৩৬৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি খেজুর গাছের পরিধি সম্পর্কিত বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো। এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি তা পরিমাপ করার নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী মাপা হলো এবং পরিমাণে সাত গজ হলো। অপর বর্ণনা অনুযায়ী এর পরিমাণ হলো পাঁচ গজ। তিনি তদনুযায়ী ফয়সালা দিলেন। আবদুল আযীয (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ খেজুর গাছের একটি ডাল দিয়ে মাপার নির্দেশ দিলেন এবং তা দিয়ে মাপা হলো।

অধ্যায় ঃ ২৪

كِتَابُ الْعِلْمِ

(জ্ঞান)

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ জ্ঞানার্জনের ফযীলাত

٣٦٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّيْ جِئْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ. قَالَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ.

৩৬৪১। কাছীর ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু দারদা (রা)-র সাথে দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় তার কাছে একজন লোক এসে বললো, হে আবু দারদা! আমি সুদূর মদীনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাসূলের শহর মদীনা) থেকে এসেছি একটি হাদীসের জন্য। শুনেছি, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে তা বর্ণনা করেন। এ ছাড়া অন্য কোন্ উদ্দেশ্যে

আমি আসিনি। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার পরিবর্তে তাকে বেহেশতের পথসমূহের মধ্যে কোন একটি পথে পৌঁছে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা পেতে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমানে ও জমিনে যারা আছে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দু'আ প্রার্থনা করে থাকে, এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও। সাধক (আবেদ) ব্যক্তির উপর জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তির মর্যাদার তুলনা হচ্ছে– যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা বা প্রভাব। জ্ঞানীরা হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী বা উত্তরসুরি। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) মীরাসরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম বা জ্ঞানভাণ্ডার। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

টীকা ঃ ইলম শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিশ্বাস, কোন জিনিসকে তথ্য সহকারে জানা। কুরআন-হাদীসে 'আল-ইলম' বলতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক সেই জ্ঞানকে বুঝায় যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পাওয়া যায়, যা মানুষের বুদ্ধি-বিবেক কখনও আবিষ্কার করতে পারে না। ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা সব মুসলমানের উপর ফরয। কেননা ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজন পরিমাণ জ্ঞান না থাকলে কোন লোকের পক্ষেই সঠিকভাবে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। বৈষয়িক উন্নতির জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ইলম অর্জন করা ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কতিপয় লোক যে 'ফরয' আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় এবং কেউই পালন না করলে সবাই গুনাহগার হয় তাকে ফরযে কিফায়া বলে (অনুবাদক)।

٣٦٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ لَقِيْتُ شَبِيْبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِيْ بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سَوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِمَعْنَاهُ يَعْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৬৪২। আবু দারদা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٣٦٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا إِلاَّ سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

৩৬৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার বেহেশতের পথ সুগম করে দেন। যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে রেখেছে, তার বংশগৌরব তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।

بَابُ رِوَايَةِ حَدِيْثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ আহলে কিতাবের হাদীস (কথাবার্তা) বর্ণনা করা

٣٦٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هٰذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْيَهُوْدِيُّ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوْهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوْهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُ.

৩৬৪৪। ইবনে আবু নামলা আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আবু নামলা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। তখন এক ইহূদীও তাঁর কাছে বসা ছিল। তাঁর সামনে দিয়ে একটি জানাযা (লাশ) বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ইহূদী বললো, হে মুহাম্মাদ! এই জানাযা (লাশ) কি কথাবার্তা বলতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহই ভালো জানেন। ইহূদী বললো, সে (কবরে) কথোপকথন করবে (কিন্তু দুনিয়ার লোকেরা শুনতে পাবে না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কিতাবধারীগণ (ইহূদী-খৃস্টান) তোমাদেরকে যেসব কথাবার্তা বলে তা তোমরা বিশ্বাসও করো না এবং মিথ্যাও মনে করো না। তোমরা বলো, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলাম। তাদের কথা যদি বাতিল (মিথ্যা) হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করলে না। আর তাদের কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তা মিথ্যাও মনে করলে না।

٣٦٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُوْدَ وَقَالَ إِنِّي وَاللّٰهِ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابِيْ فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِيْ إِلَّا نِصْفُ شَهْرٍ حَتّٰى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ.

৩৬৪৫। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইহূদীদের (হিব্রু ভাষা) লেখা শিক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। আমি তদনুযায়ী ইহূদীদের লেখা শিক্ষা করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! ইহূদীরা আমার পক্ষ থেকে সঠিক লিখবে বলে আমার ভরসা হচ্ছে না। রাবী বলেন, পনের দিন যেতে না যেতেই আমি তাদের লেখা আয়ত্ত করে ফেললাম। তিনি চিঠিপত্র লেখানোর ইচ্ছা করলে আমি লিখে দিতাম এবং তার কাছে (হিব্রু ভাষায়) চিঠিপত্র আসলে আমি তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম (দোভাষীর কাজ করতাম)।

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করে রাখা

٣٦٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُغِيْثٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِيْ قُرَيْشٌ وَقَالُوْا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلٰى فِيْهِ فَقَالَ اُكْتُبْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ.

৩৬৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই শুনতাম লিখে নিতাম। মনে রাখার উদ্দেশ্যেই আমি তা করতাম। কুরাইশগণ আমাকে সবকিছু লিখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শোনা সবকিছুই লিখে রাখো? তিনি তো একজন মানুষ, ক্রোধ ও শান্ত উভয় অবস্থায় কথা বলেন। অতএব আমি লেখা স্থগিত রাখলাম। আমি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আঙ্গুল দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ তুমি লিখে রাখো, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ থেকে সর্বাবস্থায় সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বা তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী তাঁর জীবদ্দশায়ই লিখে রেখেছেন। কিন্তু অপর কয়েকটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন। সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সনদসূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوْا عَنِّيْ وَلاَ حَرَجَ. "তোমরা

আমার কাছ থেকে (কুরআন ছাড়া অন্য কিছু) লিখে রেখো না। যে ব্যক্তি লিখে রেখেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার হাদীস বর্ণনা করো, এতে কোন দোষ নেই।" তাঁর অপর একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ اسْتَأْذَنَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (কুরআন ছাড়া অন্য কথা অর্থাৎ হাদীস) লিখে রাখার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনুমতি দেননি।" ওহী লেখক সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র একটি বর্ণনায় আছে ঃ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ نَكْتُبَ شَيْئًا "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু) লিখে না রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।"

এসব নিষেধের মূল কারণ হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে সাহাবাগণ কুরআন ও হাদীস একত্রে একই পাত্রে লিখতেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সনদসূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী বসে লিখছিলেন। এমন সময় নবী (সা) সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ مَا هٰذَا تَكْتُبُوْنَ 'তোমরা কি লিখছো'? তারা বললেন, مَا نَسْمَعُ مِنْكَ 'আপনার কাছ থেকে যা শুনতে পাই'। তিনি বললেন ঃ اَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللّٰهِ؟ 'আল্লাহর কিতাবের সাথে আর একখানি কিতাব লিখিত হচ্ছে কি'? নবী (সা) আদেশ দিলেন, اَمْحِضُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَخَلِّصُوْهُ "এরূপ লেখার নিয়ম তোমরা পরিত্যাগ করো। কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব খালেছভাবে লিপিবদ্ধ করো।" অতঃপর সংমিশ্রিত লেখা বিনষ্ট করে দেয়া হয়।

কুরআনের সাথে অন্য জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে লেখার ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য কিছু লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কুরআনের বিশেষ ভাব, ভাষা, বাণী এবং এর গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবধারার সাথে তখনও সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়ে উঠেনি। কুরআন ও অ-কুরআনের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিবেক-বুদ্ধি তখনও তাদের মাঝে জাগ্রত হয়নি। স্মরণশক্তিসম্পন্ন সাহাবাদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যে, তারা যেন তাদের স্মৃতিশক্তিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগান।

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন, "হাদীস লিখতে প্রথমদিকে নিষেধ করা হয়েছিল। কুরআন পরিচিত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেকের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। পরে যখন কুরআন সর্বজন পরিচিত হয়ে উঠলো তখন হাদীস লেখার অনুমতি দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, যাদের স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য ছিল তারা কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করে বসতে পারে, এই ভয়ে তাদেরকে লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু সে নিষেধের ফলে লেখা মূলতই হারাম ছিলো না। যাদের স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য ছিলো না তাদেরকে হাদীস লেখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।" ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, "মনে হয় হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করা প্রথম যুগের ব্যাপার ছিল। পরবর্তী কালে এটা জায়েয করা হয়েছে। আর নিষেধ করা হয়েছিল কুরআনের সাথে মিশিয়ে একই কাগজে হাদীস লিখতে। কেননা তার ফলে কুরআন ও হাদীস সংমিশ্রিত হয়ে যেতো এবং তা পাঠকদের পক্ষে বড়োই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়াতো" (আবু দাউদের ব্যাখ্যা মা'আলিমুল সুনান)। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পর্যায়ে সকলকেই কুরআন ব্যতীত অপর কিছু লিখতে নিষেধ করা হলেও তাতেও ব্যতিক্রম ছিল। নিম্নের হাদীস থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَرْوِىْ حَدِيْثًا فَاَرَدْتُ اَنِّىْ اَسْتَعِيْنُ بِكِتَابِ يَدِىْ مَعَ قَلْبِىْ اِنْ رَأَيْتَ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ حَدِيْثِىْ فَاسْتَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ.

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছি, অবশ্য আপনি যদি তা পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার হাদীস লিখতে চাইলে তা স্মরণ রাখার সাথে সাথে লিখে রাখতেও পারো" (সুনান আদ-দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব মান রাখ্খাসা ফী কিতাবাতিল ইল্ম, নং ৪৮৫; হাকেম)।

শুধু তাই নয়, নবী আলাইহিস সালামের দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিম্নোক্ত কথা থেকেও তা প্রমাণিত হয়।

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ اِذْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْمَدِيْنَتَيْنِ تُفْتَحُ اَوَّلاً قُسْطُنْطِنِيَةُ اَوْ رُوْمِيَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ بَلْ مَدِيْنَةُ هِرَقْلَ اَوَّلاً.

"আমরা বহু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কনোষ্টান্টিনপল' প্রথমে বিজিত হবে, না রোম (এশিয়া মাইনর)? তিনি বললেন ঃ না, বরং হেরাকলিয়াসের শহরই আগে বিজিত হবে (সুনানুদ দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ৪৭, নং ৪৮৬)।

সুতরাং এ হাদীস থেকেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে বসে তাঁরই চোখের সামনে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন (অনুবাদক)।

٣٦٤٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيْثٍ فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ لاَّ نَكْتُبَ شَيْئًا مِّنْ حَدِيْثِهِ فَمَحَاهُ.

৩৬৪৭। আল-মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) মুআবিয়া (র)-র কাছে গেলেন। মুআবিয়া (রা) তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দিলেন। যায়েদ (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে না রাখার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা লেখা হয়েছিল তাও মুছে দিলেন।

٣٦٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَا كُنَّا نَكْتُبُ غَيْرَ التَّشَهُّدِ وَالْقُرْاٰنِ.

৩৬৪৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) বলেন, আমরা তাশাহ্হুদ ও আল-কুরআন ব্যতীত কিছু লিখতাম না।

٣٦٤٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ ابْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اُكْتُبُوْا لِي فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِأَبِي شَاهٍ.

৩৬৪৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কা বিজয় হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণ উল্লেখ করলেন। রাবী বলেন, আবু শাহ্ নামীয় ইয়ামানের এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা আমাকে লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলেন ঃ তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও।

٣٦٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَمْرٍو مَا يَكْتُبُوْهُ قَالَ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا يَوْمَئِذٍ مِّنْهُ.

৩৬৫০। আল-ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আবু আমর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কী লিখেছেন? তিনি বলেন, তৎকালে তিনি তাঁর যে ভাষণ শুনেছিলেন।

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْكِذْبِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা আরোপ করা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী

٣٦٥١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْمَعْنَى عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ مُسَدَّدٌ أَبُو بِشْرٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُكَ قَالَ أَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ

وَمَنْزِلَةُ وَلٰكِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৩৬৫১। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুবায়ের (রা)-কে বললাম, আপনি অপরাপর সাহাবীদের-মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর নৈকট্য লাভ করেছি, তাঁর সাহচর্যে থেকেছি। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে আগুনের মধ্যে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলো।

بَابُ الْكَلاَمِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ بِلاَ عِلْمٍ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ নিশ্চিতভাবে না জেনে আল্লাহর কিতাব থেকে আলোচনা করা

٣٦٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقْرِئُ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ أَخُوْ حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.

৩৬৫২। জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের (মনগড়া) মতে কোন কথা বলেছে, আর (ঘটনাক্রমে) তার বলাটা সঠিকও হয়েছে, তথাপি সে ভুল করেছে।

بَابُ تَكْرِيْرِ الْحَدِيْثِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কথার পুনরাবৃত্তি করা

٣٦٥٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ عَقِيْلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِىْ سَلاَّمٍ عَن رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيْثًا أَعَادَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৩৬৫৩। আবু সাল্লাম (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক খাদেমের সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করতেন।

بَابٌ فِيْ سَرْدِ الْحَدِيْثِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দ্রুত গতিতে কথা বলা ঠিক নয়

٣٦٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّيْ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اسْمَعِيْ يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ أَلاَ تَعْجَبُ إِلٰى هٰذَا وَحَدِيْثِهِ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحَدِّثُ الْحَدِيْثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُّ أَنْ يُحْصِيَهُ أَحْصَاهُ.

৩৬৫৪। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আয়েশা (রা)-র হুজরার (কোঠার) পাশে এসে বসলেন। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) দু'বার বললেন, হে হুজরাবাসিনী! শুনুন। আয়েশা (রা) নামায শেষ করে উরওয়াকে বললেন, তুমি কি এই ব্যক্তি (আবু হুরায়রা) ও তার কথায় আশ্চর্যবোধ করছো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন কথা বলতেন তবে তিনি এতো স্পষ্ট ও ধীরস্থিরভাবে বলতেন, যদি কোন গণনাকারী তা গণনা করতে চাইতো তবে সে অনায়াসেই তা গণনা করতে পারতো।

٣٦٥٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلٰى جَانِبِ حُجْرَتِيْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِيْ ذٰلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِيْ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ سَرْدَكُمْ.

৩৬৫৫। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, আবু হুরায়রার আচরণ তোমাকে কি অবাক করে না? সে এসে আমার কামরার এক পাশে বসে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস পড়ে শুনাতে লাগলো। আমি তখন নামাযে রত ছিলাম। আমার নামায শেষ হওয়ার পূর্বেই সে উঠে চলে গেলো। আমি যদি তাকে পেতাম তবে তাকে বলতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মত তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না।

بَابُ التَّوَقِّىْ فِى الْفُتْيَا

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা

٣٦٥٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْغَلُوْطَاتِ.

৩৬৫৬। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ এখানে এমন ধরনের প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য হয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে বিভ্রান্ত করে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা। এর ফলে অনেক সময় সমাজে অনিষ্ট ও বিপথগামিতার প্রসার ঘটে (অনুবাদক)।

٣٦٥٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ أَيُّوْبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِىَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِىْ نُعَيْمَةَ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ الطُّنْبُذِىِّ رَضِيْعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلٰى مَنْ أَفْتَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَنْ أَشَارَ عَلٰى أَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهٰذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ.

৩৬৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে ফতোয়া দেয়া হয়েছে...। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে অজ্ঞতা প্রসূত ফতোয়া দেয়া হয় তার গুনাহ ফতোয়াদানকারীর উপর চাপবে। সুলায়মানের বর্ণনায় আরো আছে ঃ যে ব্যক্তি জেনেশুনেও তার ভাইকে ক্ষতিকর পরামর্শ দেয়, অথচ সে জানে যে, কল্যাণ তার বিপরীতে রয়েছে– সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

টীকা ঃ ফতোয়া হলো ইসলামী আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেমগণের 'আইনগত অভিমত'। উক্ত অভিমত সরকার কর্তৃক বলবৎ হলে তা আইনে পরিণত হয় (অনুবাদক)।

بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ জ্ঞানের কথা গোপন করা বড়ো গুনাহ

٣٦٥٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক তার জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে সে তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।

بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার ফযীলাত

٣٦٥٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَّسْمَعُ مِنْكُمْ.

৩৬৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (আমার কাছ থেকে) উত্তমরূপে জ্ঞানের কথা শুনে রাখো। কেননা লোকেরা তোমাদের কাছ থেকে তা শুনবে, অতঃপর তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের কাছ থেকে পরবর্তীরা শুনে নিবে।

٣٦٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وُلْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

৩৬৬০। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে হাদীস শুনে তা মুখস্থ রাখলো বা হেফাযত করলো এবং অপরের কাছেও পৌছে দিলো, আল্লাহ তাকে চিরউজ্জ্বল ও চিরসবুজ করে রাখবেন। জ্ঞানের অনেক বাহক তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার ব্যক্তির নিকট তা বহন করে নিয়ে যায়; যদিও জ্ঞানের বহু ধারক-বাহক নিজেরা সমঝদার নয়।

টীকা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাণীর প্রচারকদের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একে অপরের তুলনায় অধিক জ্ঞানী ও অধিক সমঝদার হতে পারেন। আবার জ্ঞানের এমন অনেক বাহকও আছেন যাদের উক্ত জ্ঞানের গভীরে পৌছার যোগ্যতা নাও থাকতে পারে (অনুবাদক)।

٣٦٦١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

৩৬৬১। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! যদি তোমার চেষ্টার দ্বারা আল্লাহ এক ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, পথ দেখান, তবে তা হবে তোমার জন্য একপাল লাল উটের চেয়েও কল্যাণকর।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে খায়বার অভিযানে পাঠানোর সময় তাঁকে উপরোক্ত কথা বলেছেন যে, তোমার দ্বারা একটি লোকও সৎপথে আসলে তা তোমার জন্য মূল্যবান পার্থিব সম্পদের চেয়েও উত্তম হবে (অনুবাদক)।

بَابُ الْحَدِيْثِ عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ বনী ইসরাঈলীদের থেকে শোনা কথা বর্ণনা করা

٣٦٦٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ.

৩৬৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের নিকট শোনা কথা বর্ণনা করতে পারো, এতে কোন দোষ নেই।

٣٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ أَخْبَرَنَا أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِىْ حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ حَتّٰى يُصْبِحَ مَا يَقُوْمُ إِلاَّ اِلٰى عُظْمِ صَلاَةٍ.

৩৬৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা করতেন, (আলোচনা এতো দীর্ঘ হতো যে), সকালবেলা শুধু ফরয নামায আদায় করার জন্যই আলোচনা বন্ধ করে উঠতেন।

بَابٌ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা

٣٦٦٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِيْ طُوَالَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِيْ رِيْحَهَا.

৩৬৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ইলমের (জ্ঞানের) দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোন লোক যদি পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে তা শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন বেহেশতের গন্ধও পাবে না।

টীকা ঃ এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত সকল প্রকার জ্ঞানই মানুষের প্রভূত উপকারে আসছে– ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা, প্রকৌশল, মানবিক সব ধরনের জ্ঞানই। এসব জ্ঞান অর্জন করতে হবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের অভিপ্রায়ে সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য। নিছক পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে এসব জ্ঞান অর্জন করা হলে পার্থিব কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু আখেরাতের মহাকল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي الْقَصَصِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কিসসা-কাহিনী সম্পর্কে

٣٦٦٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ ابْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيْرٌ أَوْ مَأْمُوْرٌ أَوْ مُخْتَالٌ.

৩৬৬৫। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমীর, তার অধীনস্থ ব্যক্তি অথবা কোন অহংকারী ব্যতীত আর কেউই কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে না।

٣٦٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَشِيرٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْيِ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَّنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ. قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهُ. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ.

৩৬৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নিঃস্ব-দুর্বল একদল মুহাজিরের সাথে বসলাম। তাদের অবস্থা এতো শোচনীয় ছিলো যে, পরস্পর পরস্পরের সতর আড়াল করে বসছিলেন (পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে পূর্ণ সতর ঢাকা সম্ভব হয়নি)। একজন পাঠক আমাদেরকে (কুরআন) পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দাঁড়ালে পাঠক তার পাঠ বন্ধ করলেন। মহানবী (সা) সালাম করার পর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কী করছিলে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইনি আমাদের কাছে কুরআন পাঠ করেন আর আমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাব মনোযোগ দিয়ে শুনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন

ধৈর্যশীল লোক রেখেছেন, যাদের সাথে আমাকেও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে এসে বসলেন এবং আমাদের জামাআতকে পূর্ণাঙ্গ করলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করে গোল হয়ে বসার নির্দেশ দিলেন। তারা গোলাকার হয়ে বসলেন এবং সবার চেহারা তাঁর দিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি ছাড়া তাদের মধ্যে আর কাউকে চিনতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে নিঃস্ব-দুর্বল মুহাজির সমাজ! তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ। তোমরা ধনীদের চেয়ে অর্ধ দিবস আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধ দিবসের পরিমাণ হলো পাঁচ শত বছর (অর্থাৎ তোমরা ধনীদের পাঁচশো বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে)।

٣٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ السَّلاَمِ يَعْنِى ابْنَ مُطَهَّرٍ أَبُوْ ظَفَرٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِّنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً.

৩৬৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এমন একটি দলের সাথে বসবো যারা সকালের (ফজরের) নামায থেকে শুরু করে সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার গুণগানে মশগুল থাকে। এই কাজ আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন মহিলাকে আযাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি এমন একটি দলের সাথে বসবো যারা আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। চারটি বাঁদী আযাদ করার চেয়ে এই কাজ আমার কাছে অধিক প্রিয়।

٣٦٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ. قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ. قَالَ فَقَرَأْتُ

عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ... فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلاَنِ.

৩৬৬৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে সূরা নিসা পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে পাঠ করে শোনাবো, অথচ তা আপনার উপরই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেনঃ আমি অন্যকে দিয়ে তা পাঠ করিয়ে শুনতে চাই। আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি সূরা নিসা পাঠ করতে করতে (৪১ নম্বর আয়াত) "আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে (হে মুহাম্মাদ) সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো তখন কী অবস্থা হবে!" পর্যন্ত পৌঁছে মাথা তুলে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

অধ্যায় ঃ ২৫

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

(পানীয় দ্রব্যসমূহ)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ শরাব (মদ) পান হারাম

٣٦٦٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى الشَّعْبِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتّٰى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيْهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِىْ إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

৩৬৬৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরাব হারাম হওয়ার বিধান যেদিন নাযিল হলো তখন তা পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরি করা হতো ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও বার্লি। শরাব সেই পানীয় যা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে দেয়। তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি আশা করেছিলাম, তা সুস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা না করা পর্যন্ত যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে বিদায় না নিতেন! সেগুলো হলো, দাদার মীরাস লাভ, কালালার ব্যাখ্যা ও সুদের কয়েকটি ব্যাপার।

٣٦٧٠- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الْخُتَّلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ. يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ. فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى النِّسَاءِ

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكْرٰى. فَكَانَ مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ يُنَادِىْ أَلاَ لاَ يَقْرَبَنَّ الصَّلاَةَ سَكْرَانُ. فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ. قَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا.

৩৬৭০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরাব পান হারাম হওয়া সম্পর্কিত হুকুম তখনও নাযিল হয়নি। আমি (উমার) বললাম, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য শরাবের প্রসঙ্গটি সুস্পষ্ট করে দিন। অতঃপর সূরা বাকারার (২১৯ নং) আয়াত নাযিল হলো ঃ "(হে রাসূল)! তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুন, এতদুভয়ের মধ্যে বড় বড় পাপের উপাদান রয়েছে, যদিও এর মধ্যে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও আছে। কিন্তু উভয় কাজের পাপ ও অকল্যাণের পরিমাণ উপকারিতা থেকে অনেক বেশি।"

উমার (রা)-কে ডাকা হলো এবং তাকে এই আয়াত পাঠ করে শুনানো হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলে দিন। অতঃপর সূরা নিসার (৪৩ নং) আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না; নামায তখন পড়বে যখন তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা কি পড়ছো।" এরপর থেকে যখন নামাযের জামাআত প্রস্তুত হতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক জোরে ঘোষণা করতেন, সাবধান! মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছেও আসবে না। উমার (রা)-কে ডেকে এনে এই আয়াত পাঠ করে শুনানো হলো। তিনি আবার দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বলে দিন। তখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা এসবই নাপাক, শয়তানী কাজ। তোমরা এ থেকে দূরে থাকো। আশা আছে তোমরা সাফল্য লাভ করবে। শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে রাখতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। এখন তোমরা কি এসব জিনিস থেকে বিরত থাকবে?" (সূরা মাইদা ঃ ৯০ ও ৯১ নং আয়াত)। উমার (রা) বলেন, আমরা এসব কাজ পরিহার করলাম।

টীকা ঃ 'আস্তানা' শব্দ দ্বারা এমন সব স্থান বুঝায়, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে বলিদান অথবা নযর-নিয়ায পেশ করার জন্য লোকেরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। মুশরিকদের মধ্যে এই কুসংস্কার ধর্মের অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত আছে। ইদানীং মুসলমানদের মধ্যেও এটা মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে। মদ বা শরাব পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত ও সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপানের সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি সম্পর্কে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা হয়েছে। সূরা মাইদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াত দ্বারা তা চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষিত হয়েছে (অনুবাদক)।

٣٦٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِى الْمَغْرِبِ وَقَرَأَ قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. فَخَلَطَ فِيْهَا فَنَزَلَتْ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ.

৩৬৭১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তাকে এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে দাওয়াত করে উভয়কে শরাব পান করান তা হারাম হওয়ার পূর্বে। অতঃপর মাগরিবের নামাযে আলী (রা) তাদের ইমামতি করলেন। তিনি সূরা "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" পাঠ করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো তখন নামাযের কাছেও যেও না। নামায তখনই পড়বে, যখন তোমরা কি বলছো তা সঠিকরূপে জানতে পারবে" (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৩)।

٣٦٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. نَسَخَتْهُمَا الَّتِىْ فِى الْمَائِدَةِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ.

৩৬৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত ঃ "হে ঈমানদারগণ! মাতাল অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছে যেও না..." এবং সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত ঃ "লোকেরা আপনাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, এর মধ্যে গুরুতর পাপের উপাদান রয়েছে; যদিও এর মধ্যে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে..." এ আয়াত দু'টির হুকুম সূরা মাইদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াত ঃ "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই শরাব, জুয়া, আস্তানা..." দ্বারা রহিত (মানসূখ) করা হয়েছে।

٣٦٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِىْ مَنْزِلِ أَبِىْ طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيْخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ

الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَنَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا هٰذَا مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৬৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন শরাব হারাম ঘোষিত হয় তখন আমি আবু তালহার ঘরে শরাব পরিবেশনকারী ছিলাম। আমাদের শরাব ছিল 'ফাদীখ'। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদেরকে বললো, নিশ্চয়ই শরাব নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারীও শরাব হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা আওয়াজ শুনে বললাম, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক।

بَابُ الْعَصِيْرِ لِلْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ শরাব উৎপাদনের জন্য আঙ্গুর নিংড়ানো

٣٦٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْ طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ.

৩৬৭৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরাব, শরাব পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক ও শোধনকারী, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়– এদের সবাইকে আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تَخَلَّلُ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ মদের সিরকা বানানো সম্পর্কে

٣٦٧٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِيْ هُبَيْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوْا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا.

৩৬৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েকটি ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ পেয়েছিল। তিনি বললেন ঃ তা ঢেলে ফেলে দাও। আবু তালহা (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি একে সিরকায় রূপান্তরিত করতে পারবো না? তিনি বললেন ঃ না।

بَابُ الْخَمْرِ مِمَّا هِيَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ শরাব যেসব উপাদানে তৈরি হয়

٣٦٧٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا.

৩৬৭৬। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আঙ্গুর থেকে শরাব তৈরি হয়; খেজুর থেকে শরাব তৈরি হয়; মধু থেকে শরাব তৈরি হয়; গম থেকে শরাব তৈরি হয় এবং বার্লি থেকে শরাব তৈরি হয়।

٣٦٧٧- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيْ حَرِيْزٍ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ وَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

৩৬৭৭। নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আঙ্গুরের রস, কিশমিশ, খেজুর, গম, বার্লি এবং এক প্রকার বীজ দিয়ে শরাব তৈরি হয়। সর্বপ্রকার নেশা উদ্রেককারী বস্তুর ব্যবহার থেকে আমি তোমাদের কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

٣٦٧٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُ أَبِيْ كَثِيْرٍ الْغُبَرِيِّ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُفَيْلَةَ السَّحْمِيُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ أُذَيْنَةُ وَالصَّوَابُ غُفَيْلَةُ.

৩৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই প্রকার গাছের (ফল) থেকে মদ তৈরি হয়। খেজুর গাছ ও আঙ্গুর গাছ। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু কাছীর আল-গুবারীর নাম ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে গুফায়লা আস-সাহ্‌মী। কেউ বলেছেন, উযায়না, সঠিক হলোক গুফায়লা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى السُّكْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে কোন নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম

٣٦٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ.

৩৬৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি নেশা উদ্রেককারী বস্তু শরাবের অন্তর্ভুক্ত এবং নেশা উদ্রেককারী প্রতিটি জিনিস হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা মদপান করে এবং এই অবস্থায় মারা যায়, আখেরাতে তাকে শরাব পান করা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

টীকা ঃ অর্থাৎ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। বেহেশ্‌তে যে ধরনের মদ পরিবেশন করা হবে তাতে বুদ্ধি-বিবেক লোপকারী উপাদান থাকবে না (অনুবাদক)।

٣٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الْمُنْذِرِ يَقُوْلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ. قِيْلَ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَدِيْدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيْرًا لاَ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ.

৩৬৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী বস্তু মদের শ্রেণীভুক্ত। আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি একবার নেশা উদ্রেককারী জিনিস পান করলো সে তার চল্লিশ দিনের নামাযের বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো। সে যদি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করতে পারেন। সে যদি চতুর্থবার (অর্থাৎ বারবার) তা পান করে তবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের ঘা থেকে নির্গত পুঁজ-রক্ত খাওয়াবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন ঃ দোযখীদের পুঁজ। যে ব্যক্তি কোন বালককে যার হালাল-হারাম সম্পর্কিত জ্ঞান হয়নি, এটা পান করাবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই দোযখীদের পুঁজ-রক্ত পান করাবেন।

٣٦٨١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

৩৬৮১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বস্তুর অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি হয় তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

٣٦٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلٰى يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِىِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِإِسْنَادِهِ. زَادَ وَالْبِتْعُ نَبِيْذُ الْعَسَلِ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُوْنَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مَا كَانَ أَثْبَتَهُ مَا كَانَ فِيْهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِىْ فِىْ أَهْلِ حِمْصَ يَعْنِى الْجُرْجُسِىَّ.

৩৬৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে মধুর তৈরী শরবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ নেশা সৃষ্টিকর যে কোন ধরনের পানীয় হারাম। অপর বর্ণনায় আরো আছে اَلْبِتْعُ হলো মধুর তৈরী শরবত। বর্ণনাকারী (ইবনে শিহাব) বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীরা এই শরবত পান করতো। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, হিম্‌সবাসীদের মধ্যে বিশ্বস্ততায় রাবী ইয়াযীদ ইবনে আবদে রব্বিহি আল-জুরজুসীর সমকক্ষ বা তাঁর অনুরূপ কেউ নেই।

٣٦٨٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيْهَا عَمَلاً شَدِيْدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِّنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقَوّٰى بِهِ عَلٰى أَعْمَالِنَا وَعَلٰى بَرْدِ بِلاَدِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوْهُ. قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ. قَالَ فَإِنْ لَّمْ يَتْرُكُوْهُ فَقَاتِلُوْهُمْ.

৩৬৮৩। দায়লাম আল-হিম্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা শীতপ্রধান এলাকায় বসবাস করি। আমাদেরকে সেখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমরা গম থেকে তৈরি মদ পান করে ক্লান্তি দূর করি ও শীত প্রতিরোধ করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাতে কি নেশার সৃষ্টি হয়? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তবে তা পরিহার করো। আমি বললাম, কিন্তু লোকেরা তা পরিত্যাগ করবে না। তিনি বললেন ঃ যদি তারা এটা পরিত্যাগ না করে তাহলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

٣٦٨٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ مِّنَ الْعَسَلِ فَقَالَ ذَاكَ الْبِتْعُ. قُلْتُ وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ. قَالَ ذٰلِكَ الْمِزْرُ. ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

৩৬৮৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধুর তৈরি শরবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটাকে 'বেত্‌'উ' বলে। আমি বার্লি ও একপ্রকার বীজের তৈরী শরবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা 'মিযর'। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের জানিয়ে দাও যে, নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি দ্রব্যই হারাম।

টীকা ঃ তৎকালীন আরবরা মধুর তৈরী শরবতকে বেত'উ (اَلْبِتْعُ) বলতো এবং বার্লির সাথে এক প্রকার বীজ মিশিয়ে যে শরবত তৈরি করা হতো তার নাম মিযর (اَلْمِزْرُ)। এই উভয় প্রকার পানীয় হালাল ছিল। কেননা এটা শরবত, শরাব নয় (অনুবাদক)।

٣٦٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ سَلاَّمٍ أَبُوْ عُبَيْدٍ الْغُبَيْرَاءُ السُّكُرْكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذُّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ.

৩৬৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পান, জুয়া খেলা, কুবাহ ও গুবায়রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ নেশা উদ্রেককারী সর্বপ্রকার জিনিস হারাম।

টীকা ঃ কুবাহ (اَلْكُوْبَةُ), ঢোল, সেতার ইত্যাদি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'গুবায়রা' এক প্রকার মদ, তৎকালীন আবিসিনিয়ার লোকেরা তৈরি করতো (অনুবাদক)।

٣٦٨٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ ابْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ.

৩৬৮৬। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেশা উদ্রেককারী সর্বপ্রকার বস্তু এবং অবসন্নকারী বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

٣٦٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ مُوْسٰى وَهُوَ عَمْرُو ابْنُ سَلْمٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

৩৬৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নেশা উদ্রেককারী যে কোন বস্তু হারাম। যে বস্তুর এক ফারাক (ষোল রোতল) পরিমাণ পান করলে নেশার উদ্রেক হয় তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।

بَابٌ فِى الدَّاذِىِّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ দাযী (এক প্রকার বীজ) সম্পর্কে

٣٦٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلاَءَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

৩৬৮৮। মালেক ইবনে আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে গানম (র) আমাদের কাছে আসলেন। আমরা 'তিলাআ' সম্পর্কে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আবু মালেক আল-আশ'আরী (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মতের একদল লোক শরাব পান করবে এবং তারা এর ভিন্নতর নামকরণ করবে।

টীকা ঃ 'তিলাআ' এক প্রকার মদ, আঙ্গুরের রস জ্বাল দিয়ে ঘন করে তৈরি করা হতো। মদের নতুন 'নামকরণের' উদ্দেশ্য হতে পারে ঃ হারাম জিনিসকে হালাল করার অপকৌশল হিসেবে অথবা যুগের বিবর্তনে এর নামও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে (অনুবাদক)।

٣٦٨٩- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ وَاسِطٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَنْصُوْرٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ وَسُئِلَ عَنِ الدَّاذِىْ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ الدَّاذِىْ شَرَابُ الْفَاسِقِيْنَ.

৩৬৮৯। সুফিয়ান ছাওরী (র) থেকে বর্ণিত। তাকে দাযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের একদল লোক অবশ্যই শরাব পান করবে এবং তারা এর ভিন্নতর নামকরণ করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেছেন, দাযী হলো দুষ্কৃতকারীদের শরাব।

بَابٌ فِى الْأَوْعِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ শরাবের পাত্র সম্পর্কে

٣٦٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ.

৩৬৯০। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত ও নাকীর নামক পাত্রগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ দুব্বা লাউয়ের খোল দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার পাত্র; হানতাম মাটির সুবজ পাত্র; মুযাফফাত, তৈলাক্ত পাত্রবিশেষ এবং নাকীর কাঠের পাত্রবিশেষ। তৎকালীন আরবে এসব পাত্রে শরাব রাখা হতো। শরাব নিষিদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এসব পাত্রও অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা নিষেধ ছিল। কিন্তু যখন সর্বসাধারণের মন থেকে শরাবের আকর্ষণ দূরীভূত হয়ে যায় তখন এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় (অনুবাদক)।

٣٦٩١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَعْلٰى يَعْنِى ابْنَ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِّنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ. قَالَ صَدَقَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ.

৩৬৯১। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসে সংরক্ষিত নবীয নিষিদ্ধ করেছেন। আমি তার এ কথায় ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসে সংরক্ষিত নবীয হারাম ঘোষণা করেছেন", ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি শুনেছেন ইবনে উমার (রা) কি বলছেন? তিনি বললেন, কি বলছেন? (রাবী বলেন), তিনি বলছেন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসে সংরক্ষিত নবীয হারাম করেছেন। তিনি বললেন, ইবনে উমার (রা) ঠিকই বলেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসে সংরক্ষিত নবীয হারাম ঘোষণা করেছেন"। আমি বললাম, 'জার' কি? তিনি বলেন, মাটির তৈরী যে কোন পাত্র।

টীকা ঃ নবীয খেজুর অথবা আঙ্গুরের তৈরী এক প্রকার পানীয়। আঙ্গুর অথবা খেজুর অনধিক তিন দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখলে পানি মিষ্টি হয়ে এই শরবত তৈরি হয়। তিন দিনের বেশি সময় পানিতে রাখলে তার মধ্যে মাদকতা এসে যায় এবং তা পান করা হারাম (অনুবাদক)।

٣٦٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِيْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَّرَاءَنَا. قَالَ اٰمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ. وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ النَّقِيْرِ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُزَفَّتِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَبُوْ جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ.

৩৬৯২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা রবীআ গোত্রের একটি শাখাগোত্র। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্রের এই জনপদ প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এজন্য হারাম মাস (মুহাররম, রজব, যিলকাদ ও যিলহজ্জ) ব্যতীত অন্য কোন সময়ে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দিন যা আমরা নিজেরা গ্রহণ করবো এবং আমাদের অপর লোকদেরকেও সে দিকে আহ্বান করবো। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিস গ্রহণের হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা– সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি নিজের হাত দিয়ে ইশারা করলেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে ঃ 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' বলে তিনি তাদেরকে এর ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ (সরকারী ফান্ডে) জমা দেয়া। আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরী পাত্র, মাটির সবুজ পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র এবং কালো রং-এর পাত্র ব্যবহার করতে। ইবনে উবাইদের বর্ণনায় মুকাইয়ার শব্দের স্থলে নাকীর শব্দের উল্লেখ আছে। মুসাদ্দাদ নাকীর ও মুকাইয়ার শব্দ বর্ণনা করেছেন কিন্তু মুযাফ্ফাত শব্দের উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু জামরার নাম নাসর ইবনে ইমরান আদ-দুবাঈ।

٣٦٩٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ نُوْحِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوْبَةِ وَلٰكِنِ اشْرَبْ فِىْ سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ.

৩৬৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদের নাকীর, মুকাইয়ার, হানতাম, দুব্বা এবং মাথা কাটা কলস ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। বরং তোমরা (অন্য) পাত্রে (নবীয তৈরি করে) পান করো এবং পাত্রের মুখ উত্তমরূপে বেঁধে রাখো।

٣٦٩٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوْا فِيْمَا نَشْرَبُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِىْ يُلَاثُ عَلٰى أَفْوَاهِهَا.

৩৬৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদের ঘটনা প্রসংগে বর্ণিত। তারা বললো, হে আল্লাহর নবী! আমরা কিসে করে পান করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুখ বন্ধ করে রাখা চামড়ার মশক ব্যবহার করাই তোমাদের কর্তব্য।

٣٦٩٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِى الْقَمُوْصِ

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسِبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِي نَقِيْرٍ وَلاَ مُزَفَّتٍ وَلاَ دُبَّاءٍ وَلاَ حَنْتَمٍ وَاشْرَبُوْا فِي الْجِلْدِ الْمَوْكَىِ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوْهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوْهُ.

৩৬৯৫। আবুল কামূস যায়েদ ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিল তাদেরই একজন আমাকে এ হাদীস বলেছেন। আওফের ধারণামতে তার নাম কায়েস ইবনুল নো'মান। নবী (সা) বললেন ঃ (শরাব রাখার সেই) কাঠের পাত্রে, তৈলাক্ত পাত্রে, লাউয়ের খোলের পাত্রে এবং মাটির সবুজ পাত্রে (নবীয তৈরি করে) পান করো না। বরং তোমরা মুখ বন্ধকৃত চামড়ার মশকে (নবীয তৈরি করে) পান করো। যদি তা (নবীয) কড়া হয়ে যায় তবে পানি মিশিয়ে এর তেজী ভাব দূর করে নাও। যদি তা তোমাদের দুর্বল করে দেয় (অর্থাৎ কড়া না কমে) তবে তা ঢেলে ফেলে দাও।

٣٦٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بَذِيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ وَلاَ فِي النَّقِيْرِ وَانْتَبِذُوْا فِي الأَسْقِيَةِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ قَالَ فَصُبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أَهْرِيْقُوْا. ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوْبَةُ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيْمَةَ عَنِ الْكُوْبَةِ. قَالَ الطَّبْلُ.

৩৬৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিসে করে (নবীয তৈরি করে) পান করবো? তিনি বলেন ঃ না দুব্বায়, না মুযাফ্ফাতে আর না নাকীরে তোমরা পান করবে। তোমাদের কলসে নবীয প্রস্তুত করো। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কলসের নবীযে যদি তেজী ভাব এসে যায়? তিনি বলেন ঃ তাতে পানি ঢেলে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি)। তিনি তাদেরকে তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বললেন ঃ তা ঢেলে প্রবাহিত করে দাও। অতঃপর তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার

ওপর হারাম করেছেন অথবা হারাম করা হয়েছে মদ, জুয়া এবং যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র (Musical instruments)। তিনি আরো বলেন ঃ সর্বপ্রকার নেশা উদ্রেককারী জিনিস হারাম। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি আলী ইবনে বাযীমাকে 'কুবাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা তবলা বা ঢোল।

٣٦٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجِعَةِ.

৩৬৯৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুব্বা, হানতাম ও নাকীর নামক পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং জি'আহ নামক নবীয পান করতেও নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ জি'আহ বার্লি থেকে তৈরী এক প্রকার পানীয় (অনুবাদক)।

٣٦٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ وَأَنَا امُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّ فِيْ زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوْا إِلاَّ فِيْ ظُرُوْفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوْهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوْا وَاسْتَمْتِعُوْا بِهَا فِيْ أَسْفَارِكُمْ.

৩৬৯৮। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছিলাম। এখন আমি সেসব বিষয়ে তোমাদেরকে অনুমোদন দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত করো। কেননা তা দর্শনে স্মরণ আছে (নিজের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়)। আমি তোমাদেরকে পানপাত্র সম্পর্কে নিষেধ করেছিলাম যে, তোমরা কেবল চামড়ার পাত্রে নবীয পান করবে। এখন তোমরা যে কোন ধরনের পাত্রে পান করতে পারো। কিন্তু তোমরা কখনও মাদক দ্রব্য পান করো না। আমি তোমাদের ওপর কোরবানীর গোশতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলাম, তিন দিন পর তা আর খেও না (তিন দিনের পরিমাণ গোশত রাখতে পারো)। এখন তোমরা অবাধে তা খেতে পারো এবং তোমাদের সফরে তা কাজে লাগাতে পারো।

٣٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا قَالَ فَلاَ إِذًا.

৩৬৯৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিভিন্ন পাত্র সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন, তিনি (জাবের) বলেন, তখন আনসারগণ বললেন, এটা ছাড়া আমাদের মোটেই চলে না। তিনি বলেন ঃ তাহলে আপত্তি নেই।

٣٧٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ أَبِىْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْعِيَةَ الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُزَفَّتَ وَالنَّقِيْرَ فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ إِنَّهُ لاَ ظُرُوْفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوْا مَا حَلَّ.

৩৭০০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত, নাকীর ইত্যাদি পাত্রের কথা উল্লেখ করলেন (ব্যবহার নিষেধ করলেন)। এক বেদুঈন বললো, এছাড়া আমাদের অন্য কোন পাত্র নেই। তিনি বলেন ঃ যা হালাল তা পান করো (যে কোন পাত্রে)।

٣٧٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِى ابْنَ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ بِإِسْنَادِهِ قَالَ اجْتَنِبُوْا مَا أَسْكَرَ.

৩৭০১। শরীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার (ওপরের) সনদ পরমপরায় বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন ঃ তোমরা নেশা উদ্রেককারী বস্তু পরিহার করো।

٣٧٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوْا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِىْ تَوْرِ حِجَارَةٍ.

৩৭০২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মশকে নবীয ঢালা হতো। যদি মশক না পাওয়া যেতো তাহলে পাথরের তৈরি পাত্রে তাঁর জন্য নবীয ঢালা হতো।

بَابٌ فِى الْخَلِيْطَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ দু'টি জিনিসের একত্রে মিশ্রণ

٣٧٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُّنْتَبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَنَهٰى أَنْ يُّنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا.

৩৭০৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর ও আঙ্গুরের সমন্বয়ে নবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করেও নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٠٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ انْتَبِذُوْا كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلٰى حِدَةٍ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৩৭০৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশমিশ ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে এবং পাকা রং ধারণকৃত ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশ্রিত করে পানীয় তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রতিটি ফল দিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে তোমরা নবীয (শরবত) তৈরি করো। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) আবু কাতাদার সূত্রে আমাকে বলেছেন, তিনি এই হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ ইয়াহইয়ার বর্ণনা অনুসারে 'তিনি'র কর্তা নবী (সা)। অর্থাৎ এটা নবী (সা)-এর বাণী, যা আবু কাতাদা (রা) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

٣٧٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَفْصٌ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

৩৭০৫। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র করে এবং আঙ্গুর ও খেজুর একত্র করে নবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ.

৩৭০৬। কাবশা বিনতে আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী জিনিস থেকে বারণ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাদের খেজুরের আঁটি পাকাতে নিষেধ করেছেন এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র করে নবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : 'আঁটি বা বীচি পাকাতে নিষেধ করেছেন'– অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল আগুনে জ্বাল দিয়ে পরিপক্ক করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে স্বাদ ও উপকারিতা নষ্ট হয়ে যায় (অনুবাদক)।

٣٧٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ أَوْ تَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ الزَّبِيبُ.

৩৭০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আঙ্গুরের নবীয তৈরি করা হতো, অতঃপর তাতে খেজুর ছেড়ে দেয়া হতো অথবা খেজুরের নবীয তৈরি করা হতো এবং তাতে আঙ্গুর ছেড়ে দেয়া হতো।

٣٧٠٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ

التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ فَقَالَتْ كُنْتُ اٰخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ فَأُلْقِيْهِ فِيْ إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أُسْقِيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৭০৮। সাফিয়া বিনতে আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের মহিলাদের সাথে আমি আয়েশা (রা)-র কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা তাকে খেজুর ও আঙ্গুরের সমন্বয়ে তৈরি শরবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি এক মুষ্টি খেজুর ও এক মুষ্টি আঙ্গুর নিয়ে একটি পাত্রে ঢেলে দিতাম। তা আঙ্গুল দিয়ে চেপে রস বের করতাম, অতঃপর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান করাতাম।

بَابٌ فِيْ نَبِيْذِ الْبُسْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কাঁচা খেজুরের নবীয (শরবত)

٣٧٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَانَ يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ وَيَأْخُذَانِ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْشٰى أَنْ يَكُوْنَ الْمُزَّاءَ الَّذِيْ نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ الْقَيْسِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمُزَّاءُ قَالَ النَّبِيْذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

৩৭০৯। কাতাদা (র) থেকে জাবের ইবনে যায়েদ ও ইকরামার সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে শুধু কাঁচা খেজুরের তৈরী শরবত অপছন্দ করতেন। তারা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার আশংকা হচ্ছে– এটা যেন মুয্‌যাআ না হয়। কেননা আবদুল কায়েস গোত্রকে তা পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। (হিশাম বলেন), আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুয্‌যাআ' কি? তিনি বলেন, হানতাম ও মুযাফ্‌ফাতে ভিজানো নবীয (শরবত)।

بَابٌ فِيْ صِفَةِ النَّبِيْذِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ নবীযের বৈশিষ্ট্য

٣٧١٠- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلٰى

مَنْ نَحْنُ قَالَ إِلَى اللّٰهِ وَإِلٰى رَسُوْلِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوْهَا قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ قَالَ انْبِذُوْهُ عَلٰى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوْهُ عَلٰى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوْهُ عَلٰى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوْهُ عَلٰى غَدَائِكُمْ وَانْبِذُوْهُ فِى الشِّنَانِ وَلاَ تَنْبِذُوْهُ فِى الْقُلَلِ فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلاًّ.

৩৭১০। আবদুল্লাহ ইবনুদ দায়লামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই জানেন, আমরা কারা, কোথাকার অধিবাসী এবং কার কাছে এসেছি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে এসেছো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এখানে আঙ্গুর উৎপাদিত হয়। আমরা এগুলো কি করবো? তিনি বলেন ঃ এগুলো শুকিয়ে কিশমিশ বানাও। আমরা বললাম, কিশমিশ দিয়ে কি করবো? তিনি বলেন ঃ শরবত তৈরীর জন্য তা সকালে ভিজিয়ে রাখো এবং রাতে পান করো অথবা রাতে ভিজিয়ে রাখো এবং সকালে পান করো। চামড়ার মশকে তা ভিজাও। মাটির কলসীতে অথবা বড় পাত্রে নবীয তৈরি করো না। কেননা নিংড়াতে বিলম্ব হয়ে গেলে তা সিরকা হয়ে যাবে।

٣٧١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِىُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاَهُ وَلَهُ عَزْلاَءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَيُنْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.

৩৭১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি পাত্রে নবীয (শরবত) তৈরি করা হতো, তার উপরের মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো এবং এর নীচের দিকেও মুখ ছিল। তাঁর জন্য সকাল বেলা যে নবীয তৈরি করা হতো তিনি রাতের বেলা তা পান করতেন। আবার রাতের বেলা যে নবীয তৈরি করা হতো তিনি সকাল বেলা তা পান করতেন।

٣٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيْبَ ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَمَّتِىْ عَمْرَةُ عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلٰى عَشَائِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَغْتُهُ ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدّٰى فَشَرِبَ عَلٰى غَدَائِهِ قَالَتْ نَغْسِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً فَقَالَ لَهَا أَبِيْ مَرَّتَيْنِ فِيْ يَوْمٍ قَالَتْ نَعَمْ.

৩৭১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সকাল বেলা নবীয তৈরি করতেন। যখন রাত আসতো তিনি তা পান করতেন। যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন অথবা শেষ করে দিতেন। অতঃপর তিনি রাতের বেলা নবীয তৈরি করতেন। যখন সকাল হতো তিনি তা পান করে নিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সকাল-সন্ধ্যায় নবীযের পাত্র ধুয়ে নিতাম। মুকাতিল (র) বলেন, আমার পিতা তাকে বললেন, দৈনিক দুইবার? তিনি বলেন, হাঁ।

٣٧١٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ عُمَرَ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلٰى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ أَوْ يُهَرَاقُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَمَعْنٰى يُسْقَى الْخَدَمُ يُبَادَرُ بِهِ الْفَسَادُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ.

৩৭১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আঙ্গুরের নবীয তৈরি করা হতো। তিনি তা সারা দিন পান করতেন, দ্বিতীয় দিনও পান করতেন এবং তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত পান করতেন। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিতেন এবং তদনুযায়ী অবশিষ্ট শরবত খাদেমদেরকে পান করানো হতো অথবা ফেলে দেয়া হতো। আবু দাউদ (র) বলেন, খাদেমদের পান করানোর অর্থ হলো, তাতে মাদকতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তারা তা পান করতো। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উমার-এর নাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে উবায়েদ আল-বাহ্‌রানী।

بَابٌ فِيْ شَرَابِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মধুর শরবত

٣٧١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ

مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ. إِلَى إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ. لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً.

৩৭১৪। উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-র ঘরে আসতেন এবং সেখানে মধু পান করতেন। আমি ও হাফসা একদিন সলা-পরামর্শ করলাম যে, আমাদের দু'জনের যার ঘরেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করবেন, সে যেন বলে, আমি আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি তাদের কোন একজনের ঘরে প্রবেশ করলে তিনি তাঁকে ঐ কথা বললেন। নবী (সা) বললেন ঃ বরং আমি যয়নব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে মধু পান করেছি। আচ্ছা আমি আজ থেকে আর কখনও তা পান করবো না। অতঃপর কুরআনের আয়াত নাযিল হলো ঃ "হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা কেন হারাম করে নিচ্ছেন? আপনি কি স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চান?... তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহর কাছে তওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর) (সূরা তাহরীম ঃ ১-৫), এ আয়াতগুলোতে আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে তওবা করার কথা বলা হয়েছে। "নবী যখন একটা কথা নিজের একজন স্ত্রীর কাছে সংগোপনে বলেছিলেন" এ আয়াতটি 'বরং আমি মধু পান করেছি' কথার ব্যাখ্যায় নাযিল হয়েছে।

٣٧١٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا الْخَبَرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ. وَفِي الْحَدِيْثِ قَالَتْ سَوْدَةُ بَلْ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً سَقَتْنِي حَفْصَةُ فَقُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْمَغَافِيْرُ مُقْلَةٌ وَهِيَ صَمْغَةٌ وَجَرَسَتْ رَعَتْ وَالْعُرْفُطُ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ.

৩৭১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি দ্রব্য ও মধু খুব পছন্দ করতেন। অতঃপর রাবী ওপরের হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর থেকে কেউ কোনরূপ দুর্গন্ধ পাক তা তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। এই হাদীসে উল্লেখ আছে, সাওদা (রা) বললেন, বরং আপনি মাগাফীর খেয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি মধু পান করেছি, হাফসা আমাকে মধু পান করিয়েছে। আমি বললাম, 'তাহলে মৌমাছি উরফুতের রস শোষণ করেছে।' যেসব গাছ থেকে মৌমাছি রস সংগ্রহ করে উরফুত সে ধরনের একটি গাছ (অথবা ঘাস)। আবু দাউদ (র) বলেন, মাগাফীর হলো এক প্রকার গঁদ বা বৃক্ষনির্যাস; জারাসাত অর্থ আহার করলো এবং উরফুত হলো এক প্রকার উদ্ভিদ যা থেকে মৌমাছি রস সংগ্রহ করে।

টীকা ঃ মাগাফীর এক প্রকারের ফুল, যার ঘ্রাণে কিছুটা বাসী ও গন্ধ ভাব থাকে। মৌমাছি তা থেকে মধু আহরণ করলে তাতেও এই গন্ধ সংক্রমিত হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِي النَّبِيْذِ إِذَا غَلاَ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নবীযে যখন কড়া ভাব এসে যায়

٣٧١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيْذٍ صَنَعْتُهُ فِيْ دُبَّاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ اضْرِبْ بِهٰذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

৩৭১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই রোযা রাখতেন। অতএব আমি অপেক্ষায় ছিলাম তিনি কোন দিন রোযা না রাখেন। আমি তাঁর জন্য লাউয়ের পাত্রে নবীয তৈরি করে নিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে এটা পরিবেশন করলাম। কিন্তু তাতে তেজী ভাব (মাদকতা) এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এগুলো দেয়ালের ওখানে ফেলে দাও। এটা তো তারাই পান করতে পারে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না।

بَابٌ فِى الشُّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা

٣٧١٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

৩৭১৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ এটা মাকরূহ তানযিহি পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা। পানাহারের শিষ্টাচার হলো বসা অবস্থায় তা গ্রহণ করা। এটা তৃপ্তিকর এবং স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও উপকারী, যদিও দাঁড়ানো অবস্থায় পান করাও নিষিদ্ধ নয় (অনুবাদক)।

٣٧١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالاً يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هٰذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُوْنِى فَعَلْتُ.

৩৭১৮। আন-নায্যাল ইবনে সাবরা (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) পানি চেয়ে নিয়ে তা দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, কতিপয় লোক এটাকে খারাপ মনে করে যে, তাদের কেউ এরূপ করুক (দাঁড়িয়ে পান করুক)। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা আমাকে করতে দেখলে।

بَابُ الشَّرَابِ مِنْ فِى السِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করা

٣٧١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَلْجَلاَّلَةُ الَّتِىْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

৩৭১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে, জাল্লালায় সওয়ার হতে এবং কোন প্রাণীকে বেঁধে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে (বা এর গোশত খেতে) নিষেধ করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, জাল্লালা হলো, যে (হালাল) প্রাণী নাপাক খায় তা।

بَابٌ فِىْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চামড়ার মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করা

٣٧٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

৩৭২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চামড়ার) মশকের মুখ উল্টিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٢١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ اخْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيْهَا.

৩৭২১। আনসার সম্প্রদায়ের ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার একটি ছোট মশক নিয়ে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ পাত্রের মুখ উল্টাও। অতঃপর তিনি এর মুখ দিয়ে পানি পান করলেন।

بَابٌ فِى الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পান করা

٣٧٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُّنْفَخَ فِى الشَّرَابِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَزْمٍ قَالَ لَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ ابْنُ الْأَعْرَابِىِّ بَلَغَنِىْ عَنْ أَبِىْ دَاوُدَ قَالَ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَيْوِيْلَ بْنِ كَاسِرِ الْمُدِّ وَكَاسِرُ الْمُدِّ كَانَ كَسَرَ الْمُدَّ عَلٰى سُلْطَانٍ فَسُمِّىَ بِهِ.

৩৭২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পানি পান করতে এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الشُّرْبِ فِىْ أٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষেধ

٣٧٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّىْ لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلاَّ أَنِّىْ قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ.

৩৭২৩। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক জমিদার রূপার পাত্রে করে তার জন্য পানি আনলো। তিনি পানি ফেলে দিয়ে বললেন, আমি এটা ফেলে দিতাম না; শুধু এজন্য ফেলেছি যে, তাকে এ পাত্রে পানি পরিবেশন করতে নিষেধ করেছি, কিন্তু তবুও বিরত হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ঐগুলো পার্থিব জগতে তাদের (কাফেরদের) ব্যবহারের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের ব্যবহারের জন্য।

بَابٌ فِى الْكَرْعِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ পাত্রের মধ্যে চুমুক দিয়ে পানি পান করা

٣٧٢٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِىْ حَائِطِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِىْ شَنٍّ وَإِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ بَلٰى عِنْدِىْ مَاءٌ بَاتَ فِىْ شَنٍّ.

৩৭২৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর এক সাহাবী এক আনসারীর কাছে গেলেন। সে তখন তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তোমার কাছে পুরাতন কলসে রাখা গত রাতের বাসি পানি থাকে তবে নিয়ে এসো। অন্যথায় আমরা নালায় চুমুক দিয়ে পানি পান করে নিবো। লোকটি বললো, হাঁ, আমার কাছে পুরাতন কলসে রাখা বাসি পানি আছে।

بَابٌ فِى السَّاقِىْ مَتٰى يَشْرَبُ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সাকী (পরিবেশনকারী) কখন পান করবে

٣٧٢٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفٰى أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَاقِى الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا.

৩৭২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দলের সাকী সবশেষে পান করবে।

٣٧٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِىٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِىَّ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ.

৩৭২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ আসলো। তাতে পানি মিশানো ছিল। তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন বসা ছিল এবং বাম দিকে ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি দুধ পান করার পর তা বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন ঃ ডান দিকের ব্যক্তি, অতঃপর ডাক দিকের ব্যক্তি (ডান দিক থেকে দেয়া শুরু করতে হবে)।

٣٧٢٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِىْ عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاَثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ.

৩৭২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পান করতেন তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। তিনি বলতেন ঃ এতে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করা যায়, পিপাসা দূর হয়, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

بَابٌ فِى النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ وَالتَّنَفُّسِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেয়া এবং তাতে নিঃশ্বাস ফেলা

٣٧٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ.

৩৭২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে অথবা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٢٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى أَبِىْ فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ فَنَاوَلَ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهِ فَأَكَلَ تَمْرًا فَجَعَلَ يُلْقِى النَّوٰى عَلٰى ظَهْرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى فَلَمَّا قَامَ قَامَ أَبِىْ فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ لِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

৩৭২৯। সুলায়ম গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার ঘরে আসলেন। তিনি তাঁর সামনে খাদ্য পরিবেশন করলেন। তিনি 'হাইস' নামক খাবারের উল্লেখ করলেন এবং তা তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। অতঃপর তিনি শরবত নিয়ে আসলেন এবং নবী (সা) তা পান করলেন। তারপর ডান দিক থেকে পরিবেশন করা হলো। তিনি খেজুর খেলেন এবং বীচিগুলো তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের পেটের ওপর রাখলেন। যখন তিনি বিদায় নিতে উঠলেন, আমার পিতাও দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর জন্তুযানের লাগাম ধরে বললেন, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তাদেরকে প্রদত্ত রিযিকে প্রাচুর্য ও বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো।"

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ দুধ পান করার সময় কি বলবে

٣٧٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا

مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَجَاؤُوْا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلٰى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبَزَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَالِدٌ إِخَالُكَ تَقْذُرُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ أَجَلْ ثُمَّ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَاِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ.

৩৭৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনা (রা)-র ঘরে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসলেন। তাঁর সাথে ছিল খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)। এ সময় কয়েকটি লোক দু'টি গুইসাপ ভুনা করে দু'টি কাঠের উপর রেখে নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তা দেখে) থুথু ফেললেন। খালিদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হয় আপনি গুইসাপের গোশত ঘৃণা করেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ নিয়ে আসা হলো। তিনি তা পান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়েও উত্তম খাবার দান করুন।" যখন সে দুধ পান করে তখন যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত ও প্রাচুর্য দান করুন এবং এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দিন।" কেননা একমাত্র দুধই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দেয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের এই পাঠ (মতন) মুসাদ্দাদের (মূসা ইবনে ইসমাঈলের নয়)।

بَابٌ فِيْ إِيْكَاءِ الْاٰنِيَةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখা অথবা ঢেকে রাখা

٣٧٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِقْ بَابَكَ

وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ.

৩৭৩১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে শয়ন করো। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঘরের আলো (প্রদীপ, হেরিকেন, বিজলী বাতি ইত্যাদি) নিভিয়ে ঘুমাও। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার পাত্রগুলোর মুখ ঢেকে রাখো একটি কাঠ দিয়ে হলেও। তা পাত্রের মুখে আড়াআড়িভাবে দিয়ে রাখো। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার পানপাত্রের (কলসের) মুখ বন্ধ করে রাখো।

٣٧٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بُيُوْتَهُمْ.

৩৭৩২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসটি এভাবেই বলেছেন। এ হাদীস পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়নি। নবী (সা) বলেন ঃ বন্ধ দরজা শয়তান খুলতে পারে না, বন্ধ পাত্রে ঢুকতে পারে না বা তা খুলতে পারে না। ইঁদুর মানুষের ঘর অথবা ঘরসমূহ জ্বালিয়ে দেয়।

٣٧٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَفُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ السُّكَّرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَفَعَهُ قَالَ وَاكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً.

৩৭৩৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের শিশুদের রাতের বেলা ঘরে আবদ্ধ রাখো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় সন্ধ্যার উল্লেখ আছে। কেননা এ সময় শয়তান বা জিন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের থাবা বিস্তার করে।

٣٧٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَلاَ نَسْقِيْكَ نَبِيْذًا قَالَ بَلٰى قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُوْدًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْأَصْمَعِىُّ تَعْرِضَهُ عَلَيْهِ.

৩৭৩৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পানি চাইলেন। দলের একটি লোক বললো, আমরা কি আপনাকে নবীয পরিবশেন করবো না? তিনি বলেন ঃ হাঁ। জাবের (রা) বলেন, লোকটি দ্রুত চলে গেলো এবং একটি নবীয ভর্তি পাত্র নিয়ে ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কেন পাত্রটির মুখ ঢাকলে না? অন্তত একটি কাঠ এর উপর আড়াআড়িভাবে দিয়ে রাখলেও তো হতো।

٣٧٣٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوْتِ السُّقْيَا قَالَ قُتَيْبَةُ هِىَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَانِ.

৩৭৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 'বুয়ূতুস-সুক্ইয়া' থেকে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসা হতো। কুতায়বা (র) বলেন, 'বুয়ূতুস-সুক্ইয়া' একটি কূপের নাম, এর এবং মদীনার মাঝখানে দুই দিনের পথের দূরত্ব।

অধ্যায় ঃ ২৬

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

(খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ দাওয়াত কবুল করা

٣٧٣٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

৩৭৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কাউকে যদি ওলীমা (বিবাহভোজের) দাওয়াত দেয়া হয়, তবে সে যেন তাতে যোগদান করে।

٣٧٣٧- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. زَادَ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ.

৩৭৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে আরো আছে, সে যদি রোযাদার না হয় তাহলে যেন খায়, আর রোযাদার হলে যেন (দাওয়াতকারীকে) দু'আ করে।

টীকা ঃ শেষ শব্দটি فَلْيَدَعْ হলে সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, 'সে যেন আহার ত্যাগ করে' (সম্পাদক)।

٣٧٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

৩৭৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার (মুসলমান) ভাইকে দাওয়াত দেয় তবে সে যেন তা কবুল করে, তা বিবাহ অনুষ্ঠান বা প্রীতিভোজ যাই হোক।

٣٧٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ وَمَعْنَاهُ.

৩৭৩৯। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আইউবের সনদসূত্রে হুবহু একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٧٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

৩৭৪০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে সাড়া দেয় (দাওয়াতে উপস্থিত হয়), অতঃপর ইচ্ছা হলে খাবে, আর ইচ্ছা না হলে বিরত থাকবে।

٣٧٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ مَجْهُولٌ.

৩৭৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে দাওয়াত দেয়া হলো, অথচ তা কবুল করলো না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করলো। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত ছাড়াই উপস্থিত হলো, সে চোররূপে প্রবেশ করলো এবং লুঠতরাজকারীরূপে বেরিয়ে আসলো।

٣٧٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ.

৩৭৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নিকৃষ্টতম খাদ্য হলো সেই বিবাহ অনুষ্ঠানের খাদ্য, যেখানে শুধু ধনীদেরকেই দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদেরকে উপেক্ষা করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে।

بَابٌ فِيْ اسْتِحْبَابِ الْوَلِيْمَةِ لِلنِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিবাহে ওলীমা অনুষ্ঠান করা উত্তম

٣٧٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيْجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

৩৭৪৩। ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নব বিনতে জাহ্‌শের বিবাহের ঘটনা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র কাছে আলোচিত হলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নবের বিবাহে যেভাবে ওলীমা অনুষ্ঠান করেছেন, অন্য কোন স্ত্রীর বেলায় তাঁকে তদ্রূপ করতে দেখিনি। তিনি একটি বকরী দিয়ে বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা করেন।

٣٧٤٤- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَّتَمْرٍ.

৩৭৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফিয়া (রা)-র বিবাহে খেজুর ও ছাতু দিয়ে ওলীমা (বিবাহভোজ) করেছেন।

بَابٌ فِيْ كَمْ تَسْتَحِبُّ الْوَلِيْمَةُ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কত দিন বিবাহভোজের আয়োজন করা যেতে পারে

٣٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيْفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوْفًا أَيْ يُثْنٰى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَّمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلاَ أَدْرِيْ مَا اسْمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيْمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِيْ مَعْرُوْفٌ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ. قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِيْ رَجُلٌ أَنَّ

سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ دُعِىَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِىَ الْيَوْمَ الثَّانِىْ فَأَجَابَ وَدُعِىَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةٍ وَّرِيَاءٍ.

৩৭৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে উছমান আস-সাকাফী (র) থেকে তার গোত্রের এক অন্ধ ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিবাহের প্রথম দিন ওলীমা অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক, দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান উত্তম এবং তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান লোক শুনানো ও লোক দেখানোর জন্য। কাতাদা (র) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র)-কে ওলীমাতে প্রথম দিন ডাকা হলে তিনি সাড়া দিলেন, দ্বিতীয় দিন দাওয়াত দেয়া হলেও কবুল করলেন এবং তৃতীয় দিন দাওয়াত দেয়া হলে তিনি দাওয়াত কবুল করলেন না। তিনি বললেন, এসব লোক মানুষকে দেখানোর জন্য এবং শুনানোর জন্য এগুলো করে থাকে।

٣٧٤٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِىَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الرَّسُوْلَ.

৩৭৪৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। কাতাদা (পূর্ববর্তী হাদীসে) উল্লিখিত ঘটনা প্রসংগে বলেন, তৃতীয় দিনে দাওয়াত করা হলো কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি এবং যে ব্যক্তি তাকে ডাকতে এসেছিল তিনি তার দিকে ঢিল ছুড়ে মারেন।

بَابُ الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ مِنَ السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সফর থেকে ফিরে এসে আহারের আয়োজন করা

٣٧٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا أَوْ بَقَرَةً.

৩৭৪৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (তাবূকের সফর থেকে) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তিনি একটি উট অথবা গরু যবেহ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الضِّيَافَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মেহমানদারী সম্পর্কে

٣٧٤٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ

الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ اَلضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَّلَيْلَةً وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ضِيَافَةٌ.

৩৭৪৮। আবু শুরায়হ্ আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে (মেহমানদারী করে)। ভালভাবে অতিথি সেবা করার সীমা একদিন একরাত। মেহমানদারী তিনদিন। এরপর অতিরিক্ত দিনগুলোর মেহমানদারী সদাকা হিসেবে গণ্য। তিনদিন পর আপ্যায়নকারীর বাড়িতে তার অনুমতি ছাড়া মেহমাননের অবস্থান করা উচিৎ নয়। এতে সে বিরক্ত হয়ে যেতে পারে। মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ 'জাইযাহ' একদিন ও একরাত-এর অর্থ কি? তিনি বলেন, কথাটির অর্থ হলো, মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন, উপহার প্রদান ও তার নিরাপত্তা বিধান করা একদিন ও একরাত। আর আতিথ্য প্রদান হলো তিনদিন।

٣٧٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

৩৭৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেহমানদারী হলো তিন দিন। এর অতিরিক্ত দিনের আতিথ্য প্রদান সদাকা হিসেবে গণ্য।

٣٧٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ كَرِيْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضٰى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

৩৭৫০। আবু কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একরাত মেহমানদারী করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যার আঙ্গিনায় মেহমান অবতরণ করে– একদিন মেহমানদারী করা তার ওপর ঋণ পরিশোধ করার সমতুল্য। সে ইচ্ছা করলে তার এই ঋণ পরিশোধ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে।

٣٧٥١– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ أَبُو الْجُوْدِىَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِىْ كَرِيْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتّٰى يَأْخُذَ بِقِرٰى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ.

৩৭৫১। আল-মিকদাম আবু কারীমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে মেহমান হিসেবে উপস্থিত হলো, বঞ্চিত অবস্থায় তার সকাল হলো (অর্থাৎ রাতে কেউই তার মেহমানদারী করেনি), তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জরুরী হয়ে পড়ে। তাদের খাদ্যদ্রব্য ও মাল থেকে সে তার রাতের মেহমানদারীর পরিমাণ আদায় করে নিতে পারে।

٣٧٥٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُوْنَنَا فَمَا تَرٰى فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُمْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّىْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًّا.

৩৭৫২। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা কোন জনপদে গিয়ে যাত্রাবিরতি করি। তারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনার কি মত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ করো এবং তারা যদি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের আপ্যায়ন করে তবে তোমরা তা গ্রহণ করো। যদি তারা তা না করে, তবে তাদের কাছ থেকে তাদের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ রেখে মেহমানের অধিকার আদায় করো।

بَابُ فِيْ نَسْخِ الضَّيْفِ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ অন্যের সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে ভোগ করা রহিত হওয়া সম্পর্কে

٣٧٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَّأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَنَسَخَ ذٰلِكَ الْآيَةُ الَّتِيْ فِي النُّوْرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ إِلٰى قَوْلِهِ أَشْتَاتًا. كَانَ الرَّجُلُ يَعْنِي الْغَنِيَّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّيْ لَأَجْنَحُ أَنْ اٰكُلَ مِنْهُ وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ وَيَقُوْلُ الْمِسْكِيْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّيْ فَأُحِلَّ فِيْ ذٰلِكَ أَنْ يَّأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ.

৩৭৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ-ভক্ষণ করো না। তবে ব্যবসায়ের লেনদেন তো পরস্পরের সন্তোষের ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক..." (সূরা নিসা ঃ ২৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকেরা অন্য কারো বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করা অন্যায় বলে মনে করে। অতঃপর সূরা নূরের মাধ্যমে উপরের আয়াতের হুকুম রহিত করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "এ ব্যাপারেও কোন দোষ নেই যে, কোন ব্যক্তি নিজেদের ঘর থেকে খাবে... ভিন্ন ভিন্নভাবে খাও" (সূরা নূর ঃ ৬১) পর্যন্ত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে অবস্থা এরূপ ছিলো ঃ কোন ধনী ব্যক্তি কোন লোককে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করলে সে বলতো, আমি এ থেকে খাওয়া অন্যায় মনে করি। اَلتَّجَنُّحُ অর্থ দোষ বা আপত্তি। সে আরো বলতো, এই খাদ্যে আমার চেয়ে গরীবরাই বেশী হকদার। এই প্রেক্ষিতে অন্য মুসলমানের বাড়িতে খাবার (প্রাণী) গ্রহণ বৈধ করা হয়, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে। আহলে কিতাবদের খাদ্যসামগ্রীও (মুসলমানদের জন্য) হালাল করা হয়েছে।

بَابُ فِيْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দুই প্রতিযোগীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ না করা

٣٧٥٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ

حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيْرٍ لاَ يَذْكُرُ فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُوْنُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا. وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

৩৭৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অহংকারকারীর খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আবূ দাউদ (র) বলেন, জারীর (র) থেকে অধিকাংশ বর্ণনাকারীই ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি। তবে হারূন আন-নাহবী তাঁর উল্লেখ করেছেন। হাম্মাদ ইবনে যায়েদও ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি।

بَابُ الرَّجُلِ يُدْعٰى فَيَرٰى مَكْرُوْهًا

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ দাওয়াতকৃত ব্যক্তি (মেহমান) অবাঞ্ছিত কিছু দেখলে

٣٧٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ عَلِيَّ ابْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى عِضَادَتَيِ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ أُنْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَدَّكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا.

৩৭৫৫। সাফীনা আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে দাওয়াত করে তার জন্য খাদ্য তৈরি করে (বাসায়) দিয়ে গেলো। ফাতিমা (রা) বললেন, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে ডাকতাম, তবে তিনি আমাদের সাথে আহার করতেন। আলী (রা) তাঁকে দাওয়াত দিলেন এবং তিনি এসে দরজার চৌকাঠের উপর নিজের হাত রাখলেন। তিনি দেখতে পেলেন (ছবি অঙ্কিত) একটি রঙ্গীন পর্দা ঘরের এক দিকে টানিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে ফিরে গেলেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে বললেন, গিয়ে দেখুন, তিনি কেন ফিরে যাচ্ছেন? অতএব আমি তাঁর অনুসরণ করলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

কোন জিনিস আপনাকে ফিরে আসতে বাধ্য করলো? তিনি বলেন ঃ আমার জন্য বা কোন নবীর জন্য কারুকার্য খচিত সজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা সমীচীন নয়।

بَابٌ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ দুইজন দাওয়াতকারী একত্রে আসলে কে অগ্রাধিকার পাবে

٣٧٥٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ.

৩৭৫৬। হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিম্‌য়ারী (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তি একই সাথে দাওয়াত করলে তোমার বাড়ির নিকটতর ব্যক্তির দাওয়াত গ্রহণ করো। কেননা বাড়ির নিকটবর্তী ব্যক্তি নিকটতর প্রতিবেশী। যদি একজন দাওয়াত প্রদান করতে অন্যজনের আগে আসে তবে প্রথমে আসা ব্যক্তির দাওয়াত গ্রহণ করো।

بَابٌ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَالْعَشَاءُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইশার নামায ও রাতের খাবার একত্রে উপস্থিত হলে

٣٧٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ يَقُومُ حَتّٰى يَفْرُغَ. زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتّٰى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

৩৭৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে এবং ইশার নামাযের ইকামতও দেয়া হলে খাবার শেষ না করে নামাযে যাবে না। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আরো আছে ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে উমারের রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে বা রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে তিনি আহার শেষ না করে কখনও নামাযের জন্য উঠতেন না। এমনকি ইকামত অথবা ইমামের কিরাআত শুনতে পেলেও তিনি আহার শেষ না করে উঠতেন না।

٣٧٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْلًى يَعْنِى ابْنَ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُؤَخَّرُ الصَّلاَةُ لِطَعَامٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ.

৩৭৫৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খাবারের জন্য বা অন্য কোন কারণে নামাযের জামা'আত বিলম্বিত করা যাবে না।

٣٧٥٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِيْ فِىْ زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلٰى جَنْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيْكَ.

৩৭৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-র সময় আমার পিতার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের বললেন, আমরা শুনেছি যে, রাতের আহারকে নামাযের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হতো (অর্থাৎ আগে আহার সেরে নেয়া হতো, অতঃপর নামায পড়া হতো)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি মনে করেছ আগেকার লোকদের রাতের আহার তোমার পিতার রাতের আহারের মত ছিল?

بَابٌ فِىْ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ আহার শুরু করার সময় উভয় হাত ধোয়া

٣٧٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوْا أَلاَ نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ.

৩৭৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা সেরে ফিরে আসলে তার সামনে আহার উপস্থিত করা হলো। সাহাবাগণ বললেন, আপনার জন্য উযুর পানি নিয়ে আসবো কি? তিনি বললেন ঃ আমাকে তো নামাযের জন্য উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

بَابٌ فِىْ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহারের পূর্বে হাত ধোয়ার বর্ণনা

٣٧٦١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ أَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِى التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ. وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوْءَ قَبْلَ الطَّعَامِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

৩৭৬১। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাত কিতাবে পাঠ করেছি, "খাবার আরম্ভ করার পূর্বে উযু করার মধ্যেই খাবারের বরকত নিহিত"। আমি এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে উযু করার (হাত ধোয়ার) মধ্যেই খাদ্যের বরকত ও প্রাচুর্য নিহিত রয়েছে। সুফিয়ান (র) আহারের পূর্বে উযু করা পছন্দ করতেন না। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটা যঈফ (দুর্বল) হাদীস।

بَابٌ فِىْ طَعَامِ الْفَجَاَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ তাড়াহুড়ার সময় হাত না ধুয়েও আহার করা যায়

٣٧٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ يَعْنِىْ سَعِيْدَ ابْنَ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضٰى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيْنَا تَمْرٌ عَلٰى تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءً.

৩৭৬২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা-পেশাব সেরে গিরিপথ থেকে নেমে আসলেন। আমাদের সামনে ঢালের ওপর খেজুর রাখা ছিল। আমরা তাঁকে খেতে ডাকলাম। তিনি আমাদের সাথে খেজুর খেলেন কিন্তু (হাতে) পানি স্পর্শ করলেন না।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ ذَمِّ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ খাদ্যদ্রব্যের সমালোচনা করা অবাঞ্ছনীয়

٣٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

৩৭৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও খাদ্যের ত্রুটি নির্দেশ করতেন না। যদি রুচি হতো তিনি খেতেন, আর যদি পছন্দ না হতো বাদ দিতেন।

بَابٌ فِي الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ একত্রে খাদ্য গ্রহণ করা

٣٧٦٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ إِذَا كُنْتَ فِيْ وَلِيْمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلَا تَأْكُلْ حَتّٰى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ.

৩৭৬৪। ওয়াহশী ইবনে হারব থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন ঃ হয়ত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে আহার করো। তারা বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা একত্রে আহার করো এবং খাদ্য

গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের আহারে বরকত দান করা হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, যদি তোমাকে কোথাও দাওয়াত করা হয় এবং আহার সামনে রাখা হয় তাহলে বাড়ির কর্তা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আহার শুরু করো না।

بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া

٣٧٦٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

৩৭৬৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করার সময় ও খাবার গ্রহণ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করলে, তখন শয়তান (তার সহযোগীদের) বলে, রাতে এখানে তোমাদের থাকা-খাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান (সহযোগীদের) বলে, তোমরা রাতে থাকার স্থান পেলে। সে যখন খাবার সময় আল্লাহর নাম নেয় না তখন শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার যায়গাও পেলে এবং খাওয়ার সুযোগও পেলে।

٣٧٦٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِىْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِى الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِى الطَّعَامِ قَالَ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِىْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ

عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِّيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِىْ يَدِىْ مَعَ أَيْدِيْهِمَا.

৩৭৬৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহার করতে বসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়া শুরু করার পূর্বে আমাদের কেউ খাদ্যের দিকে হাত বাড়াতো না। একদা আমরা তাঁর সাথে আহার করতে বসলাম। এ সময় এক বেদুঈন এমনভাবে দৌড়ে আসলো যেন কেউ তাকে পিছন থেকে তাড়া করছে। সে খাওয়ার পাত্রে হাত দিতে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর একটি বালিকা দৌড়াতে দৌড়াতে আসলো, যেন তাকেও কেউ পিছন থেকে তাড়া করছে। সেও খাদ্যের মধ্যে হাত ঢুকাতে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতও ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, যে খাদ্য আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া হয় না তাতে শয়তান অংশগ্রহণ করে। সে প্রথমে বেদুঈনকে নিয়ে এসেছিল তার সাথে খাদ্যে অনুপ্রবেশ করার জন্য। আমি তার হাত ধরে ফেললাম। অতঃপর শয়তান এই বালিকাকে নিয়ে এসেছে তার সহায়তায় খাদ্যে অনুপ্রবেশ করার জন্য। আমি তার হাতও ধরে ফেললাম। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! শয়তানের হাত এখন ওদের দু'জনের হাতের সাথে আমার হাতের মধ্যে বন্দী।

٣٧٦٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فِىْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ.

৩৭৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করতে বসে, সে যেন বিসমিল্লাহ বলে (আল্লাহর নাম নিয়ে) খাবার শুরু করে। সে যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলে, খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম এবং শেষেও আল্লাহর নাম (স্মরণ করি)।

٣٧٦٨- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُزَاعِىُّ عَنْ عَمِّهِ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِىٍّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتّٰى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلٰى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ اسْتَقَاءَ مَا فِيْ بَطْنِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ جَدُّ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ.

৩৭৬৮। উমাইয়া ইবনে মাখশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। আর এক ব্যক্তি আহার করছিল, কিন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু করেনি। আর মাত্র এক গ্রাস খাবার বাকি থাকতে সে তা মুখে দেয়ার সময় বললো, খাবারের শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন ঃ শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল। যখন সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলো, শয়তান তার পেটের খাবার বমি করে ফেলে দিলো।

بَابٌ فِى الأَكْلِ مُتَّكِئًا

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ

٣٧٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا.

৩৭৬৯। আলী ইবনুল আকমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জুহায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কখনও আসনে বসে হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি না।

٣٧٧٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُقْعٍ.

৩৭৭০। মুসআব ইবনে সুলায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আনাস) কোন এক কাজে

পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে ফিরে এসে দেখি তিনি বসে বসে (নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে হাঁটু উঁচু করে) খেজুর খাচ্ছেন।

٣٧٧١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلاَنِ.

৩৭৭১। শুআইব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখা যায়নি এবং তাঁর পিছনে কখনো দুই ব্যক্তিকেও চলতে দেখা যায়নি।

بَابٌ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাত্রের উপরিভাগ (চূড়া) থেকে খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلٰكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا.

৩৭৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করে তখন সে যেন পাত্রের মাঝখান (চূড়া) থেকে না খায়, বরং সে যেন তার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে। কেননা পাত্রের মধ্যখানে (চূড়ায়) বরকত নাযিল হয়।

٣٧٧٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحٰى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيدًا

ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا.

৩৭৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বড়ো কড়াই ছিল। চারজন লোক তা বহন করতো। পাত্রটির নাম ছিল 'গাররাআ'। যখন বেলা কিছুটা উপরে উঠলো এবং লোকেরা চাশতের নামায আদায় করলো তখন পাত্রটি নিয়ে আসা হলো। অর্থাৎ এর মধ্যে ঝোল মিশ্রিত রুটি ছিল। লোকেরা এর চারদিকে বসে গেলো। লোকের আধিক্যের কারণে (স্থান সংকুলানের জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু গেড়ে বসলেন। এক বেদুঈন বললো, এটা কিভাবে বসা হলো (নবীর মত ব্যক্তিত্ব এভাবে বসবে)! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভদ্র ও সম্মানিত বান্দাহ বানিয়েছেন। তিনি আমাকে অবাধ্য, উদ্যত ও উচ্ছৃঙ্খল বানাননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পাত্রের কিনারা থেকে খাও এবং চূড়া ছেড়ে থেকে খেও না)। এতে বরকত হবে।

بَابُ الْجُلُوْسِ عَلٰى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا

যেখানে অপছন্দনীয় খাবারও থাকে সেখানে বসে খাওয়া

٣٧٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلٰى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلٰى بَطْنِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ.

৩৭৭৪। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ধরনের স্থানে আহার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন ঃ (এক) যে দস্তরখানে বসে শরাব পান করা হয় এবং (দুই) উপুর হয়ে বসে পেটের ওপর ভর দিয়ে আহার গ্রহণ করা হয়। আবু দাঊদ (র) বলেন, এটা মুনকার হাদীস। জাফর ইবনে বুরকান হাদীসটি যুহরীর কাছে শুনেননি।

٣٧٧٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثُ.

৩৭৭৫। জাফর (র) থেকে বর্ণিত। তার কাছে হাদীসটি যুহরীর সূত্রে পৌঁছেছে।

بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ডান হাত দিয়ে আহার গ্রহণ

٣٧٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ.

৩৭৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খায়, সে যেন তার ডান [illegible] খায় এবং যখন পান করে তখনও যেন তার ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান তা[illegible] হাতে পানাহার করে।

[illegible]نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِي [illegible] بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [illegible] وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

৩৭৭৭। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) [illegible] বর্ণিত [illegible] আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার [illegible]ছে এসো, আ[illegible] এবং নিকটস্থ খানা খাও।

بَابُ فِيْ أَكْلِ اللَّحْمِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ গোশত খাওয়া

٣٧٧٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيْعِ الْأَعَاجِمِ وَانْهَسُوْهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.

৩৭৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে আহার করো না। কেননা এটা আজামীদের (অনারবদের) রীতি, বরং তা দাঁত দিয়ে কামড়ে খাও। কারণ তা অধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যকর। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়।

٣٧٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ اٰكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰخُذُ اللَّحْمَ بِيَدِيْ مِنَ الْعَظْمِ فَقَالَ أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيْكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عُثْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ.

৩৭৭৯। সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহার করছিলাম এবং হাড় থেকে গোশত ছিড়ে খাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হাড়টি তুলে মুখে লাগাও এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে খাও, কারণ তা অধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যকর। আবু দাউদ (র) বলেন, উছমান (র) সাফওয়ান (রা) থেকে কিছু শুনেননি। এটি মুরসাল হাদীস।

٣٧٨٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْعُرَاقِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَاقُ الشَّاةِ.

৩৭৮০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় গোশত ছিল ছাগলের হাড়ের গোশত।

٣٧٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ قَالَ وَسُمَّ فِى الذِّرَاعِ وَكَانَ يَرٰى أَنَّ الْيَهُوْدَ هُمْ سَمُّوْهُ.

৩৭৮১। আবু দাউদ (র) একই সনদ সূত্রে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহুর গোশত অধিক পছন্দ করতেন। রাবী বলেন, এই বাহুর গোশতেই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। নবী (সা) জানতেন, ইহূদীরা এতে বিষ প্রয়োগ করেছিল।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ লাউয়ের তরকারী (বা লাউ) খাওয়া

٣٧٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ.

৩৭৮২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলো। সে তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলো। আনাস (রা) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাবারের দাওয়াতে গেলাম। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বার্লির রুটি এবং লাউ ও শুকনা গোশত দিয়ে তৈরী তরকারী নিয়ে আসলো। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি পাত্রের চতুর্দিকে লাউয়ের টুকরা খুঁজছেন। সেদিন থেকে আমিও সব সময় এই তরকারীটা পছন্দ করে আসছি।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ الثَّرِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ ছারীদ খাওয়া

٣٧٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ السَّمْتِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

৩৭৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাদ্য ছিল তরকারীর ঝোলে ভিজানো রুটি ও খুরমা এবং মাখন ও আটার সংমিশ্রণে তৈরী রুটি। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি যঈফ।

بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ কোন খাদ্যের প্রতি ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা পোষণ করা

٣٧٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ

حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَبِيْصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِىْ نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

৩৭৮৪। কাবীসা ইবনে হুলব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, সে বললো, এমন কোন খাদ্য আছে কি যা খেতে আমি অপছন্দ করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তোমার মনে কোন হালাল জিনিস যেন খটকা সৃষ্টি না করে। তাহলে তুমি নাসারাদের সদৃশ হয়ে যাবে। কেননা তারা প্রতিটি জিনিসেই সংশয় বোধ করতো।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ জাল্লালা ও তার দুধ খাওয়া নিষেধ

٣٧٨٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا.

৩৭৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার গোশত খেতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ.

৩৭৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٧٨٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَهْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِىْ قَيْسٍ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِى الْإِبِلِ أَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا.

৩৭৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাল্লালা উটে আরোহণ করতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ যে পশু বা পাখি বিষ্ঠা খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার দেহেও ঐ নাপাক বস্তুর গন্ধ সংক্রমিত হয়েছে তাকে 'জাল্লালা' বলে (অনুবাদক)।

بَابُ فِيْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٨٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ لَنَا فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ.

৩৭৮৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের দিন আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

٣٧٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ.

৩৭৮৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যবেহ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেননি।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ, ইসহাক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আওযাঈ (র)-এর মতে তা মাকরূহ (অনুবাদক)।

٣٧٩٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شَبِيْبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَيْوَةُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ

زَادَ حَيْوَةُ وَكُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لاَ بَأْسَ بِلُحُوْمِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ قَدْ أَكَلَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَعَلْقَمَةُ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْبَحُهَا.

৩৭৯০। খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (অধস্তন রাবী) হায়ওয়াতের বর্ণনায় আরো আছে, তিনি হিংস্র জন্তুর গোশত খেতেও নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) এই মত পোষণ করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ঘোড়ার গোশত খাওয়া দোষের কিছু নয় এবং উপরোক্ত হাদীস অনুসারে আমল করা হয় না। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস রহিত (মানসূখ)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একদল সাহাবী ঘোড়ার গোশত খেয়েছেন। ইবনুয যুবাইর, ফাদালা ইবনে উবায়েদ, আনাস ইবনে মালেক, আসমা বিন্‌তে আবু বকর, সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) ও আলকামা (র) তাদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কুরায়েশগণ ঘোড়া যবেহ করতো।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ الْأَرْنَبِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ খরগোশের গোশত খাওয়া

٣٧٩١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا حَزَوَّرًا فَأَصَّدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِيَ أَبُوْ طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا.

৩৭৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম একজন শক্তিশালী যুবক। আমি একটি খরগোশ শিকার করে তার গোশত ভুনা করলাম। আবু তালহা (রা) আমাকে এর পিছন দিকের গোশত নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। আমি তা নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হলাম এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন।

٣٧٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ يَقُوْلُ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصِّفَاحِ قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةَ وَإِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو مَا تَقُوْلُ قَالَ قَدْ جِيْءَ بِهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيْضُ.

৩৭৯২। আবু খালিদ ইবনে হুওয়াইরিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) 'আস-সাফাহ' নামক স্থানে ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ বলেন, মক্কায় অবস্থিত একটা জায়গার নাম। এক ব্যক্তি একটি খরগোশ শিকার করে নিয়ে আসলো। সে বললো, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! (খরগোশের গোশত খাওয়ার ব্যাপারে) আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর গোশত নিয়ে আসা হলো। আমি তখন সেখানে বসা ছিলাম। তিনি তা আহার করেননি এবং অন্যকেও আহার করতে নিষেধ করেননি। তিনি মনে করলেন উহার মাসিক ঋতু হয়।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ الضَّبِّ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٩٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَضُبًّا وَأَقِطًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الْأَقِطِ وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلٰى مَائِدَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৭৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তার খালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মাখন, পনির ও গুইসাপের গোশত পাঠালেন। তিনি মাখন ও পনির থেকে খেলেন কিন্তু গুইসাপের গোশত খেলেন না ঘৃণাবশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে বসে তা খাওয়া হলো। যদি এটা হারাম হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে তা খাওয়া যেতো না।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গুইসাপের গোশত খাওয়া মাক্রূহ। কিন্তু সর্বাধিক গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে তা খাওয়া জায়েয (অনুবাদক)।

٣٧٩٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِيْ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ أَخْبِرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيْدُ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْهُ فَقَالُوْا هُوَ ضَبٌّ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِيْ فَأَجِدُنِيْ أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

৩৭৯৪। খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মায়মূনা (রা)-র ঘরে গেলেন। সেখানে গুইসাপের ভাজা গোশত আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিতে হাত বাড়ালে মায়মূনা (রা)-র ঘরে উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলে দাও– যা নিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন। তারা বললেন, এটা গুইসাপের গোশত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ (রা) বলেন, আমি বললাম, এটা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু এটা আমাদের এলাকায় পাওয়া যায় না। অতএব এর গোশত আমার কাছে অরুচিকর। খালিদ (রা) বলেন, আমি হাত বাড়িয়ে তা নিয়ে খেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন।

٣٧٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا قَالَ فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ عُوْدًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابًّا فِي الْأَرْضِ وَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ.

৩৭৯৫। ছাবিত ইবনে ওয়াদিআহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সামরিক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা কতগুলো

গুইসাপ ধরলাম। ছাবিত (রা) বলেন, আমি একটি গুইসাপ ভুনা করে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিয়ে এসে রাখলাম। তিনি একটি কাঠ উঠিয়ে তা দিয়ে এর আঙ্গুল গণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়কে জমীনের বুকে একটি বিচরণশীল জীবে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছিল। আমি জানি না, সেটা কোন প্রাণী? রাবী বলেন, তিনি তা আহার করেননি এবং (অন্যদের) তা খেতে নিষেধও করেননি।

٣٧٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ.

৩৭৯৬। আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارٰى

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ হুবারার গোশত খাওয়া

٣٧٩٧- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارٰى.

৩৭৯৭। বুরাইহ ইবনে উমার ইবনে সাফীনা (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুবারার গোশত খেয়েছি।

টীকা ঃ লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট ও দ্রুত গতিসম্পন্ন ছাই বর্ণের একটি পাখি, যার গোশত স্বাদে হাঁস-মুরগীর গোশতের কাছাকাছি (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ও অন্যান্য মাটির প্রাণী

٣٧٩٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مِلْقَامُ بْنُ تَلِبٍّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَاتِ الْأَرْضِ تَحْرِيْمًا.

৩৭৯৮। মিলকাম ইবনে তালিব্ব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। কিন্তু আমি কখনো 'হাশরাতুল আরদ' হারাম হওয়ার ব্যাপারে (তাঁর কাছে) কিছু শুনিনি।

٣٧٩٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ ثَوْرٍ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلاَ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الْآيَةَ. قَالَ قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ.

৩৭৯৯। ঈসা ইবনে নুমায়লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাকে সজারুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আপনি বলুন, আমার কাছে যে ওহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাই না যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম..." (সূরা আনআম : ১৪৫) পূর্ণ আয়াত। রাবী বলেন, এক প্রবীণ শায়েখ ইবনে উমার (রা)-কে বললেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সজারু সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি বলেন ঃ "নাপাক প্রাণীর মধ্যকার একটি প্রাণী"। ইবনে উমার (রা) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলে থাকেন তাহলে তিনি ঠিকই বলেছেন, যা আমার জানা ছিলো না।

টীকা ঃ 'হাশরাতুল আরদ' হলো মাটির গর্তে বসবাসকারী কীট-পতঙ্গ ও ক্ষুদ্র জীব-জন্তু। যেমন গুইসাপ, সজারু, ইঁদুর সদৃশ প্রাণী, বেজি ইত্যাদি। ফকীহগণের মতে এর কোনটি খাওয়া বৈধ এবং কোনটি অবৈধ (অনুবাদক)।

بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيْمُهُ

অনুচ্ছেদ–৩০ ঃ যেসব জিনিস সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা উক্ত হয়নি

٣٨٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ

أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُوْنَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُوْنَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلاَ قُلْ لاَ أَجِدُ فِىْ مَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

৩৮০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগের লোকজন কিছু জিনিস আহার করতো এবং ঘৃণাবশত কিছু জিনিস পরিহার করতো। এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নবী (সা)-কে পাঠালেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করলেন এবং তাতে কিছু জিনিস হালাল করলেন ও কিছু জিনিস হারাম করলেন। তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম, আর যেগুলো সম্পর্কে নীরব থেকেছেন তা বৈধ। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন, "আপনি বলুন, আমার কাছে যে ওহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাই না যা আহার করা কারো জন্য হারাম..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الضَّبُعِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ হায়েনার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٣٨٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيْهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ.

৩৮০১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়েনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ এটা তো শিকার করার মতো প্রাণী। ইহরাম অবস্থায় তা শিকার করলে একটি মেষ কোরবানী দিতে হয়।

টীকা ঃ অত্র হাদীসে দাবু' বলতে যদি মানুষখেকো হিংস্র প্রাণী হায়েনা হয়ে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে হারাম। আর যদি অন্য কোন ধরনের প্রাণী হয়ে থাকে তবে তার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (র)-এর মতে তা খাওয়া বৈধ এবং আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে অবৈধ (অনুবাদক)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى أَكْلِ السِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ হিংস্র জীব খাওয়া সম্পর্কে

٣٨٠٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ.

৩৮০২। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

৩৮০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শিকারী দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু ও প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُوْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلاَ الْحِمَارُ الأَهْلِىُّ وَلاَ اللُّقْطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَّسْتَغْنِىَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوْهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

৩৮০৪। আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু, গৃহপালিত গাধা এবং চুক্তিবদ্ধ যিম্মীর হারানো মাল খাওয়া হারাম। কিন্তু যদি সে তা পরিত্যাগ করে থাকে (মূল্যবান জিনিস না হয়) তবে ভিন্ন কথা। কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে মেহমান হিসেবে উপস্থিত হলো কিন্তু তারা তাকে আতিথ্য প্রদর্শন করলো না, এমতাবস্থায় সে আতিথ্যের পরিমাণ মাল তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে।

টীকা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণকে যিম্মী বলে (অনুবাদক)।

٣٨٠٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوْبَةَ

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

৩৮০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের দিন শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু ও প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٠٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُوْدُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوْا إِلٰى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ لاَ تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِيْنَ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

৩৮০৬। খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। ইহূদীরা এসে অভিযোগ করলো যে, লোকেরা তাড়াহুড়া করে তাদের বাঁধা পশুগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাবধান! যে কাফেররা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় ন্যায়সংগত অধিকার ছাড়া তাদের মাল আত্মসাৎ করা জায়েয নয়। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে– গৃহপালিত গাধা, ঘোড়া, খচ্চর, প্রত্যেক শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু এবং প্রত্যেক পাঞ্জাধারী শিকারী পাখী।

٣٨٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا.

৩৮০৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের গোশত আহার করতে এবং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٠٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ. قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرْتُ هٰذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِيْنَا يَقُوْلُ هٰذَا وَأَبٰى ذٰلِكَ الْبَحْرُ يُرِيْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ

৩৮০৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আমর (র) বলেন, আমি আবুশ-শা'ছাকে এই হাদীস অবহিত করলে তিনি বলেন, আল-হাকাম আল-গিফারী আমাদের মাঝে এটা বলেছিলেন, কিন্তু জ্ঞানসমুদ্র ইবনে আব্বাস (রা) তা প্রত্যাখ্যান করেন।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া

٣٨٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيْ مَالِيْ شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِيْ إِلاَّ شَيْءٌ مِّنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِيْ مَالِيْ أُطْعِمُ أَهْلِيْ إِلاَّ سِمَانُ حُمُرٍ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِيْنِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ يَعْنِي الْجَلاَّلَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هٰذَا هُوَ ابْنُ مَعْقِلٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ نَاسٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ أَنَّ سَيِّدَ مُزَيْنَةَ أَبْجَرُ أَوِ ابْنُ أَبْجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮০৯। গালিব ইবনে আবজার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বছর আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলাম। পরিবার-পরিজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করার মত মাল আমার ছিলো না, কয়েকটি গাধা ছাড়া। ইতিপূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম করেছেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছি। মোটাতাজা কয়েকটি গাধা ছাড়া আমার এমন কোন মাল নেই যা দিয়ে আমি পরিবার-পরিজনের আহারের ব্যবস্থা করতে পারি। অথচ আপনি গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমার পরিবারের লোকদেরকে মোটতাজা গাধার গোশত খাওয়াও। নাপাক খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই আমি জনপদের বা গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম করেছিলাম। আবু দাউদ (র) বলেন, এই আবদুর রহমান হলেন মা'কিল (রা)-র পুত্র। আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা (র) এই হাদীস উবায়েদ আবুল হাসান-আবদুর রহমান ইবনে মা'কিল-আবদুর রহমান ইবনে বিশর-মুযায়না গোত্রের কতক লোকের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুযায়না গোত্রের নেতা আবজার অথবা আবজারের পুত্র নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন।

٣٨١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَحَدِهِمَا عَنِ الْاٰخِرِ اَحَدُهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِ بْنِ عُوَيْمٍ وَالْاٰخَرُ غَالِبُ بْنُ الْاَبْجَرِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرٰى غَالِبًا الَّذِىْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৩৮১০। মিসআর (র) বলেন, আমার মতে গালিব (রা)-ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই হাদীস (ঘটনা) নিয়ে আসেন।

٣٨١١- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ عَنْ رُكُوْبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا.

৩৮১১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত এবং নাপাক খেতে অভ্যস্ত প্রাণীর গোশত খেতে ও তাতে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِيْ أَكْلِ الْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ টিড্ডি বা পঙ্গপাল খাওয়া সম্পর্কে

٣٨١٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُوْرَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ أَوْفَى وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ.

৩৮১২। আবু ইয়া'ফূর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আবী আওফা (রা)-র কাছে শুনেছি, আমি তাকে টিড্ডি খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছয়-সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর সাথে একত্রে টিড্ডি খেয়েছি।

٣٨١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُوْدِ اللّٰهِ لاَ اٰكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

৩৮১৩। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে টিড্ডি খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর অসংখ্য সৈন্যবাহিনী আছে। আমি এগুলো খাই না এবং হারামও করি না। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-মু'তামির (র) উপরোক্ত হাদীস তার পিতা-আবু উছমান-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সনদে সালমান (রা)-র নামোল্লেখ করেননি (এ সূত্রে হাদীসটি মুরসাল)।

٣٨١٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْجَزَّارِ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ قَالَ أَكْثَرُ جُنْدِ اللّٰهِ. قَالَ عَلِيٌّ اِسْمُهُ فَائِدٌ يَعْنِيْ أَبَا الْعَوَّامِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

৩৮১৪। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে টিড্ডি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এরা আল্লাহর অসংখ্য সৈনিক। আলী (র) বলেন, আবুল আওয়াম-এর নাম ফাইদ। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) এ হাদীস আবুল আওয়াম-আবু উছমান-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সালমান (রা)-র নামোল্লেখ করেননি।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الطَّافِىْ مِنَ السَّمَكِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ ভেসে আসা মৃত মাছ খাওয়া সম্পর্কে

٣٨١٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وطَفَا فَلَا تَأْكُلُوْهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَأَيُّوْبُ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ أَوْقَفُوْهُ عَلٰى جَابِرٍ وَقَدْ أُسْنِدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮১৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমুদ্র যা ঢেলে দেয় বা পানি সরে গেলে যা পাওয়া যায় তা খাও, আর যা মরে ভেসে উঠে আসে তা খেও না। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি সুফিয়ান ছাওরী, আইউব ও হাম্মাদ (র) আবুয যুবাইরের সূত্রে জাবের (রা) থেকে মওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অপর একটি দুর্বল সূত্রে হাদীসটি ইবনে আবু যে'ব-আবুয যুবাইর-জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ فِيْمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيِّتَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ যে ব্যক্তি মৃত জীব আহার করতে বাধ্য হয়

٣٨١٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ

فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِىْ ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا. فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْحَرْهَا فَأَبٰى فَنَفَقَتْ فَقَالَتِ اسْلَخْهَا حَتّٰى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ فَقَالَ حَتّٰى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيْكَ قَالَ لاَ قَالَ فَكُلُوْهَا قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلاَّ كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.

৩৮১৬। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনসহ হাররায় যাত্রাবিরতি করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বললো, আমার একটি উট হারিয়ে গেছে। তুমি যদি পাও তবে তা ধরে রেখো। সে উটটি পেয়ে গেলো কিন্তু মালিককে তখন পেলো না। উটটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার স্ত্রী তাকে বললো, এটা যবেহ করো, কিন্তু সে যবেহ করতে রাজী হলো না। উটটি মারা গেলে তার স্ত্রী বললো, এর চামড়া ছাড়াও, তাহলে এর গোশত ও চর্বি আগুনে জ্বালিয়ে খেতে পারবো। স্বামী বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করি, তারপর। সে তাঁর কাছে এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে এমন কোন জিনিস আছে যা তোমাকে মুর্দা খাওয়া থেকে মুখাপেক্ষিহীন করতে পারে? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তবে তা খাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উটের মালিক ফিরে আসলে সে তাকে ঘটনা জানালো। সে বললো, তুমি যবেহ করলে না কেন? সে বললো, তোমার উট যবেহ করতে লজ্জাবোধ করেছি।

টীকা ঃ মৃত বা হারাম জিনিস তিনটি শর্তে ব্যবহার করা বা খাওয়া যায়। কঠিন ঠেকা ও উপায়হীন অবস্থায়, যেমন ক্ষুধা ও পিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ হওয়া অথবা রোগের কারণে জীবন বিপন্ন হওয়া এবং এ অবস্থায় হারাম দ্রব্য ছাড়া বিকল্প কিছু না পাওয়া। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করার কুটিল ইচ্ছা মনে না থাকা। তৃতীয়ত, ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করা (অনুবাদক)।

٣٨١٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِىْ يُحَدِّثُ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِىِّ أَنَّهُ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُوْ نُعَيْمٍ فَسَّرَهُ لِىْ عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً. قَالَ ذٰلِكَ وَأَبِى الْجُوْعُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلٰى هٰذِهِ الْحَالِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْغَبُوْقُ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ وَالصَّبُوْحُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

৩৮১৭। ফুজায়' আল-আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমাদের জন্য কি মৃত জীব হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ কেন, তোমাদের খাবার কি? আমি বললাম, সকালে এক পিয়ালা দুধ এবং রাতে এক পিয়ালা দুধ খাই। আবু নুআইম বলেন, উকবা আমার কাছে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ সকালে এক পিয়ালা এবং রাতে এক পিয়ালা, আমার বাপের শপথ! আমরা সম্পূর্ণ ক্ষুধার্ত থেকে যাই। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনি মৃত জীব খাওয়া হালাল করে দিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-গাবূক হলো রাতের পানীয় এবং আস-সাবূহ হলো সকালের পানীয়।

بَابٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ দুই রং-এর খাদ্য একত্র করা

٣٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هٰذَا قَالَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ. قَالَ ارْفَعْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَيُّوبُ لَيْسَ هُوَ السَّخْتِيَانِيَّ.

৩৮১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুধ ও ঘিয়ে ভিজানো সাদা আটার সাদা রুটি আমার কাছে খুবই প্রিয়। জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে গিয়ে ঐ ধরনের রুটি তৈরি করে নিয়ে আসলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঘি কিরূপ পাত্রে ছিল? লোকটি বললো, গুই সাপের চামড়ার পাত্রে। তিনি বলেন ঃ এটা তুলে নিয়ে যাও। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুনকার (গ্রহণের অযোগ্য) হাদীস। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, এই আইউব (র) আইউব আস-সাখতিয়ানী নন।

بَابٌ فِي أَكْلِ الْجُبْنِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ পনীর খাওয়া সম্পর্কে

٣٨١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

أُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ فِى تَبُوْكَ فَدَعَا بِسِكِّيْنٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ.

৩৮১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পনীরের একটি টিকা আসলো। তিনি চাকু নিয়ে ডাকলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে তা টুকরা টুকরা করলেন।

بَابٌ فِى الْخَلِّ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ সিরকা (টক ও ঝাঁজযুক্ত পানীয়)

٣٨٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

৩৮২০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিরকা হলো উত্তম তরকারী।

٣٨٢١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ.

৩৮২১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সিরকা বা ঝাঁজ মিশ্রিত পানীয় উত্তম তরকারী।

بَابٌ فِىْ أَكْلِ الثُّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রসুন খাওয়া সম্পর্কে

٣٨٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ أَبِىْ رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أُتِىَ بِبَدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُوْلِ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا

فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ أَكْلَهَا. قَالَ كُلْ فَإِنِّى أُنَاجِىْ مَنْ لاَ تُنَاجِىْ. قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِبَدْرٍ فَسَّرَهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقٌ.

৩৮২২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খেলো সে যেন আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। সে যেন নিজের ঘরে বসে থাকে। তাঁর সামনে একত্রে রান্না করা বিভিন্ন প্রকার তরকারী ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসা হলো। তিনি তা থেকে একটা ঘ্রাণ পেলেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে পাত্রের মধ্যকার তরকারী সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন ঃ অমুক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও। লোকটি তাঁর সাথেই ছিলো। তিনি যখন দেখলেন সে তা খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন ঃ খাও। নিশ্চয়ই আমি এমন এক মহান সত্তার সাথে অতি গোপনে কথা বলি যাঁর সাথে তোমরা কথা বলতে পারো না।

٣٨٢٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّوْمُ وَالْبَصَلُ وَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَشَدُّ ذٰلِكَ كُلِّهِ الثُّوْمُ أَفَتُحَرِّمُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلاَ يَقْرَبْ هٰذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ رِيْحُهُ.

৩৮২৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পিয়াজ-রসুন সম্পর্কে কথা উঠলো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এর মধ্যে রসুনের গন্ধটাই খুব তীব্র। আপনি কি এটা হারাম সাব্যস্ত করেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তা খেতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তা খেলো সে যেন মুখের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই এই মসজিদের কাছে না আসে।

টীকা ঃ কাঁচা পিয়াজ-রসুন খাওয়া মাকরূহ। রান্না করে খাওয়াতে কোন দোষ নেই (অনুবাদক)।

٣٨٢٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَظُنُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيْثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلاَثًا.

৩৮২৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (নামাযে অথবা মসজিদে) কিবলার দিকে থুথু ফেলে, কিয়ামতের দিন সে ঐ থুথু নিজের দুই চোখের মাঝখানে পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। যে ব্যক্তি এই খারাপ তরকারী (পিয়াজ) খায় সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। একথাটা তিনি তিনবার বলেছেন।

٣٨٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ.

৩৮২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছ (পিয়াজ) খেলো সে অবশ্যই যেন মসজিদসমূহে না আসে।

٣٨٢٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ هِلاَلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُوْمًا فَأَتَيْتُ مُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيْحَ الثُّوْمِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا حَتّٰى يَذْهَبَ رِيْحُهَا أَوْ رِيْحُهُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جِئْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنِّىْ يَدَكَ. قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِىْ كُمِّ قَمِيْصِىْ إِلٰى صَدْرِىْ فَإِذَا أَنَا مَعْصُوْبُ الصَّدْرِ. قَالَ إِنَّ لَكَ عُذْرًا.

৩৮২৬। আল-মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুন খেয়েছিলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুসাল্লায় (মসজিদে) নামায পড়তে আসলাম। ইতিমধ্যে এক রাক্'আত শেষ হয়েছে। আমি যখন মসজিদে প্রবেশ করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুনের গন্ধ পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামায শেষ করে বললেন ঃ "যে ব্যক্তি এই গাছ (রসুন) থেকে আহার করলো, তার মুখের দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পূর্বে সে অবশ্যই

যেন আমাদের কাছে না আসে।" আমি নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই আপনার হাতখানি আমাকে দিন। মুগীরা (রা) বলেন, আমি তাঁর হাতখানি জামার ভিতর দিয়ে আমার বুক পর্যন্ত ঢুকালাম। আমার বুকে পট্টি বাঁধা ছিলো। তিনি বললেন ঃ এটা তোমার জন্য ওজর।

টীকা ঃ যে কোন ওজরের কারণে তাঁর বুকে পট্টি বাঁধা ছিলো, ক্ষুধার কারণে বা অন্য কোন কারণে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পিয়াজ-রসুন খাওয়ার ওজর অনুমোদন করেন (অনুবাদক)।

٣٨٢٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ يَعْنِى الْعَطَّارَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ اٰكِلُوْهُمَا فَأَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا قَالَ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ.

৩৮২৭। মু'আবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি গাছ খেতে নিষেধ করেছেন। তিন বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঐ গাছ দু'টো খেলো সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদে না আসে। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমাদের যদি এটা খাবার একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে তা খাও। রাবী বলেন, গাছ দু'টি হলো পিয়াজ ও রসুন।

٣٨٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجَرَّاحُ أَبُوْ وَكِيْعٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نُهِىَ عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ إِلاَّ مَطْبُوْخًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ شَرِيْكُ بْنُ حَنْبَلٍ.

৩৮২৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা রসুন খেতে নিষেধ করা হয়েছে। রান্না করে খাওয়াতে আপত্তি নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, শরীক (র) হলেন হাম্বালের পুত্র।

٣٨٢٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى زِيَادٍ خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ قَالَتْ إِنَّ اٰخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيْهِ بَصَلٌ.

৩৮২৯। আবু যিয়াদ খিয়ার ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে

পিয়াজ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে খাবার খেয়েছিলেন তাতে পিয়াজ ছিল।

بَابٌ فِى التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ খেজুর সম্পর্কে

٣٨٣٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ الْأَعْوَرِ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ هٰذِهِ إِدَامُ هٰذِهِ.

৩৮৩০। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপর একটি খেজুর রাখলেন, অতঃপর বললেন ঃ এই খেজুর এই রুটির তরকারী।

٣٨٣١- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ.

৩৮৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই সে ঘরের অধিবাসীরা অভুক্ত।

بَابٌ فِىْ تَفْتِيْشِ التَّمْرِ الْمُسَوِّسِ عِنْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ পোকায় ধরা খেজুর পরীক্ষা করে খাওয়া

٣٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيْقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوْسَ مِنْهُ.

৩৮৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পুরাতন খেজুর পরিবেশন করা হলে তিনি তা ছিঁড়ে এর মধ্য থেকে পোকা খুঁজে বের করতে থাকেন।

٣٨٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتَى بِالتَّمْرِ فِيْهِ دُوْدٌ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৩৮৩৩। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পোকায় ধরা খেজুর দেয়া হতো। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ (এটি মুরসাল হাদীস)।

بَابُ الْإِقْرَانِ فِى التَّمْرِ عِنْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ আহারের সময় একত্রে দু'টি খেজুর নেয়া

٣٨٣٤- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ.

৩৮৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার সঙ্গীর অনুমতি ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে দু'টি খেজুর তুলে খেতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ عِنْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ দুই ধরনের বস্তু একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

٣٨٣٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

৩৮৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে শসা খেতেন।

٣٨٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُوْلُ نَكْسِرُ حَرَّ هٰذَا بِبَرْدِ هٰذَا وَبَرْدَ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَا.

৩৮৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুর দিয়ে তরমুজ খেতেন। তিনি বলতেন ঃ এটির ঠাণ্ডা ঐটির গরম কমিয়ে দিবে এবং এইটির গরম ঐটির ঠাণ্ডা কমিয়ে দিবে।

٣٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مَزْيَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالاَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ.

৩৮৩৭। বুসর আস-সুলামীর দুই পুত্র (আবদুল্লাহ ও আতিয়া) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে আসলেন। আমরা তাঁকে পনীর ও খেজুর খেতে দিলাম। তিনি পনীর ও খেজুর খুব পছন্দ করতেন।

بَابٌ فِيْ اسْتِعْمَالِ انِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ আহলে কিতাবের পাত্র ব্যবহার করা

٣٨٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى وَإِسْمَاعِيْلُ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيْبُ مِنْ اٰنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلاَ يَعِيْبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ.

৩৮৩৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। আমরা মুশরিকদের পাত্র ও পানপাত্র পেয়ে তা ব্যবহার করতাম। এতে তিনি আমাদের কোন ক্রুটি ধরেননি।

٣٨٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا نُجَاوِزُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُوْنَ فِيْ قُدُوْرِهِمُ الْخِنْزِيْرَ وَيَشْرَبُوْنَ فِيْ اٰنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا.

৩৮৩৯। আবু ছা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করে বললেন, আমরা আহলে কিতাবের এলাকায় যাতায়াত করে থাকি। তারা তাদের হাঁড়িতে শূকরের গোশত রান্না করে এবং তাদের পানপাত্রে শরাব পান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য হাঁড়ি-পাতিল পাও তবে তাতে পানাহার করো। আর যদি তাদেরগুলো ছাড়া অন্য কোন পাত্র সংগ্রহ করতে না পারো তবে তাদেরগুলো পানি দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করে তাতে পানাহার করো।

بَابٌ فِيْ دَوَابِّ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ সমুদ্রে বিচরণশীল প্রাণী সম্পর্কে

٣٨٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً كُنَّا نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ مَاءٍ فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ. قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا كَهَيْئَةِ الْكَثِيْبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَةُ فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ وَلَا تَحِلُّ لَنَا ثُمَّ قَالَ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَكُلُوْا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتّٰى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُوْنَا مِنْهُ فَأَرْسَلْنَا مِنْهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ.

৩৮৪০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের একটি কাফেলাকে পাকড়াও করার জন্য আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। তিনি আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে আমাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। তিনি আমাদের সাথে এক ব্যাগ খেজুরও দিলেন। এ ছাড়া আর কিছু আমাদের সাথে ছিলো না। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) প্রতিদিন

আমাদের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা বাচ্চাদের মত তা চুষে খেতাম, অতঃপর পানি পান করতাম। এভাবে আমরা রাত পর্যন্ত সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। আমরা নিজেদের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা ঝড়িয়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। জাবের (রা) বলেন, আমরা সমুদ্রের কিনারার দিকে অগ্রসর হলাম। সমুদ্রের তীরে বালুর ঢিবির মত কি একটা জিনিস দেখা গেলো। আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম, এটা একটা সামুদ্রিক প্রাণী, যার নাম আম্বর (তিমি) মাছ। আবূ উবায়দা (রা) বললেন, এটা মৃত জীব, আমাদের জন্য হালাল নয়। অতঃপর তিনি মত পাল্টিয়ে বললেন, না! বরং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি এবং আমরা আল্লাহর পথে বের হয়েছি। তোমরাও সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ, অতএব এটা খাও। জাবের (রা) বলেন, আমরা সেখানে একমাস অবস্থান করেছিলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিন শতজন। আমরা প্রতিদিন তা খেয়ে মোটাতাজা হয়ে গেলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাঁকে ঘটনা বললাম। তিনি বললেন ঃ ওটা ছিল রিযিক (খাদ্য), আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তোমাদের সাথে এর গোশত অবশিষ্ট আছে কি? থাকলে আমাকে খাওয়াও। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর গোশত পৌছালাম, তিনি তা আহার করলেন।

بَابٌ فِى الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِى السَّمَنِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পতিত হলে

٣٨٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِىْ سَمْنٍ فَأُخْبِرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْقُوْا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا.

৩৮৪১। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানানো হলে তিনি বলেন ঃ এর চারপাশের ঘি ফেলে দিয়ে বাকীটা খাও।

٣٨٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِى السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ. قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرُبَّمَا

حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর নিমজ্জিত হয় এবং তা জমাট বাঁধা হয় তবে ইঁদুর ও এর চার পাশের ঘি ফেলে দাও। ঘি যদি তরল হয় তবে তার কাছে যেও না (খেও না)।

٣٨٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بُوْذَوَيْهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

৩৮৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) মায়মূনা (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীসটি বর্ণনা করেন তা ইবনুল মুসাইয়্যাবের সূত্রে বর্ণিত যুহ্‌রীর (উপরের) হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ فِى الذُّبَابِ يَقَعُ فِى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ মাছি খাদ্যদ্রব্যে পতিত হলে

٣٨٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ فَإِنَّ فِىْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْاٰخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِىْ بِجَنَاحِهِ الَّذِىْ فِيْهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ.

৩৮৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পতিত হয় তবে তা এর ভিতরে ডুবিয়ে দাও। কেননা তার এক ডানায় রয়েছে অসুখ (বিষ) আর অপর ডানায় রয়েছে নিরাময়। সে অসুস্থ পাখা ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করে। অতএব এটাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দাও।

টীকা ঃ একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে মাছি বসলে অনেক লোক অহংকার বশত সম্পূর্ণ খাদ্য ফেলে দিতো বা কাজের লোকদের খেতে দিতো। অথচ শুধু মাছি পড়ায় খাদ্য-পানীয় নাপাক বা হারাম হয় না। মানুষের এ ধরনের অহংকাররূপ রোগ নির্মূল করার

জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মাছিকে খাদ্য বা পানীয়ে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, অতঃপর তা তুলে ফেলে দিয়ে ঐ খাদ্য গ্রহণ করতে বলেন। এর একটি ডানায় রোগ (অহংকার) আছে, একে খাদ্যবস্তুতে পড়তে দেখেই তোমাদের মধ্যে ঐ রোগ (অহংকার) জন্ম নেয়। ফলে তোমরা ঐ খাদ্য গ্রহণ করো না। এর অপর ডানায় আছে ঐ রোগের (অহংকারের) প্রতিশেধক। অর্থাৎ ঐ খাদ্য গ্রহণের ফলে তোমাদের অহংকার দূরীভূত হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ পড়ে যাওয়া গ্রাস (লোকমা)

٣٨٤٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ فِىْ أَىِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ.

৩৮৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার শেষ করে তিনটি আঙ্গুল চাটতেন এবং বলতেন ঃ যখন তোমাদের কারো গ্রাস পড়ে যায় সে যেন তার ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। তিনি আমাদেরকে থালা পরিষ্কার করে খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমাদের কেউই জানে না খাদ্যের কোন অংশে তার জন্য বরকত রাখা হয়েছে।

بَابٌ فِى الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلٰى

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ খাদেম বা পাচকের মালিকের সাথে খাওয়া

٣٨٤٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ.

৩৮৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম খাবার তৈরি করে যখন তার জন্য উপস্থিত করে; সে বাবুর্চিখানার উত্তাপ ও ধোঁয়া সহ্য করেছে; মালিক যেন তাকে সাথে

বসিয়ে খাওয়ায়। খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয় তবে সে যেন তার হাতে অন্তত এক অথবা দুই গ্রাস খাদ্য তুলে দেয়।

بَابٌ فِي الْمِنْدِيلِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ রুমাল ব্যবহার করা

٣٨٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

৩৮৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ আহার করার পর আঙ্গুল চেটে খাওয়ার অথবা খাওয়ানোর পূর্বে যেন রুমালে হাত না মোছে।

٣٨٤٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا.

৩৮৪৮। ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুল দিয়ে আহার করতেন এবং আঙ্গুল চেটে খাওয়ার পূর্বে তা মোছতেন না।

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ আহারশেষে যা বলতে হয়

٣٨٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

৩৮৪৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দস্তরখান তুলে নেয়া হতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা, অশেষ পবিত্রতা ও প্রাচুর্য অবিরতভাবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যেন তোমার দেয়া রিযিক থেকে মুখাপেক্ষিহীন না হই।"

٣٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

৩৮৫০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার শেষ করে বলতেন ঃ "সেই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করলেন।"

٣٨٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيْ عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

৩৮৫১। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাওয়া বা পান শেষ করতেন তখন বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, (খাদ্য-পানীয়) পেটে প্রবেশ করা সহজ করে দিয়েছেন এবং এগুলো বের হয়ে যাওয়ার ও ব্যবস্থা করেছেন।"

بَابٌ فِيْ غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ আহারশেষে হাত পরিষ্কার করা

٣٨٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ وَفِيْ يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

৩৮৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হাতে গোশতের গন্ধ ও তৈলাক্ততা নিয়ে ঘুমিয়ে গেলো এবং হাত পরিষ্কার করলো না, এতে যদি তার কোন ক্ষতি হয় তবে এজন্য সে নিজেকেই যেন তিরস্কার করে।

بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ আহারশেষে খাদ্যের মালিকের জন্য দু'আ করা

٣٨٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ أَبِيْ خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ أَثِيْبُوْا أَخَاكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا إِثَابَتُهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأُكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَالِكَ إِثَابَتُهُ.

৩৮৫৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আহার তৈরি করলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিলেন। যখন তারা আহার শেষ করলেন, নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের প্রতিদান দাও। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার প্রতিদান কি? তিনি বললেন ঃ কোন লোককে যখন তার (দা'ওয়াতকারীর) ঘরে প্রবেশ করানো হলো, সেখানে পানাহার করানো হলো, অতঃপর তার জন্য দু'আ করলো, এটাই তার প্রতিদান।

٣٨٥٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

৩৮৫৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-র বাড়িতে গেলেন। সা'দ (রা) রুটি ও যায়তূন তৈল নিয়ে আসলেন। তা খাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কাছে রোযাদারগণ ইফতার করেছে, নেককার লোকেরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করেছে এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমতের দু'আ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ২৭

كِتَابُ الطِّبِّ

(চিকিৎসা)

بَابُ الرَّجُلِ يَتَدَاوٰى

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মানুষের চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিৎ

٣٨٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلٰى رَؤُوْسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَتَدَاوٰى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ.

৩৮৫৫। উসামা ইবনে শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম, যেন তাঁর সাহাবীদের মাথার উপর পাখী বসে আছে, অর্থাৎ পূর্ণ শান্ত পরিবেশে দেখতে পেলাম। আমি সালাম করে বসে পড়লাম। অতঃপর এদিক-সেদিক থেকে কিছু বেদুঈন এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করো; কেননা মহান আল্লাহ একমাত্র বার্ধক্য ছাড়া সব রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন।

بَابٌ فِى الْحَمِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ

٣٨٥٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ وَأَبُوْ عَامِرٍ وَهٰذَا لَفْظُ أَبِىْ عَامِرٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ أَبِىْ يَعْقُوْبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ نَاقِةٌ وَلَنَا دَوَالِيَ مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِعَلِيٍّ مَهْ إِنَّكَ نَاقِةٌ حَتّٰى كَفَّ عَلِيٌّ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيْرًا وَسِلْقًا فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ هٰذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ هَارُوْنُ الْعَدَوِيَّةَ.

৩৮৫৬। উম্মুল মুনযির বিনতে কায়েস আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে সাথে নিয়ে আমার নিকট আসলেন। আলী কেবলমাত্র আরোগ্য লাভ করেছেন, কিন্তু দুর্বলতা এখনো কাটেনি। আমাদের ঘরে খেজুর গুচ্ছ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেতে শুরু করলেন। আলীও খেতে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বললেন ঃ তুমি এগুলো খেয়ো না; কেননা তুমি এখনো দুর্বল। আলী (রা) বিরত থাকলেন। বর্ণনাকারীনি বলেন, আমি যব ও বীটচিনি দিয়ে খাদ্য তৈরি করে তাঁর জন্য নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! এটা খাও, এটা তোমার জন্য উপকারী। আবু দাউদ (র) বলেন, হারূন বলেছেন ঃ (উম্মুল মুনযির) আল-আদাবিয়্যা।

بَابُ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ রক্তমোক্ষণ

٣٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ.

৩৮৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা।

٣٨٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِيْ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ مَوْلَاهُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمٰى خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا

كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِيْ رَأْسِهِ إِلاَّ قَالَ احْتَجِمْ وَلاَ وَجَعًا فِيْ رِجْلَيْهِ إِلاَّ قَالَ اخْضِبْهُمَا.

৩৮৫৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ মাথাব্যথার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি তাকে বলতেন ঃ রক্তমোক্ষণ করাও; এবং পায়ের ব্যথার অভিযোগের বেলায় বলতেন ঃ মেহেদী পাতার রস লাগাও।

بَابٌ فِيْ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ রক্তমোক্ষণের স্থান

٣٨٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ كَثِيْرٌ إِنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلٰى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوٰى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ.

৩৮৫৯। আবু কাবশা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সিঁথিতে এবং দুই কাঁধের মাঝখানে রক্তমোক্ষণ করাতেন। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি এই অঙ্গ থেকে রক্তমোক্ষণ করাবে, সে কোন রোগের কোন ঔষধ ব্যবহার না করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না।

٣٨٦٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِيْ ابْنَ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ثَلاَثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. قَالَ مَعْمَرٌ احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِيْ حَتّٰى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِيْ صَلاَتِيْ وَكَانَ احْتَجَمَ عَلٰى هَامَتِهِ.

৩৮৬০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার ঘাড়ের দু'টি রগে এবং কাঁধে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। মা'মার (র) বলেন, একদা আমি রক্ষমোক্ষণ করালে আমার জ্ঞান লোপ পেলো, এমনকি নামাযে সূরা ফাতিহা অন্যের সাহায্য নিয়ে পড়তাম। তিনি তার মাথার মধ্যভাগে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

টীকা ঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির পূর্বে আরব সমাজে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য রক্তমোক্ষণ করানো হতো। তদনুসারে মহানবী (সা)-ও এই ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন এবং অন্যদেরকেও নিতে বলেছেন। বর্তমান কালে এর পরিবর্তে যে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তা গ্রহণ করা উচিৎ (অনুবাদক)।

بَابُ مَتٰى تَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ রক্তমোক্ষণের উত্তম সময়

٣٨٦١- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

৩৮৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি (চান্দ্র) মাসের সতেরো, উনিশ বা একুশ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাবে, তা হবে তার সব রোগের মহৌষধ।

٣٨٦٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَتْنِىْ عَمَّتِىْ كَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِىْ بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهٰى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَرْقَأُ.

৩৮৬২। কায়্যিসা বিনতে আবু বাক্‌রা (র) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা নিজের পরিজনকে মঙ্গলবার দিন রক্তমোক্ষণ করাতে নিষেধ করতেন। কেননা তিনি দাবি করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, মঙ্গলবার দিন হলো রক্তের দিন; এদিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না।

টীকা ঃ মানবদেহে রক্ত চলাচল কখনো বন্ধ হয় না, তা অবিরত ধারায় স্রোতের মতো দৌড়াতে থাকে। 'রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না', হয়ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা বলা হয়েছে। অবশ্য বর্তমান কালেও দেখা যায়, কোন কোন রোগীর বেলায় চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ না করা হলে রক্তক্ষরণ হতে হতে সে মারা যায় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِىْ قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ শিরা কর্তন ও রক্তমোক্ষণের স্থান

٣٨٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى أُبَىٍّ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

৩৮৬৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই (রা)-র কাছে একজন চিকিৎসক পাঠান। অতএব সে (চিকিৎসক) তার একটি শিরা কেটে ফেলে।

٣٨٦٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلٰى وَرِكِهِ مِنْ وَثْىٍ كَانَ بِهِ.

৩৮৬৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাড় মচ্‌কে গেলে তিনি এর জন্য রক্তমোক্ষণ করান।

بَابٌ فِى الْكَىِّ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ তপ্ত লোহা দ্বারা দাগানো

٣٨٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَىِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلاَ أَنْجَحْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيْمَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَمَّا اكْتَوٰى انْقَطَعَ عَنْهُ فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ.

৩৮৬৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহা গরম করে শরীরে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। তবুও আমরা লোহা দাগিয়ে চিকিৎসা করেছি; কিন্তু আরোগ্য লাভ করিনি, সফলকামও হইনি। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি (ইমরান) ফেরেশতাদের সালাম শুনতে পেতেন। তিনি লোহার দাগ গ্রহণ করলে তিনি তা আর শুনতে পাননি। তিনি তা ত্যাগ করলে পুনরায় সালাম শুনতে পান।

٣٨٦٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوٰى سَعْدَ بْنِ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ.

৩৮৬৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে মুআয (রা)-কে তীরের আঘাতের স্থানে গরম লোহার স্যাক দিয়ে চিকিৎসা করেছেন।

بَابٌ فِى السُّعُوْطِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ নাকে ঔষধ ব্যবহার করা

٣٨٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا

وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَطَ.

৩৮৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকে ঔষধ ব্যবহার করেছেন।

بَابٌ فِى النُّشْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নুশরাহ (জিনের আছর)

٣٨٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَقِيْلُ ابْنُ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

৩৮৬৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুশরাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এগুলো শয়তানের ক্রিয়া।

بَابٌ فِى التِّرْيَاقِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ বিষের প্রতিষেধক বা রোগ প্রতিষেধক

٣٨٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ يَزِيْدَ الْمَعَافِرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوْخِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا أُبَالِىْ مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِىْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا كَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ قَوْمٌ يَعْنِى التِّرْيَاقَ.

৩৮৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি যদি বিষ প্রতিষেধক পান করি বা তাবীয লটকাই বা নিজের পক্ষ থেকে কোন কবিতা বলি তবে তাতে আমার প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা করি

না (অর্থাৎ আমি এসব পছন্দ করি না)। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল যে, তিনি প্রতিষেধক গ্রহণ করেননি। তবে তিনি উম্মাতের জন্য প্রতিষেধক গ্রহণের অবকাশ রেখেছেন।

بَابٌ فِي الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوْهَةِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ নিষিদ্ধ ঔষধ ব্যবহার

٣٨٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَوَوْا بِحَرَامٍ.

৩৮৭০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রোগ ও ঔষধ নাযিল করেছেন এবং প্রতিটি রোগের ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তোমরা ঔষধ ব্যবহার করো; কিন্তু হারাম ঔষধ নয়।

٣٨٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدِعٍ يَجْعَلُهَا فِيْ دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

৩৮৭১। আবদুর রহমান ইবনে উছমান (রা) বর্ণনা করেন, এক চিকিৎসক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বেঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

٣٨٧٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ.

৩৮৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَسَا سُمًّا فَسَمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا.

৩৮৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিষ পান করবে সে নিজ হাতে দোযখের আগুনে বিষ পান করবে এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٣٨٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ.

৩৮৭৪। আলকামা ইবনে ওয়ায়েল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারেক ইবনে সুয়ায়েদ বা সুয়ায়েদ ইবনে তারেক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদ ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! এটা তো ঔষধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "না, রবং এটা ব্যাধি।"

بَابٌ فِيْ تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ আজওয়া নামক খেজুরের গুণাগুণ

٣٨٧٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِيْ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِيْ فُؤَادِيْ فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْؤُوْدٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيْفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ.

৩৮৭৫। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখাতে আসলেন এবং আমার বুকে তাঁর হাত রাখলেন। আমি আমার হৃদয়ে তাঁর হাতের ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি তো একজন হৃদরোগী, তুমি ছাকীফ গোত্রের হারিছ ইবনে কালাদার কাছে যাও; কেননা সে এসব রোগের চিকিৎসা করে। সে যেন মদীনার আজওয়া খেজুর থেকে সাতটি খেজুর নিয়ে বীচিসহ চূর্ণ করে, অতঃপর তোমার মুখে সেগুলো ঢেলে দেয়।

٣٨٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ.

৩৮৭৬। আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে নিজের পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোজ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোন প্রকার বিষ ও যাদু তাকে ক্রিয়া করবে না।

بَابٌ فِى الْعِلاَقِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ আলজিভ ফোলা সম্পর্কে

٣٨٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِىْ قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلاَمَ تَدغَوْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ. عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِىِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ بِالْعُوْدِ الْقُسْطَ.

৩৮৭৭। উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তার আলজিভ ফুলে ব্যথা হওয়ার দরুন আমি তাতে মালিশ করেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আলজিভ ফোলার কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলায় চাপ দিয়ে তাদের যন্ত্রণা দিচ্ছো কেন? তোমরা উদ হিন্দী ব্যবহার করো; কেননা সাত প্রকার ব্যাধিতে তা উপকারী। শিশুদের আল্‌জিভ ফুলে ব্যথা হলে তা ঘর্ষণ করে গুড়া করে পানির সাথে

মিশিয়ে নাকের ভেতর ফোটায় ফোটায় প্রবেশ করাবে এবং ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলেও এরূপে তা পান করাতে হবে। আবূ দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ উদ (কাঠ) হলো এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ।

টীকা ঃ উদ হিন্দী অর্থ ভারতীয় কাঠ। ইউনানী শাস্ত্রমতে অগুরু কাঠ বা কোস্ত হিন্দী, যা সাধারণত সিলেট অঞ্চলে এবং আসামে পাওয়া যায়। মতান্তরে কোস্ত শিরীন যা গিরি মল্লিকা ফুল গাছের কাঠ যা বাংলাতে কুট বলা হয়, সাধারণত কাশ্মীরে পাওয়া যায়। এটাকে চন্দন কাঠও বলা হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْكُحْلِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সুরমা ব্যবহার

٣٨٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

৩৮৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও; কেননা তা তোমাদের জন্য উত্তম পোশাক। আর তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো 'ইছমিদ' নামক সুরমা; কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং চোখের পাতার চুল উৎপন্ন করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ বদনযর লাগা

٣٨٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْعَيْنُ حَقٌّ.

৩৮৭৯। আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ বদনযর লাগা সত্য।

٣٨٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِيْنُ.

৩৮৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদনযরকারীকে আদেশ করা হতো যেন সে উযু করে এবং সেই পানি দ্বারা নযর লাগা ব্যক্তি বা বস্তু ধৌত করে দেয়।

بَابٌ فِى الْغَيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ শিশুর দুধপান মেয়াদে সহবাস করা সম্পর্কে

٣٨٨١- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ.

৩৮৮১। আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। কেননা গর্ভাবস্থায় কোলের শিশুকে দুধপান করানোর মেয়াদে সহবাস করলে আরোহীকে ঘোড়া তার পিঠ থেকে ভূলুণ্ঠিত করে।

٣٨٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ نَوْفَلٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتّٰى ذُكِرْتُ أَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ. قَالَ مَالِكٌ اَلْغِيْلَةُ أَنْ يَّمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

৩৮৮২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) জুদামা আল-আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি ধারণা করেছিলাম যে, শিশুকে দুধ পান করানোর মেয়াদে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করবো। কিন্তু আমাকে অবহিত করা হলো যে, রোম ও পারস্যবাসীরা এরূপ করে থাকে, অথচ তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।

بَابٌ فِىْ تَعْلِيْقِ التَّمَائِمِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ তাবীয লটকানো

٣٨٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُوْلُ هٰذَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُوْدِيِّ يَرْقِيْنِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّمَا ذٰلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكِ أَنْ تَقُوْلِي كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءً إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا.

৩৮৮৩। আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই জাদুমন্ত্র, তাবীয ও অবৈধ প্রণয় ঘটানোর মন্ত্র শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি (যয়নব) বলেন, আমি বললাম, আপনি এসব কি বলেন? আল্লাহর শপথ! আমার চোখ থেকে পানি পড়তো, আমি অমুক ইহূদী কর্তৃক ঝাড়ফুঁক করাতাম। যখন সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করতো, পানি পড়া বন্ধ হয়ে যেতো। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, এগুলো তো শয়তানের কাজ। সে নিজ হাতে চোখে যন্ত্রণা দিতে থাকে, যখন সে ঝাড়ফুঁক দেয় তখন সে বিরত থাকে। তার চাইতে বরং তোমার জন্য এরূপ বললেই যথেষ্ট হতো, যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে মানব জাতির প্রভু! যন্ত্রণা দূর করে দাও, আরোগ্য দান করো, তুমিই তো আরোগ্যদাতা, তোমার দেয়া নিরাময়ই যথার্থ নিরাময়, যার পরে আর কোন রোগ অবশিষ্ট থাকে না"।

টীকা ঃ আর-রুক্বা অর্থ ঝাড়ফুঁক। কিন্তু এই হাদীসে শব্দটি জাদুমন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা নাজায়েয। শিরকমুক্ত যে কোন অর্থপূর্ণ বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যেতে পারে। তাবীয-তুমারেরও উপকারিতা আছে। তবে তাও শিরকমুক্ত বাক্যসম্বলিত হতে হবে। অবৈধ প্রণয় ঘটানোর মন্ত্র (তাওলা) এক প্রকার জাদু যার সাহায্যে নারী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা হয় (অনুবাদক)।

٣٨٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ.

৩৮৮৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শুধুমাত্র বদনযর লাগা অথবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের চিকিৎসায় ঝাড়ফুঁক দেয়া যায়।

بَابٌ فِى الرُّقٰى

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে

٣٨٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ ابْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ ابْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اَكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِّنْ بُطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِىْ قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ الصَّوَابُ.

৩৮৮৫। মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছ (র) নিজ পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ছাবেত ইবনে কায়েস (রা)-র কাছে গেলেন। আহমাদ বলেন, তিনি (ছাবেত) তখন রোগাক্রান্ত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ হে মানুষের প্রভু! ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছের রোগ দূর করে দাও। অতঃপর তিনি বাতহান নামক উপত্যকার কিছু ধুলামাটি নিয়ে একটি পাত্রে রাখলেন এবং পানিতে মিশিয়ে তার দেহে ঢেলে দিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনুস সারহ বলেছেন– ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ নয়)। আবু দাউদ (র) বলেন, এটিই সঠিক।

٣٨٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقٰى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا.

৩৮৮৬। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলী যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। অতঃপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন ঃ তোমাদের ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থাগুলো আমার সামনে পেশ করো; তবে ঝাড়ফুঁক যেগুলো শিরকের পর্যায়ে পড়ে না, তাতে কোন দোষ নেই।

٣٨٨٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِيْ أَلاَ تُعَلِّمِيْنَ هٰذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيْهَا الْكِتَابَةَ.

৩৮৮৭। আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাফসা (রা)-র কাছে ছিলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন ঃ তুমি ওকে (হাফসাকে) যেরূপে লেখা শিখিয়েছ, সেরূপে ফুসকুড়ির ঝাড়ফুঁকও শিখাও না কেন?

٣٨٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِيْ جَدَّتِي الرَّبَابُ قَالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ مَرَرْتُ بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيْهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُوْمًا فَنُمِيَ ذٰلِكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذْ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِيْ وَالرُّقٰى صَالِحَةٌ فَقَالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ فِيْ نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اَلْحُمَةُ مِنَ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ.

৩৮৮৮। রাবাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি বন্যার প্রবহমান পানির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাতে নেমে গোসল করলাম, ফলে জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তোমরা আবু ছাবেতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দাও। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আমার নেতা! ঝাড়ফুঁক কি ফলদায়ক? তিনি বলেন, শুধুমাত্র বদনযর লাগার প্রতিক্রিয়া বা সাপ-বিছার দংশনে ঝাড়ফুঁক দেয়া চলে। আবু দাঊদ (র) বলেন, 'হামাহ' হলো সাপের কামড় ও বিষধর কীটের দংশন।

٣٨٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ ذَرِيْحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْعَبَّاسُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ. لَمْ يَذْكُرِ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهٰذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.

৩৮৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শুধুমাত্র বদনযর লাগা অথবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন অথবা রক্ত বইতে থাকলে ঝাড়ফুঁক দেয়া যায়। অধস্তন রাবী আল-আব্বাস (র) বদনযর-এর উল্লেখ করেননি। সুলায়মান ইবনে দাউদ তা উল্লেখ করেছেন।

بَابُ كَيْفَ الرُّقٰى

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ ঝাড়ফুঁক করার নিয়ম

٣٨٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ يَعْنِيْ لِثَابِتٍ أَلاَ أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلٰى قَالَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

৩৮৯০। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) ছাবেত (রা)-কে বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাড়ফুঁকের বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবো না? তিনি বললেন, হাঁ। আনাস (রা) বলেন, "হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু! যন্ত্রণা ও ব্যাধি দূরকারী! রোগমুক্তি দান করো, রোগমুক্তির মালিক একমাত্র তুমিই। এমন রোগমুক্তি দান করো যার ফলে কোন প্রকার রোগ অবশিষ্ট না থাকে।"

টীকা ঃ যেসব হাদীসে ঝাড়ফুঁক করতে নিষেধ করা হয়েছে সেসব হচ্ছে, ঝাড়ফুঁক যাতে কুফরী কালাম ও জাহিলী যুগে প্রচলিত বিভিন্ন দেব-দেবীর নামের ঝাড়ফুঁক, যা শয়তানের কাজ, শিরক ইত্যাদি। কিন্তু কুরআনের আয়াত, মুআব্বিজাত (সূরা নাস-ফালাক), সূরা ফাতিহা বা অন্যান্য আয়াত দ্বারা বা হাদীসের বাণী দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর এমন দু'আ-কালাম দ্বারাও ঝাড়ফুঁক করা জায়েয, যা শিরকের কোন পর্যায়ে পড়ে না (অনুবাদক)।

٣٨٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنُ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَبِيْ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِيْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْسَحْهُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ. قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِيْ فَلَمْ أَزَلْ اٰمُرُ بِهِ أَهْلِيْ وَغَيْرَهُمْ.

৩৮৯১। উছমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শরীর ব্যথায় প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি সাতবার তোমার ডান হাত ব্যথার স্থানে বুলাতে থাকো এবং বলো, "আমি যে ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভব করছি তা থেকে মহাসম্মানিত আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'"। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাই করলাম, আল্লাহ আমার ব্যথা দূর করে দিলেন। পরে সর্বদা আমি আমার পরিজন ও অন্যদের এরূপ করার আদেশ দিতে থাকি।

٣٨٩٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زِيَادَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اشْتَكٰى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ.

৩৮৯২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের যে কেউ অথবা কারো ভাই যদি রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তবে সে যেন বলে, "হে আমাদের আসমানের রব, আল্লাহ! তোমার পবিত্র নাম, তোমার যাবতীয় হুকুম আসমান-যমীনে কার্যকর। তোমার রহমত যেরূপে আসমানে বিদ্যমান, সেরূপে যমীনেও রহমত বর্ষণ করো; আমাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ মাফ করো। তুমি পবিত্র বান্দাদের প্রভু, তোমার করুণা থেকে করুণা বর্ষণ করো এবং এ রোগ-ব্যথার জন্য তোমার আরোগ্য ব্যবস্থা থেকে রোগমুক্তি দান করো"। তাহলে সে আরোগ্য লাভ করবে।

٣٨٩٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ

يَحْضُرُوْنِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ.

৩৮৯৩। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভীতিজনক পরিস্থিতিতে এই বাক্যগুলো দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিতেন ঃ "আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে তাঁর গযব ও তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট ও শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আমার কাছে তার ঘেঁষা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এ বাক্যগুলো তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের শিক্ষা দিতেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য লিখে তা তার গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

٣٨٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِيْ سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ فَقَالَ أَصَابَتْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيْبَ سَلَمَةُ فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَثَ فِيَّ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةَ.

৩৮৯৪। ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়দা (রা) বর্ণনা করে বলেন, আমি সালামা (রা)-র পায়ের গোছায় একটি ক্ষতচিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমি এখানে আঘাত পেয়েছি। লোকজন বলতে লাগলো যে, সালামা আহত হয়েছেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার কাছে আনা হলে তিনি আমার ক্ষতস্থানে তিনবার ফুঁ দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি তাতে কোন ব্যথা অনুভব করি না।

٣٨٩٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكَى يَقُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِيْقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِي التُّرَابِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.

৩৮৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ব্যথার অভিযোগ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখের থুথু বের করে তাতে মাটি মিশিয়ে বলতেন ঃ "আমাদের এ পৃথিবীর মাটিতে আমাদের কারো থুথু মিশিয়ে আমাদের প্রভুর হুকুমে আমাদের রোগী ভালো হয়ে যায়।"

٣٨٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِىْ عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُوْنٌ مُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُدَاوُوْنَهُ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْنِىْ مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ إِلاَّ هٰذَا. وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا قُلْتُ لاَ قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِىْ لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

৩৮৯৬। খারিজা ইবনুস সাল্‌ত আত-তামীমী (রা) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছ থেকে ফেরার পথে তিনি এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গোত্রের এক পাগল লোহার শিকলে বাঁধা ছিল। গোত্রের লোকেরা তাকে বললো, আমরা অবহিত হলাম যে, তোমাদের এক সাথী (নবী সা) নাকি কল্যাণ নিয়ে এসেছেন? তোমাদের এমন কিছু জানা আছে কি যাতে তোমরা এর চিকিৎসা করতে পারো? অতএব আমি সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ফুঁক দিলাম। সে আরোগ্য লাভ করলো। তারা আমাকে এক শত বক্‌রী বখশিশ্‌ দিলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা খুলে বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই সূরা ব্যতীত অন্য কিছু পড়ে ফুঁকেছো কি? মুসাদ্দাদ অন্য জায়গায় বলেন, এ সূরা ছাড়া অন্য কিছু বলেছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তবে এ বখ্‌শিশ নিতে পারো। আমার জীবনের শপথ! লোকজন অলীক মন্ত্র পাঠ করে আয়-রোজগার করে! আর তুমি তো সত্য ঝাড়ফুঁক করে রোজগার করেছ।

٣٨٩٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ.

৩৮৯৭। খারিজা ইবনুস সাল্‌ত (রা) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি তিনদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলেন। যখনি তা শেষ করেন তার মুখের থুথু একত্র করে তার উপর ছিটিয়ে দেন। দেখা গেলো সে যেন বন্দী শিকল থেকে মুক্তি পেয়েছে। অতঃপর তারা তাকে এর কিছু বিনিময় দিলেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ খবর নিয়ে এলাম। মুসাদ্দাদ বর্ণিত হাদীসের পূর্ণ অর্থ এতে বিদ্যমান।

٣٨٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ حَتّٰى أَصْبَحْتُ قَالَ مَاذَا قَالَ عَقْرَبٌ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৩৮৯৮। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আস্‌লাম গোত্রের এক লোককে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর একজন সাথী এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে রাতের বেলায় দংশন করার কারণে সারারাত ঘুমাতে পারিনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে দংশন করেছে? তিনি বললেন, বিচ্ছু। তিনি বললেন ঃ রাতের বেলায় তুমি যদি একথা বলতে– "আমি পরিপূর্ণ কালামের মাধ্যমে সৃষ্ট যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করিছ", আল্লাহর ইচ্ছায় কোন কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারতো না।

٣٨٩٩- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَارِقٍ يَعْنِى ابْنَ مَخَاشِنٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَدِيْغٍ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ قَالَ فَقَالَ لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغْ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ.

৩৮৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দংশিত ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির করা হলো। তাকে বিছায় দংশন করেছিল। তিনি বললেন ঃ সে যদি বলতো, "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের সাহায্যে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি", তবে তা তাকে দংশন করতে পারতো না বা তার ক্ষতিসাধন করতে পারতো না।

٣٩٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوْا فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا فَنَزَلُوْا بِحَيٍّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ نَعَمْ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَرْقِيْ وَلٰكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُوْنَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لِيْ جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُ قَطِيْعًا مِّنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتّٰى بَرَأَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالُوْا اقْتَسِمُوْا. فَقَالَ الَّذِيْ رَقٰى لاَ تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَأْتِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمْ اقْتَسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.

৩৯০০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের একটি দল কোন এক স্থানের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন। পথে আরব বেদুঈনদের এক জনপদে তারা যাত্রাবিরতি করলেন। তাদের কেউ এসে বললো, আমাদের নেতাকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে। তোমাদের কেউ কিছু জানো কি যাতে তাঁর উপকার হতে পারে? সফরকারী দলের এক ব্যক্তি বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি ঝাড়ফুঁক করি। কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে আতিথেয়তা চেয়েছিলাম, তোমরা তা অস্বীকার করেছ। কাজেই আমি ঝাড়ফুঁক করবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমার জন্য বিনিময় নির্ধারণ করো। অতএব তারা বিনিময়ে একপাল বক্‌রী দেয়ার চুক্তি করলো। তিনি রোগীর কাছে এসে সূরা ফাতিহা পাঠ করে থুথু ছিটিয়ে দিলেন। সে নিরাময় লাভ করলো, মনে হলো যেন সে বন্দীর শিকল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা চুক্তি মোতাবেক সব বিনিময় পরিশোধ করে দিলো। দলের কয়েকজন বললো, এগুলো বণ্টন করে দাও। কিন্তু ঝাড়ফুঁককারী বললো, না, তা করো না, যাবত না আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাই। অতঃপর তারা সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সব খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কোত্থেকে শিখেছ যে, এ সূরা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যায়? তোমরা উত্তম কাজ করেছ। এগুলো বণ্টন করে নাও আর তোমাদের সাথে আমাকেও একটি অংশ দিও।

٣٩٠١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلٰى حَىٍّ مِّنَ الْعَرَبِ فَقَالُوْا إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوْهًا فِى الْقُيُوْدِ. قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَجَاؤُوْا بِمَعْتُوْهٍ فِى الْقُيُوْدِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِىْ ثُمَّ أَتْفُلُ. قَالَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ. قَالَ فَأَعْطُوْنِىْ جُعْلاً فَقُلْتُ لاَ حَتّٰى اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِىْ مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

৩৯০১। খারিজা ইবনুস সাল্‌ত আত-তামীমী (রা) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ফেরার পথে আরবের একটি জনপদে পৌঁছলাম। তারা বললো, আমরা সংবাদ পেলাম, আপনারা এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সা)-এর কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু নিয়ে এসেছেন। আপনাদের কারো কাছে কোন ঔষধ বা ঝাড়ফুঁকের কিছু জানা আছে কি? কেননা আমরা একজন পাগল বেঁধে রেখেছি। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হাঁ। তখন তারা বাঁধা এক পাগলকে নিয়ে এলো। আমি তিন দিন ধরে সূরা ফাতিহা পড়ে তার উপর সকাল-সন্ধ্যা ফুঁ দিলাম এবং থুথু ছিটিয়ে দিলাম। তাতে সে যেন বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। অতঃপর তারা আমাকে কিছু বিনিময় দান করলো। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস না করে তা নিতে পারি না। এ ঘটনা শুনে তিনি বললেন : এগুলো তুমি খেতে পারো। আমার জীবনের শপথ! লোকজন তো মিথ্যা ঝাড়ফুঁক দিয়ে রোজগার করে। আর তুমি অবশ্য যথার্থ দু'আ পড়ে রোজগার করেছো।

٣٩٠٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

৩৯০২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভব করতেন, তখন তিনি নিজেই 'মুআব্বিজাত' সূরাসমূহ ('সূরা নাস' ও 'সূরা ফালাক') পড়ে ফুঁ দিতেন। ব্যথা-বেদনা আরো বেড়ে গেলে আমি তা পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁ দিয়ে তা তাঁর ব্যথার স্থানে বুলিয়ে দিতাম বরকত লাভের আশায়।

بَابٌ فِي السُّمْنَةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার তদবীর

٣٩٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ.

৩৯০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল আমাকে মোটাসোটা স্বাস্থ্যবতী বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠাবেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষে তিনি আমাকে পাকা খেজুরের সাথে শসা বা খিরা আহার করাতে থাকলে আমি তাতে উত্তমরূপে হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যের অধিকারী হলাম।

بَابٌ فِي الْكُهَّانِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গণক সম্পর্কে

٣٩٠٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ

مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৯০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি গণকের কাছে গেলে (মূসা তার বর্ণনায় বলেন) এবং তার কথা বিশ্বাস করলে অথবা স্ত্রীর সাথে (মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে– ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে) সহবাস করলে অথবা স্ত্রীর সাথে (মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে– স্ত্রীর সাথে) পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস করলে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা থেকে সে দায়মুক্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ইসলামের আওতা থেকে সে বের হয়ে যাবে।

بَابٌ فِي النُّجُوْمِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে

٣٩٠٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ مَاهَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ.

৩৯০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর জ্ঞান শিখলো সে যাদু বিদ্যার একটা শাখা আয়ত্ত করলো। সে তা যতো বাড়াবে যাদুবিদ্যাও ততো বাড়াবে।

٣٩٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِيْ أَثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

৩৯০৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার অভিযানে এক রাতে সামান্য বৃষ্টি হওয়ার অব্যবহিত পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি জনতার দিকে ফিরে বসলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ বলেছেন, সকালবেলা আমার বান্দাদের কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে। যে বলেছে, আল্লাহর অনুগ্রহে ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী আর নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার উপর অবিশ্বাসী আর নক্ষত্রের উপর বিশ্বাসী হয়েছে।

بَابٌ فِي الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মাটিতে রেখা টেনে এবং পাখির উড্ডয়ন দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা

٣٩٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا حَيَّانٌ قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ حَيَّانُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيْصَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ. اَلطَّرْقُ الزَّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ.

৩৯০৭। কাতান ইবনে কাবীসা (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পাখীর সাহায্যে শুভাশুভ নির্ণয় করা, কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করা এবং মাটিতে রেখা টেনে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করা কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। আত-তারক হলো, কংকর নিক্ষেপ করে অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করা। আল-ইয়াফা হলো, মাটিতে রেখা টেনে শুভাশুভ নির্ণয় করা।

٣٩٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفٌ الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ.

৩৯০৮। আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল-ইয়াফাহ" হলো, শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের উদ্দেশে পাখী উড়ানো, আর 'আত-তারক' হলো, মাটিতে রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা।

٣٩٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَّافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ.

৩৯০৯। মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মাঝে কতক লোক রেখা টেনে শুভ-অশুভ নির্ণয় করে। তিনি বলেন ঃ নবীদের মাঝে একজন নবী রেখা টানতেন। যার রেখা টানা তাঁর রেখার অনুরূপ হবে সে ঠিক আছে।

بَابٌ فِى الطِّيَرَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ অশুভ লক্ষণ

٣٩١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثًا وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

৩৯১০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন বস্তুকে অশুভ বা কুলক্ষণ মানা 'শিরক', অশুভ বা কুলক্ষণ মানা শিরক। একথা তিনি তিনবার বললেন। আমাদের কারো মনে কিছু জাগতে পারে, কিন্তু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলে তিনি তা দূর করে দিবেন।

٣٩١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْأَجْرَبُ يُجْرِبُهَا. قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ. قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِيْ رَجُلٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ. قَالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ قَالَ لَمْ أُحَدِّثْكُمُوْهُ. قَالَ

الزُّهْرِيُّ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ قَدْ حَدَّثَ بِهِ وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيْثًا قَطُّ غَيْرَهُ.

৩৯১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নেই। আর কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, সফর মাসকেও অশুভ মনে করবে না এবং পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত আছে তারও কোন বাস্তবতা নেই। এক বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উটের পাল অনেক সময় মরুভূমির চারণ ভূমিতে থাকে, মনে হয় যেন নাদুস-নুদুস জংলী হরিণ। অতঃপর সেখানে কোন একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট আসে এবং আমার সুস্থ উটগুলোর সাথে থেকে এদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। তিনি বললেন ঃ প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করলো কে? মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন, অতঃপর এক ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "রোগাক্রান্ত উটকে যেন সুস্থ উটের সাথে একত্রে পানি পানের স্থানে না আনা হয়"। আবু হুরায়রা (রা)-র এ হাদীস শুনে এক ব্যক্তি বললো, আপনি কি এ হাদীস বর্ণনা করেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই, সফর মাসকে অশুভ মনে করো না এবং পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত আছে তা বিশ্বাস করো না?" তিনি (আবু হুরায়ারা) উত্তরে বলেন, না, আমি এরূপ হাদীস তোমাদের কাছে বলিনি। যুহরী বলেন, আবু সালামা (রা) বলেছেন, তিনি অবশ্যই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে আমি আবু হুরায়রাকে এ হাদীস ছাড়া কখনো কোন হাদীস ভুলে যেতে শুনিনি।

٣٩١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ.

৩৯১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি নেই, পেঁচা সম্বন্ধে যেসব কথা প্রচলিত তা অবান্তর, কোন নক্ষত্রের নির্দিষ্ট তারিখে আকাশের কোন এক স্থানে অবস্থান করলে বৃষ্টিপাত হয় এরূপ বিশ্বাসও করো না এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করো না।

٣٩١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ غُوْلَ.

৩৯১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভূত-প্রেত নেই।

টীকা ঃ তৎকালীন আরব মরুচারীদের বিশ্বাসমতে জিন বা শয়তান বিভিন্ন আকৃতিতে বা অবয়বে আবির্ভূত হয়ে মরুভূমিতে মানুষকে পথহারা করে (অনুবাদক)।

٣٩١٤- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ لاَ صَفَرَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُحِلُّوْنَ صَفَرَ يُحِلُّوْنَ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَفَرَ.

৩৯১৪। আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র)-কে নবী (সা)-এর বাণী 'লা সাফারা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তৎকালীন আরবের লোকেরা সফর মাসকে (যুদ্ধের জন্য) আইনসিদ্ধ ঘোষণা করতো। তারা উপরোক্ত মাসকে এক বছর আইনসিদ্ধ এবং এক বছর নিষিদ্ধ গণ্য করতো। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন সফর নেই।

٣٩١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَفِّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَوْلُهُ هَامَ قَالَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُوْلُ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفَرَ قَالَ سَمِعْنَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُوْنَ بِصَفَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَفَرَ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُوْلُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِى الْبَطْنِ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ هُوَ يُعْدِىْ فَقَالَ لاَ صَفَرَ.

৩৯১৫। বাকিয়া (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ (র)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী هَام অর্থাৎ পেঁচা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে লোকজন ধারণা করতো যে, কেউ মারা গেলে দাফন করার পর সে কবর থেকে পেঁচার রূপ ধারণ করে বেরিয়ে আসে। [কাজেই তিনি (নবী সা) পেঁচা সম্বন্ধে প্রচিলিত কথা বিশ্বাস করতে নিষেধ করেন]। অতঃপর তাঁর বাণী صَفَر অর্থাৎ সফর মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা শুনেছি, লোকজন জাহিলী যুগে সফর মাসে কোন কাজ করা বা কোথাও যাত্রা করাকে অশুভ ও কুলক্ষুণে মনে করতো। তাই

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর মাসকে অশুভ মনে করতে নিষেধ করেন। মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে যুগে কেউ যদি বলতো, সফর মাসে পেটে ব্যথা হয়ে থাকে। সকলে বলতো, এটা সংক্রামক। তাই তিনি বলেছেন ঃ সফর মাস এরূপ নয় যেরূপ তোমাদের ধারণা।

٣٩١٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ الصَّالِحُ وَالْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.

৩৯১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বা সংক্রাম রোগ নেই, কোন কিছুকে অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করাও অবান্তর। ফা'ল আমার কাছে প্রিয়। ফা'ল হলো অর্থবোধক উত্তম বাক্য।

٣٩١٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ.

৩৯১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তা তাঁর কাছে আকর্ষণীয় মনে হলো। তিনি বললেন ঃ তোমার মুখ থেকে নিঃসৃত তোমার শুভ লক্ষণ গ্রহণ করলাম।

٣٩١٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَقُولُ نَاسٌ الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِى الْبَطْنِ. قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ يَقُولُ نَاسٌ الْهَامَةُ الَّتِى تَصْرُخُ هَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الإِنْسَانِ إِنَّمَا هِىَ دَابَّةٌ.

৩৯১৮। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলতো, সফর হলো পেটের ব্যথার মাস। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হামা' কি? তিনি বলেন, লোকেরা বলতো, হামা হলো দাফনকৃত লাশের চিৎকারকারী আত্মা। বস্তুত এটা মানুষের প্রেতাত্মা নয়, বরং একটা প্রাণী।

٣٩١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِىُّ قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأٰى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ لاَ يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ.

৩৯১৯। আহমাদ আল-কুরাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুভ-অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ হাঁ, শুভ লক্ষণ হলো ফা'ল। অশুভ ও কুলক্ষুণে এমন কিছু নেই যা মুসলমানকে কোন কাজে বা কোথাও যাত্রা থেকে বিরত রাখতে পারে। তবে তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোন অসুবিধাজনক কিছু দেখতে পায়, তাহলে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তুমিই তো কল্যাণ দানকারী এবং তুমিই তো অকল্যাণ দূরকারী। তুমি ছাড়া আমাদের কোন উপায়ও নেই, শক্তিও নেই"।

٣٩٢٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِىَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِىَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ وَاِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَاَلَ عَنْ اسْمِهَا فَاِذَا اَعْجَبَهُ فَرِحَ بِهَا وَرُئِىَ بِشْرُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِىَ كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهِ.

৩৯২০। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কিছুকেই অশুভ মনে করতেন না। তিনি কোথাও কোন কর্মচারীকে পাঠালে তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সেই নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি আনন্দিত হতেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দেখাতো। আর তার নাম অপছন্দ হলে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের নমুনা ভেসে উঠতো। আর তিনি যখন কোন জনপদে প্রবেশ করতেন, তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সেই নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি খুশী হতেন, আর তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখা যেতো। কিন্তু সেই নাম অপছন্দ হলে তাঁর চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যেতো।

٣٩٢١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى أَنَّ الْحَضْرَمِىَّ بْنَ لاَحِقٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ

هَامَةَ وَلاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ.

৩৯২১। সা'দ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ পেঁচা অশুভ নয় (বা মৃত ব্যক্তির আত্মা নয়)। ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি নেই। আর কোন বস্তুর অশুভ-অলক্ষুণে হওয়া ভিত্তিহীন। যদি কোন কিছুর মধ্যে অলক্ষুণে কিছু থাকতো, তবে ঘোড়া, নারী ও বাড়ী এই তিন জিনিসের মধ্যে থাকতো।

٣٩٢٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَأَنَا شَاهِدٌ قِيْلَ لَهُ أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا قَوْمٌ فَهَلَكُوْا ثُمَّ سَكَنَهَا اخَرُوْنَ فَهَلَكُوْا فَهٰذَا تَفْسِيْرُهُ فِيْمَا نُرٰى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَصِيْرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِّنْ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ.

৩৯২২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অশুভ বা কুলক্ষণ যদি কিছুতে থাকতো তবে তা বাড়ি, স্ত্রীলোক ও ঘোড়াতে থাকতো। ঘোড়া ও বাড়ির অশুভ বা কুলক্ষুণে হওয়া সম্পর্কে মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এমন অনেক বাড়ি আছে, যাতে কোন পরিবার বসবাস করে ধ্বংস হয়ে যায়। অপর একটি পরিবার এসে বসবাস করে, আর তারাও ধ্বংস হয়ে যায়। আমার মতে এ হলো এ হাদীসের ব্যাখ্যা, তবে আল্লাহই ভালো জানেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উমার (রা) বলেছেন, বন্ধ্যা নারীর চেয়ে ঘরের মাদুরটি উত্তম।

٣٩٢٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَحِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ أَوْ قَالَ وَبَاؤُهَا

شَدِيْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ.

৩৯২৩। ফারওয়া ইবনে মুসায়েক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আরদ আব্‌য়ান' নামে আমাদের একটা জমি আছে, যাতে আমরা শস্য উৎপাদন করি, কিন্তু তা খুবই অস্বাস্থ্যকর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ জমিটা ত্যাগ করো, কেননা রোগব্যাধি প্রাদুর্ভূত এলাকা ধ্বংস ডেকে আনে।

٣٩٢٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ دَارٍ كَثِيْرٌ فِيْهَا عَدَدُنَا وَكَثِيْرٌ فِيْهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلٰى دَارٍ أُخْرٰى فَقَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيْهَا أَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً.

৩৯২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এমন একটি বাড়িতে বসবাস করতাম, যেখানে আমাদের জনবল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর আমরা স্থানান্তরিত হয়ে অপর একটি বাড়িতে বসবাস করতে থাকি, এখানে আমাদের জনবল ও ধনসম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এ বাড়ি ত্যাগ করো, স্থানটি নিন্দনীয়।

٣٩٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوْمٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ.

৩৯২৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাঁর সাথে খাবারের পেয়ালায় তা রেখে বললেন ঃ আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে খাও।

অধ্যায় ঃ ২৮

كِتَابُ الْعِتْقِ

(দাসত্বমুক্তি)

بَابٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوْتُ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ চুক্তিবদ্ধ দাস স্থিরীকৃত পরিমাণের অংশবিশেষ পরিশোধ করার পর অক্ষম হয়ে পড়লে বা মারা গেলে

٣٩٢٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ عُتْبَةَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.

৩৯২৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'মুকাতাব' গোলাম মুক্ত হওয়ার জন্য যে পরিমাণ মুদ্রা দেয়ার শর্ত আরোপ করেছে, তা থেকে এক দিহ্‌রাম বাকী থাকলেও সে গোলামই থেকে যাবে।

টীকা ঃ المكاتب। অর্থ মনিবের সাথে গোলামের চুক্তিনামা। যেমন গোলাম যদি এত টাকা বা অন্য সম্পদ আদায় করতে পারে, তবে সে আযাদ (অনুবাদক)।

٣٩٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلٰى مِائَةِ أُوْقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلٰى مِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيْرَ فَهُوَ عَبْدٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِىُّ قَالُوْا هُوَ وَهْمٌ وَلٰكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ اٰخَرُ.

৩৯২৭। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে গোলাম তার মনিবকে এক শত 'উকিয়া' দিয়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তি করেছে, আর নব্বই উকিয়া প্রদান করেছে। সে গোলামই রয়ে গেলো। আর যে গোলাম এক শত দীনার দেয়ার চুক্তি করে নব্বই দীনার আদায় করেছে, সেও গোলাম রয়ে গেলো।

টীকা ঃ اوقية (উকিয়া) রৌপ্যের ওজন। অর্ধ 'রতলের' ছয় ভাগের একভাগ। এক তোলা সাত আনা পরিমাণ (অনুবাদক)।

٣٩٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ وَمَا يُؤَدِّىْ فَلْتَحْجِبْ مِنْهُ.

৩৯২৮। উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যদি মুকাতাব গোলাম থাকে, আর সে চুক্তিতে আরোপিত মূল্য দেয়ার যোগ্যতা রাখে, তবে তোমরা তার থেকে পর্দা করো।

بَابٌ فِىْ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْمُكَاتَبَةُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মুকাতাবের চুক্তি ভঙ্গ হলে তাকে বিক্রয় করা যায়

٣٩٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِىْ إِلٰى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوْا إِنْ شَاءَتْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِىْ فَأَعْتِقِىْ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللّٰهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

৩৯২৯। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, বারীরা নাম্নী একজন মুকাতাবা বাঁদী চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধে সাহায্য চাইতে তাঁর কাছে আসে। সে তখনো চুক্তিনামার কিছুই আদায় করেনি। আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তুমি মনিব পরিবারে ফিরে গিয়ে বলো, তারা চাইলে আমি তোমার চুক্তির সমস্ত মূল্যই আদায় করে দিবো, আর তোমার উত্তরাধিকারী হবো আমি। বারীরা তাই করলো এবং মনিব পরিবারে গিয়ে সব খুলে বললো। কিন্তু মনিব পরিবার রাজি না হয়ে বরং বললো, তিনি ইচ্ছা করলে সওয়াবের আশায় তোমার এ উপকার করতে পারেন; কিন্তু আমরাই তোমার উত্তরাধিকারী থাকবো। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ব্যক্ত করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি ওকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। বস্তুত যে আযাদ করে, উত্তরাধিকার স্বত্ব তারই প্রাপ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন ঃ লোকদের কি হলো? এরা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আর আল্লাহর কিতাবে নেই এরূপ এক শত বার শর্ত আরোপ করলেও সে তার হকদার নয়। আল্লাহর শর্তই সত্য ও সবচাইতে মজবুত।

٣٩٣٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ فِى مُكَاتَبَتِهَا فَقَالَتْ إِنِّى كَتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ فَأَعِينِينِى فَقَالَتْ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزُّهْرِىِّ. زَادَ فِى كَلاَمِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آخِرِهِ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَالْوَلاَءُ لِى إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

৩৯৩০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার চুক্তির স্থিরীকৃত মূল্য আদায়ের সাহায্য চাইতে এসে বললো, আমি আমার মনিব পরিবারের সাথে প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় উকিয়া প্রদানের চুক্তিতে দলীল করেছি। অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, তোমার মনিব পরিবার রাজি হলে চুক্তির সমস্ত মূল্য একবারে দিয়ে তোমাকে আযাদ করে দিবো। আর আমি হবো তোমার উত্তরাধিকারী। ঐ প্রস্তাব নিয়ে বাঁদী তার মনিবের কাছে গেলো। এ হাদীস এই ধারায় চলেছে। তবে যুহরীর বর্ণনায় হাদীসের শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতটুকু কথা আছে ঃ লোকদের কী হলোএদের কেউ বলে, হে অমুক! তুমি আযাদ করে দাও, কিন্তু উত্তরাধিকার স্বত্ব আমার। অথচ নিঃসন্দেহে উত্তরাধিকার স্বত্ব আযাদকারীর জন্যই নির্ধারিত।

٣٩٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلَقِ فِىْ سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلٰى نَفْسِهَا وَكَانَتْ اِمْرَأَةً مُلاَّحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرٰى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِىْ رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِىْ مَا لاَ يَخْفٰى عَلَيْكَ وَإِنِّىْ وَقَعْتُ فِىْ سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّىْ كَاتَبْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِىْ كِتَابَتِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ لَكِ إِلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أُؤَدِّىْ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ. قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ. قَالَتْ فَتَسَامَعَ تَعْنِى النَّاسَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوْا مَا فِىْ أَيْدِيْهِمْ مِنَ السَّبْىِ فَأَعْتَقُوْهُمْ وَقَالُوْا أَصْهَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلٰى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِىْ سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِى الْمُصْطَلِقِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حُجَّةٌ فِىْ أَنَّ الْوَلِىَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ.

৩৯৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনি মুস্‌তালিকের যুদ্ধে 'জুয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ ইবনুল মুস্‌তালিক' বন্দিনী হয়ে ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রা) অথবা তার চাচাত ভাইয়ের ভাগে পড়েন। অতঃপর তিনি নিজেকে মুক্ত করার চুক্তিনামা করেন। তিনি খুবই রূপসী-লাবন্যময়ী মহিলা ছিলেন, এমন রূপ যা চোখ কেড়ে নেয়। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখলাম এবং এখানে তার অবস্থানে অসন্তুষ্ট হলাম। আমি ভাবলাম, যে রূপ-লাবন্যে তাকে দেখেছি, অবিলম্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে এভাবে দেখবেন। অতঃপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জুয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ, আমার সামাজিক অবস্থান অবশ্যই আপনার কাছে স্পষ্ট। আমি ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের ভাগে পড়েছি। আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তিনামা করেছি, চুক্তির নির্ধারিত অর্থ আদায়ে সাহায্য চাইতে আপনার কাছে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর চাইতে ভালো প্রস্তাবে তুমি রাজি আছো কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে প্রস্তাবটা কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ আমি চুক্তির সমস্ত অর্থ পরিশোধ করে তোমাকে বিবাহ করতে চাই। তিনি বললেন, হাঁ, আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুয়ায়রিয়াকে বিবাহ করেছেন, একথা সব লোকের মাঝে জানাজানি হয়ে গেলো। তারা তাদের আওতাধীন সমস্ত বন্দীকে আযাদ করে ছাড়তে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর বংশের লোক। আয়েশা (রা) বলেন, নিজের সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তার চাইতে বরকতময়ী মহিলা আমি আর কাউকে দেখিনি। শুধু তার মাধ্যমে বনী মুস্তালিকের এক শত পরিবার মুক্তি পায়। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম শাসক সরাসরি বিবাহ করতে পারেন।

بَابٌ فِي الْعِتْقِ عَلَى شَرْطٍ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ শর্তসাপেক্ষে দাসত্বমুক্তি

٣٩٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ.

৩৯৩২। সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-র দাস ছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আযাদ করে দিবো এই শর্তে যে, যতো দিন তুমি জীবিত থাকবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করবে। আমি বললাম, আপনি যদি এই শর্ত আরোপ নাও করতেন, তবুও আমি আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করতাম না। অতঃপর তিনি আমাকে উক্ত শর্তসাপেক্ষে দাসত্বমুক্ত করলেন।

بَابُ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ কেউ শরীকানা দাসের নিজ অংশ দাসত্বমুক্ত করলে

٣٩٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيكٌ. زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ.

৩৯৩৩। আবুল ওয়ালীদ (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, এক ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন গোলামের তার অংশ আযাদ করে দিলো। অতঃপর এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কোন শরীক নেই। ইবনে কাছীর (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযাদ করার অনুমতি দিলেন।

٣٩٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ.

৩৯৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত দাসের তার অংশ মুক্ত করে দিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পূর্ণ) দাসত্বমুক্তি অনুমোদন করেন এবং তাকে তার বাকী অংশের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করতে বলেন।

٣٩٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالاَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.

৩৯৩৫। কাতাদা (র) তার সনদসূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন দাস থেকে তার অংশ আযাদ করে দেয়, তার কর্তব্য হলো তাকে পূর্ণভাবে খালাসের ব্যবস্থা করা।

٣٩٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنَ سُوَيْدٍ.

৩৯৩৬। কাতাদা (র) থেকে তার নিজ সনদসূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যৌথ মালিকানাধীন গোলাম থেকে যে ব্যক্তি তার নিজের অংশ আযাদ করে দিবে, সে যদি মালদার হয় তবে তার মাল খরচ করে বাকী অংশও যেন আযাদ করে দেয়।

بَابُ مَنْ ذَكَرَ السَّعَايَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ গোলামকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে কাজ করানো

٣٩٣٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِى الْعَطَّارَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيْصًا فِيْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُّعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ.

৩৯৩৭। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে সে মালদার হলে পূর্ণটুকু আযাদ করার ব্যবস্থা করা তার কর্তব্য। মালদার না হলে কঠিন পরিশ্রমে না ফেলে গোলামের দ্বারা কাজ করাতে পারে (যেন এর বিনিময়ে সে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়)।

٣٩٣٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ أَوْ شَقِيْصًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ إِنْ كَانَ

لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ.

৩৯৩৮। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অংশীদারী গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে, সে সম্পদশালী হলে তার কর্তব্য হলো তাকে পূর্ণভাবে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। আর সে সম্পদশালী না হলে গোলামটির সঠিক মূল্য নিরূপণ করার পর গোলামের দ্বারা আয়াসসাধ্য কাজ করাবে। অতঃপর তার পারিশ্রমিকের অর্থ দ্বারা মূল্য আদায় করে দিবে (ফলে সে আযাদ হবে)। আবু দাউদ (র) বলেন, উভয় রাবীর হাদীসের বক্তব্য হলো, 'তাকে দিয়ে আয়াসসাধ্য পরিশ্রম করাবে'।

٣٩٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ وَذَكَرَا فِيهِ السِّعَايَةَ.

৩৯৩৯। সাঈদ (র) থেকে তার সনদসূত্রে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন কোন বর্ণনায় السِّعَايَةَ। শব্দটি উল্লেখ আছে এবং কোন বর্ণনায় উল্লেখ নেই।

بَابُ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لاَ يَسْتَسْعِي

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যারা বলেন, গোলামকে কাজে নিয়োজিত করা যাবে না

٣٩٤٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ.

৩৯৪০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ মুক্ত করলে তার ন্যায়সংগত মূল্য নিরূপণ করতে হবে, অতঃপর সে অন্য শরীকদের অংশও পরিশোধ করবে এবং এর বিনিময়ে গোলামটি আযাদ হবে। অন্যথায় তাকে যতটুকু আযাদ করা হয়েছে সে ততটুকুই আযাদ হবে।

٣٩٤١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ.

৩৯৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ। রাবী বলেন, নাফে‘ কখনো فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ অর্থাৎ "যা আযাদ করলো তা করলোই" এরূপ বলেছেন, আবার কখনো তা বলেননি।

٣٩٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْحَدِيْثَ. قَالَ أَيُّوبُ فَلاَ أَدْرِيْ هُوَ فِي الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَإِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

৩৯৪২। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আইউব (র) বলেন, আমি জানি না, হাদীসে فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ কথাটুকু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাকি নাফে‘ (র)-এর বক্তব্য।

٣٩٤٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِّنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبَهُ.

৩৯৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ মুক্ত করে দেয়, তার কাছে যদি এ গোলামের পূর্ণ মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে তার উচিত তাকে পূর্ণ আযাদ করে দেয়া। আর এ পরিমাণ সম্পদ যদি তার না থাকে, তবে সে তার অংশ পরিমাণই মুক্ত হবে।

٣٩٤٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوْسَى.

৩৯৪৪। ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে ইবরাহীম ইবনে মূসার বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٣٩٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. انْتَهٰى حَدِيْثُهُ إِلٰى وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلٰى مَعْنَاهُ.

৩৯৪৫। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালেক বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে এ কথাটুকু وَالاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ তাতে উল্লেখ করেননি। তার বর্ণিত হাদীস একথায় গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে : وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.

٣٩٤٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِيْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ.

৩৯৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কেউ শরীকানা গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দিবে, তার কাছে এই গোলামের পূর্ণ মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার উচিত, অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তাকে আযাদ করার ব্যবস্থা করা।

٣٩٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةً لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ.

৩৯৪৭। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে এবং এ সূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি বলেন ঃ দুই মনিবের মালিকানাধীন একটি গোলামকে এক মনিব তার অংশ আযাদ করে দিলো। আযাদকারী মনিব যদি সম্পদশালী হয়, তবে তার উচিত– সে গোলামটির যথার্থ মূল্য, না কমিয়ে না চড়িয়ে, ধার্য করে তাকে আযাদ করার ব্যবস্থা করা।

٣٩٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ عَنِ ابْنِ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ يَعْنِي التَّلِبَّ وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ.

৩৯৪৮। ইবনুত তালিব্বা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ আযাদ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অবশিষ্ট অংশ আযাদ করতে বাধ্য করেননি। আহমাদ (র) বলেন, ইবনুত তালিব্বা নামটি 'তা' হরফ সহযোগে (ছা সহযোগে নয়), যদিও শো'বা (র) তা-এর স্থলে ছা উচ্চারণ করেছেন।

بَابُ فِيْمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ কোন ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় মুহাররাম গোলামের মালিক হলে

٣٩٤٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوْسٰى فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِيْمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَهُوَ حُرٌّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يُحَدِّثْ هٰذَا الْحَدِيْثَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ شَكَّ فِيْهِ.

২৩। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কারো মালিকানায় কোন নিকটাত্মীয় 'মুহাররাম' (শরী'আত যাদেরকে বিবাহ করা হারাম করেছে) যদি দাস হয়ে আসে তবে সে মুক্ত। আবূ দাউদ (র) বলেন, আরো একটি সনদসূত্রে সামুরা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ (র) আরো বলেন, হাদীসটি কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাতে সন্দেহে পতিত হয়েছেন।

٣٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

৩৯৪৯। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কারো মালিকানায় নিকটাত্মীয় মুহাররাম ব্যক্তি গোলাম থাকলে সে সরাসরি আযাদ।

٣٩٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

৩৯৫১। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। হাসান (র) বলেন, কোন ব্যক্তি নিকট আত্মীয়ের মালিক হলে, সে সরাসরি আযাদ।

٣٩٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَعِيْدٌ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ.

৩৯৫২। কাতাদা (র) থেকে জাবের ইবনে যায়েদ এবং হাসানের সূত্রে এরূপ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদের তুলনায় সাঈদ (র) অধিক স্মৃতিধর।

بَابٌ فِيْ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ উম্মে ওয়ালাদের দাসত্বমুক্তি

٣٩٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلَانَ قَالَتْ قَدِمَ بِيْ عَمِّيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِيْ مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِيْ أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْاٰنَ وَاللّٰهِ تُبَاعِيْنَ فِيْ دَيْنِهِ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلَانَ قَدِمَ بِيْ عَمِّي الْمَدِيْنَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِيْ مِنَ الْحُبَابِ ابْنِ عَمْرٍو أَخِيْ أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحُبَابِ

فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللّٰهِ تُبَاعِيْنَ فِيْ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ قِيْلَ أَخُوْهُ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرٍو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعْتِقُوْهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيْقٍ قَدِمَ عَلَيَّ فَائْتُوْنِيْ أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا. قَالَتْ فَأَعْتَقُوْنِيْ وَقَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيْقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّيْ غُلَامًا.

৩৯৫৩। খারিজা কায়েস আয়লান গোত্রের সালামা বিনতে মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে নিয়ে মদীনায় আসেন এবং আমাকে আবুল ইয়াসার ইবনে আমরের ভাই হুবাব ইবনে আমরের কাছে বিক্রি করেন। অতঃপর আমি হুবাবের পুত্র আবদুর রহমানকে প্রসব করি। পরে হুবাব মারা গেলে তার স্ত্রী বলেন, আল্লাহর কসম! এখন তুমি তার ঋণের জন্য বিক্রি হবে। একথা শুনে আমি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরয করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খারিজা কায়েস আয়লান গোত্রের একজন মহিলা। জাহিলী যুগে আমার চাচা আমাকে নিয়ে মদীনা আসেন এবং আবুল ইয়াসার ইবনে আমরের ভাই হুবাব ইবনে আমরের কাছে আমাকে বিক্রি করেন। অতঃপর আমার গর্ভে আবদুর রহমান ইবনে হুবাব জন্মগ্রহণ করে। তার স্ত্রী বলেন, আল্লাহর শপথ! এখন তুমি তার ঋণের জন্য বিক্রি হবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ হুবাবের অভিভাবক কে? বলা হয়, তার ভাই আবুল ইয়াসার ইবনে আমর। অতঃপর তিনি তার কাছে বলে পাঠান যে, মেয়েটিকে তোমরা আযাদ করে দাও। আর যখনই শুনবে, আমার কাছে কোন গোলাম এসেছে , তৎক্ষণাৎ তোমরা এসে যাবে। আমি এর বিনিময়ে তাকে তোমাদেরকে দিবো। তিনি (মেয়েটি) বলেন, এ ফরমান পেয়ে তারা আমাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি গোলাম আসলে তিনি তাকে আমার বিনিময়ে তাদের দিয়ে দেন।

٣٩٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.

৩৯৫৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরের যুগে উম্মে ওয়ালাদ বাঁদীদেরকে বিক্রি করেছি। পরে উমার (রা)-র যুগে তিনি আমাদের নিষেধ করলে আমরা বিরত হয়েছি।

টীকা ঃ বাঁদীর গর্ভে যদি মনিবের ঔরসজাত সন্তান জন্মে, তবে সে বাঁদীকে "اُمُّ وَلَدٍ" ('উম্মে ওয়ালাদ') বলা হয় (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করা

٣٩٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِيعَ بِسَبْعِ مِائَةٍ أَوْ بِتِسْعِ مِائَةٍ.

৩৯৫৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার গোলামকে এরূপ শর্ত দিয়ে রাখলো যে, সে মারা গেলে সে মুক্ত। অথচ এ গোলাম ব্যতীত তার কোন সম্পদ ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ গোলাম বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাকে সাত শত অথবা নয় শত আরবী মুদ্রায় বিক্রি করা হলো।

٣٩٥٦- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا. زَادَ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللّٰهُ أَغْنٰى عَنْهُ.

৩৯৫৬। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমার কাছে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে আরো আছে, তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমিই মুদাব্বার গোলামের মূল্যের পাওনাদার, আর আল্লাহ তা থেকে অমুখাপেক্ষী।

٣٩٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ مَذْكُوْرٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيْهَا فَضْلٌ

فَعَلٰى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلٰى ذِىْ قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ عَلٰى ذِىْ رَحِمِهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهٰهُنَا وَهٰهُنَا.

৩৯৫৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মাযকূর নামে আনসারী এক ব্যক্তির ইয়াকূব নামে একটি গোলাম ছিল। সে মনিব মারা গেলে সে আযাদ, এরূপ ঘোষণা করে। অথচ এ গোলাম ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে আনেন এবং সাহাবীদের বলেন ঃ কে একে খরিদ করবে। নুআয়েম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাহ্হাম গোলামটিকে আট শত দিরহাম মূল্যে ক্রয় করেন। তিনি (নবী সা) এ অর্থ আনসারীর কাছে অর্পণ করে বলেন ঃ তোমাদের মাঝে কেউ দরিদ্র থাকলে সে প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করবে। এরপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তা নিকট আত্মীয়দের জন্য খরচ করবে,এরপরও অবশিষ্ট থাকলে আল্লাহর পথে সৎকাজে খরচ করবে।

بَابُ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের কমে গোলাম আযাদ করলে

٣٩٥٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

৩৯৫৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক মুমূর্ষু ব্যক্তি তার ছয়টি দাসকে মুক্ত করে দেয়। এগুলো ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছলে তিনি সেই ব্যক্তিকে কড়া কথা বলে ধমকালেন। অতঃপর গোলামদের ডেকে এনে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন এবং তাদের মাঝে লটারী দিলেন। লটারীর ভিত্তিতে দু'জনকে আযাদ করে দিলেন এবং চারজনকে গোলাম হিসেবে রেখে দিলেন।

٣٩٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ الْمُخْتَارِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا.

৩৯৫৯। আবু কিলাবা (র) সনদসহ এ হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا (তিনি (সা) তাকে কড়া কথা বলেছেন) এ বাক্য উল্লেখ করেননি।

٣٩٦٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ الطَّحَّانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى زَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْأَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِىْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ.

৩৯৬০। আবু যায়েদ (র) থেকে জনৈক আনসারী ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যদি তার দাফনের পূর্বে উপস্থিত হতে পারতাম, তবে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হতো না।

٣٩٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَأَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

৩৯৬১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। মুমূর্ষু অবস্থায় এক ব্যক্তি তার ছয়টি দাসকে মুক্ত করে দিলো। অথচ এগুলো ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ ছিলো না। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে গেলে তিনি তাদের মাঝে লটারী দেন। অতঃপর দু'জনকে আযাদ করে দেন এবং চারজনকে দাস হিসেবে রেখে দেন।

بَابٌ فِىْ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে

٣٩٦٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَّشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ.

৩৯৬২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সম্পদশালী গোলাম আযাদ করলে, সে তার সম্পদ পাবে; যদি না মনিব এমন শর্ত করে যে, সম্পদ তারই থাকবে।

টীকা ঃ 'সে তার সম্পদ পাবে' দ্বারা গোলামকে না মনিবকে বুঝানো হয়েছে এই বিষয়ে মতভেদ আছে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ জারজ সন্তান আযাদ করা

٣٩٦٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِيْنَةٍ

৩৯৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জারজ সন্তান তিনটা মন্দের অন্যতম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহর পথে চাবুক দ্বারা উপকৃত হওয়া আমার কাছে জারজ সন্তান আযাদ করার তুলনায় অধিক প্রিয়।

টীকা ঃ 'জারজ সন্তান তিনটি মন্দের অন্যতম', অর্থাৎ তার বংশসূত্র যেনাকারী ও যেনাকারিনীর বংশসূত্রের তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট; যদিও সে নিষ্পাপ এবং ওরা দু'জন অপরাধী। আবু হুরায়রা (রা)-র মতে জারজ সন্তান প্রকৃতিগতভাবে দুষ্কর্মপরায়ণ হয়ে থাকে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ ثَوَابِ الْعِتْقِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ গোলাম আযাদ করার সওয়াব

٣٩٦٤- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ عَبْلَةَ عَنِ الْغَرِيْفِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ. فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ بَيْتِهِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا انَّمَا اَرَدْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِى النَّارَ

بِالْقَتْلِ فَقَالَ أَعْتِقُوْا عَنْهُ يُعْتِقِ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

৩৯৬৪। আল-গারীফ ইবনুদ দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' (রা)-র কাছে এসে তাকে বললাম, আমাদের কাছে এরূপ একখানি হাদীস বর্ণনা করুন, যাতে না বাড়তি কিছু আছে, না কমতি কিছু। একথা শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে এমন লোক আছে, যে ঘরে ঝুলানো তার কিতাব (কুরআন) থেকে বাড়িয়ে-কমিয়ে পাঠ করে? আমরা বললাম, আমরা তো এরূপ হাদীসের আশা করেছি, যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আমাদের এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, হত্যার দায়ে যার উপর দোযখের আগুন অবধারিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তার পক্ষ থেকে তোমরা দাস মুক্ত করে দাও, আল্লাহ তার (দাসের) প্রতিটি অঙ্গের পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।

بَابُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কোন্ ধরনের দাস মুক্ত করা অধিক উত্তম

٣٩٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ عَنْ أَبِىْ نَجِيْحٍ السُّلَمِىِّ قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْرِ الطَّائِفِ قَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ أَبِىْ يَقُوْلُ بِقَصْرِ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلَّ ذٰلِكَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُ دَرَجَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عَظَامِ مُحَرِّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৯৬৫। আবূ নাজীহ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তায়েফ দুর্গ অবরোধ করলাম। মুআয (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "قَصْرُ الطَّائِفِ" (তায়েফ প্রাসাদ) বা "حِصْنُ الطَّائِفِ" (তায়েফ দুর্গ)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীরের আঘাত করেছে, তার জন্য রয়েছে একটি মর্তবা। এ হাদীস এভাবে অগ্রসর হয়েছে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুসলমান পুরুষ তার মুসলমান গোলামকে মুক্ত করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কিয়ামতের দিন এ গোলামের প্রতিটি হাড়ের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি হাড়কে (অঙ্গকে) দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে কোন মুসলমান মহিলা তার মুসলমান দাসীকে মুক্ত করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দাসীর প্রতিটি হাড়ের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন মুক্তিদাত্রীর প্রতিটি হাড়কে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

٣٩٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ ابْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنَ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ.

৩৯৬৬। শুরাহ্বীল ইবনুস সিম্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে আবাসা (রা)-কে বলেন, আপনি আমাদের নিকট এরূপ একখানি হাদীস বর্ণনা করুন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার দাসীকে মুক্ত করবে, সে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে।

٣٩٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنٰى مُعَاذٍ إِلٰى قَوْلِهِ وَأَيُّمَا امْرِىءٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً. وَزَادَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلاَّ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزٰى مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا

عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَالِمٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ شُرَحْبِيْلَ مَاتَ شُرَحْبِيْلُ بِصِفِّيْنَ.

৩৯৬৭। শুরাহ্‌বীল ইবনুস সিমত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'ব ইবনে মুররা অথবা মুররা ইবনে কা'ব (রা)-কে বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন এরূপ একখানি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি মুআয বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস এ পর্যন্ত বর্ণনা করেন ঃ যে কোন ব্যক্তি তার মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে এবং কোন মহিলা তার মুসলমান দাসীকে আযাদ করবে। বর্ণনাকারীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ যে কোন পুরুষ দু'জন মুসলমান দাসীকে মুক্ত করবে, এগুলো তাকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবে। এ দু'জন দাসীর দু'টি হাড়ের (অঙ্গের) পরিবর্তে মুক্তিদাতার একটি হাড়কে মুক্তি দেয়া হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, সালেম (র) শুরাহ্‌বীল (র) থেকে হাদীস শুনেননি। শুরাহ্‌বীল (র) সিফ্‌ফীন যুদ্ধে শহীদ হন।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সুস্থ অবস্থায় আযাদ করার মর্যাদা

٣٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْ حَبِيْبَةَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِيْ يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ إِذَا شَبِعَ.

৩৯৬৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমূর্ষু অবস্থায় দাস মুক্তিদাতার দৃষ্টান্ত হলো, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হওয়ার পর অপরকে উপহার দেয়।

অধ্যায় ঃ ২৯

كِتَابُ الْحُرُوْفِ وَالْقِرَاءَاتِ

(কুরআনের কিরাআত ও পাঠের বিভিন্ন নিয়ম)

٣٩٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى.

৩৯৬৯। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى (আদেশসূচক ক্রিয়াসহ) পাঠ করেছেন। "তোমরা ইবরাহীমের স্থানকে নামাযের স্থান বানিয়ে নাও" (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)।

٣٩٧٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللّٰهُ فُلاَنًا كَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ أَذْكَرَنِيْهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أُسْقِطْتُهَا.

৩৯৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাতে এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করলো। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ অমুক ব্যক্তির উপর করুণা বর্ষণ করুন। সে রাতে আমাকে এমন কয়টি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি প্রায় ভুলতে বসেছিলাম।

٣٩٧١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَنْ يَّغُلَّ فِىْ قَطِيْفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَغُلَّ مَفْتُوْحَةَ الْيَاءِ.

৩৯৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ" আয়াত বদরের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় একটা লাল চাদর হারানো গেলে কতক লোক বলাবলি করলো, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়েছেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, "আর নবীর শান এই নয় যে, তিনি খেয়ানত করবেন। অথচ যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে সে খেয়ানতকৃত বস্তুসহ কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় পাবে এবং তাদের প্রতি মোটেই যুলুম করা হবে না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬১)। আবু দাউদ (র) বলেন, يَغُلَّ-এর ى-তে যবর হবে (মাদ্দ হবে না)।

٣٩٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْهَرَمِ.

৩৯৭২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

٣٩٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِىْ وَفْدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ.

৩৯৭৩। লাকীত ইবনে সাবিরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনী মুনতাফিকের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম لاَ تَحْسِبَنَّ (সীন বর্ণে যের) পড়েছেন لاَ تَحْسَبَنَّ (সীনে যবর দিয়ে) পড়েননি।

٣٩٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَحِقَ الْمُسْلِمُوْنَ رَجُلاً فِىْ

غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوْهُ وَأَخَذُوْا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ.

৩৯৭৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অভিযানে মুসলমানগণ এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেলো, যার কিছু সংখ্যক বকরী ছিল। লোকটি বললো, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ (আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তারা তাকে হত্যা করলো এবং বকরীগুলো নিয়ে নিলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "কেউ তোমাদের সালাম দিলে পার্থিব সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলো না যে, তুমি মুমিন নও" (সূরা নিসা ঃ ৯৪)। অর্থাৎ সেই বকরীগুলো।

٣٩٧٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَلَمْ يَقُلْ سَعِيْدٌ كَانَ يَقْرَأُ.

৩৯৭৫। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে ছাবেত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ কিরাআত (পেশ দিয়ে) পড়তেন। পূর্ণ আয়াত হলো ঃ

لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ.

"মুমিনদের মাঝে যারা কোন ওজর ছাড়াই ঘরে বসে থাকে এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়" (সূরা নিসা ঃ ৯৫)।

টীকা ঃ غير শব্দের তিনটি পাঠ আছে, অবশিষ্ট দু'টি ঃ غَيْرَ ও غَيْرِ প্রতিটি পাঠই জায়েয (অনুবাদক)।

٣٩٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِىْ عَلِىِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ.

৩৯৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের– وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ.
"আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমের বিনিময়েও কেসাস রয়েছে" (সূরা মাইদা ঃ ৪৫) এ আয়াতে اَلْعَيْنُ بِالْعَيْنِ (নূনের উপর পেশ দিয়ে) পড়েছেন।

٣٩٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ.

৩৯৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পড়েছেন : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

٣٩٧٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ فَقَالَ مِنْ ضُعْفٍ قَرَأْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ.

৩৯৭৮। আতিয়া ইবনে সা'দ আল-আওফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ (সূরা রূম ঃ ৫৪) এ আয়াতের ضَعْفٍ শব্দে যবর দিয়ে পড়েছি। তিনি বললেন, না, বরং مِنْ ضُعْفٍ হবে। কেননা তুমি আমার কাছে যেরূপ পড়েছো আমিও সেরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পড়েছিলাম। আমি যেরূপ তোমাকে সংশোধন করে দিলাম, তিনিও সেরূপে আমাকে সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

٣٩٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ يَعْنِيْ ابْنَ عَقِيْلٍ عَنْ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضُعْفٍ.

৩৯৭৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ضُعْف শব্দ (পেশসহ) পড়েছেন।

٣٩٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى قَالَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا.

৩৯৮০। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেছেন, بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا (মূল হলো فَلْيَفْرَحُوْا) (সূরা ইউনুস ঃ ৫৮)।

٣٩٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَجْلَحِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُوْنَ.

৩৯৮১। উবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত এভাবে পাঠ করেছেন: بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْتَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُوْنَ. (এখানে تَفْرَحُ ও تَجْمَعُ ক্রিয়াদ্বয়ে তা-সহ পড়েছেন)।

٣٩٨٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ.

৩৯৮২। আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত এভাবে إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ পড়তে শুনেছেন। عمل ক্রিয়াপদকে অতীত কালের রূপে অর্থাৎ عَمِلَ পড়েছেন (সূরা হূদ ঃ ৪৬)।

٣٩٨٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هٰذِهِ الْآيَةَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. فَقَالَتْ قَرَأَهَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَارُوْنُ النَّحْوِيُّ وَمُوْسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ.

৩৯৮৩। শাহর ইবনে হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত "اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ" কিরূপে পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি (সা) "اِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ" (অর্থাৎ عمل ক্রিয়া فعل ماضى রূপে এবং غَيْرَ শব্দে যবর-সহ) পড়েছেন।

٣٩٨٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى مُوْسٰى لَوْ صَبَرَ لَرَأٰى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغتَ مِنْ لَّدُنِّيْ طَوَّلَهَا حَمْزَةُ.

৩৯৮৪। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আ করতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য করতেন এবং বলতেন ঃ আমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক এবং মূসার উপরও। তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সাথীর (খিযির) কাছ থেকে আশ্চর্যজনক আরো অনেক কিছু দেখতে পেতেন। কিন্তু তিনি তো বলে দিলেন, এরপরও যদি আমি আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করি, তবে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন না; নিশ্চয়ই আপনি আমার পক্ষ থেকে আপত্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছেন" (সূরা কাহ্ফ ঃ ৭৬)। 'হামযা' এতে দীর্ঘ করেছেন।

٣٩٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَهَا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ. وَثَقَّلَهَا.

৩৯৮৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত এভাবে পাঠ করেছেন : "قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ" এবং এতে ভারী স্বরে অর্থাৎ তাশদীদসহ পড়েছেন।

٣٩٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْمِصِّيْصِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ مِصْدَعٍ

أَبِىْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ أَقْرَأَنِىْ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ مُخَفَّفَةً.

৩৯৮৬। মিসদা' আবু ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতের فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ (সূরা কাহ্ফ ঃ ৮৬) حَمِئَةٍ শব্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপে হালকা পাঠ করেছেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) ঠিক সেরূপ আমাকে পাঠ করিয়েছেন।

٣٩٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ عَمْرٍو النَّمَرِىُّ أَخْبَرَنَا هَارُوْنُ أَخْبَرَنِىْ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّيْنَ لَيُشْرِفُ عَلٰى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضِيْءُ الْجَنَّةُ بِوَجْهِهِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ. قَالَ وَهٰكَذَا الْحَدِيْثُ دُرِىٌّ مَرْفُوْعَةَ الدَّالِ لاَ تُهْمَزُ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا.

৩৯৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইল্লিয়্যুনবাসী (উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত) কোন এক ব্যক্তি বেহেশতীদের কাছে আসতেই তাঁর কারণে বেহেশত উজ্জ্বল হয়ে যাবে, "যেন তা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র" (সূরা নূর ঃ ৩৫), হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। دُرِّىٌّ শব্দের دال বর্ণে পেশ হবে, হামযা নয়। আর আবু বকর ও উমার (রা) এ পর্যায়ভুক্ত হবেন, বরং এর চাইতেও বেশী উত্তম হবেন।

٣٩٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَبْرَةَ النَّخَعِىُّ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْغُطَيْفِىِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَإٍ مَا هُوَ أَرْضٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلاَ امْرَأَةٍ وَلٰكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةٌ. قَالَ عُثْمَانُ الْغَطَفَانِىِّ مَكَانَ الْغُطَيْفِىِّ وَقَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِىُّ.

৩৯৮৮। ফারওয়া ইবনে মুসাইক আল-গুতায়ফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম, রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাবা' সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করুন। সেটা কি কোন জায়গা, না কি কোন মহিলা? তিনি বলেন ঃ না, তা কোন জায়গাও নয়, কোন মহিলাও নয়; বরং একজন পুরুষ, যে দশজন আরব সন্তানকে জন্ম দেয়। অতঃপর ছয়জনকে ইয়ামানে (ডান পাশে) বসবাস করতে দেন এবং চারজনকে শামে (বাম পাশে) বসবাস করতে পাঠান। উছমান (র) বলেন, 'গুতায়ফীর' স্থানে গাতাফানী হবে।

٣٩٨٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَبُوْ مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً وَفَذَكَرَ حَدِيْثَ الْوَحْىِ قَالَ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى حَتّٰى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ.

৩৯৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ...অতঃপর তিনি ওহীর হাদীস বর্ণনা করেন। তা হলো মহান আল্লাহর বাণী ঃ

حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ.

(ফুয্যি'আ-এর স্থলে ফুযিআ) (সূরা সাবা ঃ ২৩)।

٣٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكِ اٰيَاتِىْ فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ الرَّبِيْعُ لَمْ يُدْرِكْ أُمَّ سَلَمَةَ.

৩৯৯০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পাঠ করে ঃ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكِ اٰيَاتِىْ فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. (সূরা যুমার ঃ ৫৯)। অর্থাৎ তিনি 'আত্মা'কে সম্বোধন করেন এবং স্ত্রীলিঙ্গের রূপ ব্যবহার করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। আর-রবী' (র) উম্মে সালামা (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

٣٩٩١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى النَّحْوِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا فَرُوْحٌ وَّرَيْحَانٌ.

৩৯৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত এভাবে পড়তে শুনেছি ঃ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ (অর্থাৎ رُوْحٌ শব্দের রা বর্ণে পেশ দিয়ে পড়েছেন। তবে প্রচলিত কিরাআত فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ রা বর্ণে যবর আছে)। অর্থ: "শান্তি ও নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী বিদ্যমান" (নৈকট্য প্রাপ্তদের জন্য) (সূরা ওয়াকিআ ঃ ৮৯)।

٣٩٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِيْ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَمْ أَفْهَمْ جَيِّدًا عَنْ صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ بِلاَ تَرْخِيْمٍ.

৩৯৯২। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে পাঠ করতে শুনেছি ঃ نَادَوْا يَا مَالِكُ 'ইয়া মালিকু' শব্দটাকে 'তারখীম' অর্থাৎ সংকোচন করে 'ইয়া মালি' বা ইয়া মালু' বলেননি (যা স্বাভাবিক নিয়মের আওতায় আসে। حرف ندا দ্বারা সম্বোধনকৃত اسم সংকোচন করাকে ترخيم বলা হয়, যা আরবী ব্যাকরণে প্রচলিত)।

٣٩٩٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَقْرَأَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ أَنَا الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

৩৯৯৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ আয়াত পাঠ করিয়েছেন ঃ "اِنِّيْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ" (সূরা যারিয়া ঃ ৫৮)।

টীকা ঃ সাধারণত "اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ" এ কিরাআতই প্রসিদ্ধ।

٣٩٩٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُهَا

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ. يَعْنِيْ مُثَقَّلاً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مَضْمُوْمَةَ الْمِيْمِ مَفْتُوحَةَ الدَّالِ مَكْسُوْرَةَ الْكَافِ.

৩৯৯৪। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত এভাবে পাঠ করতেন: "فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ" (অর্থাৎ মীমে পেশ, দালে যবর এবং কাফে যের)। অর্থ: "কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি" (সূরা কামার ঃ ১৫)?

٣٩٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الذِّمَارِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ أَيَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.

৩৯৯৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কিরাআত পড়েছেন ঃ اَيَحْسِبُ اَنَّ مَالَه اَخْلَدَه (সূরা হুমাযাহ ঃ ৩) (প্রশ্নবোধক আলিফসহ)।

٣٩٩٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَمَّنْ أَقْرَأَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَّلاَ يُوْثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ بَعْضُهُمْ أَدْخَلَ بَيْنَ خَالِدٍ وَأَبِيْ قِلاَبَةَ رَجُلاً.

৩৯৯৬। আবু কিলাবা (র) থেকে সেই সূত্রে বর্ণিত যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত এভাবে পড়েছেন ঃ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَلاَ يُوْثَقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ. (সূরা ফাজর ঃ ২৬)। আবু দাউদ (র) বলেন, কতক রাবী খালিদ ও আবু কিলাবার মধ্যস্থলে আরো একজন রাবীর নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ لاَ يُعَذَّبُ শব্দের 'যাল' বর্ণে যবর দিয়ে بناء مفعول হিসেবে পড়েছেন, অথচ প্রচলিত কিরাআতে 'যাল বর্ণে ও يُوْثَقُ শব্দের 'ছা' বর্ণে যের হিসেবে প্রসিদ্ধ (অনুবাদক)।

٣٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ أَنْبَأَنِيْ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَنْ أَقْرَأَهُ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَرَأَ عَاصِمٌ وَالْأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَأَبُوْ جَعْفَرٍ يَزِيْدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةُ بْنُ نَصَّاحٍ وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

كَثِيْرٍ الدَّارِيُّ وَأَبُوْ عَمْرِو بْنُ الْعَلاَءِ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجُ وَقَتَادَةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَحُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ لاَ يُعَذِّبُ وَلاَ يُوْثِقُ إِلاَّ الْحَدِيْثَ الْمَرْفُوْعَ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِالْفَتْحِ.

৩৯৯৭। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে পাঠ শিখিয়েছেন; তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার কাছে পাঠ করেছেন এবং এ ব্যক্তি যার কাছে পাঠ করেছেন, তিনি বলেন, এ আয়াতের পাঠ এই: فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذَّبُ অর্থাৎ لاَ يُعَذَّبُ শব্দের 'যাল' বর্ণে যবর। আবু দাউদ (র) বলেন, আসিম, আ'মাশ, তালহা ইবনে মুসাররিফ, আবু জাফর ইয়াযীদ ইবনুল কা'কা', শায়বা ইবনে নাসসাহ, নাফে' ইবনে আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে কাছীর আদ-দারী, আবু আমর ইবনুল 'আলা, হামযা আয-যায়্যাত, আবদুর রহমান আল-আ'রাজ, কাতাদা, আল-হাসান আল-বাসরী, মুজাহিদ, হুমায়েদ আল-আ'রাজ (র), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) প্রমুখ لاَ يُعَذِّبُ وَلاَ يُوْثِقُ পড়েছেন। কিন্তু মরফূ' হাদীসে উক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) لاَ يُعَذَّبُ পড়েছেন (যাল বর্ণে যবরসহ)।

٣٩٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِيْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا ذَكَرَ فِيْهِ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَقَالَ جِبْرَائِلَ وَمِيْكَائِلَ.

৩৯৯৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা হাদীসে জিব্রাঈল ও মিকাঈলের উল্লেখ করেন এবং বলেন, جِبْرَائِلَ ও مِيْكَائِلَ। (কোন কিরাআতে جِبْرِيْلُ ও مِيْكَالُ পড়া হয়)।

٣٩٩٩- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ ذُكِرَ كَيْفَ قِرَاءَةُ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عِنْدَ الْأَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّوْرِ

فَقَالَ عَنْ يَّمِيْنِهِ جِبْرَائِيْلُ وَعَنْ يَّسَارِهِ مِيْكَائِلُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ خَلَفُ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ أَرْفَعِ الْقَلَمَ عَنْ كِتَابَةِ الْحُرُوْفِ مَا أَعْيَانِىْ شَيْءٌ مَا أَعْيَانِىْ جِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِلُ.

৩৯৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে খাযিম (র) বলেন, আ'মাশ (র)-এর নিকট উল্লেখ করা হলো, জিবরাঈল ও মীকাঈল-এর কিরাআত কিরূপ? আ'মাশ (র) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগাওয়ালার (ইসরাফীল আ) আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তার ডানপাশে জিব্‌রাঈল ও তার বামপাশে মীকাঈল থাকবেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, খালাফ (র) বললেন, আমি চল্লিশ বছরের মধ্যে কখনো লেখা বন্ধ করে কলম রেখে দেইনি। কোন কিছুই আমাকে ক্লান্ত-শ্রান্ত বা অপারগ করেনি, এমনকি জিবরীল ও মীকাঈলও আমাকে ক্লান্ত করেনি।

٤٠٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَعْمَرٌ وَرُبَّمَا ذَكَرَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْرَءُوْنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ مَرْوَانُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَمِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ.

৪০০০। ইবনুল মুসাইয়াব (র) বর্ণনা করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমার ও উছমান (রা) এ আয়াত مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এই রীতিতে অর্থাৎ 'মীম'-এর সাথে আলিফ-সহ পড়েন। মারওয়ান সর্বপ্রথম আলিফ ছাড়া مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। পড়েন। আবু দাঊদ (র) বলেন, যুহ্‌রী (র) আনাস (রা) থেকে এবং যুহ্‌রী সালিম-তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীস দু'টির তুলনায় উপরোক্ত হাদীস অধিক সহীহ। (সূরা ফাতিহা ঃ ৩)।

٤٠٠١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ الْقِرَاءَةُ الْقَدِيْمَةُ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

৪০০১। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন পাঠ বর্ণনা করেন অথবা অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, প্রাচীন কিরাআত হলো مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তিনি প্রতিটি আয়াত পাঠের পর বিরতি দিতেন।

٤٠٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلٰى حِمَارٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَقَالَ هَلْ تَدْرِىْ أَيْنَ تَغْرُبُ هٰذِهِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَامِيَةٍ.

৪০০২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে একই গাধার পিঠে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ "এটা উষ্ণ পানির এক ঝর্ণায় অস্তমিত হয়" (সূরা কাহ্ফ ঃ ৮৬)।

টীকা ঃ এ আয়াতে حَامِيَةٍ শব্দে 'হা'র সাথে আলিফ মিলিয়েছেন। প্রচলিত কিরাআতে حَمِئَةٍ 'হা'র সাথে আলিফ নেই, তবে 'ইয়া'র স্থানে 'হামযা' আছে।

٤٠٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ مَوْلًى لاِبْنِ الأَسْقَعِ رَجُلَ صِدْقٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ الأَسْقَعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُمْ فِىْ صُفَّةِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ أَىُّ اٰيَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ أَعْظَمُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ.

৪০০৩। ইবনুল আস্কা' (রা)-র মুক্তদাস থেকে ইবনুল আস্কা'র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে (ইবনুল আস্কা'কে) বলতে শুনেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের আঙ্গিনায় তাদের কাছে আসলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর স্বত্বাধীন। তাঁর অনুমতি ছাড়া এরূপ কে আছে যে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের কোন কিছুই তারা নিজেদের আবেষ্টনীতে আনতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহকে ও যমীনকে ধারণ করে রেখেছে। তাঁর পক্ষে এতদুভয়ের হেফাযত কোন কষ্টকর নয়। আর তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান" (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)।

٤٠٠٤-حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِى الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَيْتَ لَكَ فَقَالَ شَقِيْقٌ إِنَّا نَقْرَؤُهَا هِيْتُ لَكَ يَعْنِىْ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَىَّ.

৪০০৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত هَيْتَ لَكَ ('তা'র উপর যবর দিয়ে) পড়েছেন। শাকীক (র) বললেন, আমরা তো এ আয়াত هِيْتُ لَكَ ('হা'তে যের ও 'তা'র উপর পেশ দিয়ে) পড়ি। ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আমাকে যে রীতিতে পড়তে শিখানো হয়েছে, আমি সেভাবেই পড়তে ভালোবাসি। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৩)।

٤٠٠٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ إِنَّ أُنَاسًا يَقْرَؤُنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَقَالَتْ هِيْتُ لَكَ فَقَالَ إِنِّىْ أَقْرَأُ كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَىَّ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ.

৪০০৫। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলা হলো, কিছু সংখ্যক লোক এ আয়াত পড়ে وَقَالَتْ هِيْتُ لَكَ ('হা'র নীচে যের

এবং 'তা'র উপর পেশ)। তিনি বললেন, আমাকে যেভাবে শিখানো হয়েছে আমি সেভাবেই পড়তে ভালোবাসি। এই বলে তিনি পাঠ করলেন وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ('হা'র উপর ও 'তা'র উপর যবর)।

٤٠٠٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ.

৪০০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বনী ইস্রাঈলকে বলেন, "তোমরা নতশিরে দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করো আর বলতে থাকো, "মার্জন করো", তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করা হবে" (সূরা বাকারা ঃ ৫৮)। প্রচলিত কিরাআতে تُغْفَرْ لَكُمْ-এর স্থলে نَغْفِرْ لَكُمْ প্রসিদ্ধ।

٤٠٠٧- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

৪০০৭। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে তার সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٤٠٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا سُوْرَةٌ أَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ مُخَفَّفَةً حَتّٰى أَتٰى عَلٰى هٰذِهِ الْاٰيَاتِ.

৪০০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হয়েছে আর তিনি আমাদের কাছে তা পাঠ করেছেন ঃ "একটি সূরা যা আমরা নাযিল করলাম এবং বিস্তারিত বর্ণনা করলাম" (সূরা নূর ঃ ১)। আবু দাঊদ (র) বলেন, অর্থাৎ হালকাভাবে (فَرَضْنٰهَا, فَرَّضْنٰهَا নয়)। অতঃপর তিনি সামনের দিকে পড়তে থাকেন।

অধ্যায় ঃ ৩০

كِتَابُ الْحَمَّامِ

(গণ-স্নানাগার)

بَابُ الدُّخُوْلِ فِى الْحَمَّامِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ গোসলখানায় প্রবেশ

٤٠٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِى عُذْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَّدْخُلُوْهَا فِى الْمَيَازِرِ.

৪০০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাম্মামে (গোসলখানায়/গণ-স্নানাগারে) প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন, অতঃপর পুরুষদের লুঙ্গি-পাজামা পরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন।

টীকা ঃ জাহিলী যুগে নারী-পুরুষ একত্রে গণ-স্নানাগারে গোসল করতো। কখনো তারা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে গোসল করতো। মহানবী (সা) প্রাথমিক পর্যায়ে সকলকে গণ-স্নানাগারে গোসল করতে নিষেধ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুরুষদেরকে বিবস্ত্র না হয়ে তথায় গোসল করার অনুমতি দেন (সম্পাদক)।

٤٠١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِىْ تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِىْ غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ

اللّٰهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هذَا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيْرٌ أَبَا الْمَلِيْحِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪০১০। আবুল মালীহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়ার কয়েকজন মহিলা আয়েশা (রা)-র কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা সিরিয়াবাসী। তিনি বললেন, তোমরা সম্ভবত সেই শহরের অধিবাসী, যেখানে মহিলারাও গণ-স্নানাগারে প্রবেশ করে। তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মহিলা নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার পরিধেয় বস্ত্র খোললে বা বিবস্ত্র হলে সে তার ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দা ফেড়ে ফেললো অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি জারীর (র) বর্ণিত এবং এটি পূর্ণাঙ্গ। তবে জারীর (র) এভাবে উল্লেখ করেননি, আবুল মালীহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন।

٤٠١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِالْأُزُرِ وَامْنَعُوْهَا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيْضَةً أَوْ نُفَسَاءَ.

৪০১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই তোমাদের হাতে অনারবদের বহু অঞ্চল বিজিত হবে এবং তথায় তোমরা এমন কতগুলো ঘর দেখবে যেগুলোকে গণ-স্নানাগার বলা হয়। লুঙ্গি-পায়জামা ছাড়া কোন পুরুষ যেন তাতে প্রবেশ না করে এবং পীড়িতা ও নেফাসওয়ালী ছাড়া অন্য নারীদের তাতে প্রবেশ করতে তোমরা নিষেধ করো।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّى

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বিবস্ত্র হওয়া নিষিদ্ধ

٤٠١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِىْ سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَيِىٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

৪০১২। ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বিবস্ত্র অবস্থায় উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর মিম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল, গোপনীয়তা অবলম্বনকারী। তিনি লজ্জা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন। তোমাদের কেউ গোসল করতে চাইলে সে যেন গোপনীয়তা (পর্দা) অবলম্বন করে।

٤٠١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِيْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ ابْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْأَوَّلُ أَتَمُّ.

৪০১৩। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) তাঁর পিতার সূত্রে এ হাদীসখানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, প্রথমোক্ত বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ।

٤٠١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ جَرْهَدُ هٰذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ أَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخِذِيْ مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.

৪০১৪। যুরআ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জারহাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই 'জারহাদ' আস্‌হাবে সুফ্‌ফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বসলেন, আর আমার উরুদেশ তখন অনাবৃত ছিল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি জানো না যে, উরুদেশ গোপন (আবৃত) অঙ্গ?

٤٠١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَّلاَ مَيِّتٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ نَكَارَةٌ.

৪০১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার উরুদেশ অনাবৃত (বেপর্দা) করো না এবং জীবিত ও মৃত লোকের উরুর দিকে দৃষ্টিপাত করো না।

بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّيْ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ বিবস্ত্র হওয়া সম্পর্কে

٤٠١٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلاً فَبَيْنَا أَمْشِيْ فَسَقَطَ عَنِّيْ يَعْنِيْ ثَوْبِيْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلاَ تَمْشُوْا عُرَاةً.

৪০১৬। আল-মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি ভারী পাথর বহন করে হাঁটছিলাম, হঠাৎ আমার পরিধেয় বস্ত্র খসে পড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন ঃ কাপড় সামলিয়ে নাও, তোমরা উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করো না।

٤٠١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِيْ وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اَللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيٰى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

৪০১৭। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের আবরণীয় অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখবো এবং কার সামনে অনাবৃত করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখো। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক লোক যখন পরস্পর একসাথে থাকে? তিনি বলেন ঃ যতদূর সম্ভব কেউ যেন অন্যের গোপন অঙ্গের দিকে না তাকায়। রাবী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ যখন নির্জনে থাকে? তিনি বলেন ঃ লজ্জার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষের চাইতে বেশী হকদার (অর্থাৎ নির্জনে থাকলেও বিবস্ত্র থাকা যাবে না)।

٤٠١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلٰى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلٰى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِيْ ثَوْبٍ.

৪০১৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গোপন অঙ্গের দিকে তাকাবে না এবং কোন স্ত্রীলোকও অন্য স্ত্রীলোকের গোপন অঙ্গ দেখবে না। আর কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে একই কাপড়ের ভিতরে একত্রে শয়ন করবে না এবং কোন স্ত্রীলোকও অপর স্ত্রীলোকের সাথে একই কাপড়ের ভিতরে শয়ন করবে না।

٤٠١٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلٰى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلٰى امْرَأَةٍ إِلاَّ إِلٰى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ. قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيْتُهَا.

৪০১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এবং কোন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের সাথে একই বিছানায় শয়ন করবে না, কিন্তু যদি ছোট বাচ্চা হয় তবে বাপ-মা ছেলের সাথে অথবা ছোট সন্তান বাবার সাথে একই বিছানায় শয়ন করতে পারে। রাবী বলেন, তিনি তৃতীয় আর একটা কথা বলেছেন কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি।

অধ্যায় ঃ ৩১

كِتَابُ اللِّبَاسِ

(পোশাক-পরিচ্ছদ)

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ কোন ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করার সময় যা বলবে

٤٠٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيْصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. قَالَ أَبُوْ نَضْرَةَ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيْدًا قِيْلَ لَهُ تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৪০২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, জামা হোক অথবা পাগড়ি হোক, এর নামোল্লেখ করে এই দোআ পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমিই এটা আমাকে পরিধান করিয়েছো। তোমার কাছে এটার জন্যে এবং এটা যার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে তার জন্যে কল্যাণ কামনা করি। আর এটার অনিষ্ট ও যার জন্য এটা তৈরি হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি"। আবু নাদরা (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কেউ নতুন কাপড় পরিধান করলে তাকে বলা হতো, تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى "এই কাপড় যেন তোমার দ্বারা পুরান হয় এবং মহান আল্লাহ যেন এর পরে তোমায় আরো কাপড় পরার সুযোগ দেন"। অর্থাৎ তুমি দীর্ঘজীবী হও।

٤٠٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

৪০২১। আল-জুরায়রী (র) থেকে তার সনদসহ উপরে বর্ণিত হাদীসের অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٠٢٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالثَّقَفِيُّ سَمَاعُهُمَا وَاحِدٌ.

৪০২২। আল-জুরায়রী (র) থেকে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু দাঊদ (র) বলেন, আবদুল ওয়াহ্হাব আস-ছাকাফী (র) তাতে আবু সাঈদ (রা)-র উল্লেখ করেননি। হাম্মাদ ইবনে সালামা-আল-জুরায়রী-আবুল 'আলা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা ও আস-ছাকাফীর এ হাদীস শ্রবণ একই ধরনের বা একই রূপ।

٤٠٢٣- حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِي هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

৪০২৩। সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এই দু'আ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ رَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ খাদ্য খাওয়ালেন এবং আমার পক্ষ থেকে কোন কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়াই রিযিক দান করলেন", তার আগে-পিছের সব গুনাহ মাফ করা হবে।

তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাপড় পরার সময় এই দু'আ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কোন শক্তি ও ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করে পরালেন", তার পূর্বাপর সব গুনাহ্ মাফ করা হবে।

بَابٌ فِيْ مَا يُدْعٰى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কেউ নতুন কাপড় পরলে তার জন্যে দু'আ করা

٤٠٢٤– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْأَذَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكِسْوَةٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ أَحَقُّ بِهٰذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِهَا فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ أَبْلِيْ وَأَخْلِقِيْ مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلٰى عَلَمٍ فِي الْخَمِيْصَةِ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُوْلُ سَنَاهُ سَنَاهُ يَا أُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاهُ فِيْ كَلاَمِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ.

৪০২৪। উম্মে খালিদ বিন্‌তে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (লোকদের দান করার জন্য) কতগুলো পরিধেয় বস্ত্র হাযির করা হলো। তার মধ্যে কালো রঙ্গের ডোরাদার ছোট একটি পশমী চাদর ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মতে কে এটা পাওয়ার যোগ্য? সকলেই চুপ রইলো। তিনি বললেন ঃ উম্মে খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে আনা হলে তিনি চাদরটি তাকে পরিয়ে দিলেন এবং দু'বার বললেন ঃ এটা পরিধান করো এবং পুরাতন করো। আর তিনি চাদরের লাল অথবা হল্‌দে রঙের চিহ্নের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে উম্মে খালিদ! খুব সুন্দর! খুব চমৎকার!! سَنَاهُ শব্দের অর্থ– হাব্‌শী ভাষায় সুন্দর বা চমৎকার।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيْصِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কামীস বা জামা

٤٠٢٥– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ

عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصُ.

৪০২৫। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল জামা।

٤٠٢٦- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَمِيْصٍ.

৪০২৬। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জামার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন পোশাক ছিলো না।

٤٠٢٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ كُمِّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ.

৪০২৭। আস্‌মা বিন্‌তে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ লম্বা ঢিলা জামা (ওভারকোট)

٤٠٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَعْنٰى أَنَّ اللَّيْثَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ

خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ. زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ مَخْرَمَةُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ أَرَضِيَ مَخْرَمَةُ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ لَمْ يُسَمِّهِ.

৪০২৮। মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো লম্বা ঢিলা জামা বন্টন করেন; কিন্তু মাখরামা (রা)-কে কিছু দেননি। মাখরামা (রা) ছেলেকে বললেন, হে বৎস! চলো, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই। অতঃপর তার সাথে আমি সেখানে গেলাম। তিনি বললেন, ভিতরে প্রবেশ করে তাঁর নিকট আমার আগমনের খবর দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁকে ডাকলে তিনি একটি লম্বা ঢিলা জামা পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমার জন্য এটা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। মাখরামা (রা) তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এবার মাখরামা খুশী হয়েছে।

بَابُ فِيْ لَبْسِ الشُّهْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরিধান করা

٤٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِيْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ ثُمَّ تُلْهَبُ فِيْهِ النَّارُ.

৪০২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের উদ্দেশে পোশাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সেরূপ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।

٤٠٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ.

৪০৩০। আবু আওয়ানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গর্ব অহংকারের উদ্দেশে যে পোশাক পরবে, কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে।

٤٠٣١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيْ مُنِيْبٍ الْجُرَشِيِّ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

৪০৩১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

টীকা ঃ হাদীসটি ব্যাপকার্থক। পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বা অনুকরণ করা নিষেধ। কেননা বাহ্যিক অনুকরণে আকীদা-বিশ্বাসেও অনুকরণ শুরু হয়ে যায়। কাজেই যারা এরূপ করে, প্রতিফল দিবসে বিজাতির সাথে তাদের হিসাব নেয়া হবে (অনুবাদক)।

بَابٌ فِيْ لُبْسِ الصُّوْفِ وَالشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ পশম ও লোমের তৈরী পোশাক পরিধান করা

٤٠٣٢ (١)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. وَقَالَ حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا.

৪০৩২ (১)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি থেকে বের হলেন, তাঁর গায়ে ছিল কারুকার্য খচিত কালো পশমী চাদর।

٤٠٣٢ (٢)- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْعَلاَءِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَانِيْ خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِيْ.

৪০৩২(২)। উতবা ইবনে আব্‌দ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমাকে চাদর পরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালাম। তিনি আমাকে 'কাতান' জাতীয় দু'টি সূক্ষ্ম কাপড় পরিয়ে দিলেন। আমি আমার গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমি সকল বন্ধু-বান্ধবের চাইতে সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধানকারী।

٤٠٣٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ لِيْ أَبِيْ يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأْنِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ لِبَاسَ الصُّوْفِ.

৪০৩৩। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, হে বৎস! তুমি যদি দেখতে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বৃষ্টিতে ভিজে এরূপ হলাম যে, আমাদের শরীর থেকে ভেড়ার গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ পশমী পোশাক।

بَابُ لُبْسِ الْمُرْتَفِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ উন্নত মানের পোশাক পরিধান করা

٤٠٣٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ ذِيْ يَزَنَ أَهْدٰى إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَّثَلَاثِيْنَ بَعِيْرًا أَوْ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا.

৪০৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। যূ-ইয়াযান এলাকার অধিপতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মূল্যবান পোশাক উপঢৌকন পাঠালেন, যা তিনি তেত্রিশটি উট বা তেত্রিশটি উটনীর বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। তিনি (সা) তা গ্রহণ করলেন।

٤٠٣٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرٰى حُلَّةً بِبِضْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ قَلُوْصًا فَأَهْدَاهَا إِلٰى ذِيْ يَزَنٍ.

৪০৩৫। ইস্‌হাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশাধিক তাজা তরুণ উটনীর বিনিময়ে একটি মূল্যবান পোশাক ক্রয় করলেন এবং তা যূ-ইয়াযান- অধিপতির কাছে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠালেন।

টীকা ঃ بِضْعٌ শব্দ দ্বারা তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝায়।(অনুবাদক)।

بَابُ لِبَاسِ الْغَلِيْظِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোটা পোশাক পরিধান করা

٤٠٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيْرَةِ الْمَعْنٰى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِيْ يُسَمُّوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ فَأَقْسَمَتْ بِاللّٰهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ فِيْ هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

৪০৩৬। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র কাছে হাযির হলে তিনি 'ইয়ামান' দেশে তৈরী একটি মোটা লুঙ্গি ও 'মুলাব্বাদা' নামক একটি মোটা চাদর বের করে এনে আল্লাহর শপথ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহজগত ত্যাগ করার সময় এই দু'টি কাপড় তাঁর পরিধানে ছিল।

٤٠٣٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُوْ ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ زُمَيْلٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُوْرِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ ائْتِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ. قَالَ أَبُوْ زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيْلًا جَهِيْرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوْا مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا هٰذِهِ الْحُلَّةُ قَالَ مَا تَعِيْبُوْنَ عَلَيَّ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْحُلَلِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اسْمُ أَبِيْ زُمَيْلٍ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِيُّ.

৪০৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খারিজীরা যখন আলী (রা)-র দল ত্যাগ করে 'হারূরা' নামক এলাকায় চলে গেলো, আমি তখন আলী (রা)-র কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, তুমি এদের কাছে যাও। অতঃপর আমি ইয়ামান দেশে তৈরী উত্তম ও আকর্ষণীয় পোশাক পরলাম। আবু যুমায়েল বলেন, ইবনে আব্বাস লাবণ্যময় সুপুরুষ ও বলিষ্ঠদেহী ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাদের কাছে গেলাম। তারা আমাকে 'খোশআমদেদ' জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে

ইবনে আব্বাস! এ পোশাকটা কোন্ ধরনের? তিনি বললেন, তোমরা যার জন্য আমাকে দোষারোপ করছো, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর চেয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করতে দেখেছি। আবু দাউদ (রা) বলেন, আবু যুমাইলের নাম সিমাক, পিতা ওয়ালীদ আল-হানাফী।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخَزِّ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ রেশম ও পশম মিশ্রিত কাপড় পরিধান করা

٤٠٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَا عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ فَقَالَ كَسَانِيهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالْإِخْبَارُ فِى حَدِيْثِهِ.

৪০৩৮। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বোখারাতে রেশম ও পশমের তৈরী কালো পাগড়ি পরিহিত এক ব্যক্তিকে সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখতে পেলাম। (তাকে পাগড়ি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায়) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন। হাদীসের মূল পাঠ উছমানের রিওয়ায়াত অনুযায়ী এবং 'আখবারা' শব্দে তার হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٠٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنِى أَبُوْ عَامِرٍ أَوْ أَبُوْ مَالِكٍ وَاللّٰهِ يَمِيْنٌ أُخْرٰى مَا كَذَبَنِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ وَذَكَرَ كَلَامًا قَالَ يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَعِشْرُوْنَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ مِنْهُمْ أَنَسٌ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ.

৪০৩৯। আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম আল-আশআরী (র) বলেন, আবু আমের (রা)

অথবা আবু মালেক (রা) আমাকে বলেছেন, আল্লাহর শপথ এবং পুনরায় শপথ, কখনও তিনি আমাকে মিথ্যা বলেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে, যারা পশম ও রেশমের তৈরী পোশাক এবং রেশমী পোশাক পরিধানকে বৈধ গণ্য করবে। তাদেরকে কিয়ামতের দিন শূকর ও বানরের আকৃতিতে পরিবর্তিত করা হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশের অধিক সাহাবী রেশম ও পশম মিশ্রিত সূতার তৈরী পোশাক পরেছেন। আনাস ও আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রেশমী পোশাক পরা নিষেধ

٤٠٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُوْدِ إِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْ حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّىْ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

৪০৪০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজায় একজোড়া রেশমী পোশাক বিক্রি হতে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি এই পোশাকটি কিনতেন তবে জুমুআর দিন ও প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতকারের সময় পরতে পারতেন! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ পোশাক সেই ব্যক্তিই পরে যার আখেরাতে কোন কিছু প্রাপ্য নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু রেশমী কাপড় আসলে তিনি তা থেকে উমার ইবনুল খাত্তাবকে একজোড়া কাপড় দিলেন। উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এটা আমাকে ব্যবহার করতে দিলেন, অথচ 'উতারিদের' (কাপড় ব্যবসায়ীর নাম) কাপড় সম্পর্কে আপনি তো এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে এটা পরতে দেইনি। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এটা মক্কায় তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।

টীকা ঃ কোন কাপড়ে রেশমী সুতার বুনানো ডোরা বা রেশমী কাপড়ের সঞ্জাব দেয়া হলে, সে কাপড় ব্যবহার পুরুষের জন্যও জায়েয। তবে তা দুই আঙ্গুল, তিন বা চার আঙ্গুল চওড়ার বেশী হতে পারবে না।

টীকা ঃ চর্মরোগ থাকলে যদি সূতী কাপড়ে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, তবে রেশমী কাপড় পরা পুরুষের জন্য জায়েয (অনুবাদক)।

٤٠٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ. وَقَالَ تَبِيْعُهَا وَتُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ.

৪০৪১। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, তা ছিল মোটা রেশমী পোশাক। আর সে ঘটনার ব্যাপারে বলেন, অতঃপর তিনি তার কাছে একটি মোটা রেশমী জুব্বা পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ তুমি এটা বিক্রি করো এবং তোমার প্রয়োজন মেটাও।

٤٠٤٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلٰى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَا كَانَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا إِصْبَعَيْنِ وَثَلاَثَةً وَأَرْبَعَةً.

৪০৪২। আবু উছমান আন-নাহ্‌দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) উতবা ইবনে ফারকাদের কাছে ফরমান লিখে পাঠান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, তবে এভাবে এভাবে দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল ও চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম থাকলে তা পুরুষের জন্য জায়েয।

٤٠٤٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ أُهْدِيَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَأَتَيْتُهُ فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّىْ لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا فَأَمَرَنِىْ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِىْ.

৪০৪৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপঢৌকনস্বরূপ একজোড়া রেশমী চাদর এলো। তিনি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তা পরিধান করে তাঁর কাছে আস্‌লাম এবং তাঁর মুখমণ্ডলে

অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার পরার জন্য এটা পাঠাইনি। অতঃপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি তা টুকরা করে আমার পরিবারের স্ত্রীলোকদের মাঝে বণ্টন করে দিলাম।

بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ রেশমী পোশাক পরিধান করা নিষেধ

٤٠٤٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ.

৪০৪৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে, স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূ'তে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٤٠٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

৪০৪৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত। তাতে রুকূ' ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٤٠٤٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا زَادَ وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ.

৪০৪৬। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত এ হাদীসে একথাটুকু বাড়িয়েছেন, "তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন এটা আমি বলছি না।"

٤٠٤٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدٰى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقَةً مِّنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلٰى يَدَيْهِ تَذَبْذَبَانِ ثُمَّ بَعَثَ

بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا. قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِيِّ.

৪০৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি কিংখাব উপঢৌকন পাঠালেন। তিনি তা পরিধান করলেন। আমি যেন তাঁর হাত দু'টিকে নাড়াচাড়া করতে দেখছি। অতঃপর তিনি জা'ফারের কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা পরিধান করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি বলেন ঃ আমি তো তোমাকে তা ব্যবহারের জন্য দেইনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তবে আমি এটা কি করবো? তিনি (সা) বলেন ঃ তোমার ভাই নাজ্জাশীর কাছে পাঠিয়ে দাও।

٤٠٤٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ وَلاَ أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلاَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ. قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ. قَالَ وَقَالَ أَلاَ وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لاَ لَوْنَ لَهُ أَلاَ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لاَ رِيحَ لَهُ. قَالَ سَعِيدٌ أُرَاهُ قَالَ إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ.

৪০৪৮। হাসান বস্‌রী (র) ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লাল রঙের জিনপোষে সওয়ার হই না, হলদে (কুসুম) রঙের কাপড় পরি না এবং রেশম আটকানো জামা পরিধান করি না। রাবী বলেন, হাসান এ কথার দ্বারা জামার পকেটের দিকে ইশারা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ জেনে রাখো! পুরুষ এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করবে, যার কোন বর্ণ নেই এবং স্ত্রীলোক এরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার রং আছে কিন্তু ঘ্রাণ নেই। সা'ঈদ (র) বলেন, আমি মনে করি স্ত্রীলোকের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কিত কথার দ্বারা তাঁরা এরূপ বুঝেছেন যে, স্ত্রীলোক যখন বাইরে যায় তখন যেন এমন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে যার গন্ধ নেই, আর যখন স্বামীর কাছে থাকে, তখন যেরূপ ইচ্ছা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।

٤٠٤٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنٰى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّيَ بِإِيْلِيَا وَكَانَ قَاصَّهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ. قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِيْ صَاحِبِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلٰى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِيْ هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِيْ رَيْحَانَةَ قُلْتُ لاَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِيْ أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبٰى وَرُكُوْبِ النُّمُوْرِ وَلُبُوْسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِيْ سُلْطَانٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الَّذِيْ تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ خَبَرُ الْخَاتَمِ.

৪০৪৯। আবুল হুসাইন হায়ছাম ইবনে শাফী'(র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মা'আফির গোত্রের আবু আমের নামক আমার এক সাথী বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায পড়তে রওয়ানা হলাম। 'আয্দ' গোত্রীয় আবু রায়হানা (রা) নামক এক সাহাবী তখন বায়তুল মুকাদ্দাসবাসীদের ওয়ায-নসীহত করতেন। আবুল হুসাইন বলেন, আমার সাথী আমার পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আবু রায়হানার বক্তৃতা শুনেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি কাজ নিষেধ করেছেন ঃ (১) দাঁতের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করা, (২) উল্কি অঙ্কন করা, (৩) চুল উপড়িয়ে ফেলা, (৪) বিবস্ত্র অবস্থায় এক পুরুষের অপর পুরুষের সাথে একই বিছানায় শয়ন করা, (৫) বিবস্ত্র অবস্থায় এক মহিলার অপর মহিলার সাথে এভাবে একই বিছানায় শয়ন করা, (৬) অনারবদের ন্যায় পুরুষের কাপড়ের নিম্নভাগে রেশম ব্যবহার করা অথবা (৭) অনারবদের ন্যায় কাঁধের উপর রেশম লাগানো, (৮) লুটতরাজ করা, (৯) চিতাবাঘের উপর সওয়ার হওয়া অর্থাৎ বাঘের চামড়ার গদিতে বসা এবং (১০) বাদ্শাহ ব্যতীত অন্য লোকের আংটি ব্যবহার করা। আবু দাউদ (র) বলেন, আংটি সংক্রান্ত বর্ণনাটি নিঃসঙ্গ (আর কোন রাবীর বর্ণনায় নেই)।

٤٠٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ.

৪০৫০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নরম তুলতুলে রেশমী জিনপোষে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

٤٠٥١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ.

৪০৫১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার, রেশমী কাপড় পরিধান এবং নরম তুলতুলে লাল রঙের রেশমী জিনপোষে বসতে নিষেধ করেছেন।

٤٠٥٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلٰى أَعْلاَمِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هٰذِهِ إِلٰى أَبِيْ جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ اٰنِفًا فِيْ صَلاَتِيْ وَائْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ مِنْ بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَانِمٍ.

৪০৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারুকার্য খচিত একটি চাদর পরে নামায পড়েন, আর এর কারুকার্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি চলে যায়। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন ঃ এই চাদরটা নিয়ে আবু জাহমের (উপহারদাতার) কাছে যাও, এর কারুকার্য আমার নামাযে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং তার সাদা চাদর নিয়ে এসো। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু জাহম ইবনে হুযায়ফা (রা) হলেন বনু আদী ইবনে কা'ব ইবনে গানিম বংশীয়।

٤٠٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَعُ.

৪০৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনা সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ রেশমী সূতার সেলাই ও কারুকার্য করার অনুমতি আছে

٤٠٥٤-حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَبُوْ عُمَرَ مَوْلٰى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى السُّوْقِ اشْتَرٰى ثَوْبًا شَامِيًا فَرَأٰى فِيْهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَاوِلِيْنِى جُبَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ مَكْفُوْفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ.

৪০৫৪। আস্‌মা বিন্‌তে আবু বকর (রা)-এর মুক্তদাস আবদুল্লাহ আবু উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বাজারে একটি সিরীয় পোশাক ক্রয় করতে দেখলাম। তিনি তাতে লাল রঙের সূতা দেখে ফেরত দিলেন। আমি আস্‌মা (রা)-র কাছে এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি এক দাসীকে ডেকে বললেন, হে দাসী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুব্বাটা আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর সে কারুকার্য খচিত পকেটে, দুই আস্তিনে ও আগে-পিছের ফাড়া স্থানে রেশমী কাজ করা একটা জুব্বা বের করে আনলেন।

٤٠٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيْرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيْرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

৪০৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু রেশমের তৈরী পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। তবে রেশমের কারুকার্য খচিত ও কাপড়ের দুই পাড়ে রেশমী সূতা থাকলে কোন ক্ষতি নাই।

بَابٌ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِعُذْرٍ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ওযরবশত রেশম বস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয

٤٠٥٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِىْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ فِى السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

৪০৫৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা)-কে তাদের শরীরে চর্মরোগের কারণে সফরকালে রেশমী জামা পরার অনুমতি দিয়েছেন।

بَابٌ فِى الْحَرِيْرِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ নারীদের জন্য রেশমী কাপড় ব্যবহার জায়েয

٤٠٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِىْ ا [illegible] حَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِى الْغَافِقِىَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ يَقُوْلُ إِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِىْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِىْ.

৪০৫৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে রেশম ও বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন ঃ এই দু'টি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম।

٤٠٥٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيَّانِ قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأٰى عَلٰى أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدًا سِيَرَاءَ قَالَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ.

৪০৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা উম্মে কুলছুম(রা)-র পরিধানে একটি রেশমী চাদর দেখেছেন। রাবী বলেন, السيراء হলো রেশমী সুতা দ্বারা কারুকার্য খচিত রেশমী চাদর।

٤٠٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ يَعْنِى الزُّبَيْرِىَّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِىْ قَالَ مِسْعَرٌ فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.

৪০৫৯। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছেলেদের পরিধান থেকে রেশমী পোশাক খুলে ফেলতাম এবং মেয়েদের গায়ে থাকতে দিতাম। মিস'আর (র) বলেন, এ ব্যাপারে আমি আমর ইবনে দীনারকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি কিছু বলতে পারেননি।

بَابٌ فِيْ لُبْسِ الْحِبَرَةِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর পরিধান করা

٤٠٦٠- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ.

৪০৬০। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন পোশাক পছন্দনীয় ছিল অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচাইতে আকর্ষণীয় ছিল? তিনি বলেন, কারুকার্য খচিত ইয়ামানী চাদর।

بَابٌ فِي الْبَيَاضِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ সাদা কাপড় পরিধান করা

٤٠٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيْضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

৪০৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা তা তোমাদের পোশাকের মধ্যে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মৃতদেরকেও সাদা কাপড়ে কাফন দিও। আর তোমাদের উত্তম সুরমা হলো 'ইছ্‌মিদ' নামক সুরমা। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে এবং পলকের চুল উৎপন্ন করে।

بَابٌ فِى الْخُلْقَانِ وَفِىْ غَسْلِ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ময়লাযুক্ত ও ছেঁড়া কাপড় পরা অনুচিৎ এবং ময়লা কাপড় ধৌত করা

٤٠٦٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأٰى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأٰى رَجُلاً اٰخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ.

৪০৬২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলেন। তিনি বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালা এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন ঃ লোকটি কি তার চুলগুলো পরিপাটি করে রাখার কিছু পায় না? তিনি ময়লা কাপড় পরিহিত আরেক ব্যক্তিকে দেখে বলেন ঃ লোকটি কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য কিছু পায় না?

٤٠٦٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَىِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ اٰتَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَإِذَا اٰتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ.

৪০৬৩। আবুল আহ্ওয়াস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কম দামী কাপড় পরিধান করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন ধরনের সম্পদ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ আমাকে উট, ছাগল, ঘোড়া ও গোলাম ইত্যাদি সম্পদ দান করেছেন। তিনি (সা) বলেন ঃ যেহেতু আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করেছেন, সুতরাং আল্লাহর নেআমত ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে প্রকটিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

بَابٌ فِى الْمَصْبُوْغِ بِالصُّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ হলুদ রং-এ রঞ্জিত করা

٤٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ أَسْلَمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبَغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتّٰى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبَغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبَغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتّٰى عِمَامَتَهُ.

৪০৬৪। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার দাড়িতে পীত রঙের খেযাব ব্যবহার করতেন। এতে তার কাপড়েও ঐ রং লেগে যেতো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি পীত রং লাগান কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ রং লাগাতে দেখেছি এবং তাঁর কাছে এর চাইতে প্রিয় অন্য কোন রং ছিলো না। তিনি দাড়িতে রং লাগানোর সময় তাঁর কাপড়ে, এমনকি তাঁর পাগ্ড়িতেও এ রং লেগে যেতো।

টীকা ঃ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) কাতাম (কালো রস নিঃসারী এক প্রকার ঘাস) ও মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করতেন এবং উমার ফারূক (রা) কেবল মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করতেন। এতে জানা গেলো যে, আবু বকর (রা) সব সময় উভয় বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত খেযাব ব্যবহার করতেন। কারণ শুধু কাতামের রং ব্যবহারে চুল কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তা নিষিদ্ধ ও খুব নিন্দনীয় যা অন্য হাদীস থেকে জানা যায় (কারামাত আলী জৌনপুরী)।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক সাহেব তাঁর বাংলা (অনূদিত) বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ডের (২৫১ নং পৃষ্ঠায়) ২২৬৯ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদী-নাসারাগণ চুল-দাড়িতে রং ব্যবহার করে না, তোমরা তাদের রীতি বর্জন করে চলো (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীতেও উদ্ধৃত)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে চুল-দাড়ি রং করতে বলা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ রঙ্গের উল্লেখ হয় নাই, এতদ্দৃষ্টে এক শ্রেণীর আলেম বিনা দ্বিধায় কালো রং বা কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। কিন্তু মুসলিম শরীফে কালো খেযাব নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ থাকায় অপর এক শ্রেণীর আলেম তা নাজায়েয বলেছেন। উভয় হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে এক শ্রেণীর আলেম বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শেহাব যুহরীর বিবৃতি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন–

كنا نخضب السواد اذا كان الوجه جديدا فلما نقص الوجه والاسنان تركناه.

অর্থ ঃ "আমরা কালো খেযাব ব্যবহার করতাম যাবত চেহারার উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি না হতো। আর যখন চেহারার উপর ভাঙ্গন এসে যেতো এবং দাঁতও খসিয়ে পড়তো তখন কালো খেযাব বর্জন করতাম" (ফতহুল বারী, ২-৩২)।

সাহাবীগণের মধ্যে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), ওকবা ইবনে আমের (রা), হাসান (রা) এবং হোসাইন (রা) কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলতেন (শায়খুল হাদীস)।

কালো রং-এর খেযাব (চুলের কলপ) ব্যতীত অন্যান্য রং-এর খেযাব ব্যবহার বৈধ হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। যারা কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাদের মধ্যে আবু বকর (রা), সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), আবু হুরায়রা (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), ইমাম হাসান (রা), ইমাম হুসাইন (রা) ও জারীর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীগণের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহ্‌রী, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম নববী (র) কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তাহ্‌রীম বলেছেন। বস্তুত কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, "এখানে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা কোনটিই অপরিহার্যরূপে পালনীয় পর্যায়ের নয় এবং এটাই সর্বজন স্বীকৃত মত। এ কারণেই এই বিষয়ে পরস্পর ভিন্নমত পোষণকারীগণ একে অপরের সমালোচনা করেননি" (সহীহ মুসলিমের নববীকৃত ভাষ্য দ্র.)।

কালো খেযাব ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তাহ্‌রীমের পর্যায়ভুক্ত হলে খেযাব না লাগিয়ে চুল-দাড়ি সাদা রাখাও মাকরূহ তাহ্‌রীমের পর্যায়ভুক্ত হতো। কারণ হাদীসে সাদা চুল-দাড়ি খেযাব ব্যবহার করে ভিন্ন রং-এ পরিবর্তনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কোন আলেমই চুল-দাড়ি সাদা রাখাকে মাকরূহ বলেননি। কালো খেযাব ব্যবহারের অনুকূলেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা যা দিয়ে চুল রঙ্গিন করো তার মধ্যে কালো খেযাব খুবই উত্তম, তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা কাফেরদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকর (ইবনে মাজা, কিতাবুল লিবাস, বাবুল খিদাব বিস-সাওয়াদ, নং ৩৬২৫)।

ফাতাওয়া আলমগীরীতে বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, পুরুষের জন্য লাল রং-এর খেযাব ব্যবহার সুন্নাত এবং তা মুসলমানদের পরিচয়বাহী চিহ্ন (আলামত)। আর শত্রবাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য মুসলিম সৈনিকদের জন্য কালো খেযাব ব্যবহার প্রশংসনীয়। আর নারীদের জন্য আকর্ষণীয় করার উদ্দেশে কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ, অবশ্য কতক বিশেষজ্ঞ আলেম তা সাধারণভাবেই জায়েয হিসেবে অনুমোদন করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নারীরা যেমন পুরুষদের উদ্দেশে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করে, আমিও তেমন তাদের উদ্দেশে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করি (যাখীরা)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে হেনা, কাতাম (কালো রংবাহী উদ্ভিজ্য) ও ওয়াসমা দ্বারা দাড়ি ও মাথার চুল খেযাব করা উত্তম। যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও সাধারণ অবস্থায় সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী তা দূষণীয় নয় (আল-যীনাহ, ৫খ., পৃ. ৩৫৯; আরও দ্র. আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যা, ২খ., পৃ. ৩০৪ প.) (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى الْخُضْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ সবুজ রং ব্যবহার করা

٤٠٦٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ إِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى نَحْوَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ.

৪০৬৫। আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি তাঁর পরিধানে দু'টি সবুজ রঙের চাদর দেখতে পেলাম।

بَابٌ فِى الْحُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ লাল রং ব্যবহার করা

٤٠٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَعَلَىَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِى وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَفَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ.

৪০৬৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি টিলা থেকে অবতরণ করছিলাম। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। আমার পরিধানে ছিল ঈশৎ লালের সাথে পীত বর্ণের একটি চাদর। তিনি বললেন ঃ তোমার পরিধানে এ চাদর কেন? আমি তাঁর অসন্তুষ্টি বুঝতে পারলাম এবং বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলাম, পরিবারের লোকজন উনুনে রান্না করছে। অতএব আমি চাদরটা আগুনে ফেলে দিলাম। অতঃপর আমি প্রত্যুষে তাঁর কাছে আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবদুল্লাহ! তোমার চাদরটার কি হলো? আমি তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি বরং সেটা তোমার পরিবারের কোন নারীকে ব্যবহার করতে দিলেই পারতে। কেননা নারীদের জন্য এতে কোন দোষ নেই।

٤٠٦٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ الْغَازِ الْمُضَرَّجَةُ الَّتِى بِمُشَبَّعَةٍ وَلاَ الْمُوَرَّدَةِ.

৪০৬৭। হিশাম ইবনুল গায (র) বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসে اَلْمُضَرَّجَةُ বলতে এমন রং বুঝানো হয়েছে যা গাঢ় লালও নয় এবং ফিকে লালও নয়।

٤٠٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ شُفْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ رَاٰنِىْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوْ عَلِىٍّ اللُّؤْلُؤِىُّ أُرَاهُ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدًا فَقَالَ مَا هٰذَا

فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ فَقُلْتُ اَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلاَ كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ثَوْرٌ عَنْ خَالِدٍ فَقَالَ مُوَرَّدٌ وَطَاوُسٌ قَالَ مُعَصْفَرٌ.

৪০৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। (আবু আলী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন) এ সময় আমার পরিধানে একটি হলদে গোলাপী রং মিশানো কাপড় ছিল। তিনি বললেন ঃ এরূপ কাপড় পরেছ কেন? অতঃপর আমি চলে এলাম এবং কাপড়টি পুড়ে ফেললাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাপড়টা কি করেছ? আমি বললাম, পুড়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার পরিবারের কোন স্ত্রীলোককে তা ব্যবহার করতে দিলে না কেন?

٤٠٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِىْ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দু'টি লাল কাপড় পরিহিত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর দেননি।

٤٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَارِثَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَوَاحِلِنَا وَعَلٰى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيْهَا خُيُوْطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَرٰى هٰذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا.

৪০৭০.। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে রওয়ানা হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হাওদাগুলোতে ও উটের পিঠে তুলার লাল সূতার ডোরাযুক্ত চাদরসমূহ দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি, লাল রং তোমাদের কাবু করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথায় আমরা লাল কাপড় সরানোর জন্য এত দ্রুত ছুটলাম যে, কতগুলো উট ভয় পেয়ে পালাতে লাগলো। আমরা চাদরগুলো খুলে ফেললাম।

٤٠٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ وَقَرَأْتُ فِيْ أَصْلِ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمٌ يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْأَبَجِّ السَّلِيْحِيِّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغَرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رأى الْمَغَرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذٰلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ.

৪০৭১। হুরায়েছ ইবনুল আবাজ্জ আস-সালীহী (র) থেকে বর্ণিত। বনী আসাদের জনৈকা মহিলা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যয়নব (রা)-র কাছে হাযির ছিলাম। আমরা তার কাপড়ে লাল গেরুয়া রং লাগাচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে প্রবেশ করেন এবং এই গেরুয়া রং দেখে ফিরে যান। যয়নব (রা) এ অবস্থা দেখে অনুধাবন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তিনি কাপড় ধুয়ে ফেলেন এবং সবটুকু লাল রং উঠিয়ে ফেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে তা দেখতে না পেয়ে ঘরে প্রবেশ করেন।

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ লাল রং ব্যবহারের অনুমতি

٤٠٧٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَأَيْتُهُ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

৪০৭২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল কানের নিম্নভাগ (লতি) পর্যন্ত লম্বা ছিল। আর আমি তাঁকে লাল রং-এর চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। এর পূর্বে তাঁর চেয়ে চমৎকার কিছু কখনো দেখিনি।

٤٠٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَخْطُبُ عَلٰى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ.

৪০৭৩। হেলাল ইবনে আমের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মিনা' উপত্যকায় লাল বর্ণের চাদর পরিহিত অবস্থায় একটি খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি। আর আলী (রা) তাঁর সামনে থেকে তাঁর বক্তব্য উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করছিলেন।

بَابٌ فِى السَّوَادِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ কালো রং ব্যবহার করা

٤٠٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَبَغْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيْهَا وَجَدَ رِيْحَ الصُّوْفِ فَقَذَفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيْحُ الطَّيِّبَةُ.

৪০৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটা কালো চাদর রঞ্জিত করে দেই। অতঃপর তিনি তা পরিধান করেন। ঘর্মাক্ত হয়ে যাওয়াতে তিনি পশমের দুর্গন্ধ পেয়ে তা খুলে রেখে দেন। রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি (উর্ধতন রাবী) বলেছেন, সুগন্ধি তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

بَابٌ فِى الْهَدْبِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কাপড়ের ঝালর বা আঁচল

٤٠٧٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ أَبِي خِدَاشٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ.

৪০৭৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দেখি যে, তিনি চাদর জড়িয়ে আছেন, আর চাদরের ঝালর তাঁর দুই পায়ের উপর ঝুলছে।

بَابٌ فِي الْعَمَائِمِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পাগড়ি ব্যবহার

٤٠٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

৪০৭৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়কালে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

٤٠٧٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

৪০৭৭। আমর ইবনে হুরাইছ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখলাম, আর তাঁর পাগড়ির দু'দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর ঝুলছিল।

٤٠٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ.

৪০৭৮। আবু জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে রুকানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এই রুকানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মল্লযুদ্ধে (কুস্তিতে) অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মল্লযুদ্ধে ভূপাতিত করেন। আর সেই রুকানা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের মাঝে ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো, টুপির উপর পাগড়ি ব্যবহার করা।

٤٠٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرَّبُوْذَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُوْلُ عَمَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ.

৪০৭৯। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং তার প্রান্তভাগ আমার সামনে ও পিছনে ঝুলিয়ে দেন।

بَابٌ فِيْ لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ আঁটসাট কাপড় পরা নিষেধ

٤٠٨٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَ أَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِيْ ثَوْبَهُ عَلٰى عَاتِقِهِ.

৪০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইভাবে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। (১) মানুষের এমনভাবে লেপ্টে পোশাক পরা যে, লজ্জাস্থান আকাশের দিকে উন্মুক্ত হয়ে থাকে, (২) কাপড় এরূপে পরিধান করা যে, শরীরের একদিক বের হয়ে থাকে, আর বাকী কাপড় কাঁধে ফেলে রাখা হয়।

٤٠٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ

جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

৪০৮১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত ভিতরে রেখে আঁটসাট কাপড় পরতে এবং এক কাপড়ে জড়সড় হয়ে দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ হাঁটু পেটের সাথে মিশিয়ে এক কাপড়ে লেপ্টে থাকা নিষেধ; কেননা অসতর্ক মুহূর্তে একটু নড়াচড়া করতেই গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে যেতে পারে)।

بَابٌ فِي حَلِّ الْإِزْرَارِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ বোতাম খোলা রাখা জায়েয

٤٠٨٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ ابْنِ قُشَيْرٍ أَبُوْ مَهَلٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَهْطٍ مِّنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيْصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِيْ فِيْ جَيْبِ قَمِيْصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلاَ ابْنَهُ قَطُّ إِلاَّ مُطْلِقَيْ أَزْرَارِهِمَا فِيْ شِتَاءٍ وَلاَ حَرٍّ وَلاَ يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا.

৪০৮২। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, আমি মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়'আত (শপথ বাণী পড়ে আনুগত্য স্বীকার) করতে গেলাম। আমরা তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল। আমি আমার হাত তাঁর জামার বুকের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে মোহরে নবূওয়াত স্পর্শ করলাম। 'উরওয়া (র) বলেন, এরপর থেকে মুআবিয়া ও তার ছেলেকে দেখেছি সর্বদা তাদের জামার বোতাম খুলে রাখতে। শীতেকাল হোক কি গরমকাল, তারা কখনো বোতাম লাগাতেন না।

بَابٌ فِي التَّقَنُّعِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ চাদর মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা

٤٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ.

৪০৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ঠিক দুপুরের প্রথমভাগে (প্রচণ্ড গরমের সময়) আমরা সকলে আমাদের ঘরে বসে আছি। এমন সময় এক ব্যক্তি আবূ বকর (রা)-কে বললো, ওই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর মুড়ি দিয়ে এদিকে আসছেন। তিনি তো এরূপ সময়ে সাধারণত আমাদের এখানে আসেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِسْبَالِ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার নিচে ঝুলিয়ে পরার পরিণতি

٤٠٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ غِفَارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيُّ وَأَبُوْ تَمِيْمَةَ اسْمُهُ طَرِيْفُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِيْ جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَ يَقُوْلُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ. قَالَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِيْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَاذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ. قَالَ قُلْتُ اَعْهَدْ إِلَيَّ قَالَ لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا. قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ شَاةً. قَالَ وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلٰى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا

مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ.

৪০৮৪। আবু জুরায়্যি জাবের ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সব লোক তাঁর মতামতই মেনে চলে, তিনি যা কিছু বলেন সকলেই তা পালন করে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, ইনি তারা বললো, ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি (তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে) সালাম দিয়ে দু'বার বললাম "عَلَيْكَ السَّلاَمُ" (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি বললেন ঃ "عَلَيْكَ السَّلاَمُ" বলো না, কেননা عَلَيْكَ السَّلاَمُ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে সালাম করা হয়। বরং তুমি বলো, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যাকে তুমি বিপদে পড়ে ডাকলে তিনি তোমার বিপদ দূর করে দিবেন; দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করবেন; ঘাস-পানিহীন বিজন মরু প্রান্তরে তোমার সওয়ারী পশু হারিয়ে গেলে তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার কাছে তা ফিরিয়ে দিবেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে আমাকে উপদেশ দেয়ার অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন ঃ কাউকে তুমি কখনো গালি দিও না। রাবী বলেন, এর পরে আমি কখনো আযাদ, গোলাম, উট ও ছাগল কোন কিছুকেই গালি দেইনি। তিনি (সা) বলেন ঃ ভালো কাজে কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলাটা নিঃসন্দেহে ভালো কাজের (সদাচরণের) অন্তর্ভুক্ত। তোমার পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠিয়ে রাখো, যদি এতে সন্তুষ্ট না হও তবে গোছা পর্যন্ত পরতে পারো। আর গোছার নিচে ঝুলিয়ে পরা থেকে সাবধান থেকো; কেননা এরূপ করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ অহংকার পছন্দ করেন না। কেউ যদি তার জ্ঞাত তোমার মধ্যকার কোন ত্রুটি উল্লেখ করে তোমাকে কটুকথা বলে এবং লজ্জিত করে তবে তুমি কিন্তু তার জ্ঞাত দোষত্রুটি উল্লেখ করে তাকে লজ্জা দিও না। কেননা এর কৃতকর্মের প্রতিফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

٤٠٨٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ إِنِّيْ لأَتَعَاهَدُ (اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَ) ذٰلِكَ مِنْهُ. قَالَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاَءَ.

৪০৮৫। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকার ও গরিমাবশে

পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। একথা শুনে আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমার লুঙ্গির একদিক মাঝে মাঝে ঝুলে পড়ে। আমি তো সেদিকে সর্বদা সতর্ক ও যত্নবান হতে পারি না। তিনি বললেন ঃ যারা অহংকারবশে এরূপ করে আপনি তো তাদের ন্যায় নন।

٤٠٨٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ أَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّىْ مُسْبِلاً إِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ.

৪০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি (গোছার নীচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যাও, উযু করে এসো। লোকটি গিয়ে উযু করে আসতেই তিনি তাকে আবার বললেন ঃ যাও, উযু করে এসো। (উপস্থিত) এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আপনি তাকে উযু করার আদেশ দিলেন, অতঃপর নীরব থাকলেন? তিনি বলেন ঃ লোকটি লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। মহান আল্লাহ্ তার নামায কবুল করেন না– যে ব্যক্তি গোছার নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ে।

٤٠٨٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَوِ الْفَاجِرِ.

৪০৮৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদের (ক্ষমা করে) পবিত্রও করবেন না, আর তারা ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? নিঃসন্দেহে এরা বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি (সা) একথাটা তিনবার ব্যক্ত করলেন,

আর আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কোন ধরেনর লোক? এরা তো ব্যর্থ ও অধপতিত হয়েছে। তিনি বললেন : (১) যে ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার নীচে ঝুলিয়ে রাখে; (২) যে ব্যক্তি দান করার পর খোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা অথবা শঠতাপূর্ণ শপথ করে পণ্য বিক্রি করে।

٤٠٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ الْمَنَّانُ الَّذِىْ لاَ يُعْطِىْ شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ.

৪০৮৮। আবু যার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসই বর্ণনা করেন। তাঁর প্রথম হাদীস হলো পূর্ণাঙ্গ হাদীস। রাবী বলেন, اَلْمَنَّانُ (আল-মান্নান) হলো এরূপ ব্যক্তি, যে কাউকে কোন কিছু দান করলেই খোঁটা দেয়।

٤٠٨٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِىْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرٍ التَّغْلِبِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ وَكَانَ جَلِيْسًا لِأَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلاَةٌ فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيْحٌ وَتَكْبِيْرٌ حَتّٰى يَأْتِىَ أَهْلَهُ. قَالَ فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ. قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَجَلَسَ فِى الْمَجْلِسِ الَّذِىْ يَجْلِسُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ اِلٰى جَنْبِهِ لَوْ رَاَيْتَنَا حِيْنَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلاَنٌ فَطَعَنَ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّىْ وَأَنَا الْغُلاَمُ الْغِفَارِىُّ كَيْفَ تَرٰى فِىْ قَوْلِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ اٰخَرُ فَقَالَ مَا أَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَا حَتّٰى سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ

سُرَّ بِذٰلِكَ فَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُوْلُ أَنْتَ سَمِعْتَ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَمَا زَالَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ حَتّٰى أَنِّىْ لَأَقُوْلُ لَيَبْرُكَنَّ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ. قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهُمَا ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِىُّ لَوْلَا طُوْلُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلٰى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلٰى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّكُمْ قَادِمُوْنَ عَلٰى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوْا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوْا لِبَاسَكُمْ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِى النَّاسِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَالشَّامَةِ فِى النَّاسِ.

৪০৮৯। কায়েস ইবনে বিশর আত-তাগ্‌লিবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু দারদা (রা)-র সঙ্গী ছিলেন। তিনি বলেন, সে সময় দামিশকে ইবনুল 'হান্‌যালিয়া' (রা) নামে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী বাস করতেন, যিনি নিঃসঙ্গ থাকতেন, লোকজনের সাথে খুব কমই মেলামেশা করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় নামাযেই লিপ্ত থাকতেন, নামায শেষ হলে তস্‌বীহ-তাহলীলে মশগুল হতেন, এরপর বাড়ি ফিরে যেতেন। তিনি (রাবীর পিতা) বলেন, একদা আমরা আবু দারদা (রা)-র কাছে বসা, এমন সময় তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন, আপনি এমন একটি কথা শুনান যা আমাদের উপকারে আসবে, অথচ আপনার ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অভিযানে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সে বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বসার স্থানে বসে পড়লো এবং তার পাশের এক ব্যক্তিকে বললো, যদি তুমি দেখতে, আমরা যখন শত্রুবাহিনীর মুখোমুখী হই, তখন অমুক কোন শত্রুর উপর বর্শা নিক্ষেপ করলো, আর শত্রুকে বললো, নে, সামাল দে এই বর্শাটা, আমি তো গিফার বংশের ছেলে। সে বললো, আমার মতে তার সওয়াব বরবাদ হয়ে গেছে। অপর এক ব্যক্তি তার এ মন্তব্য শুনে বললো, আমার মতে তার কোন অন্যায় হবে না। অতঃপর তারা এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে ঝগড়া বাধিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে একথা গেলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ পবিত্র, সওয়াব পাওয়াতে এবং প্রশংসিত হওয়াতে কোন আপত্তি নেই। আমি আবু দারদা (রা)-কে খুশী হতে দেখলাম। তিনি তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, আপনি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বারবার একথা বলতে লাগলেন। অবশেষে আমি বললাম, তিনি হয়ত তার হাঁটুদ্বয়ে চেপে বসবেন।

তিনি বলেন, অপর একদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাকে অনুরোধ জানালেন, আপনি এমন কিছু বলুন যা আমাদের উপকারে আসে; কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ ঘোড়ার জন্য খরচকারী খোলা হাতে দানকারীর ন্যায় যে দান করা থেকে নিবৃত্ত হয় না। অতঃপর আরেক দিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাকে বললেন, এমন একটি কথা বলুন, যা আমাদের উপকারে আসে; কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বলেছেন ঃ খুরায়েম আল-আসাদী খুবই ভালো মানুষ, তবে তার চুলের গোছা (বাবি্র চুল) যদি এত লম্বা না হতো এবং গোছার নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে না পরতো! তাঁর এ মন্তব্য শুনে খুরায়েম (রা) সাথে সাথে একটি বড়ো চাকু (ক্ষুর) নিয়ে বাব্‌রি চুল কেটে তা কানের লতি পর্যন্ত রাখেন, আর পায়ের গোছার অর্ধভাগ পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র উঠিয়ে পরতে শুরু করেন।

অতঃপর আরো একদিন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু দারদা (রা) তাকে অনুরোধ করেন, আপনি আমাদের এমন একটি কথা শুনান, যা দ্বারা আমরা উপকৃত হবো; কিন্তু আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তো তোমাদের ভাইদের কাছে যাচ্ছো, সুতরাং তোমাদের সওয়ারীগুলোকে ঠিক্‌ঠাক করে নাও এবং কাপড়-চোপড় পরিপাটি করো, তোমরা যেন লোকসমাজের তিলক চিহ্ন (কেন্দ্রবিন্দু)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কদর্য ও অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু নু'আয়েম হিশাম থেকে এরূপ বর্ণনাই করেছেন ঃ حَتّٰى تَكُوْنُوْا كَالشَّامَةِ فِى النَّاسِ "তোমরা এমন পরিপাটি হও, যেন তোমরা মানব সমাজে তিলক চিহ্ন"।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ গর্ব-অহংকার সম্পর্কে

٤٠٩٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ مُوسَى عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هَنَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

৪০৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনে ঃ মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার হলো আমার চাদর এবং মহত্ত্ব হলো আমার লুঙ্গি। যে কেউ এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো।

٤٠٩١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْقَسْمَلِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ.

৪০৯১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে যাবে না, আর যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে দোযখে যাবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-কাসমালীও আল-আ'মাশ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٠٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلاً جَمِيلاً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَاهُ حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي

أَحَدٌ إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِيْ وَإِمَّا قَالَ بِشِسْعِ نَعْلِيْ أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذٰلِكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ.

৪০৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। লোকটি অত্যন্ত সুন্দর সুপুরুষ ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সৌন্দর্যকে ভালোবাসি। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে কেউ আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক তা আমি চাই না, এমনকি কেউ যদি বলে, আমার জুতার ফিতার (তস্‌মা) চাইতে তার তস্‌মাটা ভালো, তাও পছন্দ করি না। এরূপ করা কি অহংকারের পর্যায়ে পড়ে? তিনি (সা) বললেন ঃ না, বরং অহংকার হলো সত্যকে অবজ্ঞা করা এবং মানুষকে ঘৃণা করে।

بَابُ فِيْ قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পরিধেয় বস্ত্রের নিচ দিকের সীমা

٤٠٩٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلٰى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ.

৪০৯৩। আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)-কে লুঙ্গি ব্যবহারের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি এ ব্যাপারে যথার্থরূপে অবহিত ব্যক্তির কাছেই এসেছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানের পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি-পাজামা) নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত থাকবে, তবে গোছাদ্বয় পর্যন্ত রাখলেও কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু গোছাদ্বয়ের নীচে গেলে তা দোযখের আগুনে শাস্তি ভোগ করবে। যে অহংকারবশে নিজের লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে চলে, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

٤٠٩٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْبَالُ فِى الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ. مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪০৯৪। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হেঁচড়ানো হলো লুঙ্গি, জামা ও পাগ্ড়ি ব্যবহারে। যে ব্যক্তি অহংকারবশে এর কোনটি হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

٤٠٩٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبَّادٌ عَنْ أَبِى الصَّبَاحِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ سُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْإِزَارِ فَهُوَ فِى الْقَمِيْصِ.

৪০৯৫। ইয়াযীদ ইবনে আবু সুমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গির ব্যাপারে যা বলেছেন, জামার ব্যাপারেও তাই বলেছেন।

٤٠٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ. قُلْتُ لِمَ تَأْتَزِرُ هٰذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَزِرُهَا.

৪০৯৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইয়াহ্য়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইকরিমা (র) আমর কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে লুঙ্গি পরতে দেখেছেন। তিনি লুঙ্গির পাড় (কিনারা) সামনের দিকে পায়ের পিঠে ছেড়ে দিয়েছেন এবং পিছনের পাড় কিছুটা উপরে উঠিয়েছেন। আমি (ইকরিমা) তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এভাবে লুঙ্গি পরেছেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে লুঙ্গি পরতে দেখেছি।

بَابٌ فِىْ لِبَاسِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নারীদের পোশাক

٤٠٩٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

৪০৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে।

٤٠٩٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

৪০৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন যেসব পুরুষ নারীর অনুরূপ পোশাক পরে এবং যেসব নারী পুরুষের অনুরূপ পোশাক পরে।

٤٠٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ وَبَعْضُهُ قَرَأْتُ عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

৪০৯৯। ইবনে আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে বলা হলো যে, জনৈকা নারী (পুরুষদের সেণ্ডেলের অনুরূপ) পাদুকা ব্যবহার করে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষবেশী নারীদের প্রতি লা'নত করেছেন।

بَابٌ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْبِهِنَّ.

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৯)

٤١٠٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوْفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُوْرَةُ النُّوْرِ عَمَدْنَ إِلٰى حُجُوْرٍ أَوْ حُجُوْزٍ شَكَّ أَبُوْ كَامِلٍ فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا.

৪১০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনসার মহিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের সম্পর্কে খুব ভালো মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সূরা নূর যখন নাযিল হয়, তখন তারা লুঙ্গি বা এ জাতীয় পোশাক ফেড়ে ওড়না বানিয়ে নেন।

٤١٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيْبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلٰى رُؤُسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ.

৪১০১। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাযিল হয়–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"হে নবী! আপনার স্ত্রী-কন্যাদেরকে এবং অন্যান্য মুমিনদের মহিলাগণকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। তাতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়" (সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯)—তখন থেকে আনসার মহিলারা তাদের মাথায় এমন চাদর জড়িয়ে বেরুতেন, মনে হতো যেন তাতে (কালো রংয়ের কারণে) কাক বসে আছে।

بَابٌ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তারা যেন তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় (ওড়না) দ্বারা আবৃত করে" (সূরা নূর ঃ ৩১)

٤١٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالُوْا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ شَقَقْنَ أَكْنَفَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْثَفَ مُرُوْطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

৪১০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ প্রথম সারির মুহাজির মহিলাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। কেননা আল্লাহ যখন এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তারা যেন তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় (ওড়না) দ্বারা আবৃত

করে” (২৪ ঃ ৩১), তখন তারা তাদের সেলাইবিহীন কাপড় ফেড়ে তা দিয়ে ওড়না বানিয়ে নেন।

٤١٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ رَأَيْتُ فِىْ كِتَابِ خَالِىْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

৪১০৩। ইবনুস সারহ (র) বলেন, আমি আমার মামার পাণ্ডুলিপিতে আকীল-ইবনে শিহাব (র) থেকে ভিন্নতর সনদসূত্রে একই হাদীস একই অর্থে লিপিবদ্ধ দেখেছি।

بَابٌ فِيْمَا تُبْدِىْ الْمَرْأَةُ مِنْ زِيْنَتِهَا

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ নারীদের শরীরের যে অংশ অনাবৃত রাখতে পারে

٤١٠٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِىُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوْبُ ابْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِىْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُّرٰى مِنْهَا إِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا وَأَشَارَ إِلٰى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

৪১০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে আবু বকর (রা) পাতলা কাপড় পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হে আসমা! মেয়েলোক যখন সাবালিকা হয়, তখন এই দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রকাশ করা তার জন্য সংগত নয়, এই বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। খালিদ ইবনে দুরাইক (র) আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাত পাননি। আর সাঈদ ইবনে বাশীরও তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

بَابٌ فِى الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلٰى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ দাস তার মহিলা মনিবের চুল দেখতে পারে

٤١٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ مَوْهَبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ

أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

৪১০৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রক্তমোক্ষণ করানোর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি (সা) আবু তাইবাকে তার রক্তমোক্ষণ করার আদেশ প্রদান করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আবু তাইবা) তার দুধভাই অথবা নাবালেগ গোলাম ছিলেন।

٤١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا. قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوْكِ وَغُلاَمُكِ.

৪১০৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গোলামকে সাথে নিয়ে ফাতিমা (রা)-র কাছে আসলেন, যে গোলামটি তিনি তাকে দান করেছিলেন। ফাতিমা (রা)-র পরিধানে এরূপ একটি কাপড় ছিল যা দিয়ে তিনি মাথা ঢাকতে চাইলে পা দু'টিতে পৌঁছে না; আর পা ঢাকলে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ অবস্থা দেখে বলেন ঃ তোমার কোন গুনাহ হবে না, কেননা এখানে তো শুধু তোমার পিতা ও তোমার গোলামই আছে।

بَابٌ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "যৌন কামনা রহিত পুরুষ" (২৪ ঃ ৩০)

٤١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوْا يَعُدُّوْنَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ

عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَرَى هٰذَا يَعْلَمُ مَا هٰهُنَا لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هٰذَا فَحَجَبُوهُ.

৪১০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাছে এক নপুংসক গোলাম আসা-যাওয়া করতো। সবাই তাকে 'যৌন কামনা রহিত পুরুষ' হিসেবে গণ্য করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় সে তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে ছিল এবং সে একটি নারীর প্রশংসা করে বললো, সে (নারীটি) যখন সামনের দিকে আসে মনে হয় চারভাঁজে আসছে আর যখন পিছনের দিকে যায় মনে হয় আটভাঁজে যাচ্ছে (বেশী মোটা ছিল)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন ঃ আমি তো দেখছি, সে এ ব্যাপারে (নারীদের গুপ্ত বিষয়ে) অভিজ্ঞ। সে যেন তোমাদের কাছে কখনো প্রবেশ না করে। অতঃপর সবাই তার থেকে পর্দা অবলম্বন করলেন।

٤١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.

৪১০৮। মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ (র) ...আয়েশা (রা) থেকে এই সনদসূত্রেও উপরের হাদীসের মর্মানুরূপ বর্ণিত আছে।

٤١٠٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ. زَادَ وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ.

৪১০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী এ হাদীসেই একথাটুকুও বর্ণনা করেছেন, "তিনি (সা) তাকে আল-বায়দা নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর সে (হিজড়াটি) প্রতি শুক্রবার খাবারের সন্ধানে শহরে আসতো।

٤١١٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذًا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ.

৪১১০। আল-আওযাঈ এ ঘটনা সম্পর্কে বলেন যে, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে সে তো অনাহারে মারা যাবে। কাজেই তিনি প্রতি সপ্তাহে দু'বার শহরে আসার জন্য তাকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর সে খাবার সংগ্রহ করে ফিরে যাবে।

بَابٌ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ "আর মুমিন মহিলাদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে" (২৪ ঃ ৩১)

٤١١١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْاٰيَةُ فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِىَ مِنْ ذٰلِكَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحًا الْاٰيَةُ.

৪১১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ الْاٰيَةِ উপরের আয়াতের হুকুম থেকে "বৃদ্ধা মহিলা যাদের বিবাহের যোগ্যতা নেই" (২৪ ঃ ৩১) আয়াত দ্বারা ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

٤١١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَبْهَانُ مَوْلٰى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَيْسَ أَعْمٰى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَلاَ تَرٰى إِلٰى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اعْتَدِّىْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ.

৪১১২। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম এবং তাঁর কাছে মায়মূনা (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় ইবনে উম্মে মাক্তূম (রা) আসলেন। আর এ ঘটনা আমাদের উপর পর্দার হুকুম নাযিলের পরের। তিনি (সা) বললেন ঃ তোমরা তার (ইবনে উম্মে মাক্তূম) থেকে আড়ালে যাও। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি দৃষ্টিহীন নয়? সে তো আমাদের দেখছে না, চিনতেও পারছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদিও সে দৃষ্টিহীন হয়ে থাকে কিন্তু তোমরা উভয়ে কি তাকে দেখছো না?

আবু দাউদ (র) বলেন, এই বিধান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ (খাস)। তুমি কি ইবনে উম্মে মাক্‌তূম (রা)-র বাড়িতে ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-র ইদ্দাত পালনের বিষয়টি লক্ষ করো না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-কে বলেছেন ঃ "তুমি ইবনে উম্মে মাক্‌তূমের বাড়িতে ইদ্দাতকাল অতিবাহিত করো। কারণ সে একজন অন্ধ লোক। তুমি তার সেখানে খোলামেলা পোশাকে থাকতে পারবে"।

٤١١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمَيْمُوْنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلٰى عَوْرَتِهَا.

৪১১৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ নিজ দাসীকে নিজ দাসের সাথে বিবাহ দিলে সে যেন তার আবরণীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে।

٤١١٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِيْ دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَصَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ وَهِمَ فِيْهِ وَكِيْعٌ.

৪১১৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার ক্রীতদাসীকে গোলামের কাছে অথবা মজদুরের কাছে বিবাহ দিলে, সে তার (ক্রীতদাসীর) নাভির নীচ থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করবে না।

بَابُ كَيْفَ الْاِخْتِمَارِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ ওড়না ব্যবহারের নিয়ম

٤١١٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلٰى أَبِيْ أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا

وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ يَقُوْلُ لاَ تَعْتَمَّ مِثْلَ الرَّجُلِ لاَ تُكَرِّرْهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ.

৪১১৫। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে আসলেন, তখন তিনি ঘোমটা পরিহিত ছিলেন। তিনি বলেন, এক ভাজে ঘোমটা দাও, দুই ভাজে নয়, দুই পেঁচ দিও না। আবু দাউদ (র) বলেন, তাঁর একথা "لية لا ليتين"-এর অর্থ হলো, তোমরা পুরুষদের পাগড়ির ন্যায় একাধিক ভাজ করো না।

بَابٌ فِي لُبْسِ الْقُبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ নারীদের জন্য মিহি কাপড় ব্যবহার

٤١١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيْفَةَ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِيْ مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَا صِدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيْصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ وَأْمُرْ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لاَ يَصِفُهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৪১১৬। দিহ্ইয়া ইবনে খালীফা আল-কাল্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কতগুলো মিসরীয় কাতান কাপড় আসলো। তিনি সেগুলো থেকে আমাকে একটা কাতান দিলেন এবং বললেন ঃ এটাকে দুই টুকরা করো। এক টুকরা কেটে জামা তৈরি করো এবং অপরটি তোমার স্ত্রীকে ওড়না বানাতে দাও। তিনি ফিরে যাওয়ার সময় নবী (সা) বলেন ঃ তোমার স্ত্রীকে বলো, এর নীচে যেন অপর একটা কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে তার দেহাবয়ব দেখা না যায়।

بَابٌ فِي قَدْرِ الذَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ কাপড়ে আঁচলের পরিমাণ

٤١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِي شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا. قَالَ فَذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ.

৪১১৭। সাফিয়া বিনতে আবু উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন তিনি পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারীদের ইযার ব্যবহারের হুকুম কি? তিনি বললেন ঃ তারা এক বিঘত নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে পারে। উম্মে সালামা (রা) বলেন, তাতেও তার কিছু অংশ খোলা থাকবে। তিনি বললেন ঃ তবে এক হাত ঝুলিয়ে পরো; এর বেশী নয়।

٤١١٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ.

৪১১৮। উম্মে সালামা (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, অপর সূত্রে সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٤١١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا.

৪১১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীনদের (নবী সা-এর স্ত্রীদের) জন্য এক বিঘত আঁচল (পায়ের গোছার দিকে) ঝুলানোর অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তারা আরো বাড়িয়ে দেয়ার প্রার্থনা জানালে তিনি তাদের জন্য আরো এক বিঘত বাড়ানোর অনুমতি দেন। অতঃপর তারা আমাদের কাছে তাদের কাপড় পাঠিয়ে দিতেন, আমরা একগজ করে মেপে দিতাম।

بَابٌ فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মৃত জন্তুর চামড়া সম্পর্কে

٤١٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ

أَبِىْ خَلَفٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ أُهْدِىَ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلاَّ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

৪১২০। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্তদাসীকে যাকাতের একটি বকরী দান করা হলো। পরে এটা মারা গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ তোমরা এর চামড়া পাকা করলে না কেন? তবে তো এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো মৃত। তিনি বলেন ঃ এটা তো খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

٤١٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ فَقَالَ أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ.

৪১২১। যুহ্‌রী (র) থেকে এই হাদীস বর্ণিত। তবে মায়মূনা (রা)-র উল্লেখ নেই। রাবী বলেন, তিনি (সা) বলেছেন ঃ তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাও না কেন? অতঃপর একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেন, তবে রাবী চামড়া পাকা করার কথা উল্লেখ করেননি।

٤١٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُوْلُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْأَوْزَاعِىُّ وَيُوْنُسُ وَعُقَيْلٌ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ الدِّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِىُّ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَحَفْصُ ابْنُ الْوَلِيْدِ ذَكَرُوا الدِّبَاغَ.

৪১২২। মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) চামড়া পাকা করা শব্দটিকে অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, চামড়া দ্বারা হরেক কাজে উপকৃত হওয়া যায়। আবু দাউদ বলেন, আওযায়ী, ইউনুস ও 'উকায়েল যুহরী বর্ণিত হাদীসে "الدِّبَاغُ" কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু যুবায়দী, সা'ঈদ ইবনে আবদুল আযীয এবং হাফ্‌স ইবনে ওলীদ "الدِّبَاغُ" –এর উল্লেখ করেছেন।

٤١٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

৪১২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ চামড়া পাকা করা হলে পবিত্র হয়।

٤١٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

৪১২৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত জন্তুর চামড়া পাকা করার পর কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

٤١٢٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَتٰى عَلٰى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهَا طَهُوْرُهَا.

৪১২৫। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। 'তাবূক' যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বাড়িতে গেলেন এবং ঝুলন্ত একটা মশক দেখে তা থেকে পানি চাইলেন। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো মৃত জন্তুর চামড়ার তৈরী মশক। তিনি বলেন ঃ পাকা করলেই এটা পবিত্র হয়ে যায়।

٤١٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِيْ غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيْهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيْ مَيْمُوْنَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُوْدَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا.

فَقَالَتْ أَوَيَحِلُّ ذٰلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ.

৪১২৬। আল-আলিয়া বিনতে সুবাই' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ প্রান্তরে আমার বকরী ছিল। সেখানে মহামারী দেখা দিলো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র কাছে গিয়ে তা তাকে বললাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এর চামড়া নিয়ে এসে কাজে লাগাতে পারো। আমি বললাম, এটার দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ, কয়েকজন কুরাইশী পুরুষ প্রায় গাধার সমান তাদের একটি বকরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন ঃ তোমরা যদি এর চামড়া রেখে দিতে? তারা বললো, এটা তো মৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানি ও ছলম বৃক্ষের পাতার রস এটাকে পবিত্র করে।

بَابُ مَنْ رَوٰى أَنْ لاَ يَسْتَنْفِعُ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যাদের মতে মৃত জন্তুর চামড়া কাজে লাগানো যাবে না

٤١٢٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.

৪১২৭। আবদুল্লাহ ইবনে 'উকায়েম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তরুণ যুবক, তখন 'জুহায়না' গোত্রের এলাকায় অবস্থানকালে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পত্র পড়ে শুনানো হয়। তাতে ছিল, "তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও পেশিতন্তু দ্বারা উপকৃত হয়ো না।"

টীকা ঃ এ হাদীসের তাৎপর্য হয়ত এই যে, মৃত জীবের চামড়া ও তন্তু প্রক্রিয়াজাত না করে ব্যবহার করা নিষেধ (সম্পাদক)।

٤١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوْا وَقَعَدْتُ

عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوْا إِلَىَّ فَأَخْبَرُوْنِىْ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلٰى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ فَإِذَا دُبِغَ لاَ يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً.

৪১২৮। আল-হাকাম ইবনে উতায়বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন লোকসহ 'জুহায়না' গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে উকায়েম (রা)-র কাছে গেলেন। হাকাম বলেন, তারা ভেতরে গেলেন আর আমি বাইরে দরজার পাশে বসে থাকলাম। অতঃপর তারা বেরিয়ে এসে আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উকায়েম (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর এক মাস পূর্বে জুহায়না গোত্রে এই কথা লিখে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন ঃ তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও তন্তু কাজে লাগিও না"। আবু দাউদ (র) বলেন, আন-নাদর ইবনে শুমাইল (র) বলেছেন, প্রক্রিয়াজাত না করা পর্যন্ত চামড়াকে 'ইহাব' বলে। প্রক্রিয়াজাত করার পর একে শান্ন ও কিরবাহ (পাকা চামড়া) বলা হয়।

بَابٌ فِىْ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ وَالسِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ চিতা বাঘের ও হিংস্র জন্তুর চামড়া সম্পর্কে

٤١٢٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ. قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لاَ يُتَّهَمُ فِى حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪১২৯। মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রেশমের তৈরী গদি ও চিতা বাঘের চামড়ার তৈরী গদিতে সওয়ার হয়ো না। রাবী বলেন, মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত নন।

٤١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمِرٍ.

৪১৩০। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফেরেশতারা চিতা বাঘের চামড়ার তৈরী আসনে আসীন ব্যক্তির সাথী হয় না।

٤١٣١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيْكَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِيْنَ إِلٰى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ فُلاَنٌ أَتَعُدُّهَا مُصِيْبَةً فَقَالَ لَهُ وَلِمَ لاَ أَرَاهَا مُصِيْبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجْرِهِ فَقَالَ هٰذَا مِنِّيْ وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ الْأَسَدِيُّ جَمْرَةٌ أَطْفَاهَا اللّٰهُ. قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتّٰى أُغِيْظَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِيْ وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِيْ. قَالَ أَفْعَلُ. قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هٰذَا كُلَّهُ فِيْ بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّيْ لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ قَالَ خَالِدٌ فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبَيْهِ وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ عَلٰى أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيْمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ.

৪১৩১। খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা),

আমর ইবনুল আসওয়াদ ও কিন্নাসিরীনবাসী বনী আসাদের এক ব্যক্তি একত্রে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-র কাছে গেলেন। মুআবিয়া (রা) মিক্‌দাম (রা)-কে বললেন, জানতে পেলাম, হাসান ইবনে আলী ইনতেকাল করেছেন। একথা শুনে মিক্‌দাম (রা) "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পড়লেন। অমুক ব্যক্তি (মুআবিয়া) তাকে বললেন, এর মৃত্যুকে আপনি কি বিপদ গণ্য করেন? তিনি বললেন, এটাকে আমি বিপদ মনে করবো না কেন, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোলে নিয়ে বলতেন ঃ হাসান আমার এবং হুসাইন আলীর। আসাদী বললো, তিনি ছিলেন একটি জ্বলন্ত কয়লা যাকে আল্লাহ নিভিয়ে দিয়েছেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর মিক্‌দাম (রা) বলেন, আমি তো আজ আপনাকে অসন্তুষ্ট না করে ছাড়বো না। তিনি বললেন, হে মুআবিয়া! আমি যদি সত্য বলি তবে আমাকে সমর্থন করবেন। আর যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন। তিনি বললেন, তাই করবো। তিনি বলেন, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ (পুরষের জন্য) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি আবার বললেন, আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক (পুরুষের জন্য) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি আবারও বললেন, আল্লাহর শপথ করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে এবং এর চামড়ার তৈরী আসনে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো আপনার প্রাসাদে এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। মুআবিয়া (রা) বলেন, হে মিক্‌দাম! আমি জানতাম যে, তোমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবো না। খালিদ (র) বলেন, অতঃপর মুআবিয়া (রা) তার জন্য এত পরিমাণ সম্পদ দেয়ার আদেশ দেন, যা অপর দু'জন সাথীর জন্য দেননি। আর তার ছেলের জন্য দুই শত দীনার প্রদান করেন। মিক্‌দাম (রা) এগুলো তার সাথীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। রাবী বলেন, আসাদী এখানে যা পেলো তা থেকে কাউকে কিছু দেয়নি। এ খবর মুআবিয়ার কানে গেলে তিনি বলেন, মিক্‌দাম তো একজন লম্বা হাতের দানশীল ব্যক্তি, আর আসাদী হলো নিজের জন্য আটকিয়ে রাখতে পটু।

٤١٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ.

৪১৩২। আবুল মালীহ ইবনে উসামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِى الْاِنْتِعَالِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ পায়ে জুতা পরিধানের নিয়ম

٤١٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَالَ أَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.

৪১৩৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ (সফরে) তোমার জুতা বেশী রেখো। কেননা জুতা পরে সব সময় সফর করা যায়।

٤١٣٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَعْلَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ.

৪১৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার দু'টি তস্‌মা ছিল।

٤١٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَبُوْ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

৪১৩৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

٤١٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمْشِىْ أَحَدُكُمْ فِى النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا.

৪১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় সে উভয় পায়ে জুতা পরবে অথবা উভয় পা থেকে তা খুলে রাখবে।

٤١٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِيْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِيْ فِيْ خُفٍّ وَّاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ.

৪১৩৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত সে এক জুতা পায়ে দিয়ে চলবে না, আর এক মোযা লাগিয়েও চলবে না এবং বাঁ হাতে খাবে না।

٤١٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْ نَهِيْكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَّخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ.

৪১৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বসার সময় পায়ের জুতা খুলে পাশে রেখে দেয়া সুন্নাত।

٤١٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيَمِيْنُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

৪১৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ জুতা পায়ে দেয়ার সময় ডান পা থেকে আরম্ভ করবে এবং খোলার সময় বাম পা থেকে শুরু করবে। আর ডান পা জুতা পরার সময় প্রথম হবে এবং খোলার সময় শেষে হবে।

٤١٤٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ.

৪১৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি কাজেই যথাসাধ্য ডান থেকে শুরু করতে ভালোবাসতেন। পবিত্রতা অর্জনে, চুলে চিরুনী করতে এবং জুতা পরতে তিনি ডান থেকে শুরু করাতেন। মুসলিম (র) বলেন, মেস্ওয়াক করতেও ডান থেকে আরম্ভ করতেন। তবে তার বর্ণনায় فِىْ شَأْنِه كُلِّه শব্দ নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, মু'আয (র) শো'বা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন; কিন্তু তিনি سِوَاكِه শব্দ উল্লেখ করেননি।

٤١٤١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُا بِأَيَامِنِكُمْ.

৪১৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন পোশাক বা জুতা পরো ও উযু করো, তখন ডান থেকে আরম্ভ করো।

بَابٌ فِى الْفَرْشِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ বিছানাপত্র

٤١٤٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِىْ هَانِىءٍ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُشَ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِّلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِّلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

৪১৪২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানাপত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ একটি বিছানা পুরুষের জন্য, একটি নারীর জন্য এবং একটি দরকার অতিথির জন্য। আর চতুর্থটি হলো শয়তানের জন্য।

٤١٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ عَلٰى يَسَارِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا عَلٰى يَسَارِهِ.

৪১৪৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে গিয়ে তাঁকে বাম কাতে বালিশে ঠেস দিয়ে বসা দেখলাম।

٤١٤٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ عَمْرِو الْقُرَشِىِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رِفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الْأَدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رِفْقَةٍ كَانُوْا بِأَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰؤُلَاءِ.

৪১৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়ামানের একদল সঙ্গী-সাথীকে দেখতে পান যে, তাদের বাহনের গদিগুলো ছিল চামড়ার তৈরী। তিনি বলেন, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের (সঙ্গী-সাথীর) সাদৃশ্য দেখতে চায়, তবে যেন এদেরকে দেখে নেয়।

٤١٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا الْأَنْمَاطُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ.

৪১৪৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তোমরা কি নরম গদি বানিয়েছ? আমি বললাম, নরম গদি পাবো কোথায়? তিনি বলেন ঃ অচিরে অবশ্যই তোমাদের জন্য নরম গদি হবে।

٤١٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ مَنِيْعٍ الَّذِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ثُمَّ اتَّفَقَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ.

৪১৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বালিশ যাতে মাথা রেখে তিনি রাতে ঘুমাতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরী, ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল-বাকল।

٤١٤٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَيَّانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ضِجْعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ.

৪১৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভেতরে খেজুরের ছাল-বাকল ভরা চামড়ার তৈরী একটি তোষক ছিল।

٤١٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪১৪৮। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার বিছানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ার স্থানের ঠিক সামনে ছিল।

بَابٌ فِيْ اِتِّخَاذِ السُّتُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ দরজা-জানালায় পর্দা ঝুলানো

٤١٤٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتٰى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلٰى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقَلَّ مَا كَانَ يَدْخُلُ إِلاَّ بَدَأَ بِهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَاٰهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا قَالَ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمُ فَذَهَبَ إِلٰى فَاطِمَةَ وَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ قُلْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلٰى بَنِيْ فُلاَنٍ.

৪১৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা (রা)-র কাছে এসে দরজায় পর্দা ঝুলানো দেখতে পেলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন না। রাবী বলেন, অধিকাংশ সময় তিনি ভেতরে প্রবেশ করেই ফাতেমার সাথে সর্বপ্রথম সাক্ষাত করতেন। এসময় আলী (রা) এসে তাকে (ফাতেমাকে) চিন্তিত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসতে চেয়েও প্রবেশ করেননি। অতঃপর আলী (রা) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ফাতেমার কাছে গিয়েও প্রবেশ করলেন না। এটা তার কাছে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি তো দুনিয়াদারীর সাথে ও চাকচিক্যময় কারুকার্যের জন্য নই। একথা শুনে তিনি

(আলী) ফাতেমার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, তিনি এটাকে কি করতে আমাকে আদেশ করেন? (আলীর এ প্রস্তাব শুনে) তিনি বলেন : তাকে (ফাতেমা) বলো, সেটা (পর্দা) যেন অমুক গোত্রে পাঠিয়ে দেয়।

٤١٥٠- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًا.

৪১৫০। ইবনে ফুদায়েল (র) তার পিতার কাছ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আর পর্দাটা ছিল ডোরাযুক্ত ও রং-বেরংয়ের নক্‌শা খচিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلِيْبِ فِي الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ : ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা নিষেধ

٤١٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيْبٌ إِلاَّ قَضَبَهُ.

৪১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে ক্রুশ চিহ্নযুক্ত কোন কিছুই রাখতে দিতেন না। তিনি সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতেন।

بَابٌ فِي الصُّوَرِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ : ছবি সম্পর্কে

٤١٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ.

৪১৫২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না সেই ঘরে, যাতে ছবি থাকে, কুকুর থাকে এবং অপবিত্র মানুষ থাকে।

٤١٥٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ

أَبِىْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تِمْثَالٌ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ نَسْأَلُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَانْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا فَهَلْ سَمِعْتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذٰلِكَ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ وَكُنْتُ اَتَحَيَّنُ قُفُوْلَهُ فَاَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرَضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِىْ وَجْهِهِ فَأَتَى النَّمَطَ حَتّٰى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيْمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللَّبِنَ. قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفًا فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ.

৪১৫৩। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না যে ঘরে কুকুর থাকে, আর ছবি থাকে। (এ হাদীস শুনে) তিনি (যায়েদ) বলেন, চলো, আমরা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-র কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। আমরা তার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আবু তালহা (রা) তো আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ এরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, না, কিন্তু আমি তাঁকে যা করতে দেখেছি, এরূপ একটি হাদীস আপনাদের বলছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধাভিযানে চলে গেলেন। আমি তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলাম। আমি আমাদের একটি পশমী কাপড় নিয়ে দরজার চৌকাঠে পর্দা হিসেবে ঝুলিয়ে দিলাম। তিনি যখন ফিরে এলেন, আমি খোশ আমদেদ জানিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও মঙ্গল নাযিল হোক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আপনাকে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। তিনি ঘরের

দরজার দিকে তাকাতেই পশমী পর্দা দেখেন, কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দেননি। আমি তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি পশমী (ছবিযুক্ত) কাপড়টির কাছে গিয়ে তা ফেড়ে ফেলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ আমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছেন, তা পাথর ও ইঁটকে পরিধান করাতে আদেশ দেননি। তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি কাপড়টা কেটে দুইটি বালিশ তৈরি করলাম এবং ভেতরে খেজুরের ছাল-বাকল ভরে দিলাম; কিন্তু তিনি এতে আমার এ কাজ অপছন্দ করেননি।

٤١٥٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ إِنَّ هٰذَا حَدَّثَنِىْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ فِيْهِ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِى النَّجَّارِ.

৪১৫৪। সুহায়েল (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ (র) একই রূপ বর্ণনা করে বলেন, আমি বললাম, হে আম্মাজি! তিনি (আবু তালহা) তো আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা বলেছেন। বনী নাজ্জারের মুক্তদাস সা'ঈদ ইবনে ইয়াসারও একথা বলেন।

٤١٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِىْ طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ. قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكٰى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلٰى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ.

৪১৫৫। যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। বুস্‌র (র) বলেন, অতঃপর যায়েদ (রা) অসুস্থ হলে আমরা তাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে গেলাম। তার ঘরের দরজায় ছবিযুক্ত একটি পর্দা দেখতে পেলাম। আমি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র পালিত পুত্র 'উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানীকে বললাম, যায়েদ (রা) তো আমাদেরকে ছবি না রাখার হাদীস শুনিয়েছেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আপনি কি শুনেননি, সে হাদীসে তিনি একথাও উল্লেখে করেছেন, কাপড়ের মধ্যে যদি গাছপালা, লতাপাতা ইত্যাদির (প্রাণহীন বস্তুর) ছবি থাকে, তবে তা নিষেধাজ্ঞার বাইরে।

٤١٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُوْرَةٍ فِيْهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُوْرَةٍ فِيْهَا.

৪১৫৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল-বাতহা' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আদেশ করেন- যেন তিনি কা'বার ভেতরে গিয়ে এর মধ্যে বিদ্যমান সব ছবি মিটিয়ে দেন। অতঃপর যতক্ষণ না এর সব ছবি ভেঙ্গেচুরে মিটিয়ে দেয়া হয়, ততক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করেননি।

٤١٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَنِيْ أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِيْ ثُمَّ وَقَعَ فِيْ نَفْسِهِ جُرْوُ كَلْبٍ تَحتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيْرِ وَيَتْرُكُ كَلْبُ الْحَائِطِ الْكَبِيْرِ.

৪১৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা আমার সাথে সাক্ষাত করার অঙ্গিকার করেছিলেন; কিন্তু সাক্ষাত করতে আসেননি। অতঃপর তাঁর মনে পড়ে গেলো যে, আমাদের বিছানার নীচে একটি কুকুর শাবক আছে। তিনি এটাকে বের করে দিতে আদেশ দিলে তাই করা হলো। অতঃপর তিনি নিজেই পানি দিয়ে সে স্থানটা ধুয়ে ফেলেন। জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় বললেন, যে

ঘরে কুকুর আর ছবি থাকে সে ঘরে আমরা কখনো প্রবেশ করি না। সকালবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর মারতে আদেশ প্রদান করেন, এমনকি ছোট বাগান পাহারার কুকুর মারতেও আদেশ দেন, বড়ো বাগানের পাহারাদার কুকুর ব্যতীত।

٤١٥٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِيْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ لِيْ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَكُوْنَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِيْ بَابِ الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوْذَتَيْنِ تُوْطَانِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَالْيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّضَدُ شَيْءٌ تُوْضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شِبْهُ السَّرِيْرِ.

৪১৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল আমার কাছে এসে বলেন, গত রাতে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আমি প্রবেশ করিনি। কারণ ঘরের দরজায় ছিল ছবি, ঘরের মধ্যে ছিল ছবিযুক্ত পর্দা এবং ঘরের ভেতরে ছিল কুকুর। কাজেই আপনি ঘরে ঝুলানো ছবির মাথা কেটে দেয়ার আদেশ করুন, ফলে সেটা গাছের আকৃতিতে পরিণত হবে। আর পর্দাটি কেটে দুইটি বালিশের ভেতরের কাপড় বানাতে আদেশ প্রদান করুন এবং কুকুরটিকে বের করে দেয়ার হুকুম দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথা উপদেশ কাজ করলেন। কুকুরটি ছিল হাসান বা হুসাইনের এবং তা তাদের খাটের নীচে শুয়েছিল। তিনি সেটাকেও বের করে দেয়ার আদেশ করেন এবং তা বের করে দেয়া হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আন-নাদাদ হলো কাপড়-চোপড় রাখার জিনিস, গদি সদৃশ।

অধ্যায় ঃ ৩২

كِتَابُ التَّرَجُّلِ

(চুল আঁচড়ানো)

بَابُ النَّهْىِ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমক প্রদর্শন নিষিদ্ধ

٤١٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا.

৪১৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় চুল আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন, তবে একদিন পরপর।

٤١٦٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْمَازِنِيُّ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلٰى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّىْ لَمْ اٰتِكَ زَائِرًا وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيْثًا مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ. قَالَ مَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَمَا لِىْ أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيْرُ الْأَرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ. قَالَ فَمَا لِىْ لاَ أَرٰى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِىَ أَحْيَانًا.

৪১৬০। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী মিসরে অবস্থানকারী ফাদালা ইবনে 'উবায়েদ (রা)-র কাছে

পৌঁছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তো শুধু আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসিনি, বরং আমি আর আপনি যে হাদীসখানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, আশা করি এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আপনার কাছে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কোন ব্যাপারে? তিনি বললেন, এরূপ এরূপ। তিনি বলেন, আপনি একটি স্থানের নেতা, অথচ আপনার মাথার চুল উস্কোখুস্কো দেখছি কেন? তিনি (সাহাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমক দেখাতে নিষেধ করেছেন। তিনি (ফাদালা) বলেন, আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেন? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে চলাফেরা করতে আদেশ দিতেন।

٤١٦١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ تَسْمَعُوْنَ أَلاَ تَسْمَعُوْنَ. إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ يَعْنِي التَّقَحُّلَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ أَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ.

৪১৬১। আবু উমামা ছা'লাবা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর কাছে দুনিয়াদারী সম্পর্কে আলাপ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি শুনতে পাও না, তোমরা কি শুনতে পাও না যে, পোশাকে-আশাকে বিনয় (নম্রতা) প্রদর্শন ঈমানের অঙ্গ, পোশাক-পরিচ্ছদে নম্রতা প্রদর্শন দেখানো ঈমানের অঙ্গ। البَذَاذَةُ। অর্থাৎ التقحل। পোশাক-পরিচ্ছদে বাবুগিরি না দেখানো।

بَابُ فِيْ اسْتِحْبَابِ الطِّيْبِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ সুগন্ধি পছন্দ করা

٤١٦٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا.

৪১৬২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উত্তম আতরদানি ছিল, তিনি তা থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

بَابُ فِى إِصْلاَحِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ চুল পরিপাটি করা

٤١٦٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

৪১৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মাথায় চুল আছে সে যেন এর যত্ন নেয়।

بَابُ فِى الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ নারীদের জন্য খেযাব ব্যবহার করা জায়েয

٤١٦٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ كَرِيْمَةُ بِنْتُ هُمَامٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلٰكِنِّىْ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيْبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رِيْحَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ تَعْنِىْ خِضَابَ شَعْرِ الرَّأْسِ.

৪১৬৪। আলী ইবনুল মুবারক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারীমা বিনতে হাম্মাম (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা মেহেদির খেযাব ব্যবহার সম্বন্ধে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞোস করেন। তিনি বলেন, এটা ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আমি তা পছন্দ করি না। কারণ আমার প্রিয় নবী আলাইহিস্ সালাম এর গন্ধ অপছন্দ করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ মাথার চুলের খেযাব।

٤١٦٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَتْنِىْ غِبْطَةُ بِنْتُ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَتْنِىْ عَمَّتِىْ أُمُّ الْحَسَنِ عَنْ جَدَّتِهَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ ابْنَةَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ بَايِعْنِىْ. قَالَ لاَ أُبَايِعُكِ حَتّٰى تُغَيِّرِىْ كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ.

৪১৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উতবার কন্যা হিন্দ (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে বায়'আত করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দু'টি হাতের তালু

পরিবর্তন না করবে, ততক্ষণ তোমাকে বায়'আত করবো না। সে দু'টি যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায়।

٤١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِيْ يَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ. قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٍ. قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِيْ بِالْحِنَّاءِ.

৪১৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা পর্দার আড়াল থেকে একটি কিতাব হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে বাড়িয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত না বাড়িয়ে বললেন ঃ আমি বুঝতে পারছি না এটা কি কোন পুরুষের হাত নাকি কোন মহিলার হাত? সে বললো, বরং মহিলার হাত। তিনি (সা) বললেন ঃ তুমি যদি মহিলা হতে, তবে অবশ্যই তোমার নখসমূহ মেহেদির রং লাগিয়ে রঞ্জিত করতে।

টীকা ঃ উপরোক্ত দু'টি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহিলাদের হাত বা নখ মেহেদীর রং-এ রঞ্জিত করা উত্তম (সম্পাদক)।

بَابُ فِيْ صِلَةِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ কৃত্রিম চুল লাগানো নিষেধ

٤١٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِيْ يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ.

৪১৬৭। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) তার রাজত্বকালে হজ্জ উপলক্ষে (মদীনায় এসে) জনতার সমাবেশে মিম্বারে দাঁড়ালেন। তিনি তার দেহরক্ষী পুলিশের হাত থেকে একগুচ্ছ কৃত্রিম চুল নিজ হাতে নিয়ে সকলকে

সম্বোধন করে বললেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায় (তারা এসব বিষয়ে নসীহত করছেন না কেন)? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা (কৃত্রিম চুল ব্যবহার) করতে নিষেধ করতে শুনেছি এবং আমি তাঁকে এও বলতে শুনেছি যে, বনী ইসরাঈলের মহিলারা এ কৃত্রিম চুল ব্যবহারে অভ্যস্থ হলে ধ্বংস হয়।

٤١٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

৪১৬৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরচুলা তৈয়ারকারিণী ও ব্যবহারকারী, দেহে উল্কি অংকনকারক ও যে অংকন করায় এসব নারীদের লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন।

٤١٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاَتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ. قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِىْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَغَنِىْ عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاَتِ قَالَ عُثْمَانُ وَالْمُسْتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ. قَالَ وَمَا لِىْ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى. قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. فَقَالَتْ إِنِّىْ أَرٰى بَعْضَ هٰذَا عَلٰى امْرَأَتِكَ قَالَ فَادْخُلِىْ فَانْظُرِىْ فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ. وَقَالَ عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذٰلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا.

৪১৬৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উল্কি অংকনকারিণী ও যার দেহে অংকন করানো হয়, আল্লাহ সেই নারীদের প্রতি লা'নত করেছেন। মুহাম্মাদ (র) বলেন, "যারা কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে"। উসমান (র) বলেন, "আর যারা কপালের উপরের চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে", অতঃপর তারা দু'জনেই ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেন, "আর যারা সৌন্দর্য লাভের জন্যে রেতি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত ঘর্ষণ করে তা সরু করে দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করে তাদের প্রতিও অভিসম্পাত। তিনি বলেন, বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নাম্নী এক মহিলা একথা শুনেন এবং সেই মহিলা কুরআন পাঠ করতেন।" পরে উভয়ে একমত হয়ে বলেন, এবং (মহিলাটি) তাঁর কাছে এসে বলেন, শুনতে পেলাম আপনি নাকি সেসব নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করছেন, যারা শরীরে উল্কি উৎকীর্ণ করায় এবং কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারিণী, আর যারা কপালের উপরের চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে, আর যারা রেতি ইত্যাদি দ্বারা দাঁত ঘষে সরু করে, উসমান বলেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের প্রতি লা'নত করেছেন, আমি তাদের লা'নত করবো না এ কেমন কথা? অথচ এ ব্যাপারটা মহান আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান। তিনি (মহিলা) বলেন, আমি তো এ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি; কিন্তু এ কথা তো পাইনি। তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ! তুমি যদি (যথাযথভাবে) তা পড়তে, তবে অবশ্যই তা পেয়ে যেতে"। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন–

وَمَا أٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"আর রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের বিরত রাখেন, তা থেকে বিরত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

তিনি (মহিলা) বললেন, আমি তো আপনার স্ত্রীকে দেখছি এসব কাজের কিছু কিছু তিনি করেন। তিনি বললেন, তবে তুমি ভেতরে গিয়ে দেখে এসো। অতঃপর তিনি ভেতরে প্রবেশ করে বেরিয়ে আসলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখলে? উসমান বলেন, তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, না, এগুলো করতে দেখিনি। তিনি বললেন, (আমার স্ত্রীর মাঝে) যদি এগুলো থাকতো, তবে সে আমার সাথে থাকতে পারতো না।

٤١٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَتَفْسِيْرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِيْ تَصِلُ

الشَّعَرَ بِشَعَرِ النِّسَاءِ. وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا. وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ. وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا. وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلاَنَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ. وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا.

৪১৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন রোগ-ব্যাধি ছাড়া যেসব নারী পরচুলা তৈরি করে, যে নারী তা ব্যবহার করে, যে নারী ভ্রুর চুল উৎপাটন করে ও করায় এবং যে নারী দেহে উল্কি অংকন করে ও করায়, তাদের প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করা হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, "اَلْوَاصِلَةُ" শব্দের ব্যাখ্যা হলো, যে নারী অপর নারীর চুলের সাথে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে। "اَلْمُسْتَوْصِلَةُ" অর্থ হলো, যে নারী এরূপ কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে। "اَلنَّامِصَةُ" অর্থ যে নারী সরু করার জন্য ভ্রুর চুল উপড়িয়ে দেয়, "اَلْمُتَنَمِّصَةُ" হলো, যে নাারী এ কাজ করায়। "اَلْوَاشِمَةُ" হলো, যে নারী মুখমণ্ডলে সুরমা বা রঙের কালি জাতীয় কিছু দ্বারা চিত্র অঙ্কিত করে। "اَلْمُسْتَوْشِمَةُ" অর্থ- যে নারী উপরোক্ত কাজ করায়য়

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফার মতে মানুষের ছিন্ন চুল ব্যবহার নাজায়েয, চুল ভিন্ন অন্য কিছু হলে জায়েয। ইমাম শাফিঈর মতে চুল ভিন্ন অনুকিছু বিবাহিতদের জন্য জায়েয (অনুবাদক)।

٤١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ شُعُوْرُ النِّسَاءِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَانَ أَحْمَدُ يَقُوْلُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

৪১৭১। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার (র)...সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেন, রেশমী বা পশমী সুতার কৃত্রিম চুল নারীদের জন্য ব্যবহার দূষণীয় নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, মনে হয় তার মতে নারীদের চুল দ্বারা তৈরী পরচুলা ব্যবহার নিষিদ্ধ। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর মতে রেশমী বা পশমী সুতার কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা দূষণীয় নয়।

بَابٌ فِي رَدِّ الطِّيْبِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া ঠিক নয়

٤١٧٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعْنٰى أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئَ حَدَّثَهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ

بْنِ أَبِىْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيْحِ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ.

৪১৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাউকে সুগন্ধি দ্রব্য উপহার দেয়া হলে সে যেন তা ফেরত না দেয়। কারণ তা উত্তম সৌরভ এবং সহজে বহনযোগ্য।

بَابٌ فِىْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوْجِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় নারীদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার

٤١٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيحَهَا فَهِىَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلاً شَدِيْدًا.

৪১৭৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মেয়েলোক যখন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে লোকসমাজকে এর গন্ধ বিলানোর জন্য তাদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, সে তখন এরূপ এরূপ। একথা বলে তিনি একটি কঠোর মন্তব্য করেন।

٤١٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى أَبِىْ رُهْمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وُجِدَ مِنْهَا رِيحُ الطِّيْبِ يَنْفَخُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ حِبِّىْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهٰذَا الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اَلْإِعْصَارُ غُبَارٌ.

৪১৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার সাথে এরূপ একজন মহিলা সাক্ষাত করলো, যার থেকে সুগন্ধির সৌরভ আসছিল এবং তার কাপড়ের আঁচলও বাতাসে উড়ছিল। তিনি তাকে বললেন, হে পরম পরাক্রমশালীর দাসী! তুমি কি মসজিদ

থেকে এসেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, মসজিদে আসার জন্যই তুমি সুগন্ধি ব্যবহার করেছ? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, আমি আমার পরম প্রিয়ভাজন (নবী) আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী মসজিদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে তার নামায কবুল হয় না যতক্ষণ না সে ফিরে গিয়ে জানাবতের (নাপাকীর) ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে। আবু দাউদ (র) বলেন, الاعصار (আল-ই'সার) অর্থ পুষ্পরেণু,ধূলি।

٤١٧٥-حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوْ عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ. قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ الْاٰخِرَةَ.

৪১৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে হাযির না হয়।

بَابُ فِى الْخُلُوْقِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ জাফরানী রঙের সুগন্ধি লাগানো পুরুষের জন্য নিষেধ

٤١٧٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى أَهْلِيْ لَيْلاً وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاىَ فَخَلَّقُوْنِيْ بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِيْ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِيْ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَرَحَّبَ بِيْ وَقَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلاَ الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلاَ الْجُنُبَ وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

৪১৭৬। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা আমার পরিজনদের কাছে ফিরে আসলাম। আমার হাতে চিড় ধরে গিয়েছিল। তাই পরিবারের লোকজন এতে জাফ্‌রানের রং লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তরও দেননি আর আমাকে স্বাগতমও জানাননি। বরং তিনি বললেন ঃ যাও, এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলো। আমি চলে গেলাম এবং তা ধুয়ে আবার তাঁর কাছে এলাম; কিন্তু জাফ্‌রানের কিছুটা চিহ্ন তখনো বাকী ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু আমাকে উত্তরও দেননি, খোশআমদেদও জানাননি। বরং তিনি বললেন ঃ এগুলো গিয়ে ধুয়ে এসো। আমি গিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। এবার তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আমাকে খোশআমদেদ জানালেন এবং বললেন ঃ ফেরেশতারা কাফেরের জানাযায় কল্যাণ নিয়ে উপস্থিত হন না এবং জাফ্‌রান ব্যবহারকারীর কাছে এবং নাপাক ব্যক্তির কাছেও উপস্থিত হন না। তিনি নাপাক লোকদের জন্য উযু করে ঘুমানোর ও পানাহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

٤١٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ زَعَمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى سَمَّى ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَنَسِيَ عُمَرُ اسْمَهُ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَخَلَّقْتُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ بِكَثِيرٍ فِيهِ ذِكْرُ الْغَسْلِ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ وَهُمْ حُرُمٌ قَالَ لاَ الْقَوْمُ مُقِيمُونَ.

৪১৭৭। নাসর ইবনে আলী (র)... আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুসুম রং ব্যবহার করেছিলাম... পূর্বোক্ত হাদীসের বিবরণ, তবে প্রথমোক্ত সূত্রের বিবরণই পূর্ণাঙ্গ। রাবী বলেন, আমি উমার ইবনে আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, লোকজন কি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিল? তিনি বলেন, না, লোকজন ইহ্‌রামহীন ছিল।

٤١٧٨- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْبٍ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدَّيْهِ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا مُوسٰى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيَادٌ.

৪১৭৮। আর-রবী' ইবনে আনাস (র) থেকে তার দু'জন দাদা বা নানার সূত্রে বর্ণিত।

তারা বলেন, আমরা আবু মূসা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার শরীরে একটুখানি জাফ্‌রান বিদ্যমান থাকে, আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, তার দুই দাদা বা নানার নাম যায়েদ ও যিয়াদ।

٤١٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ وَقَالَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

৪১৭৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জন্য জাফ্‌রান (হলুদ) রং ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

٤١٨٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ.

৪১৮০। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফেরেশতারা তিন ধরনের ব্যক্তির কাছে আসেন না। (১) কাফেরের লাশের কাছে অর্থাৎ জানাযায়; (২) যাফ্‌রান রঙ ব্যবহারকারীর কাছে এবং (৩) নাপাক ব্যক্তির কাছে, যদি না সে উযু করে।

٤١٨١- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُوْنَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُؤُسَهُمْ قَالَ فَجِيْءَ بِيْ إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِيْ مِنْ أَجْلِ الْخَلُوْقِ.

৪১৮১। ওলীদ ইবনে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীউল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের শিশুদের নিয়ে তাঁর কাছে আসতে লাগলো। তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করতে থাকেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। তিনি বলেন, আমাকেও তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। এ সময় আমার দেহে জাফ্‌রান লাগানো ছিল। এই জাফ্‌রানের কারণে তিনি আমাকে স্পর্শ করেননি।

٤١٧٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِيْ وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هٰذَا أَنْ يَّغْسِلَ هٰذَا عَنْهُ.

৪১৮২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হাযির হলো। এ সময়ে তার শরীরে হলদে রঙের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। আর কারো মুখমণ্ডলে তাঁর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কমই তার দিকে মুখ ফিরাতেন। সে বেরিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি তাকে আদেশ করতে এগুলো ধুয়ে ফেলার জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ মাথার চুল রাখার নিয়ম

٤١٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ شُعْبَةُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

৪১৮৩। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কারুকার্য খচিত লাল চাদর পরিহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে সুন্দর কোন বাব্‌রি চুলওয়ালাকে দেখিনি। মুহাম্মাদের বর্ণনায় আরো আছে, তাঁর বাব্‌রি চুল কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতো। শু'বার বর্ণনায় আরো আছে, কানের লতি (নিম্নভাগ) পর্যন্ত ছিল।

٤١٨٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

৪১৮৪। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٤١٨٥- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهِمَ شُعْبَةُ فِيْهِ.

৪১৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার (বাবরি) চুল কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٤١٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

৪১৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল তাঁর দুই কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

٤١٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُوْنَ الْجُمَّةِ.

৪১৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল কানের লতির নিচে এবং ঘাড়ের উপর পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

টীকা ঃ চুলের বাব্‌রি সাধারণত তিনি প্রকার- (১) وَفْرَةٌ অর্থ- কানের লতি পর্যন্ত, (২) لِمَّةٌ অর্থ- কানের লতির একটু নীচে পর্যন্ত ও (৩) جُمَّةٌ অর্থ- কাঁধের উপরিভাগ পর্যন্ত লম্বা। রাসূলাল্লাহ (সা) لِمَّةٌ নামক বাব্‌রি রাখতেন। তবে বিভিন্ন মতে বিভিন্ন বাব্‌রির বিবরণ দেখা যায়। এর অর্থ হলো, বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় তিনি এরূপে চুল রাখতেন; যেরূপে যাঁরা দেখেছেন, সেভাবেই বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ চুলের সিঁথি সম্পর্কে

٤١٨٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِى

ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَعْنِيْ يَسْدِلُوْنَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُوْسَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

৪১৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী-খৃস্টান) তাদের মাথার চুল (সিঁথি না করে) লম্বাভাবে ঝুলিয়ে দিতো। আর মুশরিকরা মাথায় সিঁথি করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হুকুম ছিলো না, সে ব্যাপারে তিনি আহ্‌লে কিতাবের নিয়ম অনুযায়ী আমল করতে ভালোবাসতেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর কপালের চুল লম্বাভাবে ঝুলিয়ে দেন, পরে আবার সিঁথি করেন।

٤١٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوْخِهِ وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

৪১৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুলে সিঁথি করতে ইচ্ছা করতাম, তখন মাথার মাঝ বরাবর দু'ভাগ করে সিঁথি করতাম এবং তাঁর দু'চোখের মাঝখান থেকে সোজা কপালের দু'দিকে চুল ছেড়ে দিতাম।

بَابٌ فِيْ تَطْوِيْلِ الْجُمَّةِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ (বাব্‌রি) চুল লম্বা করা সম্পর্কে

٤١٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ السُّوَائِيُّ هُوَ أَخُوْ قَبِيْصَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ خُوَارٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَ شَعْرٌ طَوِيْلٌ فَلَمَّا رَاٰنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذُبَابٌ ذُبَابٌ. قَالَ فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَعْنِكَ وَهٰذَا أَحْسَنُ.

৪১৯০। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম, তখন আমার মাথায় লম্বা চুল ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন ঃ মাছি, মাছি। তিনি বলেন, (তাঁর এ মন্তব্য শুনে) আমি ফিরে এসে চুল কেটে ফেললাম। আমি পরদিন সকালে আবার তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে কষ্ট দেইনি। আর এরূপ (চুল রাখা) হলো খুবই চমৎকার!

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ পুরুষের চুলের গুচ্ছ

٤١٩١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِىءٍ قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ. تَعْنِى عَقَائِصَ.

৪১৯১। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসেন, তখন তাঁর মাথার চুলে চারটি গুচ্ছ ছিল।

بَابٌ فِىْ حَلْقِ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মাথা কামানো

٤١٩٢- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِىْ يَعْقُوْبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ اٰلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا اَنْ يَّاتِيَهُمْ ثُمَّ اَتَاهُمْ فَقَالَ لاَ تَبْكُوْا عَلٰى اَخِىْ بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا لِىْ بَنِىْ أَخِىْ فَجِىءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرَخٌ فَقَالَ ادْعُوْا لِى الْحَلاَّقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَّقَ رُؤُسَنَا.

৪১৯২। আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জা'ফার (রা)-র পরিজনদের তিন দিন শোক পালনের অবকাশ দিলেন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন ঃ আজকের পর থেকে তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য আর কেঁদো না। তিনি আরো বলেন ঃ আমার ভাইয়ের ছেলেদের নিয়ে এসো। অতঃপর আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। (দুঃখ-বেদনায়) আমরা যেন পাখির বাচ্চাদের ন্যায় অসহায়। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে নাপিত ডেকে নিয়ে এসো। (নাপিত আসলে) তিনি তাকে মাথা কামানোর আদেশ দিলে সে আমাদের মাথা কামিয়ে দিলো।

بَابٌ فِى الصَّبِىِّ لَهُ ذُؤَابَةٌ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ শিশুদের কেশগুচ্ছ

٤١٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلاً صَالِحًا قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُّحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِىِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ.

৪১৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা'আ থেকে নিষেধ করেছেন। আর কাযা'আ হলো শিশুদের মাথায় কিছু চুল বাকী রেখে কিছু চুল কামিয়ে ফেলা।

٤١٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُّحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِىِّ وَيُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ.

৪১৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা'আ নিষিদ্ধ করেছেন। তা হলো শিশুদের মাথা কামিয়ে তাতে কিছু চুল অবশিষ্ট রেখে দেয়া।

٤١٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأٰى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ احْلِقُوْهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهُ.

৪১৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে দেখতে পেলেন যে, তার মাথার কিছু অংশ কামানো হয়েছে আর কিছুটা বাকী

রেখে দেয়া হয়েছে। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ হয় সবটুকু কামিয়ে দাও অথবা সবটুকু রেখে দাও।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ চুলের গুচ্ছ রাখার অনুমতি

٤١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِيْ ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِيْ أُمِّيْ لاَ أَجُزُّهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا.

৪১৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথার চুলে গুচ্ছ ছিল। আমার মা আমাকে বলেন, এটা কাটবো না, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা টানতেন এবং স্পর্শ করতেন।

٤١٩٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَتْنِيْ أُخْتِي الْمُغِيْرَةُ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوْا هٰذَيْنِ أَوْ قُصُّوْهُمَا فَإِنَّ هٰذَا زِيُّ الْيَهُوْدِ.

৪১৯৭। আল-হাজ্জাজ ইবনে হাসসান (র) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র কাছে গেলাম। আমার বোন আল-মুগীরা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, (হাজ্জাজ!) তুমি তখন বালক ছিলে আর তোমার মাথায় দু'টি শিং অর্থাৎ চুলের গুচ্ছ ছিল। তিনি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে তোমার কল্যাণের জন্য দু'আ করেন এবং বলেন, এ দু'টি কামিয়ে ফেলো অথবা কেটে ফেলো। কেননা এটা হলো ইহূদীদের রীতি।

بَابٌ فِيْ أَخْذِ الشَّارِبِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ গোঁফ কেটে ফেলা

٤١٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ

خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

৪১৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচটি বিষয় মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) খৎনা করা, (২) নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা, (৩) বগলের লোম উপড়ে ফেলা, (৪) নখ কাটা ও (৫) মোঁচ কাটা।

٤١٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

৪১৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোঁচ কাটতে এবং দাঁড়ি লম্বা রাখতে আদেশ দিয়েছেন।

٤٢٠٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ الدَّقِيْقِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمَ الْأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتْفَ الْإِبْطِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مَرَّةً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُقِّتَ لَنَا وَهٰذَا أَصَحُّ. صَدَقَةُ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

৪২০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য অন্তত চল্লিশ দিনে একবার নাভির নীচের লোম কামাতে, নখ কাটতে, মোঁচ কাটতে এবং বগলের লোম উপড়ে ফেলার মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি জা'ফার ইবনে সুলায়মান-আবু ইমরান-আনাস (রা) সূত্রেও বর্ণিত। এই সূত্রে রাবী 'নবী (সা) বলেন' এভাবে বর্ণনা করেননি, বরং এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে'। এই পাঠই অপেক্ষাকৃত সহীহ। সাদাকা তেমন শক্তিশালী রাবী নন।

٤٢٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِىْ سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلٰى أَبِى الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُعَفِّى السِّبَالَ إِلاَّ فِىْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ الْاِسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ.

৪২০১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জ ও ওমরা ব্যতীত দাঁড়ির সম্মুখ ভাগ লম্বা করে রাখতাম। আবু দাঊদ (র) বলেন, اَلْاِسْتِحْدَادُ অর্থ حَلْقُ الْعَانَةِ অর্থাৎ নাভির নীচের লোম কামিয়ে ফেলা।

টীকা ঃ اِعْفَاءٌ অর্থ চুল-দাঁড়ি ইত্যাদি লম্বা হতে দেয়া, তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া। اِرْخَاءٌ - অর্থ ঝুলিয়ে রাখা। تَوْفِيْرٌ অর্থ পূর্ণ ও বেশী হতে দেয়া। দাঁড়ি রাখার নিয়ম হিসেবে এসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে বুঝা যায়, দাঁড়ি লম্বা করে রাখতে হবে, ছেঁটে ছোট করবে না। অবশ্য অপর হাদীসে আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাঁড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কিছুটা ছেঁটে রাখতেন। ইবনে উমার (রা) যখন হজ্জ বা ওমরা সমাপ্ত করতেন, তখন মুষ্টিবদ্ধ করে মুষ্টির নিচে যা অতিরিক্ত থাকতো, সেটুকু দাঁড়ি কেটে ফেলতেন। এরূপ আমলের কথা উমর (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে (ফাতহুল বারী, ১০খ., পৃ. ২৮৮) (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى نَتْفِ الشَّيْبِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ পাকা চুল, দাঁড়ি উপড়িয়ে ফেলা নিষেধ

٤٢٠٢– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيْبُ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةً.

৪২০২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পাকা চুল-দাঁড়ি উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা কোন মুসলমান ইসলামের ভেতরে থেকে চুল-দাঁড়ি পাকালে (সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে) কিয়ামতের দিন তার জন্য তা উজ্জ্বল নূর হবে। আর ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তার প্রতিটি পাকা চুলের পরিবর্তে তাকে একটি সওয়াব দিবেন এবং একটি গুনাহ মাফ করবেন।

بَابٌ فِى الْخِضَابِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খেযাব ব্যবহার সম্পর্কে

٤٢٠٣– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ.

৪২০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহূদী-খৃস্টানগণ চুল-দাঁড়িতে খেযাব ব্যবহার করে না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত করো।

٤٢٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِيْ قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

৪২০৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে (আবু বকরের পিতা) হাযির করা হলো। এসময় তার মাথার চুল ও দাঁড়ি এত সাদা ছিল যেন তা ছাগামার (এক প্রকার উদ্ভিদবিশেষ) মত সাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খেযাব লাগিয়ে এগুলো পরিবর্তন করো কিন্তু কালোটা পরিহার করো।

٤٢٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هٰذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

৪২০৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই বার্ধক্য পরিবর্তনের সবচাইতে উত্তম রং হলো মেহেদি ও কাতাম (কালো রং নিঃসারক এক প্রকার উদ্ভিজ্জ)।

টীকা ঃ এ হাদীসে কালো রঙের খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অপর হাদীসে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষে সম্ভবত ব্যবহারের হুকুমের পার্থক্য (অনুবাদক)।

٤٢٠٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِيْ رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ نَحْوَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ ذُوْ وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ.

৪২০৬। আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত বাবরি চুল মেহেদির রঙে রঞ্জিত এবং তাঁর পরিধানে ছিল দু'টি সবুজ রঙের চাদর।

٤٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ أَبِىْ رِمْثَةَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِىْ أَرِنِىْ هٰذَا الَّذِىْ بِظَهْرِكَ فَإِنِّىْ رَجُلٌ طَبِيْبٌ قَالَ اَللّٰهُ الطَّبِيْبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيْقٌ طَبِيْبُهَا الَّذِىْ خَلَقَهَا.

৪২০৭। আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর আমার পিতা তাঁকে বলেন, আপনার পিঠের এ বস্তুটা (খত্মে নবূওয়াত) আমাকে দেখান, কেননা আমি একজন চিকিৎসক। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ হলেন চিকিৎসক, আর তুমি তো একজন বন্ধু। তিনিই এর চিকিৎসক যিনি একে সৃষ্টি করেছেন।

٤٢٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِىْ رِمْثَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِىْ فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَبِيْهِ مَنْ هٰذَا قَالَ ابْنِىْ قَالَ لَا تَجْنِىْ عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ.

৪২০৮। আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি ও আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি এক ব্যক্তি বা তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কে? তিনি বলেন, আমার ছেলে। তিনি (সা) বলেন ঃ তার উপর খারাপ কাজ করো না। এসময় তাঁর দাঁড়ি মেহেদির রঙে রঞ্জিত ছিল।

٤٢٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلٰكِنْ قَدْ خَضَبَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

৪২০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেযাব ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, তিনি (সা) তো খেযাব ব্যবহার করেননি; কিন্তু আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা খেযাব ব্যবহার করেছেন।

بَابٌ فِيْ خِضَابِ الصُّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ হলদে রঙের খেযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে

٤٢١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حُدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

৪২১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা চামড়ার তৈরী জুতা ব্যবহার করতেন এবং ওয়ারছ নামক ঘাসের রং ও যাফ্রান তাঁর দাঁড়িতে লাগাতেন। আর ইবনে উমারও এ রং ব্যবহার করতেন।

٤٢١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هٰذَا قَالَ فَمَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هٰذَا أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا فَمَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هٰذَا أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ.

৪২১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মেহেদির খেযাব লাগিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ এ খেযাব খুবই সুন্দর। তিনি (রাবী) বলেন, অপর এক ব্যক্তি মেহেদি ও কাতামের মিশ্রিত খেযাব লাগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ এ খেযাবটি সেটার চাইতে আরো সুন্দর। পরে আরো এক ব্যক্তি হলদে রঙের খেযাব লাগিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ এটি আগের দু'টির তুলনায় আরো সুন্দর।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خِضَابِ السَّوَادِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কালো রঙের খেযাব ব্যবহার করা

٤٢١٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

৪২১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আখেরী যমানায় এমন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা কবুতরের গলার থলের ন্যায় কালো রঙের খেযাব ব্যবহার করবে। তারা বেহেশতের গন্ধও পাবে না।

টীকা ঃ কালো খেযাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ৪০৬৪ নম্বর হাদীসের নিচের টীকায় দেখুন (অনু.)।

بَابٌ فِى الْاِنْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ গজদন্ত ব্যবহার সম্পর্কে

٤٢١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُحَادَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُنْبِهِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ اٰخِرَ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةُ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةُ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلٰى بَابِهَا. وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ وَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأٰى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهٰذَا إِلٰى اٰلِ فُلاَنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِالْمَدِيْنَةِ إِنَّ هٰؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِيْ أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِيْ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قَلاَدَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ.

৪২১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাওয়ার সময় পরিবারের লোকদের মাঝে সবশেষে ফাতিমার কাছ থেকে বিদায় নিতেন; আর সফরশেষে বাড়ি এসে সবার আগে ফাতিমার সাথেই দেখা করতেন। একদা তিনি কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন, তিনি (ফাতিমা) ঘরের দরজায় পশমী চাদর অথবা পর্দা ঝুলিয়েছেন এবং হাসান-হুসাইনকে রূপার কাঁকন পরিয়েছেন। তাই তিনি

তার ঘরে প্রবেশ করেননি। তিনি (ফাতিমা) বুঝতে পারলেন যে, এসব দেখে তিনি আমার কাছে আসেননি। তাই তিনি পর্দা টেনে ফেড়ে ফেললেন এবং কাঁকন দুটো ছেলেদ্বয়ের হাত থেকে খুলে নিয়ে তাদের সামনেই ভেঙ্গে ফেলেন। তারা দু'জন কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। তিনি তাদের হাত থেকে ভাঙ্গা অলংকার নিয়ে বললেন ঃ হে ছাওবান! তুমি এটা নিয়ে মদীনার আহ্‌লে বায়তের অমুক পরিবারে যাও। নিঃসন্দেহে এরা হলো (ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন) আমার ঘরের লোক। এরা তাদের দুনিয়ার জীবনে উত্তম খানা গ্রহণ করুক (এবং উত্তম বস্তু ব্যবহার করুক) এটা আমি চাই না। হে ছাওবান! ফাতিমার জন্য একটা পুঁতির মালা ও হাতির দাঁতের দুটো কাঁকন খরিদ করে নিয়ে এসো।

টীকা ঃ পার্থিব জীবনে চাকচিক্যময় পোশাক, অলংকার ও আসবাবপত্র, বিলাস দ্রব্য এবং উন্নত মানের খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির পেছনে পড়ে থাকা নবী পরিবারের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, যাতে পরজীবনে উচ্চ মর্যাদা পেতে আল্লাহর একথার সম্মুখীন না হতে হয়- اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. "তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ" (আহ্‌কাফ ঃ ২০)। হাদীসে আছে : "অধিকাংশ লোক দুনিয়াতে তৃপ্ত হয়েছে, কিন্তু পরকালে তারাই ক্ষুধার্ত থাকবে" (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ৩৩

كِتَابُ الْخَتَمِ

(আংটি)

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ আংটি ব্যবহার সম্পর্কে

٤٢١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّوَاسِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلٰى بَعْضِ الْأَعَاجِمِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ لا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

৪২১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন অনারব রাজা-বাদশাদের কাছে চিঠি পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে বলা হলো যে, তারা তো সীলমোহরবিহীন কোন চিঠি পড়ে না। সুতরাং তিনি রূপার একটি আংটি তৈরি করান, যাতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (তিনটি শব্দ তিন সারিতে) অঙ্কিত করান।

٤٢١٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ. زَادَ فَكَانَ فِيْ يَدِهِ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ حَتّٰى قُبِضَ وَفِيْ يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ.

৪২১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত... ঈসা ইবনে ইউনুসের বর্ণিত উপরের হাদীসের মর্মানুসারে। এই বর্ণনায় আরো আছে, নবী (সা)-এর রূপার আংটি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর হাতেই ছিল, অতঃপর আবু বকর (রা)-র মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর হাতে, এরপর উমার (রা)-র মৃত্যুর পর্যন্ত তাঁর হাতে ছিল, অতঃপর উসমান (রা)-র হাতে যখন এলো,

একদা তিনি (আরীস) কূপের কাছে অবস্থানকালে হঠাৎ এটা তার হাত থেকে কূপে পড়ে যায়। পরে তার আদেশে কূপের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করা হয় কিন্তু তা আর পাওয়া যায়নি।

٤٢١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَنَسٌ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِىٌّ.

৪২১৬। আনাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপার তৈরী একটি আংটি (মোহর) ছিল এবং এর পাথর ছিল আবিসিনীয়।

٤٢١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ.

৪২১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ও তার পাথর সম্পূর্ণটাই ছিল রূপার।

٤٢١٨- حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِىْ بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَاٰهُمْ قَدِ اتَّخَذُوْهَا رَمٰى بِهِ وَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ عُثْمَانُ حَتّٰى وَقَعَ فِىْ بِئْرِ اَرِيْسٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ عَلٰى عُثْمَانَ حَتّٰى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَّدِهِ.

৪২১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের একটি আংটি বানিয়েছিলেন এবং এর উপরিভাগে (তিন সারিতে) 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কন করিয়েছিলেন। (তাঁর দেখাদেখি) লোকজন স্বর্ণের আংটি বানিয়ে নিলো। তিনি তা দেখে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং বলেন : আমি চিরতরে এর ব্যবহার পরিত্যাগ করলাম। অতঃপর তিনি একটি রূপার আংটি তৈরি করে নিলেন আর তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অঙ্কিত করান। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকর

(রা) তা ব্যবহার (সরকারী কাজে সীলমোহর হিসেবে) করেন। তার মৃত্যুর পর উমার (রা) তা ব্যবহার করেন এবং তার পরে উসমান (রা) তা ব্যবহার শুরু করেন। একদা তার হাত থেকে 'আরীস' নামক কূপে সেটা পড়ে যায়। আবু দাউদ (র) বলেন, উসমান (রা)-র হাত থেকে আংটিটি (কূপে) পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত লোকজন তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়নি।

টীকা ঃ (১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন, তা সম্ভবত পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা। হারাম ঘোষিত হওয়াতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। (২) আংটি বা সীলমোহরের উপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তিন সারিতে অর্থাৎ محمد رسول الله নীচে মুহাম্মদ, মাঝে রাসূল, উপরে আল্লাহ এভাবে অঙ্কিত ছিল (অনুবাদক)।

٤٢١٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلٰى نَقْشِ خَاتَمِيْ هٰذَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪২১৯। ইবনে উমার (রা) এ সম্পর্কিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী (সা) একটি রূপার আংটি তৈরি করান এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটুকু অঙ্কিত করে বলেন ঃ কেউ যেন তার আংটিতে এ বাক্য অঙ্কিত না করে। অতঃপর রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٢٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَاتَّخَذَ عُثْمَانُ خَاتَمًا وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ أَوْ يَتَخَتَّمُ بِهِ.

৪২২০। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন...তারা খোঁজ করে আংটিটি আর পাননি। অতঃপর উসমান (রা) আর একটি আংটি তৈরি করেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য অঙ্কিত করেন। রাবী বলেন, তিনি সেটি আংটি হিসেবে ব্যবহার করতেন বা সীলমোহর হিসেবেও সরকারী কাজে ব্যবহার করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ আংটি বর্জন করা সম্পর্কে

٤٢٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِيْ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَّرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبِسُوْا وَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَحَ النَّاسُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَّرِقٍ.

৪২২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মাত্র একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি রূপার আংটি দেখতে পান। লোকজনও আংটি তৈরি করে ব্যবহার শুরু করে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ছুঁড়ে ফেলে দিলে তারাও তা ছুড়ে ফেলে দেয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ স্বর্ণের আংটি সম্পর্কে

٤٢٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيْعِ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلاَلٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوْقَ وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ انْفَرَدَ بِإِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৪২২২। আবদুর রহমান ইবনে হারমালা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাস'ঊদ (রা) বলতেন যে, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয় অপছন্দ করতেন ঃ (১) পীত রঙের ব্যবহার, (২) বার্ধক্য (সাদা চুল) পরিবর্তন করা, (৩) পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়ানো, (৪) (পুরুষের জন্য) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা, (৫) নারীদের সৌন্দর্য স্বামী ছাড়া অপর পুরুষদের কাছে প্রকাশ করা, (৬) দাবা অথবা এ জাতীয় খেলার গুটি চালনা করা, (৭) 'মুআব্বিজাত' অর্থাৎ 'সূরা নাস' ও 'ফালাক' ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা, (৮) তাবীয ঝুলানো, (৯) লজ্জাস্থানের বাইরে বীর্যপাত করা, (১০) দুধ দানকারিনী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, তবে তা হারাম করা হয়নি। আবু দাঊদ (র) বলেন, কেবল বসরার রাবীগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ মহিলাদের জন্য স্বর্ণের আংটি বা অলংকার ব্যবহার করা জায়েয। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বর্ণের আংটি ছিল। পুরুষদের জন্য রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। তবে সাড়ে চার মাষার অধিক রূপা হলে নাজায়েয (অনুবাদক)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيْدِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ লোহার আংটি সম্পর্কে

٤٢٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَعْنَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَبِي طَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ مَا لِيْ أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَا لِيْ أَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ اتَّخِذْهُ مِنْ وَّرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ السُّلَمِيَّ الْمَرْوَزِيَّ.

৪২২৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি পিতলের আংটি পরিহিত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেন ঃ আমি তোমার কাছ থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন? একথা শুনে লোকটি আংটি ছুড়ে ফেলে দিলো। অতঃপর সে লোহার একটি আংটি পরে হাযির হলে তিনি বলেন ঃ আমি তোমার কাছে দোযখীদের অলংকার দেখছি কেন? লোকটি এ আংটিটিও ছুড়ে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কিসের আংটি ব্যবহার করবো? তিনি বলেন ঃ রূপার আংটি ব্যবহার করো, তবে এক মিছ্‌কাল (সাড়ে চার মাষার) অধিক যেন না হয়। রাবী মুহাম্মাদ (র) 'আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম' বলেননি এবং আল-হাসান (র) 'আস-সুলামী আল-মারওয়াযী' বলেননি।

٤٢٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيٰى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوْا حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَكِيْنٍ نُوْحُ ابْنُ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُعَيْقِيْبِ وَجَدُّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبُوْ ذُبَابٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

حَدِيْدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ. قَالَ فَرُبَّمَا كَانَ فِيْ يَدِيْ. قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِيْبُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪২২৪। ইয়াস ইবনুল হারিস ইবনে মু'আয়কীব (র) তার নানার সূত্রে বর্ণনা করেন এবং তাঁর নানা হলেন আবু যুবাব, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লোহার তৈরী একটি আংটি রূপা দিয়ে মুড়ানো ছিল। তিনি বলেন, কখনো সেটা আমার কাছে থাকতো। রাবী বলেন, মুআয়কীব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির যিম্মাদার (আমানতদার)।

টীকা ঃ পূর্বের হাদীসে লোহার আংটি পরতে নিষেধ করা হয়েছে। এ হাদীসে তার বিপরীত মনে হয়। তাতে বুঝা যায়, শুধু লোহার আংটি পরা নিষেধ; কিন্তু রূপা দিয়ে মুড়ানো হলে তা জায়েয। নবী (সা) এর আংটি রূপা দিয়ে মুড়ানো ছিল (অনুবাদক)।

٤٢٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيْقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيْدَكَ السَّهْمَ. قَالَ وَنَهَانِيْ أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِيْ هٰذِهِ أَوْ فِيْ هٰذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى شَكَّ عَاصِمٌ وَنَهَانِيْ عَنِ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيْثَرَةِ. قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ فَقُلْنَا لِعَلِيٍّ مَا الْقَسِّيَّةُ قَالَ ثِيَابٌ تَأْتِيْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيْهَا أَمْثَالُ الْأُتْرُجِّ. قَالَ وَالْمِيْثَرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ.

৪২২৫। আবু বুরদা (র) থেকে আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ দু'আ করার সময় তুমি বলো, হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দান করো এবং সোজা পথে চালাও, আর হেদায়াতের মাধ্যমে আমাকে স্মরণে রাখো, সোজা পথে পরিচালিত করো। তীরের মত সোজা পথে চালিয়ে স্মরণে রাখো। তিনি (আলী) বলেন, তিনি আমাকে এই আঙ্গুলে অথবা এই আঙ্গুলে অর্থাৎ শাহাদাৎ আঙ্গুলে ও মধ্যমা আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আমাকে কাস্সী ও মীছারা (উভয়ই রেশমী বস্ত্র) পরতে নিষেধ করেছেন। আবু বুরদা (র) বলেন, আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কাস্সী কি? তিনি বলেন, সিরিয়া বা মিসর থেকে আমাদের এখানে আমদানীকৃত কাপড়, যাতে কমলা-লেবুর মত ডোরাকাটা থাকতো। আর মীছারা হলো স্ত্রীগণ কর্তৃক তাদের স্বামীদের জন্য উৎপাদিত জিনিস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِيْنِ أَوِ الْيَسَارِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ আংটি ডান হাতে পরবে নাকি বাম হাতে

٤٢٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ شَرِيْكٌ وَأَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ.

৪২২৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

٤٢٢٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِيْ بَاطِنِ كَفِّهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ فِيْ يَمِيْنِهِ.

৪২২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম হাতে আংটি পরতেন, আর আংটির পাথর থাকতো তাঁর হাতের তালুর দিকে। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ইসহাক ও উসামা ইবনে যায়েদ (র) নাফে' (র)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত উক্ত হয়েছে।

٤٢٢٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِيْ يَدِهِ الْيُسْرٰى.

৪২২৮। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার বাম হাতে আংটি পরতেন।

টীকা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতে, কোন বর্ণনায় বাম হাতে আংটি পরতেন। এ কারণে দুই হাতেই আংটি পরিধান করা জায়েয। তবে ডান হাতে আংটি ব্যবহার করা উত্তম (অনুবাদক)।

٤٢٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِيْ خِنْصَرِهِ الْيُمْنٰى فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هٰكَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلٰى ظَهْرِهَا.

قَالَ وَلاَ يُخَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذٰلِكَ.

৪২২৯। মুহাম্মাদ ইবনে ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আস-সাল্‌ত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে তার ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে আংটি পরতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ৳ কি? তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে এরূপে আংটি পরতে দেখেছি। তিনি আংটির পাথর হাতের পিঠের দিকে রাখতেন। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) অবশ্যই উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটি এভাবে পরতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْجَلاَجِلِ

অনুচ্ছেদ-৬ নূপুর সম্পর্কে

٤٢٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلاَةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِىْ رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا.

৪২৩০। আলী ইবনে সাহ্‌ল ইবনে যুবায়ের (র) বলেন, তাদের জনৈকা মুক্তদাসী যুবায়ের (রা)-র কন্যাকে নিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে উপস্থিত হয়। তার (কন্যার) পায়ে ছিল নূপুর। উমার (রা) তা কেটে ফেলে দিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি ঘণ্টাধ্বনির সাথে একটি শয়তান থাকে।

٤٢٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ بُنَانَةَ مَوْلاَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا هِىَ عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلاَجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ لاَ تُدْخِلْنَهَا عَلَىَّ إِلاَّ أَنْ تَقْطَعُوْا جَلاَجِلَهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جَرَسٌ.

৪২৩১। আবদুর রহমান ইবনে হায়্যান আল-আনসারী (রা)-র মুক্তদাসী বুনানা আয়েশা

(রা)-র সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, একদা তিনি আয়েশা (রা)-র পাশে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় একটি ছোট বালিকাকে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করা হয়। বালিকার পায়ে নূপুরের আওয়াজ শুনে তিনি বলেন, এর পা থেকে নূপুর না খুলে তাকে আমার কাছে প্রবেশ করাবেন না। তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ঘরে ঘণ্টা থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ-৭ সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো

٤٢٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَّرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِّنْ ذَهَبٍ.

৪২৩২। আবদুর রহমান ইবনে তারাফা (রা) থেকে বর্ণিত। 'কুলাব' যুদ্ধের দিন তার দাদা আরফাজা ইবনে আস'আদের নাক কেটে যায়। তিনি রূপার নাক বানিয়ে নেন। তা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাওয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তিনি স্বর্ণের নাক তৈরি করেন।

টীকা ঃ يَوْمُ الْكُلاَبِ বলতে কুফা এবং বস্রার মধ্যবর্তী একটি জলাশয়ের কাছে সংঘটিত যুদ্ধকে বুঝায়। জাহিলীযুগে উক্ত জলাশয়ের পানি ব্যবহার নিয়ে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে আরফাজা ইবনে আসআদের নাক কেটে গিয়েছিল। হিজরতের দশ বছর পূর্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তামীম গোত্র তাতে জড়িত ছিল (অনুবাদক)।

٤٢٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَأَبُوْ عَاصِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ يَزِيْدُ قُلْتُ لِأَبِى الْأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ طَرَفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ.

৪২৩৩। আবদুর রহমান ইবনে তারাফা (র) আরফাজা ইবনে আসআদ সূত্রে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আমার পিতা আশ্হাব (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আবদুর রহমান ইবনে তারাফা (র) কি তার দাদা আরফাজা (রা)-কে (জীবিত) পেয়েছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ।

٤٢٣٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَعْنَاهُ.

৪২৩৪। মুআম্মাল ইবনে হিশাম (র)...আরফাজা ইবনে আসআদ (র) থেকে বর্ণিত। আরফাজা...এ সনদসূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ মহিলাদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা

٤٢٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيْهَا خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُوْدٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحَلَّيْ بِهٰذَا يَا بُنَيَّةُ.

৪২৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাজ্জাশীর কাছ থেকে উপঢৌকনস্বরূপ কিছু অলংকারপত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল, যার উপরিভাগে হাব্শী পাথর খচিত ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে মুখ ফিরিয়ে কাঠি দ্বারা কিংবা তাঁর কোন আঙ্গুলের সাহায্যে এটা তুলে ধরেন এবং আবুল আস ও যয়নবের (নবী সা কন্যা) কন্যা উমামাকে ডেকে বলেন ঃ হে আমার আদুরে ছোট্ট নাত্নী! তুমি এই অলংকারটি পরে নাও।

٤٢٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَسِيْدِ بْنِ أَبِيْ أَسِيْدٍ الْبَرَّادِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّحَلِّقَ حَبِيْبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّسَوِّرَ

حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا.

৪২৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের বালা পরাতে চায়, সে যেন তাকে স্বর্ণের বালা পরতে দেয়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের হার (মালা) পরাতে ভালবাসে, সে যেন তার গলায় স্বর্ণের হার পরিয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের কাঁকন পরাতে পছন্দ করে, সে যেন তার হাতে স্বর্ণের কাঁকন পরিয়ে দেয়। কিন্তু তোমরা রূপার অলংকার পরতে পারো এবং এর দ্বারা আনন্দবোধ করতে পারো।

٤٢٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ.

৪২৩৭। হুযায়ফা (রা)-র বোন (ফাতিমা/খাওলা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা কি রূপার অলংকার বানাতে পারো না? জেনে রাখো! তোমাদের মাঝে যে নারীই প্রদর্শনীর জন্য স্বর্ণালংকার পরবে, তাকে সে কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

٤٢٣٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪২৩৮। আস্‌মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন নারী স্বর্ণের হার গলায় পরবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় আগুনের হার ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আর যে কোন নারী তার কানে স্বর্ণের দুল পরবে, কিয়ামতের দিন অনুরূপ একটি আগুনের দুল তার কানে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

٤٢٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ

مَيْمُوْنٍ الْقَنَّادِ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ رُكُوْبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ قِلاَبَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ.

৪২৩৯। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিতা বাঘের চামড়ার গদিতে বসতে এবং সোনার জিনিস পরতে নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করা যায়। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু কিলাবা (র) মুআবিয়া (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

টীকা ঃ যেসব হাদীসে নারীদের জন্যও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সম্ভবত এসব হাদীস ইসলামের প্রাথমিক যুগের। পরে নারীদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার জায়েয করা হয়েছে। তবে যারা প্রদর্শনী করে বেড়ানোর জন্য স্বর্ণালংকার পরবে তাদের জন্য শাস্তির ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীসের হুকুম ঠিকই বহাল আছে (অনুবাদক)।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট—১

সুনান আবু দাঊদ ৫ম খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাঊদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ ৫ম খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাঊদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

৩৩২৬। তিরমিযী, বুয়ূ', বাবুত-তুজ্জার, নং ১২০৮; নাসাঈ, আয়মান, বাবুল লাগবি, নং ৩৮৩১; বুয়ূ', বাবুল-হালিফ; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাবুত তাওয়াক্কী, নং ২১৪৫।

৩৩২৮। ইবনে মাজা, সাদাকাত, বাবুল-কাফালা, নং ২৪০৬।

৩৩২৯। বুখারী, আয়মান, বাব ফাদলি মান ইসতাবরাআ; বুয়ূ', বাবুল-হালালি বায়্যিনুন; মুসলিম, মুসাকাত, বাব আখযিল হালাল, নং ১৫৯৯; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব তারকিশ-শুবুহাত, নং ১২০৫; নাসাঈ, বুয়ূ', বাব ইজতিনাবিশ-শুবুহাত, নং ৪৪৫৮; ইবনে মাজা, ফিতান, বাবুল উকূফ ইনদাশ শুবুহাত, নং ৩৯৮৪।

৩৩৩০। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৩৩৩১। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৬০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৭৮।

৩৩৩৩। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২০৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৭৭।

৩৩৩৪। তিরমিযী, তাফসীর সূরা তাওবা, নং ৩০৭৮; ইবনে মাজা, বাবুল খুতবাতি ইয়াওমিন-নাহ্‌র, নং ৩০৫৫।

৩৩৩৫। বুখারী, বুয়ূ', বাব ইয়ামহাকুল্লাহুর-রিবা; মুসলিম, মুসাকাত, বাবুন নাহী আনিল হিলফি, নং ১৬০৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৬৬।

৩৩৩৬। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১৩০৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৯৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২০।

৩৩৩৭। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৯৭; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২১।

৩৩৪০। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৯৮।

৩৩৪১। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৮৯।

৩৩৪৩। বুখারী, ফারাইয, বাব মান তারাকা মালান (আবু হুরায়রা); মুসলিম, ঐ, নং ১৬১৯; তিরমিযী, জানাইয, নং ১০৭০, ফারাইয, নং ২০৯১; ইবনে মাজা,

মুকাদ্দিমা, নং ৪৫, সাদাকাত, নং ২৪১৫; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬৫; আবু দাউদ, নং ২৯৫৫।

৩৩৪৫। বুখারী, হাওয়ালা, বাব ইযা আহালা; মুসলিম, বুয়ূ', বাব তাহরীম মাতলিল গানী, নং ১৫৬৪; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ঐ, নং ১৩০৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৯২ ও ৪৬৯৫; ইবনে মাজা, সাদাকাত, বাবুল হাওয়ালা, নং ২৪০৩।

৩৩৪৬। মুসলিম, নং ১৬০০; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ইসতিকরাদিল বা'ঈর, নং ১৩১৮; নাসাঈ, বুয়ূ', বাব ইসতিলাফিল-হায়াওয়ান, নং ৪৬২১; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাবুস-সালমি ফিল-হায়াওয়ান, নং ২২৮৫।

৩৩৪৭। নাসাঈ, বুয়ূ', বাবুয-যিয়াদাতি ফিল-ওয়ায্ন, নং ৪৫৯৪।

৩৩৪৮। বুখারী, বুয়ূ', বায়'ইত-তাআম ওয়াল-হুকরাতি, বায়'ইত-তামর বিত-তামর, বাব বায়'ইশ-শাঈর বিশ-শাঈর; মুসলিম, মুসাকাত, বাবুস সারফ্, নং ১৫৮৬; মুওয়াত্তা, বুয়ূ', বাব ঐ, তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪৩, বাব ঐ; নাসাঈ, ঐ, বাব বায়'ইত-তাম্র..., নং ৪৫৬২; ইবনে মাজা, তিজারাত, বাব সারফিয-যাহাব, নং ২২৫৯-৬০।

৩৩৪৯। মুসলিম, মুসাকাত, বাবুস-সারফ, নং ১৫৮৭; তিরমিযী, বুয়ূ', বাবুল হিনতাতি, নং ১২৪০; নাসাঈ, ঐ, বাব বায়ইল বুর, নং ৪৫৬৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৫৪।

৩৩৫২। মুসলিম, মুসাকাত, বাব বায়'ইল কিলাদাতি, নং ১৫৯১; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ফী শিরাইল কিলাদাতি, নং ১২৫৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৭৭।

৩৩৫৩। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৯১।

৩৩৫৪। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৮৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬২।

৩৩৫৬। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৩৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬২৪।

৩৩৫৮। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০২; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৩৯, নাসাঈ, ঐ, বাব বায়'ইল হায়াওয়ান বিলহায়াওয়ান।

৩৩৫৯। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২২৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৪৯; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬৪; মুওয়াত্তা, বুয়ূ', বাব মা ইয়াকরাহু মিন বায়'ইত-তামর।

৩৩৬১। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইয-যাবীব, বাব বায়'ইয যার'ই বিত-তা'আম; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০০; মুওয়াত্তা, ঐ, বাব ফিল-মুযাবানা।

৩৩৬২। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইল মুযাবানা; শুরব; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৩৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৪২; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০২; মুওয়াত্তা, ঐ, বাব বায়'ইল আরিয়্যা।

৩৩৬৩। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইস-ছামার; শুরব; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৪৬।

৩৩৬৪। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইস সামার; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৪১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০১; মুওয়াত্তা, ঐ, বাব বায়'ইল আরিয়্যা।

৩৩৬৭। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২৬; মুওয়াত্তা, ঐ; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৪।

৩৩৬৮। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫৫৫।

৩৩৭০। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫২৯ (জাবির)।

৩৩৭১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২২৮; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৭।

৩৩৭২। বুখারী (তা'লীকান), বুয়ূ'।

৩৩৭৩। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৬।

৩৩৭৪। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৩১-২; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৮।

৩৩৭৫। মুসলিম, নং ১৫৫৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৮।

৩৩৭৬। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৩০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫২২; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৯৪।

৩৩৭৮। বুখারী, লিবাস, বাব ইশতিমালিস-সাম্মা; সালাত, সাওম, বুয়ূ', ইসতি'যান ইত্যাদি অধ্যায়; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫১২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫১৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ৩১৭০।

৩৩৮০। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইল গারার; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬২৬; মুওয়াত্তা মালেক, ঐ, বাব মা লা ইয়াজূযু মিন বায়'ইল হায়াওয়ান।

৩৩৮১। পূর্বোক্ত বরাত দ্র.।

৩৩৮৪। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৮; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪০২; বুখারী, ফী আলামাতিন-নুবূওয়াত।

৩৩৮৬। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৭।

৩৩৮৭। বুখারী, বুয়ূ', আল-হারছি; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭৪৩।

৩৩৮৮। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০১; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮৮।

৩৩৮৯। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৭; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৪০; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৫৩।

৩৩৯০। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৫৯; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬১।

৩৩৯১। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯২৫।

৩৩৯২। বুখারী, আল-হারছ ওয়াল-মুযারাআ; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৭; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৩২।

৩৩৯৩। বুখারী ও মুসলিম (জাবির রা)।

৩৩৯৪। বুখারী, আল-হারছ ওয়াল-মুযারাআ; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১১২; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৩৫।

৩৩৯৫। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৮; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ১৯২৮; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬৫।

৩৩৯৮। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৫৫; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬০।

৩৩৯৯। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯২০।

৩৪০০। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯২১; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৪৯।

৩৪০১। নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৫৮।

৩৪০৩। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৬৬; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬৬।

৩৪০৪। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬৬।

৩৪০৫। বুখারী, মুসাকাত; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৯০; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯১০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬৬।

৩৪০৮। বুখারী, মুযারাআ; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫১; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৮৩; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬৭।

৩৪০৯। মুসলিম, মুসাকাত, বাব ৫; নাসাঈ, মুযারাআ, নং ৩৯৬১।

৩৪১০। ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৬৮; যাকাত, নং ১৮২০।

৩৪১২। ঐ বরাত।

৩৪১৬। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৭।

৩৪১৮। বুখারী, ইজারা, ফাদাইলুল কুরআন; মুসলিম, সালাম, নং ২২০১; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৬৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৬; আবু দাউদ, নং ৩৯০০।

৩৪১৯। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; মুসলিম, সালাম, নং ৬৬।

৩৪২১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৫; মুসলিম, মুসাকাত, নং ৪০।

৩৪২২। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৬৬।

৩৪২৩। বুখারী, বুয়ূ', ইজারা।

৩৪২৪। বুখারী, ইজারা, বুয়ূ'; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৭৭; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৮।

৩৪২৫। বুখারী, ইজারা, বাব কাসবিল-বিগা।

৩৪২৬। আবু দাউদ, নং ৩৪২৭।

৩৪২৯। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৭৫।

৩৪৩৩। বুখারী, মুসাকাত; মুসলিম, বুয়ূ', নং ৮০; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৪৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৪০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১০।

৩৪৩৪। নাসাঈ (মাওকুফ হাদীসরূপে); বুখারী, মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৩; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১০।

৩৪৩৬। বুখারী, বুয়ূ' (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); মুসলিম, ঐ, নং ১৫১৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫০৩; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৭৯।

৩৪৩৭। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫১৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২১ ও ১২২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫০৫।

৩৪৩৮। বুখারী, বুয়ূ', মুসলিম, ঐ, নং ১৫১৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫১০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৭৪।

৩৪৩৯। বুখারী, বুয়ূ', ইজারা; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫০৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৭৭।

৩৪৪০। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৯৭।

৩৪৪২। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২২; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৫০০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৭৬।

৩৪৪৩। বুখারী, বুয়ূ', মুসলিম, ঐ, নং ১৫২৪।

৩৪৪৪। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৫২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৯৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৩৯।

৩৪৪৫। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৪।

৩৪৪৬। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৪০।

৩৪৪৭। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০৫; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৭; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৪।

৩৪৪৯। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৬৩।

৩৪৫১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১৩১৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২০০।

৩৪৫২। মুসলিম, ঈমান, নং ১৭৪; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১৩১৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৪।

৩৪৫৪। বুখারী, বুয়ূ'; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৩১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৪৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮১।

৩৪৫৫। উপরোক্ত বরাত।

৩৪৫৬। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৭৭।

৩৪৫৭। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮২।

৩৪৫৮। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪৮।

৩৪৫৯। বুখারী বুয়ূ'; মুসলিম, ঐ, নং ১৫৩২; তিরমিযী, ঐ, নং ১২৪৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৬২।

৩৪৬০। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৯৯।

৩৪৬৩। বুখারী, সালাম; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০৪; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১৩১১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬২০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮০।

৩৪৬৪। বুখারী, সালাম, বাবুস-সালাম ফী ওয়ায্ন মা'লূম; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮২।

৩৪৬৮। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৮৩।

৩৪৬৯। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৩৪ ও ৪৬৮২; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৫৬; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৫৫।

৩৪৭০। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৪; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৫৩১; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৯।

৩৪৭৩। বুখারী, শুরব; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৬৬; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭২; ইবনে মাজা, রাহুন, নং ২৪২৮।

৩৪৭৪। বুখারী, আশরিবা, তাওহীদ, শাহাদাত, বাব ২২, আহ্কাম, বাব ৪৮; মুসলিম, ঈমান, নং ১৭৩; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৬৭; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২০৭, জিহাদ, নং ২৮৭০; তিরমিযী, সিয়ার (অংশবিশেষ), নং ১৫৯৫।

৩৪৭৫। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৪৭৮। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৬৬; ইবনে মাজা, রাহুন, নং ২৪৭৬।

৩৪৮০। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৮০; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৫০, তিজারাত, নং ২১৬১; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৭১।

৩৪৮১। বুখারী, বুয়ূ', ইজারা, তালাক, তিব্ব; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৬৭; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৭৬ ও ১১৩৩; নিকাহ, বাব কারাহিয়াতি মাহ্রিল বিগা, তিব্ব, নং ২০৭২; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৭০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৯।

৩৪৮৩। বুখারী, বুয়ূ', বাব ছুমুনিল কাল্ব।

৩৪৮৪। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪২৯৮।

৩৪৮৬। বুখারী, বুয়ূ', মাগাযী; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৮১; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৭৩; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৬৭।

৩৪৯০। বুখারী, মাসাজিদ, বুয়ূ', তাফসীর সূরা আল-বাকারা; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৮০; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৬৭।

৩৪৯১। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৪৯২। বুখারী, বুয়ূ', মুহারিবীন; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬০৮; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৬।

৩৪৯৩। মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬০৯।

৩৪৯৪। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইত-তাআম কাবলা আন ইউক্বাদা; মুসলিম, ঐ, নং ১৫২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬১১; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৯।

৩৪৯৫। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬০৮।

৩৪৯৬। বুখারী, বুয়ূ'; মুসলিম, ঐ, নং ১৫২৫; তিরমিযী, ঐ, ১২৯১; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬০৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৭।

৩৪৯৭। বুখারী, বুয়ূ', বাব বায়'ইতি-তাআম কাবলা আন ইউক্বাদা; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫২৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬০৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২২৭।

৩৪৯৮। বুখারী, বুয়ূ‘; মুসলিম, ঐ, নং ১৫২৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬১২।

৩৫০০। বুখারী, বুয়ূ‘, ইসতিকরাদ, খুসূমাত, হিয়াল; মুসলিম, বুয়ূ‘, নং ১৫৩৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৮৯।

৩৫০১। তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৯০।

৩৫০২। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৯৬।

৩৫০৩। তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৩২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬১৭; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮৭।

৩৫০৪। তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬১৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮৮।

৩৫০৫। বুখারী, ওয়াকালা, মাসাজিদ, ইসতিকরাদ, হেবা, শুরূত, জিহাদ, নিকাহ্, নাফাকাত, দা‘ওয়াত; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১০৯; সালাতুল মুসাফিরীন, রিদা, ইমারাত; তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৫৩; নাসাঈ, ্য়ূ‘, ৪৬৪১; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২০৫।

৩৫০৬। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৪৫, আরো দ্র. নং ২২৪৪।

৩৫০৮। তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৮৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৯৫; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৪২ ও ২২৪৩।

৩৫১০। তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৮৬।

৩৫১১। নাসাঈ, বুয়ূ‘, নং ৪৬৫২।

৩৫১২। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৮৬; তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৭০।

৩৫১৩। মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০৮; নাসাঈ, বুয়ূ‘, নং ৪৬৫০।

৩৫১৪। বুখারী, শুফ্আ, বুয়ূ‘, শিরকাত, হিয়াল; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৭০, বুয়ূ‘, নং ১৩১২; ইবনে মাজা, শুফ্আ, নং ২৪৯৭।

৩৫১৫। ইবনে মাজা, শুফ্আ, নং ২৪৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৭০৯।

৩৫১৬। বুখারী, শুফ্আ, হিয়াল; নাসাঈ, বুয়ূ‘, নং ৪৭০৬; ইবনে মাজা, শুফ্আ, নং ২৪৯৮।

৩৫১৭। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৮।

৩৫১৮। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৯; নাসাঈ, বুয়ূ‘, নং ৪৬৫০; ইবনে মাজা, শুফ্আ, নং ২৪৯৪।

৩৫১৯। বুখারী, ইসতিকরাদ; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৯; তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৬২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৬৮০; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ৪৩৫৮।

৩৫২২। মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (মুরসাল)।

৩৫২৩। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৬০।

৩৫২৬। বুখারী, রাহ্ন; তিরমিযী, বুয়ূ‘, নং ১২৫৪; ইবনে মাজা, রাহ্ন, নং ২৪৪০।

৩৫২৮। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৫৮; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৫৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৩৭।

৩৫২৯। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৫৬; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৩৭।

৩৫৩০। ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৯২, আরো দ্রষ্টব্য নং ২২৯১।

৩৫৩১। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৮৫।

৩৫৩২। বুখারী, বুয়ূ', বাব ৯৫; মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২৯৩।

৩৫৩৩। বুখারী, বুয়ূ', বাব ৯৫; মুসলিম, আকদিয়া, নং ৮; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪২২।

৩৫৩৫। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৪।

৩৫৩৬। বুখারী, হেবা; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৫৪।

৩৫৩৭। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৯৪০।

৩৫৩৮। বুখারী, হেবা; মুসলিম, হিবাত, নং ১৬২২; নাসাঈ, হেবা, নং ৩৭২১; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৮৫।

৩৫৩৯। তিরমিযী, ওয়ালাআ, নং ২১৩৩; নাসাঈ, হেবা, নং ৩৭২০; ইবনে মাজা, হি-বাত, নং ২৩৭৭।

৩৫৪০। নাসাঈ ও ইবনে মাজা, উপরোক্ত বরাত।

৩৫৪২। বুখারী, হেবা; মুসলিম, হিবাত, নং ১৬২৩; নাসাঈ, নাহ্‌ল, নং ৩৭১১; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৭৫; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৬৭।

৩৫৪৩। মুসলিম, হিবাত, নং ১২; নাসাঈ, নাহ্‌ল, নং ৩৭০২।

৩৫৪৪। নাসাঈ, নাহ্‌ল, নং ৩৭১৭।

৩৫৪৫। মুসলিম, হিবাত, নং ১৬২৪।

৩৫৪৭। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৪১; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৮৮।

৩৫৪৮। বুখারী, উমরা; নাসাঈ, নাহল, নং ৩৭৮৬; মুসলিম, হিবাত, নং ১৬২৬।

৩৫৪৯। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৯।

৩৫৫০। বুখারী, উমরা; মুসলিম, হিবাত, বাবুল-উমরা; নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৮২।

৩৫৫১। নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৭৯।

৩৫৫২। নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৭৩।

৩৫৫৩। মুসলিম, হিবাত, বাব আল-উমরা।

৩৫৫৬। নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৬২।

৩৫৫৮। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৫১; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৮৩; নাসাঈ, উমরা, নং ৩৭৭০।

৩৫৫৯। নাসাঈ, রুকবা, নং ৩৭৩৭; ইবনে মাজা, হিবাত, নং ২৩৮১।

৩৫৬১। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৬; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪০০।

৩৫৬৫। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬৫ (সংক্ষেপে); ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৩৯৮।

৩৫৬৭। বুখারী, মাজালিম; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৫৯; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৩৪।

৩৫৬৯। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৩২।

৩৫৭০। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৫৭১। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩২৫।

৩৫৭২। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩০৮।

৩৫৭৩। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩১৫।

৩৫৭৪। বুখারী, ই'তিসাম, বাব আজবিল হাকিম ইযা ইজতাহাদা; মুসলিম, আক্দিয়া, নং ১৭১৬; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩১৪; তিরমিযী, আহ্কাম, বাব আল-কাদী ইউসীবু... (আবু হুরায়রা); নাসাঈ, আকদিয়া, নং ৫৩৮৩ (আবু হুরায়রা)।

৩৫৭৮। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩২৩-২৪।

৩৫৭৯। বুখারী, আহ্কাম, বাব মা ইয়াক্রাহু মিনাল-হিরসি আলাল-ইমারাহ; মুসলিম, ইমারাহ, নং ১৭৩৩; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৩৮৪।

৩৫৮০। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৩৭।

৩৫৮২। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৩১ (সংক্ষেপে)।

৩৫৮৩। বুখারী, শাহাদাত, হিয়াল, বাব ১০, আহ্কাম, বাব ২০; মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১৩; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৩৯; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪০৩; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩১৭।

৩৫৮৯। বুখারী, আহ্কাম; মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১৭; নাসাঈ, কুদাত, নং ৪৫০৮; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩১৬।

৩৫৯১। নাসাঈ, কুদাত, নং ৪৭৩৭।

৩৫৯২। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩২৭।

৩৫৯৩। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৫৯৫। বুখারী, খুসূমাত, সুল্হ, সালাত; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৫৫৮; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪১০; ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪২৯।

৩৫৯৬। মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১৯; তিরমিযী, শাহাদাত, নং ২২৯৬; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৬৪।

৩৫৯৯। তিরমিযী, শাহাদাত, নং ২৩১০; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৭২।

৩৬০১। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৬৬; তিরমিযী, শাহাদাত, নং ২২৯৯।

৩৬০২। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৬৭।

৩৬০৩। বুখারী, শাহাদাত; তিরমিযী, রিদা', নং ১১৫১; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৩২।

৩৬০৬। তিরমিযী, তাফসীর সূরা মাইদা, নং ৩০৬১; বুখারী, ওয়াসায়া, বাব ৩৫, নং ২৭৮০।

৩৬০৭। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৫১।

৩৬০৮। মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১২; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৭০।

৩৬১০। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩৬৮।

৩৬১৩। নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪২৬; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৩০।

৩৬১৫। পূর্বোক্ত নাসাঈ।

৩৬১৬। নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৪৬।

৩৬১৭। বুখারী, শাহাদাত, বাব ইযা তাসারা'আ কাওমুন ফিল-ইয়ামীন।

৩৬১৮। ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩২৯।

৩৬১৯। বুখারী, শাহাদাত ও হুদূদ; মুসলিম, আকদিয়া, নং ১৭১১; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ৫৪২৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩২১।

৩৬২১। বুখারী, খুসূমাত; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩২২; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৯৯।

৩৬২৩। মুসলিম, আয়মান, নং ১৩৯; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৪০।

৩৬২৮। ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪২৭; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৬৯৪।

৩৬২৯। ইবনে মাজা, সাদাকাত, নং ২৪২৮।

৩৬৩০। তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪১৭; নাসাঈ, কাতউস সারিক, নং ৪৮৭৯।

৩৬৩৩। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩৩৮; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬১৩।

৩৬৩৪। বুখারী, মাজালিম, আশরিবা, বাব ৩৪; মুসলিম, মুসাকাত, নং ১৬০৯; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৩৩৫।

৩৬৩৫। তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৪১; ইবনে মাজা, আহ্কাম, নং ২৩৪২।

৩৬৩৭। তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৬৩; নাসাঈ, কুদাত, নং ৫৪০৯; ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৮০; মুকাদ্দিমা, বাব তা'জীমি হাদীসি রাসূলিল্লাহ (সা), নং ১৫; বুখারী, শুরব, মুসাকাত; মুসলিম, ফাদাইল, নং ১২৯।

৩৬৩৯। ইবনে মাজা, রাহূন, নং ২৪৮২।

৩৬৪১। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২২৩; তিরমিযী, ইল্ম, ২৬৮৩ নং হাদীসের পরে।

৩৬৪৩। মুসলিম, যিক্র, নং ২৯৯৯; তিরমিযী, ইল্ম, নং ২৬৪৮।

৩৬৪৫। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১৬; বুখারী, আহ্কাম, বাব হাল ইয়াজূযু তারজুমান ওয়াহিদ।

৩৬৪৮। মুসলিম, যুহ্দ, নং ৩০০৪; তিরমিযী, ইল্ম, নং ২৬৬৭।

৩৬৪৯। বুখারী, ইল্ম, বাব কিতাবাতিল ইল্ম; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬৬৯।

৩৬৫১। বুখারী, ইল্ম, (৩৮) বাব ইছমি মান কাযাবা আলান-নাবিয়্যি (সা); জানাইয, বাব ৩৩; আম্বিয়া, বাব ৫০; আদাব, বাব ১০৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৩৬৫; মুসলিম, যুহ্দ, বাব ১৬, নং ৩০০৪/৭৫১০ (৭২); তিরমিযী, ফিতান, বাব ৭০, ইল্ম, বাব ৮ ও ১৩, তাফসীর, বাব ১, মানাকিব, বাব ১৯; দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ২৫ ও ৪৬; আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ৭, ৮৩, ১২৩, ১৫০ ইত্যাদি।

৩৬৫২। তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৫৩ (তাফসীর বির-রায়)।

৩৬৫৪। বুখারী, মানাকিব, বাব ২৩; মুসলিম, যুহ্দ, নং ৭১, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৩।

৩৬৫৫। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৬৪৩; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৯৩।

৩৬৫৭। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৫৩।

৩৬৫৮। তিরমিযী, ইল্ম, নং ২৬৪৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২৬১।

৩৬৬০। তিরমিযী, ইল্ম, নং ২৬৫৭; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২৩০; মানাসিক, নং ৩৫০৬, বাব খুতবাতি ইয়াওমিন-নাহ্র।

৩৬৬১। বুখারী, জিহাদ, ফাদাইলুস সাহাবা, মাগাযী; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪০৬।

৩৬৬৩। বুখারী, আম্বিয়া, বাব ৫০; তিরমিযী, ইল্ম, বাব ১৩, নং ২৬৭১; দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ৪৬; আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ১৫৯, ২০২, ২১৪।

৩৬৬৪। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ২৩, নং ২৫২; তিরমিযী, ইল্ম, বাব ৬, নং ২৬৫৫ (প্রায় অনুরূপ)।

৩৬৬৬। ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪১২২; তিরমিযী, ঐ, নং ২৩৫৪; মুসলিম, যুহ্দ, নং ৭৪৬৩; আহ্মাদ, ২ খ, পৃ. ১৬৯।

৩৬৬৮। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮০০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা নিসা, নং ৩০২৭।

৩৬৬৯। বুখারী, আশরিবা, তাফসীর সূরা মাইদা; মুসলিম, তাফসীর, নং ৩০৩২; নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৫৮১।

৩৬৭০। নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৫৪২; তিরমিযী, তাফসীর সূরা মাইদা, নং ৩০৫৩।

৩৬৭১। তিরমিযী, তাফসীর সূরা নিসা, নং ৩০২৯।

৩৬৭৪। ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৩৮০।

৩৬৭৫। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৮৩; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৯৪।

৩৬৭৬। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৭৯।

৩৬৭৮। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৮৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৭৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৭৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৭৫।

৩৬৭৯। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০০৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৬২; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৮৯।

৩৬৮০। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৬৩ (ইবনে উমার, অনুরূপ); ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৭৭।

৩৬৮১। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৯৩।

৩৬৮২। বুখারী, আশরিবা, বাবুল খামর মিনাল-বিত'; মুসলিম, ঐ, ২০০১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৬৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৯৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৮৬।

৩৬৮৪। বুখারী, আহ্কাম; মুসলিম, আশরিবা, নং ১৭৩৩; নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৬০৬ (অনুরূপ)।

৩৬৮৬। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৬৭।

৩৬৮৮। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০২০।

৩৬৯০। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬৪৬।

৩৬৯১। মুসলিম, আশরিবা, নং ৪৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬২২।

৩৬৯২। বুখারী, ঈমান, ইল্‌ম; মুসলিম, ঐ, নং ১৭; আশরিবা, নং ৩৯; নাসাঈ, ঈমান, নং ৫০৩৪; তিরমিযী, ঈমান, নং ১৭৪১।

৩৬৯৩। মুসলিম, আশরিবা, নং ৩৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬৪৯।

৩৬৯৪। নাসাঈ (মুসনাদ-মুরসাল); মুসলিম, ঈমাম, নং ১৮।

৩৬৯৭। নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫১৭৩।

৩৬৯৮। মুসলিম, আদাহী, নং ১৯৭৭; আশরিবা, নং ৬৪; নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৬৫৬; তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৭০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪০৫।

৩৬৯৯। বুখারী, আশরিবা; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৭১।

৩৭০০। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, ঐ, নং ২০০০।

৩৭০২। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৯৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪০০।

৩৭০৩। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, ঐ, নং ১৯৮৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৯৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৭৭।

৩৭০৪। মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৮৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৫৬৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৯৭।

৩৭০৫। নাসাঈ, আশরিবা, বাব ৪, নং ৫৫৪৯।

৩৭১০। নাসাঈ, আশরিবা, বাব ৫৬, নং ৫৭৩৮।

৩৭১১। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০০৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৭২।

৩৭১৩। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৭৪১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩৯৯।

৩৭১৪। বুখারী, তাফসীর সূরা তাহ্‌রীম; মুসলিম, তালাক, নং ১৪৭৪; নাসাঈ, তালাক, নং ৩৪৫০।

৩৭১৫। বুখারী, আশরিবা, তালাক; মুসলিম, তালাক, নং ২১; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৩২; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩২৩।

৩৭১৬। নাসাঈ, আশরিবা, নং ৫৬১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪০৯।

৩৭১৭। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০২৪ (অনুরূপ); তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৮০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪২৪।

৩৭১৮। বুখারী, আশরিবা; নাসাঈ, তাহারাত।

৩৭১৯। বুখারী, আশরিবা; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২৬; ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৪২১; নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৫৩।

৩৭২০। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪১৮।

৩৭২১। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৯২।

৩৭২৩। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৬৭; তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৭৯; ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৪১৪।

৩৭২৪। বুখারী, আশরিবা; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৩২।

৩৭২৫। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৮১; তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৯৫; ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৪৩৪।

৩৭২৬। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, ঐ, নং ২০২৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৯৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪২৫।

৩৭২৭। মুসলিম, আশরিবা, নং ২২০৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৮৫।

৩৭২৮। তিরমিযী, আশরিবা, নং ১৮৮৯-৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪২৮; বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (আবু কাতাদা)।

৩৭২৯। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪২; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৫৭১।

৩৭৩০। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫১।

৩৭৩১। বুখারী, আশরাবি; মুসলিম, ঐ, নং ২০১২।

৩৭৩২। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১২; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮৬১, আতইমা, নং ১৮১৩; ইবনে মাজা, আশরিবা, নং ৩৪১০।

৩৭৩৪। বুখারী, আশরিবা; মুসলিম, ঐ, নং ২০১০।

৩৭৩৬। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২৯।

৩৭৩৭। মুসলিম, নিকাহ, নং ৯৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯১৪।

৩৭৩৮। মুসলিম, নিকাহ, নং ১০০।

৩৭৪০। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩০; ইবনে মাজা, সিয়াম, নং ১৭৫১।

৩৭৪২। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ৩৫২১/১০৭/১৪৩২ ও ৩৫২৫/১১০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯১৩; দারিমী, আতইমা, বাব ২৮; মুওয়াত্তা, নিকাহ, বাব ৫০; আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ২৪১, ২৬৭, ৪০৫।

৩৭৪৩। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯০৮।

৩৭৪৪। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১০৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯০৯।

৩৭৪৮। বুখারী, আদাব, রিকাক; মুসলিম, লুকতা, নং ১৪; ঈমান, নং ৪৮; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৭৫।

৩৭৫০। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৭৭।

৩৭৫২। বুখারী, আদাব, মাজালিম; মুসলিম, লুকতা, নং ১৭২৭; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৮৯; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৭৬।

৩৭৫৫। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩৬০।

৩৭৫৭। বুখারী, আযান; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৫৯; সালাত, নং ৩৫৪।

৩৭৬০। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪৮।

৩৭৬১। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪৭।

৩৭৬৩। বুখারী, মানাকিব, বাব সিফাতিন-নাবিয়্যি (সা); মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৬৪; তিরমিযী, বিরর, নং ২০৩২; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৫৯।

৩৭৬৫। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১৮; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮৭।

৩৭৬৬। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০১৭।

৩৭৬৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৫৯।

৩৭৬৯। বুখারী, আতইমা; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৩১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৬২।

৩৭৭০। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২৪৪।

৩৭৭১। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৪, তিরমিযী, শামাইল, নং ১৪৪।

৩৭৭২। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৭৭।

৩৭৭৩। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৬৩।

৩৭৭৬। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০২০; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০০।

৩৭৭৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৫৮; বুখারী, আতইমা, বাবুল-আকলি মাআল-খাদিম; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০২২; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৬৭।

৩৭৮১। বুখারী, আম্বিয়া, বাব ৩; তাফসীর সূরা ১৭; মুসলিম, ঈমান, নং ৩২৭-২৮; তিরমিযী, আতইমা, বাব ৩৪; কিয়ামাত, বাব ১; ইবনে মাজা, আতইমা, বাব ২৮; আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ৩৯৪।

৩৭৮২। বুখারী, আতইমা; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪১; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৫১।

৩৭৮৪। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৫৬৫; ইবনে মাজা, জিহাদ, নং ২৮৩০।

৩৭৮৫। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২৫; ইবনে মাজা, যাবাইহ্‌, নং ৩১৮৯।

৩৭৮৬। নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৪৫৩।

৩৭৮৮। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খায়বার; যাবাইহ্‌, বাব লুহূমিল হিমার; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৪১; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯৪; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৩২; ইবনে মাজা, যাবাইহ্‌, নং ৩১৯১ (নাহ্‌ওয়াহু)।

৩৭৯০। ইবনে মাজা, যাবাইহ্‌, নং ৩১৯৮; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৩৬।

৩৭৯১। বুখারী, আকীকা; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৫৩; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯০; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৪৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩১৭।

৩৭৯৩। বুখারী, আকীকা; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৪৫; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৪১।

৩৭৯৪। বুখারী, যাবাইহ্‌; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৪৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৪১।

৩৭৯৫। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩২৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৩৮।

৩৭৯৭। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২৯।

৩৮০১। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯২; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৩৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩২৮।

৩৮০২। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩২; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯৭; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৩২; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৪৩০।

৩৮০৩। মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩৪।

৩৮০৫। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৩৪।

৩৮০৬। নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৩৭; ইবনে মাজা, যাবাইহ্, নং ৩১৯৮।

৩৮০৭। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৮০; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৫০।

৩৮০৮। বুখারী, যাবাইহ্, বাব লুহূমিল-হুমুরিল-ইনসিয়া।

৩৮১১। নাসাঈ, দাহায়া, নং ৪৪৫২।

৩৮১২। বুখারী, যাবাইহ্; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯২২; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮২২; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪৩৬১।

৩৮১৩। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২১৯, বাব সায়দিল হীতান।

৩৮১৫। ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২৪৭, বাবুত-তাফী মিন সায়দিল বাহ্র।

৩৮১৮। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩৪১।

৩৮২০। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৫২; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪০; নাসাঈ, আয়মান, নং ২৮২৭; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩১৭।

৩৮২১। উপরোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৮২২। বুখারী, আযান, আতইমা, ই'তিসাম; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০৭; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭০৮; ইবনে মাজা, ইকামাতিস সালাত।

৩৮২৮। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০৯

৩৮৩১। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৬; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮১৬; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩২৭।

৩৮৩২। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩৩৩।

৩৮৩৪। বুখারী, আতইমা; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৫; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮১৫।

৩৮৩৫। বুখারী, আতইমা; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৩; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩২৫।

৩৮৩৬। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮৪৪।

৩৮৩৭। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩৩৪।

৩৮৩৯। বুখারী, যাবাইহ্, বাব সায়দিল কাওস; মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩০; তিরমিযী, সায়দ, নং ১৪৬৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২০৭।

৩৮৪০। মুসলিম, সায়দ, নং ১৯৩৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৩৫৮।

৩৮৪১। বুখারী, যাবাইহ্; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৭৯৯; নাসাঈ, ফার' ওয়া আতীরা, নং ৪২৬৩।

৩৮৪২। তিরমিযী, আতইমা, ১৭৯৯ নং হাদীসের পরে।

৩৮৪৪। বুখারী, বাদউল খাল্‌ক, বাব ১৭, নং ৩৩২০; তিব্ব, বাব ৫৮, নং ৫৭৮২;

ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫০৪-৫; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৬৭; দারিমী, আতইমা, বাব ১২; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ২২৯, ২৪৬, ২৬৩ ইত্যাদি।

৩৮৪৫। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৩৪; তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮০৪।

৩৮৪৬। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬৩, বাব ইতআমিল মিসকীন।

৩৮৪৭। বুখারী, আতইমা; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৩১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৬৯; নাসাঈ; মুসলিম, আতইমা, নং ২০২৩।

৩৮৪৮। মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৩২ ও ২১৩২।

৩৮৪৯। বুখারী, আতইমা; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫২; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৮৪।

৩৮৫০। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫৩।

৩৮৫২। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৯৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৮৬০-৬১।

৩৮৫৫। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৩৬।

৩৮৫৬। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৪২।

৩৮৫৭। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৭৬; বুখারী, ঐ, বাব ১৩; মুসলিম, মুসাকাত, নং ২২০৫; তিরমিযী, বুয়ূ', বাব ৪৮; তিব্ব, বাব ৯ ও ১২; মুওয়াত্তা, ইসতি'যান, বাব ২৭; আহমাদ, ১খ, পৃ. ১৮; ৩খ, পৃ. ১০৭।

৩৮৫৮। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫০২।

৩৮৫৯। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৮৪।

৩৮৬০। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৫২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৮৩।

৩৮৬৩। নাসাঈ, মানাসিক, নং ২৮৫১।

৩৮৬৪। মুসলিম, সালাম, নং ২২০৭; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৩।

৩৮৬৫। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৯০।

৩৮৬৬। মুসলিম, সালাম, নং ২২০৮; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৪।

৩৮৬৭। বুখারী, তিব্ব, বাবুস-সুঊত; মুসলিম, সালাম, নং ৭৬; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৪৮।

৩৮৭০। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৪৫৯।

৩৮৭১। নাসাঈ, ফার', নং ৪৩৬০, বাব আদ-দিফদা'।

৩৮৭২। বুখারী, তিব্ব; মুসলিম, ঈমান, নং ১০৯; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৪৪; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬৭; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৬০।

৩৮৭৩। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫০০; মুসলিম, আশরিবা, নং ১৯৮৪; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৪৭।

৩৮৭৬। বুখারী, আতইমা, তিব্ব; মুসলিম, আশরিবা, নং ২০৪৭, আহমাদ, ১খ, পৃ. ১৮১।

৩৮৭৭। বুখারী, তিব্ব; মুসলিম, সালাম, নং ২৮৭; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৬২।

৩৮৭৮। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৬৬; তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৯৪।

৩৮৭৯। বুখারী, তিব্ব; মুসলিম, সালাম, নং ২১৮৭ ও ২১৮৮।

৩৮৮১। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০১২; আহ্মাদ, ৬খ, পৃ. ৪৫৩।

৩৮৮২। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৭৭; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০১১; নাসাঈ, ঐ।

৩৮৮৩। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৩০, বাব তা'লীকিত-তামাইম।

৩৮৮৪। তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৫৮, বাব ফির-রুখসাতি ফির-রুক্য়া।

৩৮৮৫। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৭৩।

৩৮৮৬। মুসলিম, সালাম, নং ২২০০, বাব লা বা'সা বির-রুকা।

৩৮৮৮। আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ৪৮৬।

৩৮৮৯। বুখারী, তিব্ব এবং মুসলিম, সালাম, নং ২১৯৩ (আইশা); মুসলিম, সালাম, নং ২১৯৬; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৬৭ এবং ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫১৬ (আনাস ইবনে মালেক)।

৩৮৯০। বুখারী, তিব্ব, বাব রুক্য়াতিন-নাবিয়্যি (সা); তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৭৩।

৩৮৯১। মুসলিম, সালাম, নং ২২০২ (অনুরূপ); তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৮১; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫২২।

৩৮৯২। মুসনাদ আহ্মাদ, ৬খ, পৃ. ২১।

৩৮৯৩। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৫১৯।

৩৮৯৪। বুখারী, মাগাযী, বাব গাযওয়া খায়বার।

৩৮৯৫। বুখারী, তিব্ব, বাব রুক্য়াতিন নাবিয়্যি (সা); মুসলিম, সালাম, নং ২১৯৪; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫২১।

৩৮৯৬। আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ২১১; আবু দাউদ, নং ৩৪২০।

৩৮৯৮। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫১৮ এবং মুসলিম, যিক্র, নং ২৭০৯; (আবু হুরায়রা)।

৩৯০০। বুখারী, ইজারা, তিব্ব; মুসলিম, সালাম, নং ২২০১; তিরমিযী, তিব্ব, নং ২০৬৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২১৫৬; আবু দাউদ, নং ৩৪১৮।

৩৯০২। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন, মাগাযী, বাব মারাদিন-নাবিয়্যি (সা) ওয়া ওয়াফাতিহি; মুসলিম, সালাম, নং ২১৯২; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫২৯।

৩৯০৩। ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩৩২৪।

৩৯০৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৩৯।

৩৯০৫। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭২৬; আহ্মাদ, ১খ, পৃ. ২২৭ ও ৩১১।

৩৯০৬। বুখারী, সালাতুল ইসতিসকা', মাগাযী, বাব গাযওয়া হুদায়বিয়া; মুসলিম, ঈমান, নং ৭১; নাসাঈ, ইসতিসকা', নং ১৫২৬; বুখারী, আযান, বাব ইয়াসতাকবিলুল ইমাম ইযা সাল্লামা ও মুসলিম, ঈমান, নং ৭২ এবং নাসাঈ, ইসতিসকা', নং ১৫২৫ (আবু হুরায়রা, অনুরূপ)।

৩৯০৭। মুসনাদ আহ্মাদ, ৩খ., পৃ. ৪৭৭।

৩৯০৯। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৩৭ (বিস্তারিত), সালাম, নং ১২১; নাসাঈ, সাহ্‌ব (ভুল), নং ৯৩০।

৩৯১০। তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১৪; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৩৮।

৩৯১১। বুখারী, তিব্ব, বাব লা সাফারা, লা হামাহ; মুসলিম, সালাম, নং ২২২০।

৩৯১২। মুসলিম, সালাম, নং ১০৬।

৩৯১৩। মুসলিম, সালাম, নং ১০২-১০৯, ১১১-১১৪, ১১৬ (জাবির)।

৩৯১৬। বুখারী, তিব্ব, বাব আল-ফা'ল; তিরমিযী, সিয়ার, নং ১৬১৫; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৩৭।

৩৯২০। মুসনাদ আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ২৫৭, ৩০৪, ৩১৯, ৫খ, পৃ. ৩৪৭।

৩৯২২। বুখারী, তিব্ব, নিকাহ, জিহাদ; মুসলিম, সালাম, নং ২২২৫; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২৫; নাসাঈ, হিয়াল, নং ৩৫৯৮; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৯৫; মুওয়াত্তা, ইসতি'যান; আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৮, ৩৬, ১১৫, ১২৬।

৩৯২৫। তিরমিযী, আতইমা, নং ১৮১৮; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৫৪২; মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (আশ-শারীদ ইবনে ইউসুফ)।

৩৯২৭। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬০; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫১৯।

৩৯২৮। তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৬১; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২০।

৩৯২৯। বুখারী, যাকাত, বুয়ূ', মুকাতিব, কাফফারাত, ফারাইদ, শুরূত; মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৫০৪; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৫৬; ওয়ালাআ, নং ২১২৬; ইবনে মাজা, ইত্‌ক নং ২৫২১; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৫; তালাক, নং ৩৪৭৭, বুয়ূ', নং ৪৬৪৬।

৩৯৩০। বুখারী, মুকাতিব; মুসলিম, ইত্‌ক, নং ৮; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৫; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২১।

৩৯৩২। ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৬।

৩৯৩৬। বুখারী, শিরকাত; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৭; মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৫০২; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৮।

৩৯৩৭। বুখারী, ইত্‌ক, শিরকাত; মুসলিম, ঈমান, নং ৫৪; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৮; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৭।

৩৯৪০। বুখারী, ইত্‌ক, মুসলিম, ঐ, নং ১৫০১; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০৩; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৮।

৩৯৪১। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৩৯৪২। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৫০১; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৬; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০৩।

৩৯৪৩। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, ঈমান, নং ৪৮; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০২।

৩৯৪৬। মুসলিম, আয়মান, নং ৫১; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৪৭; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০২।

৩৯৪৭। বুখারী, ইত্‌ক; মুসলিম, আয়মান, নং ৫০; নাসাঈ, বুয়ূ', নং ৪৭০৩।

৩৯৪৯। তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৬৫; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৪।

৩৯৫১। তিরমিযী, আহ্‌কাম, বাব ২৮; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, বাব ৫; আহ্‌মাদ, ৫খ., পৃ. ১৫ ও ১৮।

৩৯৫৪। ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫১৭।

৩৯৫৫। বুখারী, কাফ্‌ফারাত, ইক্‌রাহ; মুসলিম, আয়মান, নং ৫৯; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫১৩; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৪৭।

৩৯৫৭। মুসলিম, ঈমান, নং ৫৮; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৪৭।

৩৯৫৮। মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৬৮; তিরমিযী, আহ্‌কাম, নং ১৩৬৪; নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬০; ইবনে মাজা, আহ্‌কাম, নং ২৩৪৫।

৩৯৬১। নাসাঈ, জানাইয, নং ১৯৬০।

৩৯৬২। বুখারী, শুরব; মুসলিম, বুয়ূ', নং ১৫৪৩; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২৪৪; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২৯।

৩৯৬৫। তিরমিযী, জিহাদ; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮১২।

৩৯৬৬। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৪৪।

৩৯৬৭। নাসাঈ, জিহাদ, নং ৩১৪৭; ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫২২।

৩৯৬৮। তিরমিযী, তাফসীর সূরা বাকারা, নং ২৯৭১; ইবনে মাজা, ইকামাতিস সালাত, ১০০৮; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৬২।

৩৯৭০। বুখারী, শাহাদাত; মুসলিম, সালাত, নং ৭৮৮; আবু দাউদ, নং ১২৩১।

৩৯৭১। তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল ইমরান, নং ৩০১২।

৩৯৭২। বুখারী, জিহাদ; মুসলিম, যিক্‌র, নং ২৭০৬; নাসাঈ, ইসতি'আযা, নং ৫৪৫০; আবু দাউদ, নং ১৫৪০।

৩৯৭৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩৮; সাওম, নং ৭৮৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০৭, আবু দাউদ, নং ১৪২।

৩৯৭৪। বুখারী, তাফসীর সূরা আল ইমরান।

৩৯৭৬। তিরমিযী, কিরাআত, নং ২৯৩০।

৩৯৭৮। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৩৭।

৩৯৭৯। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৩৭।

৩৯৮২। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৩২।

৩৯৮৩। তিরমিযী, ছাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৩২।

৩৯৮৪। তিরমিযী, ঐ, নং ২৯৩৪।

৩৯৮৫। তিরমিযী, ঐ, নং ২৯৩৪।

৩৯৮৬। তিরমিযী, ঐ, নং ২৯৩৫।

৩৯৮৭। ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৯৬; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৬৫৯; বুখারী, সিফাতুল জান্নাত; মুসলিম, জান্নাত।

৩৯৮৮। তিরমিযী, তাফসীর সূরা সাবা, নং ৩২২০।

৩৯৮৯। বুখারী, তাফসীর সূরা হিজরর ও সাবা; তিরমিযী, তাফসীর সূরা সাবা, নং ৩২২১; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ১৯৪।

৩৯৯১। তিরমিযী, কিরাআত, নং ২৯৩৯।

৩৯৯২। বুখারী, তাফসীর সূরা যুখরুফ; মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৭১; তিরমিযী, সালাত, নং ৫০৮।

৩৯৯৩। তিরমিযী, কিরাআত, নং ২৯৪১।

৩৯৯৪। ঐ বরাত, নং ২৯৩৮।

৪০০০। তিরমিযী, কিরাআত, ২৯২৯ নং হাদীসের পরে।

৪০০১। তিরমিযী, ঐ, নং ২৯২৮।

৪০০২। বুখারী, তাফসীর সূরা ইয়াসীন, বাদউল খাল্ক, তাওহীদ; মুসলিম, ঈমান, নং ১৫৯; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩২২৫, ফিতান।

৪০০৩। আবু দাউদ, সালাত, নং ১৪৬০; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮১০।

৪০০৪। বুখারী, তাফসীর সূরা ইউসুফ।

৪০০৬। বুখারী, তাফসীর (আবু হুরায়রা); মুসলিম, তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৫৯।

৪০০৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭৪৯।

৪০১০। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৭৫০।

৪০১১। ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৪৮।

৪০১২। নাসাঈ, গুসল, নং ৪০৬।

৪০১৩। নাসাঈ, গুসল, নং ৪০৭।

৪০১৫। ইবনে মাজা, জানাইয, নং ১৪৬০; আবু দাউদ, নং ৩১৪০।

৪০১৬। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৪১।

৪০১৭। তিরমিযী, আদাব, নং ২৬৭০; আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ৩।

৪০১৮। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৭; হায়েয, নং ৩৩৮; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৯৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৬১।

৪০২০। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৬৭।

৪০২৩। তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৪৫৪; ইবনে মাজা, আতইমা, নং ৩২৮৫।

৪০২৪। বুখারী, লিবাস, আদাব, জিহাদ, মানাকিবুল আনসার।

৪০২৫। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৬২।

৪০২৭। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৬৫।

৪০২৮। বুখারী, লিবাস, হিবা; মুসলিম, যাকাত, নং ১০৫৮; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩২৬।

৪০২৯। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬০৭।

৪০৩১। আহ্মাদ, ২খ, পৃ. ৫০, নং ৫১১৪, আরো দ্রষ্টব্য নং ৫১১৫ ও ৫৬৬৭।

৪০৩২। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮১, ফাদাইলুস-সাহাবা, নং ২৪২৪; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৪; আহ্মাদ, ৬খ, পৃ. ১৬২।

৪০৩৩। তিরমিযী, ক্বিয়ামাত, নং ২৪৮১; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৬২।

৪০৩৬। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮০।

৪০৩৮। তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-হাক্কা, নং ৩৩১৮।

৪০৩৯। বুখারী (তা'লীকান), আশরিবা, বাব ফীমান ইসতাহিল্লুল খাম্র।

৪০৪০। বুখারী, লিবাস, আদাব, জুমুআ, হিবা, বুয়ূ'; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৬৮, নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৯৭।

৪০৪১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ)।

৪০৪২। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ১৪; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩১৫; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৯৩।

৪০৪৩। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৭১; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩০০।

৪০৪৪। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৭৮; তিরমিযী, সালাত, নং ২৬৪, লিবাস, নং ১৭৩৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ১০৪১; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬০২।

৪০৪৬। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪০৪৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮৯।

৪০৪৯। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৯৪ ও ৫১১৩।

৪০৫১। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৫৪; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৬৮।

৪০৫২। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৫৬; নাসাঈ, কিবলা, নং ৭৭২; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৫০।

৪০৫৪। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫৯৪।

৪০৫৬। বুখারী, লিবাস, হজ্জ; মুসলিম, লিবাস, হজ্জ; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৭৬; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৯২; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭২২।

৪০৫৭। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৪৭; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭২০ (আবু মূসা); নাসাঈ, যীনাত, বাব তাহ্রীমি লুবসিয-যাহাব।

৪০৫৮। বুখারী, লিবাস; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫৯৮; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৯৯।

৪০৬০। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২০৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৮৮; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩১৭।

৪০৬১। তিরমিযী, জানাইয, নং ৯৯৪; লিবাস, নং ১৭৫৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫৬৬; জানাইয, নং ১৪৭২।

৪০৬৩। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২০।

৪০৬৪। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৮৮; বুখারী, লিবাস; মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৮৭।

৪০৬৫। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩২১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৩।

৪০৬৬। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬০৩।

৪০৬৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৮।

৪০৭২। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৩৭; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৫৯৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৬০৩।

৪০৭৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৮; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৩৫; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৮৭২; যীনাত, নং ৫৩৪৬; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৮৫, জিহাদ, নং ২৮২২।

৪০৭৭। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৪৫; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৮৭, জিহাদ, নং ২৮২১।

৪০৭৮। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৮৫।

৪০৮০। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৪২ (আবু সাঈদ আল-খুদরী)।

৪০৮১। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৯৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৪৪।

৪০৮২। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৭৮।

৪০৮৩। বুখারী, লিবাস, বাব আত-তাকান্নু' ফী ওয়াসফি হিজরাতিন-নাবিয়্যি (সা)।

৪০৮৪। তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭২২।

৪০৮৫। বুখারী, লিবাস; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৩৭।

৪০৮৬। আবু দাউদ, সালাত, নং ৬৩৮।

৪০৮৭। মুসলিম, ঈমান, নং ১০৬; তিরমিযী, বুয়ূ', নং ১২১১; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৩৫; বুয়ূ', নং ৪৪৬৪; যাকাত, নং ২৫২৪; ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২০৮।

৪০৮৮। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪০৯০। ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪১৭৪; মুসলিম, বিরর, নং ২৬২০ (আবু সাঈদ)।

৪০৯১। মুসলিম, ঈমান, নং ১৪৮; তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৯৯।

৪০৯২। মুসলিম, ঈমান, নং ৯১ (ইবনে মাসউদ)।

৪০৯৩। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৭৩।

৪০৯৪। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৭৬।

৪০৯৭। বুখারী, লিবাস; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮৫; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০৪।

৪১০৫। মুসলিম, সালাম, নং ২২০৬; ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৮০।

৪১০৭। মুসলিম, সালাম, নং ২১৮১।

৪১০৯। বুখারী, মাগাযী, লিবাস, নিকাহ; মুসলিম, সালাম, নং ২১৮০; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০২, হুদূদ, নং ২৬১৪; আবু দাউদ, আদাব, নং ৪৯২৯।

৪১১০। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪১১২। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৯।

৪১১৭। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৩৯, বাব যুয়ূলিন-নিসা।

৪১১৯। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৮১; নাসাঈ (উমার ইবনুল খাত্তাব)।

৪১২০। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৬৩-৩৬৪; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৩৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬১০ (মায়মূনা)। বুখারী, বুয়ূ', মুসলিম, হায়েয, নং ৩৬৫; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৪০ (ইবনে আব্বাস)।

৪১২৩। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৬৬; নাসাঈ, কিতাবুল ফার', নং ৪২৪৬; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭২৮; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬০৯।

৪১২৪। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬১২; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৭।

৪১২৫। নাসাঈ, কিতাবুল ফার'ই ওয়াল-আতীরা, নং ৪২৪৮।

৪১২৬। নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৩।

৪১২৭। নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৫-৪২৫৬।

৪১২৮। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭২৯; নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৫; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬১৩।

৪১২৯। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৫৬।

৪১৩১। নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৯।

৪১৩২। নাসাঈ, ফার', নং ৪২৫৮; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৭১।

৪১৩৩। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৯৬।

৪১৩৪। বুখারী, লিবাস, ফারছুল খুমূস; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৭৩; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৬৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬১৫।

৪১৩৬। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২০৯৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৭৫; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৭১।

৪১৩৭। মুসলিম, লিবাস, নং ৭১।

৪১৩৯। বুখারী, লিবাস; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৮০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬১৬; মুসলিম, ঐ, নং ২০৯৭।

৪১৪০। বুখারী, উযু, সালাত ও আতইমা; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১২; যীনাত, নং ৫০৬২; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০০১।

৪১৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০২; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৬৬।

৪১৪২। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮৪; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩৩৮৭।

৪১৪৩। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭১, বাব ফিল-ইত্তিকা'।

৪১৪৫। বুখারী, নিকাহ ও মানাকিব; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮৩; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৫।

৪১৪৬। মুসলিম, লিবাস, নং ২০৮২; তিরমিযী, কিয়ামাত, নং ২৪৭১; বুখারী, তাফসীর সূরা আত-তাহ্রীম, নিকাহ ও মাজালিম।

৪১৪৭। ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪১৫১।

৪১৪৮। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ৯৫৭।

৪১৫১। বুখারী, লিবাস, বাব নাকদিস সুওয়ার।

৪১৫২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৬২; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৫০; আবু দাউদ, তাহারাত, নং ২২৭।

৪১৫৩। মুসলিম, লিবাস, নং ২১০৬-২১০৭; বুখারী, বাদউল খাল্ক; মুসলিম, লিবাস, নং ৮৭; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৬; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৪৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৪৯।

৪১৫৪। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪১৫৭। মুসলিম, লিবাস, নং ২১০৫; নাসাঈ, সায়দ, নং ৪২৮৮।

৪১৫৮। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮০৭।

৪১৫৯। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫৬; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৫৮-৫৯।

৪১৬১। ইবনে মাজা, যুহ্দ, নং ৪১১৮।

৪১৬২। তিরমিযী, শামাইল, নং ২১৭।

৪১৬৪। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৯৩।

৪১৬৬। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৯২।

৪১৬৭। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২১২৭; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৪৭; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮২।

৪১৬৮। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২১২৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৫৯; আদাব, নং ২৭৮৪; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৫১; ইবনে মাজা, নিকাহ্, নং ১৯৮৭।

৪১৬৯। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২১২৫; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৫৫; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮২; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৯।

৪১৭২। মুসলিম, কিতাবুল আলফাজ মিনাল আদাব, নং ২২৫৩; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৬১।

৪১৭৩। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮৭; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১২৯।

৪১৭৪। ইবনে মাজা, ফিতান, নং ৪০০২, বাব ফিতনাতিন-নিসা।

৪১৭৫। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৩১।

৪১৭৯। মুসলিম, লিবাস, নং ২১০১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৫।

৪১৮৩। মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৩৭; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭২৪; মানাকিব, নং ৩৬৩৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩৪; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৫৯৯।

৪১৮৪। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৩৭; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩৪।

৪১৮৫। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩৭।

৪১৮৬। মুসলিম, ফাদাইল, নং ৯৬; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩৬।

৪১৮৭। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩৫।

৪১৮৮। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ফাদাইল, নং ২৩৩৬; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৩২; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৪০, তিরমিযী, শামাইল, নং ২৯।

৪১৯০। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৫৫; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৩৬।

৪১৯১। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৮২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩১।

৪১৯২। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২২৯।

৪১৯৩। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২১২০; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৩০; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৩৭।

৪১৯৫। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৫১।

৪১৯৮। বুখারী, লিবাস, বাব কাসসিশ-শারিব; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৭; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৭; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৯; ইখতিতান, নং ৫০৪৬; যীনাত, নং ৫২২৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯২।

৪১৯৯। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৯; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৬৫; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২২৮; তাহারাত, নং ১৫।

৪২০০। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৯; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৮।

৪২০২। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২২; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৭১; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭২১; মুসলিম, ফাদাইল, নং ১০৪ (আনাস)।

৪২০৩। বুখারী, লিবাস ও আম্বিয়া; মুসলিম, লিবাস, নং ২১০৩; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৭২; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২১; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫২ (অনুরূপ)।

৪২০৪। মুসলিম, লিবাস, নং ২১০২; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৭৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২৪।

৪২০৫। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৫৩; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৮০; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২২।

৪২০৭। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮১৩ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); নাসাঈ, যীনাত, নং ৪৮৩৬।

৪২০৮। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪২০৯। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ফাদাইল, নং ১০৩।

৪২১০। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২৪৬।

৪২১১। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২৭।

৪২১২। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৭৮।

৪২১৪। বুখারী, লিবাস; তিরমিযী, ইসতি'যান, নং ২৭১৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৯৯; মুসলিম, লিবাস, নং ৫৪ ও ৬৫ (অনুরূপ); ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৪১।

৪২১৫। পূর্বোক্ত বরাত দ্রষ্টব্য।

৪২১৬। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২০৯৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৩৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৯৯।

৪২১৭। বুখারী, লিবাস (অনুরূপ); তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৪০; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২০১।

৪২১৮। বুখারী, লিবাস (অনুরূপ); মুসলিম, ঐ, নং ৫৪; তিরমিযী, ঐ, নং ১৭৪১; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩২১।

৪২১৯। মুসলিম, লিবাস, নং ৫৪; তিরমিযী, শামাইল, নং ৮৯; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২১৯; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৩৯।

৪২২০। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২২০।

৪২২১। বুখারী, লিবাস; মুসলিম, ঐ, নং ২০৯৩।

৪২২২। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫০৯১।

৪২২৩। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৮৬; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৯৮।

৪২২৪। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২০৮।

৪২২৫। বুখারী, লিবাস (তা'লীকান); মুসলিম, দু'আ, নং ২৭২৫; লিবাস, নং ২০৮৭; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫৩৭৮; তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৮৭; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৪৮।

৪২২৬। তিরমিযী, শামাইল, নং ৯০; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫২০৬।

৪২২৯। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৪২; মুসলিম, লিবাস, নং ২০৯৫ ও নাসাঈ, লিবাস (আনাস ইবনে মালেক); তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৩৪।

৪২৩১। আবু দাউদ, জিহাদ, নং ২৫৫৫ (আবু হুরায়রা); মুসলিম, লিবাস, নং ২১১৩; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০৩।

৪২৩২। তিরমিযী, লিবাস, নং ১৭৭০; নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৬৪।

৪২৩৫। ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬৪৪।

৪২৩৭। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৪০।

৪২৩৮। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৪২।

৪২৩৯। নাসাঈ, যীনাত, নং ৫১৫৪, বাব তাহ্‌রীমিয যাহাব আলার-রিজাল।

পরিশিষ্ট-২

সুনান আবূ দাউদ

ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৭২০ নং হাদীস)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (নামায)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭২১ নং হাদীস থেকে ১৭২০ নং হাদীস)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (অবশিষ্টাংশ)

৩. كِتَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

৪. كِتَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ (সফরের নামায)

৫. كِتَابُ التَّطَوُّعِ (নফল নামায)

৬. كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের সিজদাসমূহ)

৭. كِتَابُ الْوِتْرِ (বেতের নামায)

৮. كِتَابُ الزَّكٰوةِ (যাকাত)

৯. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

তৃতীয় খণ্ড

(১৭২১ নং হাদীস থেকে ২৪৭৬ নং হাদীস)

১০. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

১১. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

১২. كِتَابُ الطَّلَاقِ (বিবাহ বিচ্ছেদ)

১৩. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

চতুর্থ খণ্ড

(২৪৭৭ নং হাদীস থেকে ৩৩২২ নং হাদীস)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৩২৩ নং হাদীস থেকে ৪২৩৯ নং হাদীস)

৩০. كِتَابُ الْحَمَّامِ (গণ-স্নানাগার)

৩১. كِتَابُ اللِّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)

৩২. كِتَابُ التَّرَجُّلِ (চুল আচড়ানো)

৩৩. كِتَابُ الْخَاتَمِ (আংটি, সীলমোহর)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪২৪০ নং হাদীস থেকে ৫২৭৪ নং হাদীস)

৩৪. كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ (কলহ-বিবাদ)

৩৫. كِتَابُ الْمَهْدِيِّ (ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব)

৩৬. كِتَابُ الْمَلَاحِمِ (যুদ্ধ-বিগ্রহ)

৩৭. كِتَابُ الْحُدُوْدِ (হদ্দ, বিশেষ শাস্তি)

৩৮. كِتَابُ الدِّيَاتِ (শোণিত পণ)

৩৯. كِتَابُ السُّنَّةِ (সুন্নাতের অনুসরণ)

৪০. كِتَابُ الْأَدَبِ (শিষ্টাচার)